শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়

শ্রীগুণরাজ খাঁন — শ্রীমালাধর বসু

মহোদয়-প্রণীত

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়

শ্রীগুণরাজ খাঁন — শ্রীমালাধর বসু

মহোদয়-প্রণীত

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত

ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

ও

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার প্রতিষ্ঠাতা

পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রচারানুকূল্য—সাত টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড্, কলিকাতা-২৬ হইতে

শ্রীভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসর শুক্রবার

৩০ গোবিন্দ, ৪৯১ শ্রীগৌরাব্দ

১০ চৈত্র, ১৩৮৪ ; ২৪ মার্চ্চ, ১৯৭৮

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ)

৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড্, কলিকাতা-২৬

৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থিত 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' প্রেস হইতে

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

মদীয় ইষ্টদেব পরমারাধ্যতম পরমহংস ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদের অশেষ কৃপায় বঙ্গভাষার আদি বৈষ্ণব-কাব্য **'শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়'** গ্রন্থরাজ প্রথম প্রকাশের ৮৪ বৎসর পরে অধুনা কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' প্রেসে মুদ্রিত হইয়া পুনরায় লোকলোচনের গোচরীভূত হইলেন। আমরা প্রথমে সতীর্থ শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারীজীর নিকট একখানি জীর্ণগ্রন্থ পাই, তাহার প্রথমার্দ্ধ অতীব জীর্ণ—পাঠোদ্ধারের অযোগ্য দেখিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে একেবারেই হতাশ হইয়া পড়ি. পরে শ্রীভগবদিচ্ছায় কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পুস্তকাগারে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত ময়মনসিংহ সহরের 'সেহড়া' পল্লী নিবাসী গৃহস্থ ভক্তবর—অধুনা স্বধাম প্রাপ্ত শ্রীপাদ উদ্ধবদাস অধিকারী মহোদয়-প্রদত্ত একখানি পুরাতন অথচ পূর্ণাবয়ব গ্রন্থ পাইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহান্বিত হই।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পশ্চাদ্‌ভাগে অর্থাৎ প্রচ্ছদপটের চতুর্থ-পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুমত্যনুসারে শ্রীবার্ষভানবী দয়িত দাস প্রভৃতি কর্ত্তৃক ভক্তিভবন ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। ৪০১ শ্রীচৈতন্যাব্দে ৪নং বারাকপুর ধর্ম্মযন্ত্রে শ্রীশশিভূষণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।"

বর্ত্তমানে ৪৮৫ গৌরাব্দ, সুতরাং ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহাই অনুমিত হয়।

ঐ সংস্করণে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক আনুমানিক ১২৯৪ বঙ্গাব্দে লিখিত অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত উপক্রমণিকাটি আমরা আমাদের বর্ত্তমান সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত করিতেছি। পরমারাধ্য প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫শ পরিচ্ছেদের ৯৯ সংখ্যক পয়ারের তৎকৃত অনুভাষ্যে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-লিখিত ঐ উপক্রমণিকার অনেকাংশ উদ্ধার করিয়াছেন।

গ্রন্থখানি কএক ফর্ম্মা মুদ্রিত হইবার পর আমরা ভগবদিচ্ছায় জনৈক ভক্তবরের সৌজন্যে ২৭ পদ্মনাভ, ৪৫৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ, ১ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ ও ১৮ অক্টোবর, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ময়মনসিংহ আলেয়া নিবাসী শ্রীশচীনাথ রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৪৮।১ শঙ্খনিধি রোড, ঢাকাস্থিত মঞ্জুবা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত—বিভিন্ন প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির পাঠানুসরণে পাঠান্তর ও বিষয়-নির্দ্দেশাদি সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের একটি সংশোধিত সংস্করণ পাই।

এই সংস্করণটি—ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৪৪ নং পুঁথি (১১৮১ সন) ও ১২৭৮ নং পুঁথি (১১১২ সন), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১২২৮ নং পুঁথি (১১০৬ সন) ও ২৬৬৮ নং পুঁথি (১০১১ সন), বরাহনগর শ্রীভাগবতাচার্য্য প্রভুর শ্রীপাটস্থ গ্রন্থাগারের ১১৯৫ নং পুঁথি (১১০৭ সন), শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কর্ত্তৃক ৪০১ গৌরাব্দ, ১৮৮৭ খৃঃ বা ১২৯৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংস্করণ, রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পুঁথি এবং অন্যান্য সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ কতিপয় পুঁথির পাঠ মিলাইয়া প্রকাশ করিতে সম্পাদক মহাশয়কে কএক বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। আমরা শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মুদ্রিত

সংস্করণটিরই বিশেষভাবে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিলেও ঐ সংস্করণ হইতে কতিপয় পয়ার ও শব্দের পাঠান্তর অর্থবোধ-সৌকর্য্যার্থ আমাদের বর্ত্তমান সংস্করণের কএকস্থানে উদ্ধৃত ও সন্নিবেশিত করিয়াছি। তজ্জন্য আমরা উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

প্রাচীন বঙ্গ-ভাষায় ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের অর্থবোধ না হইলেও প্রাচীনতা সংরক্ষণ মানসে আমরা তাহা যথাযথই রাখিয়া দিয়াছি, স্বকপোলকল্পনা প্রয়োগ করতঃ কোন পাঠ পরিবর্ত্তন করি নাই। অবশ্য বর্ণশুদ্ধিগুলি যথাসম্ভব সংশোধন করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র।

বঙ্গভাষার আদি-কাব্য হিসাবে—বিশেষতঃ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আদৃত বলিয়া শুধু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে কেন, সর্ব্বত্রই ইহার সমাদর পরিলক্ষিত হয়। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থ রচয়িতা কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম্-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয় ঐ গ্রন্থের ১ম খণ্ড ৮৯ পৃষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণবিজয়-গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ মধ্যে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত সংস্করণের বিশেষ প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমালাধর বসু কোন্ গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক 'গুণরাজ খাঁন' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। কেন না গৌড়েশ্বর হুসেনশাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থে শ্রীগুণরাজ খাঁন দৈন্য করিয়া লিখিয়াছেন—

গুণ নাহি, অধম মুঞি, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম—'গুণরাজ খাঁন'॥
সত্যরাজ খাঁন হয় হৃদয়-নন্দন।
তারে আশীর্ব্বাদ কর, যত সাধুজন॥

—শ্রীকৃষ্ণবিজয় ২১১ পৃঃ

শ্রীমালাধর বসু বা শ্রীগুণরাজ খাঁন বঙ্গীয় সম্রাট আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত শ্রীদশরথ বসু হইতে ত্রয়োদশ অধস্তনরূপে স্বীকৃত। তাঁহার চতুর্দ্দশ তনয়ের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ে শ্রীলক্ষ্মীনাথ বসু—উপাধি শ্রীসত্যরাজ খাঁন এবং তৎপুত্র পঞ্চদশ পর্য্যায়ে শ্রীরামানন্দ বসু। ইঁহারা অর্থাৎ শ্রীসত্যরাজ ও শ্রীরামানন্দ উভয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ।

হাওড়া-বর্দ্ধমান নিউকর্ড লাইনে জৌগ্রাম ষ্টেশন হইতে ২ মাইলের মধ্যে কুলীনগ্রাম। এই কুলীনগ্রাম-বাসী সত্যরাজ, রামানন্দ, যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ, বাণীনাথ বসু প্রভৃতি বসু-বংশীয় সকলেই গৌরগত প্রাণ, কৃষ্ণভক্ত এবং কৃষ্ণলীলা অভিনয়ে সকলেই সুদক্ষ। শুনা যায় অদ্যাদি সেই কৃষ্ণলীলা-ভিনয়ের স্মৃতি রক্ষিত হইতেছে। নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস অপতিতভাবে প্রেমভরে তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। একসময়ে তিনি চাতুর্ম্মাস্যকাল কুলীনগ্রামে বাস করিয়া তথায় পরমানন্দে হরিভজন করিয়াছিলেন এবং সত্যরাজাদি বসুবংশীয়গণকেও সেই সময়ে কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"তাঁর উপশাখা—যত কুলীনগ্রামী জন।
সতরাজ আদি—তাঁর কৃপার ভাজন॥"

—চৈঃ চঃ আ ১০।৪৮

শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাদিগকে কৃপা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"(প্রভু কহে—) কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায়॥"

—চৈঃ চঃ আ ১০।৮২-৮৩

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীনগ্রামের নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামে পট্টবস্ত্র নির্ম্মাণের স্থান বর্ত্তমান থাকায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা—মূর্ত্তিত্রয়ের পাণ্ডুবিজয়-জন্য প্রত্যব্দ পট্টডোরী আনিতে শ্রীসত্যরাজ খাঁন ও শ্রীরামানন্দ বসুকে কৃপাপূর্ব্বক যজমান-রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—

"কুলীনগ্রামী রামানন্দ, সত্যরাজ খাঁন।
তাঁরে আজ্ঞা দিলা প্রভু করিয়া সম্মান॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবৎসর আনিবে 'ডোরী' করিয়া নির্ম্মাণ॥
এত বলি' দিল তাঁরে ছিণ্ডা পট্টডোরী।
ইহা দেখি' করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি'॥
এই পট্টডোরীতে হয় 'শেষ'-অধিষ্ঠান।
দশমূর্ত্তি হঞা যিঁহো সেবে ভগবান্॥
ভাগ্যবান্ সেই সত্যরাজ, রামানন্দ।
সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম-আনন্দ॥
প্রতিবৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ-সঙ্গে।
পট্টডোরী লঞা আইসে অতি বড় রঙ্গে॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৪।২৪৮-৫৩

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫শ ও ১৬শ পরিচ্ছেদেও লিখিত আছে—শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলীনগ্রামীকে বহু সম্মান করিয়া প্রত্যব্দ রথযাত্রাকালে পট্টডোরী আনিবার নির্দ্দেশ দেন এবং শ্রীগুণরাজ খাঁন-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলেন—'এই গ্রন্থে যে "নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ" এই একটি প্রেমময়বাক্য আছে, তাহাতেই আমি তাঁহাদের বংশের হস্তে আত্মবিক্রয় করিয়া দিয়াছি। কুলীনগ্রামী সত্যরাজ-রামানন্দাদির কা' কথা, তাঁহাদের গ্রামের কুকুরটি পর্য্যন্তও আমার প্রিয়'। শ্রীসত্যরাজ ও শ্রীরামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের আদেশ করেন। তাহাতে সত্যরাজ বৈষ্ণব চিনিবার উপায় জানিতে চাহিলে মহাপ্রভু প্রথম বর্ষে কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবের লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন—

"(প্রভু কহে—) যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,—শ্রেষ্ঠ সবাকার॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১০৬

দ্বিতীয় বৎসরে ঐরূপ স্বকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু 'বৈষ্ণব-সেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন'—এই দুইটি করিলেই শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-প্রাপ্তি হইবে, এইরূপ বলিলেন। তচ্ছ্রবণে পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব-লক্ষণ জানিতে চাহিলে মহাপ্রভু মধ্যম-বৈষ্ণবের লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন—

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।৭২

তৃতীয় বৎসর পুনরায় বৈষ্ণব-লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উত্তম-বৈষ্ণবের লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন—

"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।৭৪

এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পরমপ্রিয় কুলীনগ্রামী শ্রীসত্যরাজ খাঁন ও শ্রীরামানন্দ বসুকে লক্ষ্য করিয়া যথাক্রমে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম—এই ত্রিবিধ অধিকারের বৈষ্ণব-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন।

শ্রীগুণরাজ খাঁন-কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের অধিকাংশই পয়ারছন্দে লিখিত, স্থানে স্থানে ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শ্রীভাগবত ১০ম ও ১১শ স্কন্ধের প্রধান প্রধান আখ্যায়িকাগুলি প্রায় সকলই আদ্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। তাত্ত্বিক অংশের কিছু কিছু তাৎপর্য্যানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে শ্রীভাগবত ব্যতীত মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ প্রভৃতির আখ্যায়িকা অবলম্বনপূর্ব্বক রচিত পদাদিও স্থানে স্থানে সন্নিবেশ করিয়াছেন।

তিনি যে শ্রীব্যাসদেব-কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াই এই গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাও গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"কায়স্থ-কুলেতে জন্ম, কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু 'ব্যাস'॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে 'হরি' বল সর্ব্বজন॥"

—শ্রীকৃষ্ণবিজয় ২১১ পৃঃ

গ্রন্থকার তাঁহার মাতাপিতার পরিচয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বাপ ভগীরথ মোর, মাতা ইন্দুমতী।
যাঁহার পুণ্যে হৈল মোর কৃষ্ণচন্দ্রে মতি॥"

—শ্রীকৃষ্ণবিজয় ২য় পৃঃ

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১২৯৩ বঙ্গাব্দে শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার ৩য় বর্ষে যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায়—শ্রীল ঠাকুর স্বয়ং কুলীনগ্রাম দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। মেমারী ষ্টেশন বা বৈচী ষ্টেশন হইতে কুলীনগ্রামে যাইবার পথ আছে। উভয় পথই তিন ক্রোশের কম নয়। কুলীনগ্রাম বঙ্গভূমির মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ পুরাতন জনপদ। পথিমধ্যে রাণাপাড়া গ্রামে শ্রীশ্যামদাস আচার্য্যের প্রকাশিত ১৬১৪ শকে নির্ম্মিত শ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর একটি প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। তথা হইতে শ্রীল ঠাকুর গুণরাজ খাঁন মহাশয়ের বাসস্থানের চিহ্ন ও তৎচতুর্দ্দিকস্থ গড়ের সীমা দর্শন করিতে যান। অতঃপর শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের ভজন-স্থান দর্শন করিয়া শ্রীসত্যরাজ খাঁন প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি-সকল ও শ্রীরামানন্দ বসু প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপাল মূর্ত্তি দর্শন করেন। এই শ্রীগোপাল-মন্দিরের অনতিদূরে একটি শিব-মন্দির বিদ্যমান। ঐ মন্দিরে একটি বৃষ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহার গলদেশে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত আছে—

"শাকে বিশতি বেদে খে মনৌ হি শিবসন্নিধৌ।
খাঁন-শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোঽয়ং মহাবৃষঃ॥"

শ্রীল ঠাকুর তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"বোধ হইতেছে যে, শ্রীশ্রীগুণরাজ খাঁন ঐ শিব প্রতিষ্ঠা করেন এবং তৎপুত্র শ্রীসত্যরাজ খাঁন মহাশয় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মের তিন বৎসর পূর্ব্বে (১৪০৪ শকে) উক্ত ষাঁড়টিকে স্থাপন করেন। 'গুণরাজ খাঁন' উপাধিপ্রাপ্ত মালাধর বসুর বংশই কুলীনগ্রামের প্রধান বাসিন্দা ছিলেন। তাঁহার বংশে যদিও কেহ কেহ বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও সুবৈষ্ণব বলিয়া বোধ হইল না। এইরূপ মহদ্বংশের এবম্বিধ হীনাবস্থা দৃষ্টি করিয়া আমাদের বিশেষ খেদের উদয় হইয়াছিল।"

—সঃ তোঃ ৩য় বর্ষ ১০ম পৃঃ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ

বিশেষ সাবধানতা-সত্ত্বেও স্থানে স্থানে যে সকল মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম, পরাৎপর গুরুদেব শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং শ্রীগৌরনিজজন শ্রীশ্রীগুণরাজ খাঁন ঠাকুরের অশেষ কৃপায় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থরাজ আজ আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, ইহাই আমাদের পরমানন্দের বিষয়।

অকিঞ্চন
সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত
উপক্রমণিকা

এই কাব্যখানি বঙ্গবাসিগণের পক্ষে বিশেষ আদরের ধন। অনেক যত্নে সংগ্রহ করিয়া ইহাকে আমরা প্রকাশ করিলাম। আশা করি সকলেই ইহাকে আদর করিয়া পাঠ করিবেন।

যে পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার আদিকাব্য। আদি-কবি গুণরাজ খাঁন মহাশয় তেরশত পঁচানব্বই (১৩৯৫) শকাব্দার এই গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত হন এবং চৌদ্দশত দুই (১৪০২) শকাব্দার গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন। ইহার পূর্ব্বে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুর বঙ্গভাষায় কিছু কিছু রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কোন কাব্য রচনা করেন নাই। তাঁহাদের রচিত কতকগুলি অসংলগ্ন গীত মাত্র আমরা দেখিতে পাই, চৌদ্দশত শকের পূর্ব্বে রচিত কোন বঙ্গভাষার কাব্য আমাদের চক্ষু-গোচর হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের রচনা অতিশয় সরল, এমন কি বঙ্গীয় অৰ্দ্ধশিক্ষিতা রমণীগণ ও সামান্ত বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্ট নিম্ন-শ্রেণীর পুরুষগণ এই গ্রন্থ অনায়াসে পড়িতে ও বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয়। ইহার পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয় নাই। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের অনেকস্থলে ষোল সতর অক্ষর বা বার তের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনেক শব্দই তাৎকালিক ব্যবহৃত শব্দ। সে-সকল শব্দের অর্থ নিতান্ত রাঢ়ীয় লোক ব্যতীত বুঝিতে পারেন না। ইহাতে যতই দোষ থাকুক, বিলাতী লোকেরা যেরূপ চসারকে মান্য করেন, আমরা কাব্য সম্বন্ধে ইঁহাকে তদ্রূপ মান্য করি। এই পুস্তকের অভাব থাকিলে কোন বঙ্গীয় পুস্তকালয়কে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না।

অধিকন্তু এই গ্রন্থ পারমার্থিক লোকদিগের পক্ষে পরম আদরণীয়। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ শ্রীগুণরাজ খাঁন মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের দশম একাদশ স্কন্ধের সাধারণের আদরণীয় অনুবাদরূপ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন এই গ্রন্থের যে কি মাহাত্ম্য তাহা এই ক্ষুদ্র উপক্রমণিকায় আমরা বলিতে পারি না। বৈষ্ণব জগতে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র পূজনীয়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, মধ্যখণ্ডে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে কুলীনগ্রামের বসু বৈষ্ণবদিগের প্রশংসা-স্থলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এইরূপ কহিয়াছেন,—

> "কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
> প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা॥
> গুণরাজ খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
> তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
> "নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ'।
> এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥
> তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
> সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥"

এই গ্রন্থের প্রামাণ্য, পূজনীয়তা ও উৎকর্ষ উপরোক্ত পদ্যের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। যে গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, সে গ্রন্থ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে যে কত আদর লাভ করিবে তাহা আমাদের বলা বাহুল্য।

এখন পাঠক মহাশয় ঔৎসুক্য সহকারে শ্রীগুণরাজ খাঁন মহাশয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন, সন্দেহ নাই। আমরা যে কিছু অবগত আছি তাহা লিখিতেছি। বঙ্গীয়-সম্রাট্ আদিশূর বৌদ্ধধর্ম্ম-দূষিত বঙ্গদেশে আচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি না দেখিতে পাইয়া কান্তকুব্জ হইতে

পাঁচটি সুব্রাহ্মণ ও পাঁচটি সুকায়স্থ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চজন কায়স্থের মধ্যে সুসভ্য ও সরলমতি দশরথ বসু মহাশয় গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশের ত্রয়োদশ-পর্য্যায়ে শ্রীগুণরাজ খাঁন উৎপন্ন হন। ইঁহার প্রকৃত নাম—শ্রীমালাধর বসু, গৌড়ীয়-সম্রাট্-দত্ত উপাধি—গুণরাজ খাঁন। পর্য্যায় যথা;—

দশরথ বসু
|
কুশল বসু
|
শুভশঙ্কর বসু
|
হংস বসু
|
শক্তিরাম বসু (বাগাণ্ডা)। মুক্তিরাম বসু (মাইনগর)। অলঙ্কার বসু (বঙ্গজ)।
(মুক্তিরাম বসু)
|
দামোদর বসু
|
অনন্তরাম বসু
|
গুণীনায়ক বসু বীণানায়ক বসু
(গুণীনায়ক বসু)
|
মাধব বসু
|
লক্ষ্মীনাথ বসু। চক্রপাণি বসু। উদয়চাঁদ বসু। লৌহ বসু। তৌহ বসু। শ্রীপতি বসু। অচ্যুতানন্দ বসু।
(শ্রীপতি বসু)
|
যজ্ঞেশ্বর বসু। ত্রিলোচন বসু। বটেশ্বর বসু। প্রজাপতি বসু। ঈশান বসু। সাগর বসু। কৃপাময় বসু।
(যজ্ঞেশ্বর বসু)
|
ভগীরথ বসু। কামেশ্বর বসু। সদানন্দ বসু। বশিষ্ঠ বসু।
(ভগীরথ বসু)
|
মালাধর বসু—উপাধি গুণরাজ খাঁন।

ইঁহার চৌদ্দটী পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীনাথ বসুর উপাধি—সত্যরাজ খাঁন। তস্য পুত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরামানন্দ বসু। রামানন্দ বসু পঞ্চদশ পর্য্যায়।

১২৯২ সালের শীতকালে আমরা শ্রীকুলীনগ্রাম পাটে বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক বসু মহাশয়দিগের বাটী হইতে এই কুলজী সংগ্রহ করিয়াছি। তথায় জানিতে পারিলাম যে, শ্রীমালাধর বসু মহাশয় অতি প্রসিদ্ধ ধনশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার গড় ও দেবালয়াদি দর্শন করিলে বোধ হয় যে, তাঁহার রাজশ্রী অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী ছিলেন। গুণরাজ খাঁ মহাশয়ের একটী সামাজিক সাংসের পরিচয় পাইয়াছি। বল্লালী কৌলিন্য প্রথাকে সারহীন জানিয়া অস্মদীয় পূর্ব্বপুরুষ শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত-বংশীয় বালি সমাজের দত্ত মহাশয়গণ তাহা কখনই স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের সহবাসী ঘোষ, বসু ও মিত্র বংশীয় মহাশয়গণ ঐ প্রথা তখন ভাল বলিয়া স্বীকার করেন। মহাত্মা মালাধর বসু তদীয় ধী-শক্তিদ্বারা উক্ত প্রথার ভাবী অমঙ্গলজনক ফল লক্ষ্য করিতে পারিয়া আপন-আত্মীয় পুরন্দর খাঁনের (ইনিও বসু বংশজ) অনুরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম বংশীয় ত্রয়োদশ পর্য্যায় শ্রীপতি দত্ত মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উদ্বাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তদ্দ্বারা তিনি বল্লালী ও পৌরন্দরীয় প্রথা অপেক্ষা কান্য-কুব্জ হইতে সমাগত স্বশ্রেণী কায়স্থের সহিত বৈবাহিক কার্য্যের উৎকর্ষ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কায়স্থ সমাজের অবস্থা যাঁহারা পর্য্যালোচনা করেন তাঁহারা বল্লালী ও পৌরন্দরীয় প্রথার উপস্থিত মন্দফল দৃষ্টে শ্রীমালাধর বসুর কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

আমরা যে হস্তলিপি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম তাহাতে পাওয়া যায় যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৪০৫ শকাব্দায় শ্রীদেবানন্দ বসু কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ লিখিত হয়। জহানাবাদের নিকটস্থ কয়াপাট বদনগঞ্জ নিবাসী শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর মহাশয়ের বংশজাত শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত মহাশয়ের অনুগ্রহে আমরা ঐ পুরাতন হস্তলিপি খানি প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রসিদ্ধ আউল মনোহর দাস বাবাজী উক্ত গ্রন্থ রূপারাম সিংহ মহাশয়কে দিয়াছিলেন। তিনি উক্ত দত্ত মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ প্রমাতামহ। হস্তলিপিখানি মগুের তুলট ছাঁচের কাগজে লিখিত, অত্যন্ত জীর্ণ ও স্থানে স্থানে উদ্ধার করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত মহাশয়ের নিকট বঙ্গবাসিগণ এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ঋণী রহিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়

বিষয়-সূচী

বিষয় — পত্রাঙ্ক

১। **মঙ্গলাচরণ**—অবতার বর্ণন, সংক্ষিপ্ত-কৃষ্ণচরিত ১—৪

২। **অবতারের কারণ**—দেবী মাহাত্ম্য ৫—৬

৩। **দেবকীর পুত্রের বিবরণ**—গর্ভে কৃষ্ণাবির্ভাব, গর্ভস্তুতি, শ্রীকৃষ্ণজন্ম, শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস বাক্য, বসুদেবের গোকুলে প্রস্থান ৭—১১

৪। **কংসের মন্ত্রণা**—পূতনা বধ ১১—১৩

৫। **রক্ষা-বন্ধন**—শকট ভঞ্জন, তৃণাবর্ত্ত বধ, নামকরণ-বাল্যক্রীড়া ১৩—১৬

৬। **নবনীতহরণ-লীলা**—যমলার্জ্জুনভঞ্জন, কুবেরপুত্রদ্বয়ের শ্রীকৃষ্ণস্তব ১৬—১৮

৭। **শ্রীনন্দাদি গোপগণের বৃন্দাবনে বাস**—বৎসাসুর বধ, বকাসুর বধ, অঘাসুর বধ, পুলিন-ভোজন ও ব্রহ্মার গো-বৎস-হরণ, ব্রহ্মার স্তব, যমুনাতীরে আনন্দক্রীড়া ও ধেনুকাসুর-বধ, কৃষ্ণের কালিয়দহে পতন, শ্রীনন্দযশোদার নিকট গোকুল-বালকগণের শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী বর্ণন, শ্রীযশোদা প্রভৃতির রোদন, কালিনাগের স্ত্রীর স্তব, নাগের নিবেদন, কালিয় নাগের প্রস্থান, প্রলম্ব বধ, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠবিহার, শ্রীব্রজগোপীগণের কাত্যায়নী পূজা, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্নভিক্ষা, ব্রাহ্মণপত্নী-গণের নিকট অন্নভিক্ষা, অন্নস্থালী-হস্তে বিপ্রপত্নী-গণের শ্রীকৃষ্ণদর্শন, দ্বিজগণের অনুতাপ ১৯—৩৪

৮। **শ্রীকৃষ্ণের নন্দাদি গোপগণকে গিরি গোবর্দ্ধনের পূজার্থ প্ররোচনা**—নন্দের প্রতি ইন্দ্রের কোপ, গোবর্দ্ধন ধারণ, কৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রের স্তব ৩৫—৩৮

৯। **শ্রীকৃষ্ণের যমুনা প্রবেশ ও শ্রীনন্দান্বেষণ-লীলা**—শ্রীকৃষ্ণের বরুণ-লোকে গমন ৩৮—৩৯

১০। **শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণন**—শ্রীবৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য ৪০

১১। **শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা**—শ্রীরাধার বিলাপ, অন্যান্য গোপীগণের বিরহোন্মাদ, শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ দর্শন-দান ৪১-৪৬

১২। **শ্রীবৃন্দারণ্যের শ্রীযোগপীঠে সপরিকর শ্রীগোবিন্দদেব**—রাসক্রীড়া, জলকেলি ৪৬—৪৯

১৩। **শ্রীকৃষ্ণের অসুর-বধাদি লীলা**—মহাসর্প হইতে শ্রীনন্দ-মোচন, সুদর্শন গন্ধর্ব্বের উদ্ধার, শঙ্খচূড়-বধ, অরিষ্টাসুর বধ, দ্রুত কংস-বিনাশ-সাধনোদ্দেশ্যে শ্রীনারদের প্ররোচনা-বাক্য, গোকুলে কেশির উপদ্রব ও মল্লযুদ্ধের উদ্যোগ, কেশি ও ব্যোমাসুর বধ, শ্রীকৃষ্ণ নারদ-সংবাদ, অক্রূরের গোকুলে গমন, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা শ্রবণে শ্রীব্রজগোপীগণের অবস্থা ও উক্তি, অক্রূরের চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন, রজক বধ, কুব্জীর কুব্জ খণ্ডন, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধনুর্ভঙ্গলীলা, কুবলয়-হস্তী বধ, অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, মল্লযুদ্ধ—চাণূর ও মুষ্টিক বধ, সবংশে কংসবধ, কংস-মহিষীগণের বিলাপ, উগ্রসেনে রাজ্যভার, শ্রীরামকৃষ্ণের চূড়াকরণ ও উপনয়ন, শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের অবন্তীনগরে অধ্যয়ন, গুরুদক্ষিণা-দান, উদ্ধবের গোকুলে গমন, শ্রীগোপীগীতা, কুব্জার গৃহে শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণের অক্রূর ভবনে গমন, কংসপত্নী-দ্বয়ের পিতৃসমীপে বিলাপ, জরাসন্ধ ও কৃষ্ণের যুদ্ধ, জরাসন্ধের মন্ত্রণা, সমুদ্রে কৃষ্ণের পুরী নির্ম্মাণ, জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মথুরা বেষ্টন, দ্বারকায় কালযবনের দূত আগমন, কালযবন বধ, কৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দের স্তব ও শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা ৪৯—৭২

১৪। **শ্রীবলরামের বিবাহ**— ৭৩—৭৪

১৫। **শ্রীরুক্মিণীদেবীর বিবাহের উদ্যোগ**—শ্রীরুক্মিণীদেবীর বিষাদ, ব্রাহ্মণের দ্বারকায় গমন, কৃষ্ণের বিদর্ভ-নগরে, গমন, ইন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের

বিষয়	পত্রাঙ্ক
অভিষেক, শ্রীরুক্মিণীদেবীর ভবানীপূজা ও বর প্রার্থনা, শ্রীরুক্মিণীদেবীর রূপ-বর্ণন, রুক্মিণী হরণ, রাজাগণের যুদ্ধ, শ্রীরুক্মিণীদেবীর বিবাহ	৭৪—৮০
১৬। **সত্রাজিত রাজার তপস্যা ও স্যমন্তকমণি লাভ**—মণিহরণ, মণিনিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ, জাম্বুবানের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ, দৈবকী ও রুক্মিণীর বিলাপ, জাম্ববতীর বিবাহ ও শ্রীকৃষ্ণকে মণিদান	৮০—৮৪
১৭। **শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সত্রাজিতকে স্যমন্তক-মণি প্রদান ও সত্যভামাকে বিবাহ**—শ্রীকৃষ্ণের সত্রাজিতকে মণি প্রত্যর্পণ, পাণ্ডবগণের দুঃসংবাদ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর গমন, সত্রাজিতের মৃত্যু, শতধন্বার পলায়ন, শতধন্বার মৃত্যু, অক্রূরের বিদেশ গমনে দ্বারকায় দুর্ভিক্ষ, অক্রূরের মহিমানুমান ও তাঁহাকে দ্বারকায় আনয়ন, মিথ্যাপবাদ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কারণ-বর্ণন	৮৫—৯০
১৮। **কালিন্দীর বিবাহ**—খাণ্ডব-বন দাহন	৯০—৯১
১৯। **মিত্রবিন্দার বিবাহ**—	৯২
২০। **ভদ্রার বিবাহ**—	৯২
২১। **নাগ্নজিতীর বিবাহ**—	৯৩—৯৪
২২। **লক্ষ্মণার বিবাহ**—	৯৪—৯৫
২৩। **নরকাসুরের দৌরাত্ম্য**—মুরদৈত্যের সবংশে মৃত্যু, মহারণে নরকাসুর নিধন, পৃথিবীদেবীর শ্রীকৃষ্ণস্তব, ষোড়শসহস্রাধিক মহিষীর পাণিগ্রহণ	৯৬—৯৮
২৪। **শ্রীনারদ কর্তৃক সম্বরকে রুক্মিণীর গর্ভে কামের জন্ম-কথন**—সম্বর কর্তৃক প্রদ্যুম্ন হরণ, রতির প্রতি নারদের উপদেশ, রতির স্বামী-পালন ও তত্ত্ববর্ণন, সম্বরাসুরের রতিহরণ, সম্বরের গৃহে কামদেব, নারদ কর্তৃক সম্বর বধার্থ-উপদেশ দান, সম্বর ও কামের যুদ্ধ, সম্বরের মুদ্গর নিবারণার্থ কামদেব কর্তৃক দেবীর স্তব, সম্বরের মৃত্যু, রতি ও কামদেবের দ্বারকা গমন	৯৯—১০২
২৫। **রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীসহ বিহার**—সত্যভামার মানভঙ্গ, মানভঙ্গনান্তে সত্যভামার শ্রীকৃষ্ণ-পরিচর্য্যা, ইন্দ্রালয়ে নারদের গমন, শ্রীকৃষ্ণের পারিজাত হরণ, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীর প্রতি ছলোক্তি, শ্রীরুক্মিণী দেবীকে সান্ত্বনা-দান, শ্রীকৃষ্ণের বঞ্চনা-বাক্য খণ্ডন	১০৩—১০৮
২৬। **বাণরাজার পরিচয়**—উষার বরপ্রাপ্তি, স্বপ্নযোগে শ্রীঅনিরুদ্ধের উষাসহ মিলন, চিত্রলেখা কর্তৃক পট লেখন, উষার প্রিয়তম নিরূপণার্থ চিত্র-দর্শন, চিত্রলেখার দ্বারকা গমন, অনিরুদ্ধসমীপে চিত্রলেখার আত্মপরিচয় ও উষার অবস্থা কথন, চিত্রলেখার সহিত অনিরুদ্ধের উষা সমীপে গমন, উষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ, অনিরুদ্ধ কর্তৃক বাণের সেনাপতিগণের নিধন, অনিরুদ্ধের সহিত বাণরাজার যুদ্ধ, অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন দর্শনে উষার বিলাপ, অনিরুদ্ধের চণ্ডিকা-স্মরণ, অনিরুদ্ধের বন্ধন-শ্রবণে কৃষ্ণের যুদ্ধসজ্জা, হরি-হরের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণহস্তে বাণের বাহুচ্ছেদ, বাণকর্তৃক অনিরুদ্ধের বন্ধনমোচন ও স্বীয় কন্যাদান	১০৮—১১৭
২৭। **নৃগরাজের কৃকলাস-জন্ম**—কৃকলাসোপাখ্যান, নৃগরাজার উপাখ্যান, যদুকুমারগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ	১১৭—১১৯
২৮। **লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর**—	১১৯—১২২
২৯। **শ্রীবলদেবের রাস ও দ্বিবিদ-বানর বধ**—	১২২
৩০। **শ্রীনারদের শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক বিচিত্র-বিলাস দর্শন**—	১২৩
৩১। **শৃগাল-বাসুদেব-রাজার বধ**—	১২৩—১২৫
৩২। **শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ নরপতি-লীলা**—নারদ-যুধিষ্ঠিরের আলাপ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাভিক্ষা, শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় গমন ও যুধিষ্ঠিরসহ মিলন, রাজসূয়-যজ্ঞের উদ্যোগ, বন্দীরাজগণের উদ্ধারার্থ শ্রীকৃষ্ণের গূঢ়-মন্ত্রণা, জরাসন্ধের জন্মকথা, শ্রীকৃষ্ণের সন্ন্যাসিবেশে জরাসন্ধ সমীপে একদান-ভিক্ষা, ভীম ও জরাসন্ধের যুদ্ধ, জরাসন্ধ বধ, রাজসূয় যজ্ঞারম্ভ, যোগ্য পূজা-পাত্র-নির্ব্বাচন, শিশু-পালের কৃষ্ণ-নিন্দা, শিশুপালের শতদোষ-মার্জ্জন-তথ্য, শিশুপাল বধ, শিশুপালের জন্মবৃত্তান্ত	১২৫—১৩৫

বিষয়	পত্রাঙ্ক
৩৩। **শাল্বরাজার যুদ্ধ**—দ্যুমান্ নিধন, শাল্বরাজার শ্রীকৃষ্ণসহ মায়ারণ, মায়া-নিরাস ও শাল্ববধ	১৩৫—১৩৮
৩৪। **অনিরুদ্ধের বিবাহ**-রুক্মী বধ	১৩৮—১৩৯
৩৫। **দন্তবক্র-বধ**—	১৩৯—১৪০
৩৬। **বজ্রনাভের বৃত্তান্ত**—বজ্রনাভের তপস্যা ও বর-প্রাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণের বজ্রনাভ বধোপায় কথন, প্রভাবতীর রাজহংসী দর্শন, প্রভাবতী সমীপে প্রদ্যুম্নের গুণ-বর্ণন, কুমার আনয়নার্থ হংসীর প্রতি প্রভাবতীর অনুরোধ, হংসীর সুরপুরে গমন, ভদ্রনটের বৃত্তান্ত, শ্রীকৃষ্ণের ভদ্রনট ও প্রদ্যুম্নের প্রতি উপদেশ, হংসী-বজ্রনাভের সাক্ষাৎ, ভদ্রনট আনিতে হংসীর গমন, বজ্রনাভসমীপে নটগণের নৃত্যারম্ভ, বজ্রনাভের সভায় নটগণের রামায়ণ অভিনয়, প্রদ্যুম্নের ভ্রমর-রূপ ধারণ, প্রভাবতীর গন্ধর্ব্ব-বিবাহের উদ্যোগ, প্রদ্যুম্ন দর্শনার্থ প্রভাবতীর আর্ত্তি ও উৎকণ্ঠাময়ী চেষ্টা, প্রদ্যুম্ন প্রভাবতীর সাক্ষাৎ ও গন্ধর্ব্ব-বিবাহ, প্রভাবতীর চাতুরী, সুনাভের কন্যাদ্বয়ের বিবাহ, বজ্রনাভের প্রতি মুনিবরের উপদেশ, হংসীদ্বারা দৈত্যরাজ-বধাদেশ প্রেরণ, তালজঙ্ঘের সহিত কুমারগণের যুদ্ধ, তালজঙ্ঘ বধ, দেবগণের সহিত বজ্রনাভের যুদ্ধ ও বজ্রনাভ বধ বজ্রনাভ পত্নীগণের ক্রন্দন	১৪০—১৬৩
৩৭। **শ্রীসুদামাবিপ্রের উপাখ্যান**— শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক ভক্তবিপ্রের ক্ষুদভক্ষণ, সুদামের রত্নপুরী দর্শনে বিস্ময় প্রাপ্তি	১৬৩-১৬৫
৩৮। **সপরীকরে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাসতীর্থে গমন**—দ্রৌপদীর স্ববিবাহ বার্ত্তা-কথন, রুক্মিণী ও অন্যান্য স্ত্রীগণের বিবাহ-বার্ত্তা	১৬৬-১৬৯
৩৯। **শ্রীবসুদেবের যজ্ঞানুষ্ঠান**—শ্রীবসুদেবের যজ্ঞারম্ভ, শ্রীবসুদেবের যজ্ঞ-পূর্ণাপ্তি	১৬৯—১৭১
৪০। **শ্রীভৃগু-উপাখ্যান**—	১৭২
৪১। **বৃকাসুর-বধ**—বৃকাসুর কর্ত্তৃক বরপ্রার্থনা, বৃকাসুর ভস্ম, শ্রীশিবের কৃষ্ণস্তুতি	১৭৩—১৭৪
৪২। **শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক দ্বারকাবাসী বিপ্রের মৃতপুত্রগণের উদ্ধার**—	১৭৪—১৭৭
৪৩। **শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দেবকীর কংসহত ছয়-পুত্র আনয়ন**—	১৭৮—১৭৯
৪৪। **অর্জ্জুনের সুভদ্রা-হরণ**—	১৭৯ ১৮১
৪৫। **শ্রীঅজামিল উপাখ্যান**	১৮২ ১৮৩
৪৬। **উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ**—দ্বারকায় ব্রহ্মার আগমন, মুনিগণের শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনার্থ দ্বারকা-গমন, সাম্ব কর্ত্তৃক মুষল প্রসব, যদুকুল নিধনার্থ শ্রীকৃষ্ণের মায়াবিস্তার, উদ্ধব সমীপে শ্রীকৃষ্ণের নিজ অভিলাষ কথন, শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উদ্ধবের প্রশ্ন, নিমি-যোগেন্দ্র-প্রসঙ্গ, ত্রিবিধ ভগবত-লক্ষণ, অবধূতের চতুর্ব্বিংশতি গুরুকরণ-প্রসঙ্গ	১৮৪—১৯০
৪৭। **সাংখ্যযোগ-কথন**—	১৯১
৪৮। **কর্ম্মযোগ কথন**—ভগবদ্‌বিভূতি বর্ণন, শ্রীউদ্ধবকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন	১৯২—১৯৪
৪৯। **শ্রীউদ্ধবগীতা**—আশ্রম চতুষ্টয়ের আচার-বিবরণ, অষ্টাঙ্গযোগ-কথন, চতুর্ভুজ-রূপ বর্ণন, উদ্ধবের বৈরাগ্য উদয়	১৯৫—২০০
৫০। **শ্রীদ্বারকা-মাহাত্ম্য**—ব্রহ্মশাপচ্ছলে যদুবংশ নাশ, যদুবংশের প্রভাস গমন, শ্রীরাম-কৃষ্ণের নিভৃতে আলাপ, প্রভাসে যদুবংশের ধ্বংসলীলা, শ্রীবলভদ্রের নির্য্যাণলীলা, দারুকের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ, শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ-লীলা, ব্যাধের পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত-কথন	২০০—২০৪
৫১। **দারুকের দ্বারকা-গমন**—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক যথাবিধি সৎকার, দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাভব, অর্জ্জুনের বিস্ময়, শ্রীব্যাস-অর্জ্জুন-সংলাপ, শ্রীব্যাসদেবের উপদেশ, শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাগণের হরণ-কারণ, কলিযুগের ভাবি-দুরবস্থা-বর্ণন, শ্রীহরিনামাশ্রয় ও গঙ্গাস্নানই কলিযুগের পরমধর্ম্ম, শ্রীব্যাসাদেশে অর্জ্জুনের হস্তিনাপুরী গমন, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির স্বর্গারোহণ, গ্রন্থকারের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তনোপদেশ, ফলশ্রুতি ও গ্রন্থকারের শপথ, গ্রন্থরচনারকাল দৈন্য-মুখে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় দান	২০৪—২১১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরণেভ্যো নমঃ

মঙ্গলাচরণ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

প্রণমহ নারায়ণ অনাদি নিধন।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যত তাহার কারণ॥
একভাবে বন্দ হরি যোড় করি হাত।
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দ সৃষ্টির সহায়।
গণপতি প্রণমহ বিঘ্নহর তায়॥
সর্ব্বদেবগণের বন্দিয়া চরণ।
কৃষ্ণের চরিত্র কিছু করিল রচন॥
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দ তাঁহার দুই নারী।
যাঁহার প্রসাদে সর্ব্ব লোক পুরস্করি॥
ত্রিভুবনেশ্বরী দেবী জগত জননী।
প্রকৃতি স্বরূপা দেবী সৃষ্টির পালনী॥
যাঁহার পাদপদ্ম স্মরি ইন্দ্র ত্রিজগতের রাজা।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে করে যাঁর পূজা॥
শুম্ভ আদি অসুরের করিয়া নিধন।
দেব ঋষি রক্ষা কৈল চরাচরগণ॥
যাঁহার প্রসাদ মোরে হইল আচম্বিত।
মুক্তি দাও করি বলি কৃষ্ণের চরিত॥
গোসাঞীর জন্ম কর্ম্ম কে বলিতে পারে।
লোকহিত কারণে যতেক অবতারে॥
আকাশের তারা যদি একে একে গুণি।
সমুদ্রের জল যদি ঘটে প্রমাণি॥
পৃথিবীর রেণু যদি করিয়ে গণন।
তবু কি বলিতে পারি কৃষ্ণের কারণ॥
বরিষার বৃষ্টিধারা গণিবারে পারি।
কৃষ্ণের চরিত তবু বলিবারে নারি॥
সংসার সাগর লোক করিবে তারণ।
ভাগবত অবতারি হিতের কারণ॥
ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে॥
ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥

ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তে কারণে ভাগবত গীত ছন্দে গাই ॥
কলিকালে পাপচিত্ত হইবে সব নর।
পাঁচালির রসে লোক হইব বিস্তর ॥
গাইতে গাইতে লোক পাইব নিস্তার।
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার ॥
সাদরে শুনিহ নর না করিহ হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে এই হইল ভেলা ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে যার বাসনা।
যেই যাহা কৈল তাহা করায়ে ঘটনা ॥
ইহা বুঝি লোক সব শুন সাবধানে।
যাইবে বৈকুণ্ঠ-পুরী চড়িয়া বিমানে ॥
সংসারের সার গোসাঞী কমললোচন।
সবাকার বল গোসাঞী দেব নিরঞ্জন ॥

অবতার বর্ণন

প্রথমেত ব্রহ্মা হইলা দেব শ্রীহরি।
দ্বিতীয়ে বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধারি ॥
তৃতীয়ে নারদ মুনি বিদিত সংসারে।
চতুর্থেত নরনারায়ণ রূপ অবতারে ॥
বদরিকাশ্রমে তপ করিল বিস্তর।
মহিমা গাইল যাঁর সকল সংসার ॥
পঞ্চমে কপিল মুনি যোগের নিধান।
মুনি রূপে যোগ সব করিল উত্থান ॥
দত্তাত্রেয় মহাযোগী ষষ্ঠ রূপ ধরি।
যাঁরে সেবি কার্ত্তিক হন জগত অধিকারী ॥
সপ্তমেতে যজ্ঞরূপে দক্ষিণ সহচরি।
অষ্টমেতে জড়রূপে ভরত অবতরি ॥
নবমে পৃথু রূপে মহিমা অপার।
পৃথিবী দুহিয়া কৈল জীবের আহার ॥
দশমেতে মীন রূপে বেদ উদ্ধারিল।
একাদশে কূর্ম্ম রূপে অবতার কৈল ॥
জলে মগ্না পৃথিবী পৃষ্ঠে তুলি নিল।
দ্বাদশে ধন্বন্তরী অমৃত মথিল ॥
ত্রয়োদশে স্ত্রীরূপে মোহিলে অসুরে।
সমুদ্র মন্থিয়া তুষ্ট কৈল সব সুরে ॥
চতুর্দ্দশে নরসিংহ অদ্ভুত শরীর।
হিরণ্যকশিপু মারি পিবন্তি রুধির ॥
পঞ্চদশে বামন রূপ অবতার করি।
ছলিয়াত বলি নিল রসাতল পুরী ॥
ষোড়শে পরশুরাম রূপে অবতার।
নিক্ষত্রি পৃথিবী কৈল তিন সাত বার ॥
সপ্তদশে ব্যাস রূপে অবতার করি।
বেদ শাখা বুঝাইয়া ধর্ম্ম অবতরি ॥
অষ্টাদশে শ্রীরাম দশরথের ঘরে।
একা বিষ্ণু চারি অংশে অবতার করে ॥
সমুদ্র বান্ধিয়া কৈল সীতার উদ্ধার।
সবংশে রাবণ রাজা করিল সংহার ॥
ঊনবিংশে হলধর রূপে অবতার।
বিংশতি রূপে কৃষ্ণ বিদিত সংসার ॥
একবিংশে বৌদ্ধ রূপে অবতার করি।
দ্বাবিংশে কলঙ্ক (কল্কি)-রূপে ম্লেচ্ছকে সংহারি ॥
হেন মতে নারায়ণ অংশ অবতরি।
কৃষ্ণ রূপে পরং ব্রহ্ম আপনি শ্রীহরি ॥
কৃষ্ণের চরিত্র নর শুন একমনে।
যাহা শুনিলে গর্ভবাস করিবে তারণে ॥
বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুমতী।
যাঁহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণ চন্দ্রে মতি ॥
যক্ষ রক্ষ সর্ব্ব জনে করিয়া বিনয়।
মালাধর বসু বলে শ্রীকৃষ্ণবিজয় ॥

সংক্ষিপ্ত কৃষ্ণ-চরিত

(ললিত রাগ)

প্রথমে কহিল জন্ম অপূর্ব্ব কাহিনী।
অজ হইয়া জন্মিলেন দেব চক্রপাণি॥
বসুদেব থুইল নিঞা নন্দ ঘোষের ঘরে।
যশোদার কন্যা আনি ভাণ্ডিল রাজারে॥
শৃগালীর রূপে আগে দেবী মহামায়া।
ফণা ছত্র ধরিয়া বাসুকী পাছু যায়া॥
দুগ্ধের ছাওয়াল হইয়া দেব শ্রীহরি।
স্তন পান করি কৃষ্ণ পূতনাকে মারি॥
ভাঙ্গিল শকট খান শব্দ গেল দূর।
যাহা শুনি ত্রাসে মোহ গেলা কংসাসুর॥
তৃণাবর্ত্ত মারিল কৃষ্ণ গলাচাপি ধরি।
মৃত্তিকা ভক্ষণে বিশ্বরূপ দেখাইল শ্রীহরি॥
গর্গ মুনি আসি কৈল নামকরণ।
দধি খাইয়া ভাণ্ড ভাঙ্গে দেব নারায়ণ॥
উদুখল দিয়া যশোদা বান্ধিলা তাঁহারে।
যমল-অর্জ্জুন ভাঙ্গে দেব গদাধরে॥
বলিব ত' বাল্য ক্রীড়া যত যত কৈল।
কুবের কুমার দুই শাপে মুক্ত হইল॥
মুক্ত হইয়া ঘর গেল কুবের নন্দন।
ধান্য দিয়া ফল খাইল দেব নারায়ণ॥
সেই ধান্য সকল তাঁর নানারত্ন হইল।
গোকুল ছাড়িয়া বৃন্দাবনে বাস কৈল॥
বৎসক মারিল কৃষ্ণ ইঙ্গিত লীলায়।
পানি পিতে মারিল কৃষ্ণ বক মহাকায়॥
অঘাসুর মারি কৈল ব্রহ্মার মোহন।
ধেনুক মারিয়া তাল করিল ভক্ষণ॥
তবে ত' করিল কৃষ্ণ কালীয় দমন।
বলভদ্র বলে মায়া ছাড়িল নারায়ণ॥
দাবাগ্নি ভক্ষণ করি প্রলম্ব বধ কৈল।
অগ্নি পিয়া বৃন্দাবনে বালক রাখিল॥
বস্ত্র অলঙ্কারে হরি গোপিকা তুষিল।
যজ্ঞপত্নীর স্থানে অন্ন মাগিয়া খাইল॥
পর্ব্বত ধরিয়া হরি গোকুল রাখিল।
বরুণের গৃহ হইতে নন্দ উদ্ধারিল॥
গোপী লইয়া বৃন্দাবনে বিহার করিল।
সর্প মারি সুদর্শনে শাপ খণ্ডাইল॥
কাত্যায়নী মহোৎসব বৃন্দাবনে কৈল।
শঙ্খচূড় মারি কৃষ্ণ গোকুল রাখিল॥
কেশী অরিষ্ট ব্যোম অসুর মারিল।
অক্রূর গোকুল আসি রাম কৃষ্ণ লইল॥
মথুরা পুরে সে কৃষ্ণ রজক মারিল।
মালাকারে বর দিয়া কুব্জ সজ কৈল॥
একে একে মধুপুরী সকল দেখিল।
ধনুক ভাঙ্গিয়া তথা রজনী বঞ্চিল॥
রাজ সম্ভাষণে কৃষ্ণ প্রভাতে চলিল।
মল্ল যুদ্ধ স্থানে যত কৈল কংসাসুরে।
কুবলয় হস্তী মাইল মধ্য দুয়ারে॥
যুদ্ধ স্থানে গিয়া কৃষ্ণ অদ্ভুত মূর্ত্তি কৈল।
যাঁহার চিত্তে যেই ছিল তেমতি দেখিল॥
চানুর মুষ্টিক দুই মারিল মুরারি।
মঞ্চ হইতে পড়ি কৃষ্ণ কংসাসুর মারি॥
কংস নারী বিলাপ যত মথুরায় কৈল।
বাল্য ভাবে পিতৃ মাতৃ দুঁহা সম্ভাষিল॥
উগ্রসেন অভিষেক মথুরা নগরে।
বাপ মায় পরিচয় দিল গদাধরে॥
বলিব ত' বাল্য ক্রীড়া কৈল গদাধরে।
পড়িল চৌষট্টি বিদ্যা গুরুর ঘরে॥
আনিল গুরুর পুত্র যমঘর হইতে।
ঘরে ঘরে মধুপুরী ভ্রমিল যেমতে॥
উদ্ধব সহিত গেলা কুবজীর ঘরে।
কুব্জির মনোরথ পূর্ণ কৈল গদাধরে॥
অক্রূরের ঘর গিয়া দেব শ্রীহরি।
উদ্ধব পাঠাইয়া শান্ত কৈল গোপনারী॥

জরাসন্ধ সনে যুদ্ধ অষ্টাদশ করি।
সমুদ্রকে স্থান মাগি কৈল দ্বারিকা নগরী ॥
গোমন্ত দাহন তুষ্ট যেন মতে কৈল।
মথুরার লোক সব দ্বারিকা চলিল ॥
কালযবন বধ বলিব এক চিত্তে।
মুচুকুন্দ মুক্তিপদ পাইল যেন মতে ॥
রেবতীরে বিভা কৈল দেব হলধরে।
কান্ধে লাঙ্গল দিয়া বলাই ছোট কৈল তারে ॥
কহিব অদ্ভুত কথা রুক্মিণী স্বয়ম্বরে।
যাহাতে হইলা কৃষ্ণ রাজরাজেশ্বরে ॥
জাম্বুবতী সত্যভামা বিভা একবারে।
মণি হরণ যত কৈল গদাধরে ॥
তবে ত' কালিন্দী বিভা হস্তিনা নগরে।
মিত্রবিন্দা ভদ্রার বলিব স্বয়ম্বরে ॥
নগ্নজিতা লক্ষ্মণা এ দুই ত' সুন্দরী।
বৃষ বান্ধি মৎস বিন্ধি বিভা কৈল হরি ॥
নরক রাজা মারি বিভা কৈল গদাধরে।
ষোল সহস্র একশত কন্যা বিভা একবারে ॥
শম্বরের বধ গিয়া কৈল কামদেবে।
ইন্দ্র জিনি পারিজাত আনিল মাধবে ॥
রুক্মিণীর রস ক্রীড়া কৈল গদাধরে।
বাণযুদ্ধে অনিরুদ্ধ ঊষা স্বয়ম্বরে ॥
যেন মতে নৃগ রাজার শাপ বিমোচন।
বলের বিক্রমে দুর্য্যোধনের কন্যার হরণ ॥
যমুনা টানিল বল দিয়া তাহে হাল।
দ্বিবিদ বানর বধ বিক্রমে বিশাল ॥
আসিয়া নারদ মুনি দ্বারকা নগরে।
দেখিল ত' শ্রীহরি প্রতি ঘরে ঘরে ॥
শৃগাল বাসুদেব বধ করিল শ্রীহরি।
বলিব যেমতে পুড়িল কাশীরাজার পুরী ॥
জরাসন্ধ মহারাজা বধিল যেন মতে।
রাজসূয়ে শিশুপাল মারিল জগন্নাথে ॥

বলিব শাল্যের যুদ্ধ এক চিত্ত মনে।
আপনা পাসরি তবে দেব নারায়ণে ॥
মুচুকুন্দ প্রদ্যুম্নে যুদ্ধ হইল যেন মনে।
রুক্মী দন্তবক্রের বলিব নিধনে ॥
বজ্রনাভ বধ কথা অদ্ভুত সংসারে।
ক্ষুদ লইয়া বিপ্র গেলা দ্বারকা নগরে ॥
কহিব সকল কথা অদ্ভুত কথন।
সূর্য্যগ্রহে প্রভাসকে করিল গমন ॥
বসুদেব যজ্ঞকথা কহিব ভাল মতে।
লাথি মারি ভৃগু কৃষ্ণে পরীক্ষা লইতে ॥
বৃকাসুর বধ কৈল যেমত প্রকারে।
যেই মতে ব্রাহ্মণের মরিল কুমারে ॥
আনিয়া দিল ব্রাহ্মণের এ নব কুমারে।
অর্জ্জুন কহিতে গেলা সপ্তদ্বীপ পারে ॥
মায়ের ছয় পুত্র আনিল যেমনে।
বলিব সুভদ্রাকে হরিল অর্জ্জুনে ॥
নারায়ণ নাম ফল কহিব একে একে।
অজামিল মুক্তিপদ পাইল যেমতে ॥
ব্রহ্মা আদি দেব আসি দ্বারকা নগরে।
বৈকুণ্ঠ যাইতে কৈল দেব গদাধরে ॥
ব্রহ্ম শাপ লক্ষ্য করি উৎপাত করিল।
উদ্ধবেরে দয়া করি যোগ সব বৈল ॥
বিশ্বরূপ উদ্ধবেরে দেখাইল শ্রীহরি।
প্রভাসে যাদব সব যুদ্ধ করি মরি ॥
বলদেব তনু ত্যাগ শুনিল শ্রীহরি।
শরীর ছাড়িয়া গেলা বৈকুণ্ঠ পুরী ॥
স্বর্গারোহণ কথা কহিব একে একে।
অর্জ্জুনেরে বল হীন কৈল হীন লোকে ॥
ভারাবতারণে হরি গোকুলে অবতার।
একে একে কহিব যত করিল প্রচার ॥
এক চিত্তে শুন নর সংসার তারণ।
গুণরাজ খাঁন বলে বন্দিয়া নারায়ণ ॥

অবতারের কারণ

(পঠমঞ্জরী রাগ)

কংস আদি মহাসুরে, পৃথিবীর গুরুভারে,
কম্পমান দেবী বসুমতী।
নারিব সহিতে ভার, যাই আমি রসাতল,
শুন শুন দেব প্রজাপতি॥
পৃথিবীর ক্রন্দন শুনি, প্রজাপতি মনে গুণি,
নষ্ট হইল সকল সংসার।
প্রবল অসুর বলে, দেবী যায় রসাতলে,
কোন মতে হয় প্রতিকার॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে, বসিয়া ত' একাসনে,
যুক্তি কৈল দেব প্রজাপতি।
অসুর প্রবল বলে, দেবী যায় রসাতলে,
নিবেদিল দেবী বসুমতী॥
নারিব সহিতে ভার, যাই আমি রসাতল,
ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে।
কহিব সকল তত্ত্ব, অসুরে করয়ে যত,
জানি হরি করিব প্রতিকারে॥
এত বলি দেবগণ, হইল সবে এক মন,
ক্ষীরোদ সমুদ্রে সবে যাই।
চলিলা সে দেবগণ, যথা আছেন নারায়ণ,
ক্ষীরোদ সমুদ্রে লাগ পাই॥
ইন্দ্র আদি দেব যত, হয়ে সব চমকিত,
অসুরে ত' করয়ে নিধনে।
সকল সংসার মাঝে, শুন দেব দেবরাজে,
নিবেদিয়ে তোমার চরণে॥
কংস আদি মহাসুরে, মুষ্টিক চাণূর বীরে,
তৃণাবর্ত্ত শকট পূতনা।
অরিষ্ট ধেনুক কেশী, অঘাসুর বনবাসী,
আর বীর ভাই অষ্ট জনা॥

জরাসন্ধ মহামতি, মগধের নরপতি,
বান বাহু সহস্রেক ধর।
রুক্মী দুষ্ট পাপাশয়, শম্বরাদি মহাশয়,
শাল্য পৌণ্ডু (পৌণ্ড্রক) দ্বিবিদ বানর॥
বাসুদেব শৃগাল, বিক্রমে ত' বিশাল,
শিশুপাল এ কালযবন।
প্রবল অসুর বলে, পৃথ্বী যায় রসাতলে,
নিবেদিল তোমার চরণ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি, হাসি বৈল চক্রপাণি,
শুন ব্রহ্মা না করিও ভয়।
অসুর প্রবল বলে, দেবী যায় রসাতলে,
জানি আমি চিন্তিব উপায়॥
চল সবে যাহ ঘর, না করিহ ভয় ডর,
এক বোল শুন প্রজাপতি।
পৃথিবী মণ্ডলে গিয়া, নিজ নিজ অংশ হৈয়া,
রাজগৃহে করাহ উৎপত্তি॥
যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী, তিলোত্তমা আদি করি,
জন্ম গিয়া রাজার ভুবনে।
সুর-পুরে যত বৈসে, কৈল আমি আদেশে,
ঝাট চল সর্ব্ব দেবগণে॥
শূরসেন যদু রাজা, বসুদেব তার প্রজা,
দৈবকী তাহার বনিতা।
দৈবকী উদরে আমি, জনমিব শুন তুমি,
মনে কিছু না করিহ চিন্তা॥
প্রথমে ত' ছয় জন, কংস করিব নিধন,
সপ্তমে ত' অংশ অবতারে।
অষ্টম গর্ভ তাহার, জন্ম হব আমার,
স্বরূপে ত' কহিল তোমারে॥

দেবীমাহাত্ম্য

এত সব উত্তর, কহিলেন গদাধর,
পুনরপি মহামায়া আনি।
শুন দেবী ভবানী, ত্রিজগত মোহিনী,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী॥
তোমা হইতে সংসার, তুমি সর্ব্ব আধার,
দুঃখ শোক দারিদ্র্যনাশিনী।
তোমা সেবি সর্ব্ব জন, বিপদ কর বিমোচন,
তুমি দেবী জগৎ-জননী॥
আবার বচন ধরি, চল যাহ বলী-পুরী,
ষট্ গর্ভ আন ঝাট করি।
দৈবকী উদরে লইয়া, একে একে জন্মাহ গিয়া,
পুনরপি লিহ সেই পুরী॥
তবে যোগনিদ্রা হইয়া, দৈবকী উদর পাইয়া,
সপ্তম গর্ভ কাড়ি আনি।
গর্ভপাত ছল করি, রোহিণী উদরে ভরি,
সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে আপনি॥
তবে নন্দ-ঘরে গিয়া, যশোদা উদর পাইয়া,
থাকিহ তুমি কংস মোহিবারে।
ভাণ্ডিয়া ত' কংস রায়, যাইহ তুমি নিজালয়,
যশ যেন ঘোষয় সংসারে॥
এত সব শ্রীহরি, দেবগণে আজ্ঞা করি,
শুনি সবে গেলা নিজঘরে।
গোসাঞির আদেশ যত, শিরে ধরি সর্ব্বত্র,
দেবগণে চলিলা সত্বরে॥
ওথা নৃপ কংসাসুরে, ভগিনী আনি নিজ ঘরে,
বিভা দিতে করিল শুভদিনে।
বসুদেব বর আনি, বিভা দিল ভগিনী,
যৌতুক দিল নানা ধনে॥
দৈবকী বিভা করি, বসুদেব মধুপুরী,
কৌতুকে করিল গমন।
তবে নৃপ কংসাসুরে, অনুব্রজি কতোদূরে,
পদব্রজে লইয়া বন্ধু জন॥
হেনই সময়ে বাণী, আকাশে হইল ধ্বনি,
শুন কংস অদ্ভুত কথা।
দৈবকী ভগিনী তোরি, অষ্টম গর্ভেতে হরি,
মৃত্যুরূপে উপজিব তথা॥
শুনি কংস বিমন, ভগিনী কর নিধন,
হেন মন হইল তাহার।
বুঝিয়া ত' বসুদেব, করে তবে অনুসেব,
হেন রাজা নহে ত' বিচার॥
উহার উদরে যবে, উপজিব শিশু তবে,
দিব তোরে না করিহ মান।
ভগিনী জীবন তোর, নাহি ভয় কংসাসুর,
একবার দেহ প্রাণদান॥
শুনিয়া ত' নৃপমণি, অতি সকরুণ বাণী,
দয়া করি ক্ষমা কৈল মনে।
বিমন হৈল রাজা, না করিল তাঁর পূজা,
ঘর গেলা বিরস বদনে॥
হরির চরণ মনে, গুণরাজ খাঁন ভনে,
কৃষ্ণ জয় শুনি সর্ব্বজনে।
কলিকালে সর্ব্বতন্ত্র, নাহি আর কোন মন্ত্র,
হরি হরি কর স্মরণে॥

দেবকীর পুত্রের বিবরণ

(শ্রীরাগ)

ভয় চমকিত বসুদেব মহাশয়।
দৈবকী সহিত গেলা আপন নিলয়॥
কংসের যে পাপের চেষ্টা দেখিল আপনি।
গুপ্তভাবে কৈল বিভা নামে ত' রোহিণী॥
তবে কত কালে দেবী দৈবকী ভাবিনী।
ধরিল প্রথম গর্ভ কংস রাজা শুনি॥
উপজিল পুত্র নিল কংস বরাবরে।
সুন্দর দেখিয়া শিশু দয়া কৈল তারে॥
ইহা হইতে মৃত্যু নাহি কহিল ভবানী।
দৈবকী অষ্টমগর্ভে দেহ মোরে আনি॥
ছাওয়াল লইয়া যাহ আপনার ঘর।
ইহা হইতে ভয় কিছু নাহিক আমার॥
তবে বসুদেব গেলা নিয়া নিজ সুত।
দেখিয়া দৈবকী মনে হইল কৌতুক॥
তবে কত দিনে হৈল দ্বিতীয় কুমার।
তাহা লইয়া গেলা কংস রাজার দুয়ার॥
তাহা না মারিল রাজা কংস নরপতি।
তিন চার পাঁচ ছয় হইল উপনিতি॥
ছয় জনা না মারিল কংস মহাশয়।
হেন বেলা নারদ মুনি আইল তথায়॥
দেখিয়া ত' মুনিরে উঠিল কংস রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর বহুত কৈল পূজা॥
নানা দেশের নানা কথা কহে মুনিবর।
নিভৃতে কহিব কিছু কহিল উত্তর॥
শুনিয়া ত' কংসরাজা চমকিত মনে।
নারদ কহন্তি কথা শুনে নিজ কানে॥
তোমার অনেক নিন্দা পৃথিবী বলিল।
শুনিয়া ত' প্রজাপতি গোস্বাঞিরে নিবেদিল॥
গোসাঞীর আজ্ঞা হইল তোমা বধিবারে।
আপনি অষ্টম গর্ভ দৈবকী উদরে॥
সকল দেবের জন্ম হইল মহীতলে।
একে একে নাশ তোরে করিব সকলে॥
বুঝিয়া সত্বরে থাক না করিহ আন।
তোমা বধিবারে সব দেবের পয়ান॥
বলিয়া নারদ গেলা কংস মনে গুণে।
ডাক দিয়া পাত্রমিত্র বন্ধুজন আনে॥
নারদে কহিল যত মিথ্যা কিছু নহে।
কি মতে ভাল হয় চিন্তহ উপায়॥
মন্ত্রণা করিল তবে সকল অসুরে।
যেই যথা পাএ সেই বিষ্ণু হিংসা করে॥
আদেশিল কংস রাজা সকল অসুরে।
দৈবকীর ছয় পুত্র মার একবারে॥
বসুদেব দৈবকী আনহ কারাগারে।
লৌহ পাশ নিগড় দিয়া বান্ধিল তাহারে॥
যথাদান যথাযোগ্য বিষ্ণুর সেবন।
গো-ব্রাহ্মণ আদি যত করয়ে হিংসন॥
হেন সময়ে দৈবকীর গর্ভ সাত মাস।
যোগনিদ্রায় ভগবতী হইল সাত মাস॥
নিদ্রা ছলে গর্ভ কাড়ি লইল সত্বরে।
প্রবেশ করাইল লইয়া রোহিণী উদরে॥
দৈবকীর গর্ভপাত জানাইল কিঙ্করে।
শুনিয়া ত' হতশ্রদ্ধা হইল নৃপবরে॥
নারায়ণ অংশ তেজ জগত দ্বিপন (দীপন)।
শুক্ল রূপ ধরেন গোস্বাঞী সৃষ্টির কারণ॥
রোহিণীতে দেবী গেলা নন্দঘোষের ঘরে।
বসুদেব দৈবকী পাঠাইল কারাগারে॥

তোমা সম সখা নাই এ তিন ভুবনে।
রাখিহ আমার নারী তোমার সদনে ॥
দৈবেতে আমার হইল এমন বন্ধন।
পুত্র হইলে তুহার তুমি করিহ পালন ॥
গুপ্তবেশে রোহিণীর কতকাল গেল।
সর্ব্ব গুণে সম্পূর্ণ দেবী পুত্র প্রসবিল ॥
পুত্র সহিত দেবী নন্দ গৃহে বৈসে।
না জানিল কেহ তথা আছে গুপ্তবেশে ॥
কতকালে বন্দিশালে দৈবকী সুন্দরী।
বসুদেব সহযোগে ঋতুস্নান করি ॥
গোসাঞীর আজ্ঞা কভু খণ্ডন না যায়।
বন্দিশালে পুনরপি গর্ভকেতু পায় ॥

গর্ভে কৃষ্ণাবির্ভাব

হরি হরি নারায়ণ গর্ভ বাস কৈল।
ত্রিজগত মোহনরূপ দৈবকী ধরিল ॥
দেখিয়া ত' তেজময় সব অনুচরে।
দৈবকীর উদরে গর্ভ জানাইল রাজারে ॥
শুন শুন ওহে বীর কংস নৃপবরে।
দুইমাস গর্ভ হইল দৈবকী উদরে ॥
শুনিয়া ত' কংস রাজা দেখিতে আইল।
দৈবকীর গর্ভ দেখি ত্রাস উপজিল ॥
কাল কাল মর মর বলে নরপতি।
ভাল মতে রাখিহ সবে করিয়া শকতি ॥
প্রতিমাসে আসিয়া মোরে করাইহ স্মরণ।
স্বরূপে ত' এই গর্ভে আমার মরণ ॥
বলিয়া ত' কংসরাজা গেল নিজবাস।
মৃত্যুরূপে গর্ভকৃষ্ণ চিন্তিল আভাস ॥
তিন চারি পাঁচ মাস গণি অনুচরে।
প্রতিদিন রাজারে করয়ে গোচরে ॥
ধরিল দৈবকী গর্ভ দেখি তেজময়।
দেবলোক মর্ত্তলোক করে জয় জয় ॥

নিরঞ্জন নিরাকার দেব শ্রীহরি।
মনুষ্য শরীরে আসি গর্ভ্ভ বাস করি ॥
অদ্ভুত চমৎকার সকল সংসারে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আইলা দেখিবারে ॥
জ্যোতির্ম্ময় দেখি ব্রহ্মা দৈবকী উদরে।
দণ্ডবৎ প্রণাম স্তুতি করিল বিস্তরে ॥

গর্ভস্তুতি

তুমি দেব নিরঞ্জন তুমি প্রজাপতি।
তুমি দেব মহেশ্বর তুমি সর্ব্বগতি ॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি তারাগণ।
তুমি ইন্দ্র বরুণ তুমি হুতাশ পবন ॥
দশদিক্ পাল্ তুমি সবার কারণ।
তুমি দিবারাত্র তুমি দণ্ড প্রহরণ ॥
তুমি জপ তুমি তপ তুমি যজ্ঞ দান।
তুমি যোগ তুমি ভোগ তুমি ব্রহ্মজ্ঞান ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তুমি সে নারায়ণ।
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা জাগিলে জাগরণ ॥
নির্গুণ নির্লেপ তুমি কৈলে গর্ভবাস।
ভক্তবৎসল তুমি করিলে প্রকাশ ॥
মোহিয়া ত' কংস মার মানুষ শরীরে।
পৃথিবীর ভার হর মারিয়া অসুরে ॥
এত বলি ব্রহ্মাদি দেব প্রণাম করি।
চলি গেলা দেবগণ যার যেই পুরী ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্ম

দশমাস পূর্ণগর্ভ দৈবকী উদরে।
দ্বিগুণ রক্ষক দিল কংস নৃপবরে ॥
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী শুভ তিথি।
শুভক্ষণে শুভদিনে রোহিণী নিশাপতি ॥
দিন অস্ত গেলা রাত্রি প্রথম প্রহর।
মেঘে আচ্ছাদিত হইল সকল নগর ॥

গগনমণ্ডল সব মেঘে আচ্ছাদিল।
অতি ঘোর অন্ধকার দিশাভাগ হইল॥
দুয়ারি প্রহরী তবে সবে নিদ্রা গেল।
অতিশয় নিদ্রায় সবে অচেতন হইল॥
দুই প্রহর রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয়।
লগ্নে আসি গুরু বৈসে ভৃগুর তনয়॥
বৃষে উচ্চ চান্দ মকরে ভূমি-সুত।
তুলায় শনি কন্যায় বুধ অতি অদ্ভুত॥
চান্দের হোরায়ে দেখে ত্রিকুল সময়।
শুদ্ধিহেতু দৈত্য গুরু মিথুনে অর্দ্ধকায়॥
প্রসন্ন দশদিক্ প্রসন্ন যামিনী।
প্রসন্ন ত' তারাগণ প্রসন্ন রোহিণী॥
প্রসন্ন ত' নদনদী প্রসন্ন সাগর।
দেবগণ লইয়া সুখে দেখে পুরন্দর॥
হেনই সময় ক্ষেণ মাহেন্দ্র হইল।
সুন্দরী দৈবকী দেবী পুত্র প্রসবিল॥
জয় জয় শব্দ হইল সকল ভুবনে।
কৃষ্ণ আবির্ভাব কৈল গুণরাজ ভনে॥

(কল্যাণ রাগ)

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুর্জ কলা।
মকর কুণ্ডল কর্ণে গলে বনমালা॥
হীরা মণি মাণিক্য মুকুট শোভে শিরে।
হেম অঙ্গুরী শোভে বলয়া দুই করে॥
পাএতে নূপুর শোভে শ্রীবৎসাদি পতি।
ডাহিনে ত' লক্ষ্মী শোভে বামে সরস্বতী॥
পারিষদগণে স্তব করেন বিস্তর।
বসুদেব দৈবকীর কাঁপিল অন্তর॥
নারায়ণ রূপ দেখি মনে মনে গুণি।
কি বলিব কি করিব কিছুই না জানি॥
জগতের নাথ হরি সংসারের সার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে যাঁহার অধিকার॥
হেন পূর্ণ ব্রহ্মদেব আসিয়া জন্মিল।
বসুদেব দৈবকীর আনন্দ হইল॥
তবে ত' দৈবকী দেবী যোড় হাত করি।
এক মনে চিত্তেতে গোবিন্দে স্তুতি করি॥
এমন অদ্ভুত কথা কোথাহ না শুনি।
মনুষ্য উদরে জন্ম লভিলে আপনি॥
দুষ্টমতি দুরাচার কংস নৃপমণি।
শুনিলে তোমার নাম বধিবে এখনি॥
কি বুদ্ধি করিব মোরে বলহ উপায়।
যেন মতে নাহি জানে দুষ্ট কংস রায়॥
শুনিয়া মায়ের বোল হাসেন শ্রীহরি।
আমার বচন শুন এক চিত্ত করি॥
শ্রীকৃষ্ণবিজয় নর শুন এক মনে।
গুণরাজ খাঁন ভনে গোবিন্দ-চরণে॥

শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস-বাক্য

হাসিয়া গোবিন্দ তবে বলে দৈবকীরে।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুন কহি গো তোমারে॥
তৃতীয় জনম তোমার আছিল যখন।
ভক্তি করি মোরে তুমি করিলে স্তবন॥
দেবমানে তপ কৈলে দ্বাদশ বৎসর।
নিরাহারে তপ তুমি করিলে বিস্তর॥
তপে তুষ্ট হয়ে আমি এইরূপ ধরি।
তোমারে দিলাম দরশন দয়া করি॥
বর মাগ বলিলাম সদয় হৃদয়।
না মাগিলে মুক্তিপদ সংসার বিষয়॥
বর মাগি নিলে হব পুত্র চক্রপাণি।
সেই তপে আসি হেথা জন্মিনু আপনি॥
পৃশি (পৃশ্নি)-গর্ভে পুত্র তোর বিদিত ভুবনে।
কহিনু প্রথম গর্ভ শুন এক মনে॥
দ্বিতীয় অদিতি দেবী কশ্যপ যার পতি।
বামন রূপেতে আমি হইনু উৎপত্তি॥

উদেন্ত (উপেন্দ্র) বলিয়া নাম ঘোষয়ে সংসারে।
বলীকে ছলিয়া লিনু রসাতল পুরে॥
এখন তৃতীয় জন্ম তোমার উদরে।
মায়াতে ভুলিয়া তুমি হইলে অস্থিরে॥
পুত্র-ভাব কর মোর ছাড়ি মুক্তিপদে।
বৈকুণ্ঠেতে যাবে তুমি আমার প্রসাদে॥
কংসাসুরে ভয় কিছু না করিহ মনে।
একে একে বধিব সকল দুষ্টজনে॥
আমারে লইয়া রাখ নন্দঘোষ ঘরে।
মহামায়া জন্মিয়াছে যশোদা উদরে॥
আমা রাখি তারে আন ভাণ্ড কংসরাজ।
হরিব অবনী ভার করি দেবকাজ॥
বাপ মাকে এত বলি মুকুন্দ-মুরারি।
পুনর্ব্বার শিশুরূপ ধরে মায়া করি॥
দুই ভুজ কুমার হইল আচম্বিতে।
নিগড় ঘুচিল বসুদেব হরষিতে॥
সকল দুয়ার খিল কপাট খুলিল।
দুয়ারী প্রহরী সব যোগনিদ্রা গেল॥

বসুদেবের গোকুলে প্রস্থান

হেনকালে বসুদেব কৃষ্ণ কর কোলে।
শশীর উদয় যেন চলিল গোকুলে॥
শৃগালীর রূপে মহামায়া আগে যায়।
ফণাছত্র ধরিয়া বাসুকী আগে ধায়॥
যমুনা কল্লোল শুনি বসুদেব ত্রাস।
কেমনে হইব পার ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
ভয় নাই ভয় নাই আকাশেতে শুনি।
শৃগালী পারহ দেখ এক হাটু পানি॥
পশ্চাৎ করিয়া শৃগালী আগে আগে চলে।
তা' দেখিয়া বসুদেব নামিলেন জলে॥
হেনকালে গোবিন্দের পূর্ব্ব স্মৃতি হইল।
কোলে হৈতে পিছলিয়া জলে ত' পড়িল॥
আস্তে ব্যস্তে বসুদেব হাতাড়িয়া বুলে।
কেন হেন বিধি মোর লিখিল কপালে॥
হায় হায় মনস্তাপ করিল বিস্তর।
যমুনার মন তুষি আইলেন গদাধর॥
হাতড়িয়ে আচম্বিতে কৃষ্ণ হাতে পায়।
পার হইয়া বসুদেব নন্দ গৃহে যায়॥
দ্বিতীয় প্রহর গেল রাত্রি নিশাভাগে।
দুয়ারী প্রহরী তথা কেহ নাহি জাগে॥
গোকুলে প্রবেশ গিয়া নন্দের ভুবনে।
প্রসবিয়া যশোমতী নিদ্রা অচেতনে॥
কিবা কন্যা কিবা পুত্র কিছুই না জানে।
যোগনিদ্রায় অচেতন সুতিকা ভবনে॥
হেনকালে বসুদেব তদাগারে গেল।
পুত্রকে শুয়ায়ে কন্যা কোলেতে লইল॥
গোকুল পশ্চাতে রাখি কন্যা কোলে করি।
সেই পথে তেন মতে আইলা মধুপুরী॥
কন্যা দিয়া দৈবকীরে কহিল সকল কথা।
পুনরপি নিগড় কপাট হইল তথা॥
জুয়াচুরী করিয়া কান্দিল কন্যা-খানি।
চিয়াইল প্রহরী সব ক্রন্দনের শব্দ শুনি॥
আস্তে ব্যস্তে জানাইল রাজা কংসাসুরে।
উপজিল শিশু দেখ দৈবকী উদরে॥
শুনিয়া ধাইল রাজা বাহু ঊর্দ্ধ তুলে।
দেখিল ত' কন্যা গিয়া দৈবকীর কোলে॥
কাড়িয়া ত' নিল কন্যা দুষ্ট কংসাসুরে।
কান্দিতে কান্দিতে দেবী বলিল তাহারে॥
ভাই ভাই বলি দেবী কান্দে লোটাইয়া।
চণ্ডালে ত' হেন কর্ম্ম না করে আসিয়া॥
মারিলে ত' ছয় পুত্র চান্দের সমান।
একবারে মারিলে ভাই না করিলে আন॥
না থুইলে বংশ মোর পৃথিবী ভিতর।
ভাই হইয়া কালরূপ করিলে ব্যবহার॥

এথনে জন্মিল কন্যা তোমার শত্রু নহে।
না মারিহ কন্যা-খানি শুন কংসরায়॥
না শুনিল বোল তার দুষ্ট কংসাসুরে।
দুই পায় ধরি কন্যা লইল মারিবারে॥
হাত হইতে খসিয়া গেলা ভগবতী।
ডাক দিয়া বলে দেবী শুন পাপমতী॥
আমাকে ত' দুঃখ কেন দিলে দুষ্ট জন।
তোমাকে মারিতে জন্মিলা পুরুষ রতন॥
গোকুলে জন্মিল সেই আজিকার রাতি।
না করিহ হেলা তুমি কংস নরপতি॥
বলিয়া ত' গেলা দেবী আপনার বাস।
মূর্চ্ছিত হইল রাজা পাইল তরাস॥
নিকট মরণ জানি কান্দে কংসরায়।
মালাধর বসু কহে শ্রীকৃষ্ণবিজয়॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণজন্ম-রহস্যং সমাপ্তম্।

কংসের মন্ত্রণা

(গৌড়ীয় মল্লার রাগেন গীয়তে)

শুন শুন চাণূর মুষ্টিক মহাশয়।
কেশী ধেনুক শুন বক মহাশয়॥
বহিনী পূতনা শুন ভাই অজাসুরে।
তৃণাবর্ত্ত অরিষ্ট শুন প্রলম্ব অসুরে॥
আমার মরণ আজি কৈল মহামায়ে।
গোকুলেতে বৈসে তারে চিন্তহ উপায়ে॥
শিশুকালে না মারিলে বড় হব কাল।
প্রবীণ হইলে মারিবারে বড়ই জঞ্জাল॥
এতেক করুণ কৈল সবার ভিতরে।
শুনিয়া ত' মন্ত্রিগণ দিলেন উত্তরে॥
কেন চিন্তা কর রাজা ইন্দ্র যবে হয়।
একলা মারিব তারে না করিহ ভয়॥
মানুষ হইয়া যবে উপজিল হরি।
মানুষ শকতি আমা কি করিতে পারি॥
যথা যাব তথা খাব মানুষ শরীর।
একে একে পাঠাই রাজা যত আছে বীর॥
আগে ঝাট পূতনাকে পাঠাহ গোকুলে।
বিষ স্তন দিয়া মারুক শিশু করি কোলে॥
মন্ত্রণা করিয়া তবে গেল নরপতি।
চলিলা পূতনা নারী সবার যুকতি॥
তবে আসি কংস রাজা বসুদেবে আনি।
বন্দি ছোড়ান করি কৈল প্রিয়-বাণী॥
মিথ্যা দুঃখ দিল তোমায় শুন মহাশয়।
মিথ্যা পুত্র মাইল দোষ ক্ষমহ আমায়॥
আমাকে মারিতে জন্মিল আজিকার রাতি।
গোকুলেতে জন্ম তার কৈল ভগবতী॥
না লইহ মো'র দোষ পড়হুঁ চরণে।
চল ঘর ভগ্নীপতি হরষিত মনে॥
এতেক বচন তবে কংস রাজা কৈল।
বসুদেব দৈবকী ঘরকে চলিল॥
ওথা চিয়াইয়া যশোদা পুত্র দেখি পাশে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উঠিল আকাশে॥
জয় জয় শব্দ হইল নন্দের আলয়।
বৃদ্ধকালে জন্মিল নন্দের তনয়॥
পুত্রোৎসব করে নন্দ ব্রাহ্মণকে আনি।
কুড়ি সহস্র গরু দিল কনকশালিনী॥

স্ত্রী পুরুষে সর্ব্বলোক মহোৎসব করি।
সর্ব্বধনে সম্পূর্ণ হইল নন্দ ঘোষের গারি॥
ঘোষণা ত' দিল নন্দ সকল নগরে।
কর লইয়া যাব কালি রাজার দুয়ারে॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত লইল শকটে পুরিয়া।
নড়িলা ত' নন্দঘোষ রাজকর লইয়া॥
কর লইয়া মেলানি দিল নৃপবরে।
সম্ভাষিতে গেলা নন্দ বসুদেবের ঘরে॥
উঠিয়া ত' কোলাকুলি করি দুই জনে।
হরিষে ঝরয়ে অশ্রু দুঁহার নয়নে॥
শুনিল তোমার পুত্র বৃদ্ধকালে হইল।
আমার যতেক পুত্র কংসরাজ মাইল॥
বংশ রক্ষা একপুত্র আছে তোমার ঘরে।
মায়ের সহিতে পালন করিহ তাঁহারে॥
ঝাঁট করি চল তুমি না রহিও এথা।
অনেক হইব বিঘ্ন তোমার পুত্র যথা॥
এত শুনি মেলানি দিল নন্দ মহাশয়।
পূতনা রাক্ষসী গিয়া গোকুলেতে রয়॥
করিয়া মোহন বেশ ত্রৈলোক্য সুন্দরী।
কটাক্ষে পুরুষের মন লইয়া যায় হরি॥
নানা আভরণ পরে নানা পুষ্পমালা।
ঘরে ঘরে বুলে সে পাতিয়া স্ত্রী কলা॥
কোথাহ না দেখে দশ দিবসের ছাওয়াল।
আচম্বিতে গেলা নন্দঘোষের দুয়ার॥
শিশুরূপে গোবিন্দাই মনে মনে হাসি।
আমা মারিবারে কংস পাঠাইল রাক্ষসী॥
রাক্ষসী মারিতে কৃষ্ণ চিন্তিল উপায়।
শুনিয়া চমকিত যেন হয় কংসরায়॥
পূতনা বসিল গিয়া ছাওয়ালের পাশে।
উপকথা কহে যশোদাকে মনে মনে হাসে॥
এই শিশু দেখি তোমার বড়ই সুন্দর।
দেখি দেখি বলি কোলে করিল কোঙর॥
হেনক সুন্দর শিশু কোথাহ না দেখে।
ইহা বলি বিষ স্তন দিল তার মুখে॥

পূতনা বধ

(মল্লার রাগ)

স্তন পিয়ে গোবিন্দাই মনে মনে হাসে।
যুড়িল চুমুক প্রাণ স্তন মুখে আইসে॥
বিপরীত রাকাড়ে রাক্ষসী দারুণি।
এড় এড় স্তন মোর বাঁচাএ পরাণি॥
কি করে কি করে যশোদা ছাওয়াল তোমার।
চুমুক যুড়িয়া প্রাণ লয় ত' আমার॥
ডাক ছাড়ি পূতনা মূর্ত্তি ধরে আপনার।
বুকে বসি স্তন পিয়ে নন্দের কুমার॥
ডাক শব্দ শুনিয়া আইল যত গোকুলবাসী।
নন্দ ঘরে আসি দেখে দারুণ রাক্ষসী॥
প্রাণ ছাড়িয়া পড়িল পৃথিবী উপরে।
বুকে বসি স্তন পিয়ে নন্দের কুমারে॥
ডাক ছাড়িয়া প্রাণ দিল পূতনা রাক্ষসী।
হেন বেলা নন্দঘোষ কর দিয়া আসি॥
কি কি বলি হইল রোল সকল গোকুলে।
আস্তে ব্যস্তে নন্দঘোষ পুত্র কৈল কোলে॥
কেমতে পূতনা মইল করন্তি বাখান।
বসুদেব যত কৈল কিছু নহে আন॥
পড়িলা পূতনা পথ ছয় ক্রোশ যুড়িয়া।
গোকুলের বৃক্ষ ঘর সকলি ভাঙ্গিয়া॥
ভয়ঙ্করী রাক্ষসী দেখিতে ভয়ঙ্কর।
এক ক্রোশ দেহ-খান আড়েত প্রসর॥
লাঙ্গলের ঈশ যেন দন্ত সারি সারি।
গিরিকন্দর যেন নাসা দেখিতে ভয়ঙ্করী॥
গণ্ড-শৈলজ স্তন কপিল কেশ ভার।
অন্ধকূপ হেন নাভী গম্ভীর তাহার॥
বড় দীঘির আড়া যেন হাত-পা সারি।
উদর দেখিয়ে যেন শুখান পোখরি॥

দেখিয়া পালায় ত্রাসে সকল নগরে।
খানি খানি করি কাটি পুড়িল তাহারে ॥
গায়ের গন্ধ বাহির হয় অগৌর-কস্তুরী।
স্তন পিয়া নারায়ণ তার প্রাণ হরি ॥
রাক্ষসী পূতনা মারি পাপ দুষ্টমতি।
কৃষ্ণের পরশে হইল মাতৃলোকে গতি ॥
বিষস্তন দিয়া পূতনা মাতৃলোকে যায়।
স্তনামৃত দিয়া যশোদা কি ফল পায় ॥

নন্দঘোষ যশোদার কি কহিব কাহিনী।
জন্মে জন্মে দুই জনে আরাধি চক্রপাণি ॥
নন্দঘোষ যশোদা পূর্ব্বে তপ করি।
তপ করি এক মনে আরাধিয়া হরি ॥
তপ-ফলে বর তারে দিল নারায়ণ।
নন্দঘোষ যশোদা এই দুই জন ॥
কহিল সকল কথা বুঝহ সংসারে।
গুণরাজ খাঁন বলে কৃষ্ণ অবতারে ॥

রক্ষা-বন্ধন

(কৌরাগ)

পুত্র পুত্র বলি বাণী, ধায় যশোদা রোহিণী,
সত্বরে ত' পুত্র কৈল কোলে।
হৈও তুমি দীর্ঘ-আয়ু, মার্কণ্ডের পরমায়ু,
রক্ষা বান্ধে দিয়া গঙ্গাজলে ॥
দুই পাদ দুই উরু, রাখুন তোমার সুরগুরু,
অদ্ভুত (অচ্যুত) জংঘায় বসিল।
কটিতটে, জঠরদেশে, হৃদয়ে কেশব বৈসে,
অজদেবে সর্ব্বাঙ্গ রাখিল ॥
কণ্ঠে সূর্য্য, বিষ্ণু ভুজে, মস্তক রাখুন দেবরাজে,
আয়ু রাখুন শ্রীমধুসূদন।
পাশে বৈসে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠ রাখুন মহেশ,
মুখ রাখুন দেব ষড়ানন ॥
কর্ণ রাখুন পবন, আত্মা রাখুন হনুমান্,
জংঘাভুজ রাখ নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তিন দেব দেন বর,
দিনে দিনে বাড়ুক কল্যাণ ॥
ক্রীড়ায় গোবিন্দ দেবে, শয়নে রাখ মাধবে,
গচ্ছন্তি বৈকুণ্ঠ দেবে।

ডাহিনে রাখ শ্রীপতি, বামে রাখ পার্ব্বতী,
ষড়ঙ্গ রাখিব দেব সবে ॥
ছাওয়াল কোলে করি, রক্ষা বান্ধে ব্রজনারী,
শুয়াইল শকট উপরি।
পুত্রের জনম দিনে, কাজল দিল নয়নে,
আনন্দে ত' আপনা পাসরি ॥
যতেক গোকুল নারী, কৌতুকেতে চামালি করি,
ক্রীড়া করে যশোদার পাশে।
যতেক গোকুলে বৈসে, সকল গোপিনী আইসে,
শূন্য ঘরে গোবিন্দাই হাসে ॥

শকট ভঞ্জন

শিশুর চরিত্র করি, দুই পায় লাথি মারি,
ভাঙ্গিল শকট শ্রীহরি।
ভাঙ্গিল শকট খান, ভাণ্ড গেল নানা স্থান,
শব্দ হইল ত্রিভুবন ভরি ॥
ভাঙ্গিল শকট হরি, ভাণ্ড যায় গড়াগড়ি,
যশোদা আইল ধাইয়া।

পুত্র পুত্র বলি বাণী, গায়েতে কর হানি'
পুত্র কোলে তুলিল আসিয়া ॥
সকল ছাওয়াল বলে, শকট ভাঙ্গিল বলে,
ছাওয়ালে যশোদা সুধায় ।
তোমার পুত্রের পায়, শকট ভাঙ্গিল ঘায়,
তেঁই ভাণ্ড গড়াগড়ি যায় ॥
ছাওয়ালের বোল শুনি, যশোদা নন্দের রাণী,
ত্রাসে কংস মনে মনে গুণি ।
স্বরূপে আমাকে কাল, নন্দঘোষের ছাওয়াল,
মহামায়া বলিল আপনি ॥
হইয়া ছাওয়াল, বিক্রমে ত' বিশাল,
স্তন-পানে পূতনা মাইল ॥
শকট ভাঙ্গিল পায়, শিশুরূপে বজ্রকায়,
মনে ভাবি নিঃশ্বাস ছাড়িল ॥
কেমনে মারিব তায়, কংস চিন্তে উপায়,
তৃণাবর্ত্ত ডাকিল সত্বরে ।
শুন ভাই তৃণাবর্ত্ত, বিষম তোমার সামর্থ্য,
কেবা ইহা না জানে সংসারে ॥
যাহ ত' গোকুলপুরী, মার ত' উপায় করি,
শিশু বলি না জানিহ তারে ।
নন্দনন্দন বালা, না করিবে তারে হেলা,
শুন বীর বলিল তোমারে ॥

তৃণাবর্ত্ত বধ

(মল্লার রাগ)

রাজার আদেশে, তৃণাবর্ত্ত মহাসুরে ।
বায়ুরূপ ধরি যায় গোকুল-নগরে ॥
অতি প্রচণ্ডরূপ দেখি ভয়ঙ্কর ।
ধূলায় পুরিল সব গোকুল-নগর ॥
হাথাহাথি কোথা যাই, কিছুই না দেখি ।
ধূলায় পুরিল সবাকার দুই আঁখি ॥
মায়ের কোলে থাকি হাসেন দামোদরে ।
বায়ুরূপে অসুর আইসেন আমা মারিবারে ॥
সংসারের ভার হইল সকল শরীরে ।
এড়িল যশোদা রাণী ভূমির উপরে ॥
মহাভার পাইয়া দেবী ভূমে এড়ে হরি ।
হেন বেলা তৃণাবর্ত্ত আসিয়া কোলে করি ॥
বায়ুরূপ ধরিয়া কৃষ্ণ আকাশেতে তোলে ।
বিস্তর ফিরায় পাক কৃষ্ণ করি কোলে ॥
গগনমণ্ডলে দুষ্ট তুলিয়া শ্রীহরি ।
কৃষ্ণেরে ফিরায়ে পাক চাক-ভাউরি ॥
কোলে থাকি কৃষ্ণ তার গলা চাপি ধরি ।
আকাশে তাহার প্রাণ লইল শ্রীহরি ॥
তৃণাবর্ত্ত পড়ি মৈল দেখিল সর্ব্বজনে ।
গলার উপরে বসি কান্দে নারায়ণে ॥
না দেখিয়া যশোদা গায়ে কর হানি ।
কোথা গেল কে হরিল মোর পুত্রখানি ॥
কান্দিয়া যশোদা বুলে গোকুল-নগরী ।
কতদূরে অসুর উপরে দেখিল শ্রীহরি ॥
তৃণাবর্ত্ত পড়ি মৈল দেখে ব্রজপুরী ।
ত্রাসে যশোদা আসি পুত্র কোলে করি ॥
মরি জিলে বাছা মোর, রূপের মুরারি ।
অনাথ করিয়া ছিলা গোকুলনগরী ॥
কত বিঘ্ন বিধি তোমার লিখিল কপালে ।
চক্রাবর্ত্ত বায়ু আসি আকাশেতে তোলে ॥
আকাশে তুলিয়া দুষ্ট তোমারে ফেলিল ।
না মরিল বাছা মোর, অসুর মরিল ॥
ধর্ম্মহিংসা যেই করে তারে হিংসে হরি ।
তোমাকে রাখিল হরি অসুরাকে মারি ॥
এত বলি যশোদা রাণী পুত্র কৈল কোলে ।
স্নান করাইয়া রক্ষা বান্ধে গঙ্গাজলে ॥
কোলে করি চুম্ব দিয়া পুত্র মুখ চাহি ।
মায়েরে বিদিত কিছু করে গোবিন্দাই ॥

হাসিয়া ত' হাই তোলে শ্রীমধুসূদন।
তাহার উদরে দেখে যশোদা সকল ভুবন॥
কি দেখিনু কি দেখিনু স্বপ্ন হেন মানি।
মায়া করি আচ্ছাদিল দেব চক্রপাণি॥
অদ্ভুত অমৃত কথা শুন সর্ব্বজনে।
গুণরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ চরণে॥

নামকরণ

(শ্রীরাগ)

কতদিনে বসুদেব গর্গমুনি আনি।
নিভৃতে বসিয়া কিছু বইলা প্রিয়বাণী॥
আমার পুত্র গোকুলে, জানহ মুনিবর।
নামকরণ থোহ চলহ সত্বর॥
বাসুদেব বোল শুনি মনে মনে গুণি।
ভারাবতারণে আইলা দেব চক্রপাণি॥
দৈবকীর অষ্টম গর্ভে কন্যাকে ভুলায়ে।
মায়া পাতি আছে বুঝি গোকুল-নিলয়ে॥
হরিষে চলিলা মুনি করিয়া ধেয়ান।
আজি ত' আমার হইল সফল জীবন॥
দেখিব ত' নারায়ণ গোকুল-নগরে।
আস্তে ব্যস্তে গেলা মুনি নন্দঘোষের ঘরে॥
দেখিয়া ত' নন্দঘোষ সম্ভ্রমে উঠিয়া।
বসাইল পাদ্য অর্ঘ্য আসন যে দিয়া॥
মোর ভাগ্যে তোমার চরণ মোর ঘরে।
কি করিব গোসাঞী আজ্ঞা কর মোরে॥
শুনিয়া ত' মুনি কহে শুনহ গোয়াল।
বসুদেব পাঠাইল তোমার দুয়ার॥
তাঁহার বোলে আইনড়ি তোমার সদনে।
তাঁহার পুত্রের করিব নামকরণে॥
তবে নন্দঘোষ বলে যুড়ি দুই কর।
আমার পুত্রের নাম থোহ মুনিবর॥
ভাল ভাল বলি মুনি বলিল বচন।
মায়ে-পোয়ে রোহিণী দেবী আইল তখন॥
রোহিণীর পুত্রের নাম রৌহিয় (রোহিণেয়) ধরি।
বলে অধিক, তেঞী বলভদ্র নাম করি॥
রাম গুণ দেখি সবে বলিল সর্ব্বজনে।
গর্ভাকর্ষণে নাম থুইল সঙ্কর্ষণে॥
হের দেখ পুত্র তোর অতি সুলক্ষণে।
অভিনব অবতার যেন নারায়ণে॥
তে-কারণ নারায়ণ নাম থুইব ইহার।
আর অনেক নাম ঘুষিব সংসার॥
এত বলিয়া ঘর গেলা গর্গমুনি।
হরিষিত নন্দঘোষ যশোদা রোহিণী॥

বাল্যক্রীড়া

(বেলাবলী রাগেন গীয়তে)

নানা ক্রীড়া করে কৃষ্ণ শিশুরূপ ধরি।
হরষিত সর্ব্বলোক গোকুল নগরী॥
হেন মতে শ্রীহরি করে নানা কেলী।
ধাইয়া বলাই গিয়া যশোদাকে বলি॥
কানাই খাইছে মাটী হের দেখ আসি।
আমি নিষেধিলে তবে খায় হাসি হাসি॥
ধাইয়া যশোদা রাণী পুত্র করি কোলে।
কেন মাটী খাও বাছা কিবা নাহি ঘরে॥
মাটী নাহি খাই আমি মিছা বলিলেন গিয়া।
হইল এ মুখ মোর দেখনা আসিয়া॥
মাটী মুখে নাহি দেখে, দেখে ত্রিভুবন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল দেখে, দেখে ত্রিভুবন॥
চন্দ্র সূর্য্য দিবারাত্রি সাগর পর্ব্বত।
ভূগোল নদ নদী আছে ত্রিজগত॥
অদ্ভুত দেখিয়া যশোদা মনে মনে গুণি।
কিবা দেখি কোথা আছি কিছুই না জানি॥

কিবা রাত্রি কিবা দিবা কি দেখি স্বপন।
কিবা ইন্দ্রজাল কিবা কৃষ্ণের কারণ॥
জানিলেন হেন বুঝি দেব শ্রীহরি।
দেখাইলা বিশ্বরূপ শিশুরূপ ধরি॥
খণ্ডিলেন যশোদার সব মোহপাশ।
পুত্র লইয়া কৌতুকে গেলা গৃহবাস॥
হেনক কৃষ্ণের ক্রীড়া শুন এক মনে।
গুণরাজ খাঁন ভনে গোবিন্দ চরণে॥

নবনীত-হরণ-লীলা

(বিভাষরাগ)

তবে কতকালে গোকুলে দেব শ্রীহরি।
ধরিয়া মানুষ তনু বাল্য-ক্রীড়া করি॥
ক্ষণে হাতে ক্ষণে পায় বুলি ঘরে ঘরে।
ছাওয়ালের সঙ্গে বুলে ধূলায় ধূসরে॥
দুই ভাই এক ঠাঞি ছাওয়ালের সঙ্গে।
ছাওয়ালের সঙ্গে ক্রীড়া করে নানা রঙ্গে॥
একদিন গোকুলেতে নন্দের ঘরণী।
গৃহকর্ম্মে দাসীগণ ডাক দিয়া আনি॥
আপনি মথয়ে দধি করি উচ্চৈঃস্বরে।
গীতরূপে গায় যত কৈল গদাধরে॥
রোহিণী সহিত গায় কৃষ্ণের কাহিনী।
শিশু ক্রীড়া যত কৈল দেব চক্রপাণি॥
গাভী দুহিতে আর বাছা না পাঠাহ।
দধি দুগ্ধ খাইয়া ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলায়॥
দধি মথনদণ্ড চাপিয়া ত' ধরে।
চাপড় মারিয়া কৃষ্ণে এক ভিত করে॥
সকল দধি দুগ্ধ শিকায় তুলিয়া।
কেমনে খাইবে পুত্র, খাওনা আসিয়া॥
মায়ের বচন শুনি হাসে মনে মনে।
ছাওয়াল চরিত্র কিছু করে নারায়ণে॥
পিঁড়ির উপর পিঁড়ি দিয়া উদূখলে চড়ি।
শিকায় হাত দিয়া শিকায় ভাণ্ড পাড়ি॥
তা' দেখিয়া যশোদা হাতে বাড়ি লঞা।
বাড়ি দেখি গোবিন্দাই গেল পলাইয়া॥
হাতে বাড়ি যশোদা পাছু ধেঞা যায়।
হাসি হাসি গোবিন্দাই ধাইয়া পলায়॥
ধাইয়া যশোদা যায়, আউদড় চুলে।
ধাইতে যশোদা হইল ঘামে তোলবালে॥
মায়ের দুঃখ দেখিয়া সদয় হৃদয়।
মায়ে ধরা দিয়া কৃষ্ণ কাঁদে উভরায়॥
গৃহকর্ম্ম নাহি পাই তোমার লাগিয়া।
ঘৃত দুগ্ধ খাও, ভাণ্ড ফেলাও ভাঙ্গিয়া॥
ঘরে আনি যশোদা উপায় সৃজিয়া।
ত্রিজগতের নাথে বাঁধে উদূখলে দিয়া॥
তখন ত' শ্রীহরি করিল কপটে।
যত দড়ি আনে রাণী বাঁধিতে না আঁটে॥
আসিতে যাইতে তার ঘর্ম্ম নিরুপিল।
তাহা দেখি গোবিন্দের দয়া উপজিল॥
কৃষ্ণের কৃপাতে দড়ি বাঁধিতে আঁটিল।
কৃষ্ণে বান্ধি যশোদা হরষিত হইল॥
বাঁধিয়ে যশোদা বলে, শুনহ কানাঞী।
কেমনে খাইবে দধি দেখিব হেথায়॥
বন্ধনে থাকহ, যাই দধি মন্থিবারে।
গৃহ কর্ম্ম করি আসি শিখাব তোমারে॥

কৃষ্ণ বাঁধি যশোদা ঘর যায় সুখে।
বন্ধনে থাকিয়া হরি দুই বৃক্ষ দেখে॥

যমলার্জ্জুন ভঞ্জন

ঋষি শাপে দুই বৃক্ষ বড় পায় দুঃখ।
শাপ খাণ্ডাইয়া আজ করাইনু সুখ॥
সেই ত' বৃক্ষের কথা শুন একমনে।
যমলার্জ্জুন দুই বৃক্ষ হইল যেমনে॥
নলকুবেরের পুত্র এ দুই কুমার।
মদে মত্ত হয়ে করে জলেতে বিহার॥
স্ত্রী লয়ে ক্রীড়া করে যমুনার জলে।
বিবস্ত্রে করয়ে ক্রীড়া যমুনার কূলে॥
হেন বেলা সেই পথে নারদ-তপোধন।
মুনি দেখি সম্ভ্রমে উঠিল নারীগণ॥
কূলে উঠি বস্ত্র পরি কৈল সম্ভাষণ।
মত্ত হয়ে বস্ত্র নাহি পরে দুই জন॥
দেখিয়া কুপিত হইল নারদ-তপোধন।
মত্ত হয়ে কর ক্রীড়া ছাড়িয়ে বসন॥
লোকপালের পুত্র হয়ে হেন তোর মতি।
বিবস্ত্রে করহ ক্রীড়া লইয়া যুবতী॥
বলদর্পে কর তুমি এত অহঙ্কার।
তোর অধিক পাপী নাহি সংসার ভিতর॥
মনে কষ্ট করি শাপ দিল মুনিবর।
বৃক্ষ হয়ে থাক গিয়া গোকুল-নগর॥
দ্বাপরে আসিবে হরি মনুষ্য রূপ হয়ে।
হরিবে পৃথিবী ভার গোকুলে আসিয়ে॥
তাঁর প্রসাদে হবে শাপ বিমোচনে।
বৃক্ষ হয়ে থাক শত বৎসর দেবমানে॥
শাপ দিয়া অন্তরীক্ষে গেলা তপোধন।
বৃক্ষ হয়ে উপজিল সেই দুই জন॥
মুনির বচনে হউক দুই জনের গতি।
ধীরে ধীরে তার পাশে গেলেন শ্রীপতি॥
দুই বৃক্ষের মধ্য দিয়া গেল গোবিন্দাই।
আড় হয়ে উদূখল লাগিল তথাই॥
টানিল ত' উদূখল শুনি মড়্-মড়ি।
ভাঙ্গিল ত' দুই বৃক্ষ যায় গড়াগড়ি॥
গাছের শব্দ শুনি লোক পাইল তরাস।
নির্ঘাত শব্দে যেন পড়িল আকাশ॥
বৃক্ষ হইতে বাহির হইল দুই সহোদর।
গোসাঞী পরশে হৈল দ্বিগুণ সুন্দর॥
হাত যোড় করি তবে বলে দুই জনে।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করে নারায়ণে॥

কুবের-পুত্রদ্বয়ের শ্রীকৃষ্ণস্তব

তুমি দেব নারায়ণ, দেব মহেশ্বর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সর্ব্বেশ্বর॥
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের তুমি অধিকারী।
আমার শকতি স্তুতি কি করিতে পারি॥
ভাল হইল ঋষি মোরে দিল শাপবাণী।
যাঁহার প্রসাদে আমরা দেখিনু চক্রপাণি॥
তোমার নাম বলিয়ে, সেই হউক্ বাণী।
মুনির প্রসাদে মোরা দেখিনু চক্রপাণি॥
সেই হস্ত হউক্, যে তোমার কর্ম্ম করে।
সে মস্তক হউক্, যে তোমারে নমস্কারে॥
সেই চক্ষু হউক্, যে তোরে নিরীক্ষয়।
সেই মন হউক্, যে তোমাকে ধ্যায়॥
সেই পাদ হউক্, যে তোমার ক্ষেত্র যায়।
সেই জিহ্বা হউক্, যে তোমার প্রসাদ খায়॥
এতেক করিল স্তুতি সেই দুই জন।
হাসিয়া ত' দয়া করি কৈল নারায়ণ॥
নলকুবের তুঁহে চলহ যাহ ঘরে।
আমার প্রসাদে মতি থাকিব তোমারে॥
আমা দরশনে লোকের না হয় বিফল।
যার চিত্তে যেই বাঞ্ছে হয় ত' সফল॥

বর পাইয়া দুই জনে প্রদক্ষিণ করি।
প্রণাম করিয়া দুঁহে গেলা নিজপুরী ॥
হেনক অদ্ভুত কথা শুন এক মনে।
মালাধর বসু বলে গোবিন্দ-চরণে ॥

(সুহই রাগ)

পড়িল ত' গাছ সবে ধায় উভরড়ে।
বিনি ঝড় বরিষণে গাছ কেন পড়ে ॥
নন্দ যশোদা ধায় বুকে কর হানি।
ধাইয়া গিয়া বুকে তুলিল চক্রপাণি ॥
কে ভাঙ্গিল গাছ বলে সব শিশুগণে।
কেমতে এড়াইল মোর কুলের নন্দনে ॥
সকল ছাওয়াল বলে শুন নন্দরাণী।
তোমার পুত্র ভাঙ্গিল গাছ উদূখল টানি ॥
তা' সবার বোল শুনি নন্দ মনে মনে হাসি।
উপহাসে তোমরা কেন মোর পুত্র দুষি ॥
কাঁখে করি নন্দঘোষ গোবিন্দাই আনি।
স্নান করাইয়া রক্ষা বান্ধে নন্দরাণী ॥
হেন মতে কপট ক্রীড়া করে চক্রপাণি।
কিনিবে ফল ?—বলি, তার ডাক শুনি ॥

(রামকিরী রাগ)

ডাক শুনি গোবিন্দাই ধান্য নিয়া করে।
রড় দিয়া যায় কৃষ্ণ ফল আনিবারে ॥
ধান্য দিয়া গোবিন্দাই লইল তার ফল।
নানা রত্ন হইল তার ধান্য সকল ॥
গোসাঞীর প্রসাদে তাঁর হইল নানা ধন।
ছাওয়াল হইয়া ফল খায় নারায়ণ ॥
রজনী-প্রভাতে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই।
খেলাইতে পুনরপি আইল তথাই ॥
ছাওয়াল সঙ্গে ক্রীড়া করে দেব দামোদর।
আকাশে ত' বেলা হইল দ্বিতীয় প্রহর ॥
ভোজন করিতে নন্দঘোষ আসি ঘরে।
যশোদারে বৈল, ডাক রাম দামোদরে ॥
পুত্র আনিতে যশোদা যমুনা কূল যায়।
ছাওয়ালের সঙ্গে তথা গোবিন্দ খেলায় ॥
আইস আইস বেলা হইল দ্বিতীয় প্রহর।
ভাত নাহি খাও কেন, নাহি আইস ঘর ॥
বেলা দুই প্রহর হইল আইলা বিহানে।
ভাত নাহি খাও কেন, না কর স্তনপানে ॥
পানাইল স্তন মোর, ঝাট খাও আসি।
তোমার বিলম্বে নন্দ আছেন উপবাসী ॥
সব শিশু ভুঞ্জিয়াছে, দেখিতে সুন্দর।
তুমি দুই ভাই কেন ধুলায় ধুসর ॥
আইস বলাই তুমি কানাঞী লইয়া।
ভাত খাইয়া পুনরপি খেলিহ আসিয়া ॥
হাতে ধরি যশোদা আনিল দুই জনে।
ঘরে আনি দুহাকারে করাইল ভোজনে ॥
হেন মতে রাম কানাঞী করে অদ্ভুত লীলা।
বালকের সঙ্গে পাতে নিতি নিতি খেলা ॥

শ্রীনন্দাদি গোপগণের বৃন্দাবনে বাস

(মল্লার রাগ)

হেনকালে নন্দঘোষ মনে মনে গুণি।
ডাক দিয়া মুখ্য মুখ্য গোয়ালা ত' আনি॥
গোকুলে আসিয়া হইল বড়ই উৎপাত।
কত ভয় যে হইব, না পাই সোয়াস্ত॥
পূতনা রাক্ষসী মৈল অদ্ভুত শরীরে।
আচম্বিতে শকট ভাঙ্গিল মোর ঘরে॥
তৃণাবর্ত্ত মরিল দেখি ঘোর দরশন।
বিনি বায় ভাঙ্গিয়া পড়ে যমল-অর্জ্জুন॥
সবে আসি হিংসে মোর গোকুলের নন্দনে।
কত বিঘ্ন এড়াইব শুন সর্ব্বজনে॥
পরিহার করিব গো শুন সর্ব্বজনে।
গোকুল ছাড়িয়া চল যাই বৃন্দাবনে॥
ভাল ভাল করি সব গোয়ালা উঠিল।
গোকুল ছাড়িয়া সবে বৃন্দাবন চলিল॥
শকটে চাপিয়া গেলা শিঙ্গা বাজাইয়া।
ঘর দ্বার সজ্জা কৈল একত্র হইয়া॥
যমুনার তীরে গোবর্দ্ধন নিকটে।
বৃন্দাবন পাইয়া সবে রহিল শকটে॥
বান্ধিল গোয়ালা ঘর বিবিধ প্রকারে।
গাছ-পালা রুইল, তবে হইল নগরে॥
মহাসুখে বৈসে নন্দ সেই বৃন্দাবনে।
কৌতুকে বাছুর রাখে নন্দের নন্দনে॥
একদিন রামকৃষ্ণ সব শিশু লইয়া।
বাছুর রাখিতে গেলা যমুনাকুল পাইয়া॥

বৎসাসুর বধ

(বসন্ত রাগ)

যমল-অর্জ্জুন ভাঙ্গে শুনে কংস-রায়ে।
কানাঞীর মরণ হবেক কেমন উপায়ে॥

এত অনুমানি কংস বৎসক ডাকি আনি।
বড়ই প্রবল শত্রু হইল চক্রপাণি॥
গোকুলে বাছুর রাখে বালকের সঙ্গে।
নানা মায়া পাতি তারে মার গিয়া রঙ্গে॥
রাজার আদেশে বৎস যমুনার তীরে।
বাছুর রূপে সান্ধাইল বাছুর ভিতরে॥
দেখিয়া জানিল কৃষ্ণ, চিনিল অসুরে।
অঙ্গুলি দিয়া দেখাইল ভাই বলাইরে॥
হের, দেখ ভাই, বৎসক পাপমতি।
আমাকে মারিতে পাঠায়েছে কংস নরপতি॥
মারিতে আইল পাপ, মরিবে এক্ষণে।
কৌতুক দেখহ ভাই উহার মরণে॥
এত বলি গোবিন্দাই পরি' পীত-ধড়ি।
উভু-ছান্ধে বান্ধে চূড়া দিয়া ছান্দন-দড়ি॥
মালসাট মারিয়া চলিলা দেব শ্রীহরি।
অসুরে মারিতে কৃষ্ণ নিজ রূপ ধরি॥
সান্ধাইল গদাধর গোঠের ভিতরে।
বাছুর তুই পায় লেজে ধরিল দামোদরে॥
উভ করি পাক দিয়া ফেলিলেন দূরে।
গাছে ঠেকি প্রাণ দিল তুরন্ত অসুরে॥
পড়িল বৎসক বীর হরিষ সর্ব্বজনে।
গোবিন্দ উপরে কৈল পুষ্প বরিষণে॥
জয় জয় দুন্দুভি বাজিল আকাশে।
দেখিয়া পাইল ত্রাস গোকুলে যত বৈসে॥

বকাসুর বধ

(কানড়া রাগ)

বৎসক-মরণ শুনি অদ্ভুত কথা।
বড়ই প্রবল শত্রু বাড়ে মোর তথা॥

কেমনে মারিব এবে চিন্তে মনে মনে।
ডাক দিয়া বক ভাই আনিল তখনে ॥
শুন শুন বক ভাই না করিহ হেলা।
বড় শত্রু হইল মোর নন্দঘোষের বালা ॥
ছাওয়াল সঙ্গে বাছুর রাখে যমুনার তীরে।
সত্বরে ত' গিয়া তুমি মারহ তাহারে ॥
কংসের আদেশে বক নড়িলা সত্বরে।
বকরূপে রহে গিয়া যমুনার তীরে ॥
বাছুরা রাখিয়া শ্রান্ত হইলা কানাঞী।
যমুনার জল খাইতে চলিলা তথাই ॥
আচম্বিতে বকাসুরা গিলিল নারায়ণে।
আকাশে ত' হাহাকার করে দেবগণে ॥
হেনকালে গোবিন্দাই বক মায়া জানি।
আড় হইয়া তার মুখে লাগে চক্রপাণি ॥
না পারে গিলিতে বকা, পোড়য় শরীর।
উগারিয়া ফেলে কৃষ্ণে হইলা বাহির ॥
নিজ মূর্ত্তি ধরে বকা দেখিতে ভয়ঙ্কর।
দুই যোজন হয় বকের শরীর ডাঁগর ॥
বক বীর দেখি দেবতা পায় ডরে।
পুনরপি বকা যায় কৃষ্ণ গিলিবারে ॥
হাসি হাসি বৈল তারে দেব গদাধরে।
পড়িলা আমার হাতে নাহিক নিস্তারে ॥
তোর ভয়ে পথে নাহি রহে দেবগণ।
আজি ত' প্রসন্ন তোরে যমের কারণ ॥
তোরে মারি তুষ্ট করিব দেবতা সমাজে।
ভালমতে ভয় যেন পায় কংসরাজে ॥
এত বলি গোবিন্দাই পরি পীত-ধড়ি।
উভু করি চূড়া বাঁধে দিয়া ছাঁদন-দড়ি ॥
মালসাট মারিয়া চলিল শ্রীহরি।
দুই হাতে দুই ঠোঁট চাপিয়া ত' ধরি ॥
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ মারিলেন টান।
মাঝামাঝি চিরিয়ে করিল দুই খান ॥
জয় জয় শব্দ হইল সকল সংসারে।
বক মহাবীরে মারে নন্দের কুমারে ॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে হরিষ দেবগণ।
গোবিন্দ উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
চলিলা ত' দেবগণ যার যেই স্থান।
বক মারি ঘরে আইল নন্দের পো-কান ॥
গিলিলেক বকা কৃষ্ণে, দেখিল সর্ব্বজনে।
না মরিল কৃষ্ণ, হৈল বকার মরণে ॥
আনন্দেতে শিশু সব যায় নিজ ঘর।
কহিল, যেমনে বকা মাইল গদাধর ॥
বক মহাবীরে মাইল নন্দের কুমারে।
হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কে করিতে পারে ॥
শুনিতে কৃষ্ণের কথা লাগিল তরাস।
গুণরাজ খাঁন বলে গোবিন্দের দাস ॥

অঘাসুর বধ

যমুনার কূলে কৃষ্ণ বক বধ কৈল।
শুনিয়া ত' কংস রাজার ত্রাস উপজিল ॥
কহ কহ, আরে দূত, কহ আরবার।
কেমনে মারিল বক নন্দের কুমার ॥
মহাশক্তি বক বীর বিদিত সংসারে।
একেশ্বর বক ইন্দ্র জিনিবারে পারে ॥
শিশু হয়ে কৃষ্ণ তারে মারিল লীলায়।
স্বরূপ হইল, যত বৈল মহামায় ॥
চিন্তিয়া গণিঞা কংস ছাড়িল নিশ্বাস।
ডাক দিয়া অঘাসুরে আনিল নিজ পাশ ॥
শুন শুন, অঘাসুর অদ্ভুত কাহিনী।
উপজিয়া মার কৃষ্ণ আমার ভাগিনী ॥
তৃণাবর্ত্ত মহাবীরে মারিল লীলায়।
পানি পিতে মারিল কৃষ্ণ বক মহাকায় ॥
শিশু হয়ে করে সেই এত বড় কর্ম্ম।
আমার মরণ-হেতু গোকুলে তার জন্ম ॥

তোমার বিষম মায়া এ তিন ভুবনে।
ঝাট করি মার গিয়া নন্দের নন্দনে॥
কংসের কাতর বোল শুনি অঘাসুরে।
না করিহ চিন্তা কিছু মারিব তাহারে॥
এ বোল শুনিয়া কংস আনন্দে বিহ্বল।
সিংহাসন হইতে নামি তারে দিলা কোল॥
রাজার আদেশে যাই হরষিত মনে।
অজগর-মূর্ত্তি হয়ে রহি বৃন্দাবনে॥
এথা গোবিন্দাই তবে পোহাইল রাতি।
বাছুর রাখিতে যান শিশুর সংহতি॥
শিকা করি ভাত নিল সকল ছাওয়ালে।
বৎস রাখি ভাত খাব যমুনার কূলে॥
নড়িলা ত' কানাঞী সব ছাওয়াল লইয়া।
নিজ নিজ বাছুর সবে গেল চালাইয়া॥
শিঙ্গা বাজাইয়া যান রাম-দামোদর।
বাছুর চালায়ে গেল বনের ভিতর॥
শিশু সঙ্গে বৃন্দাবনে বৎস সব রাখি।
আচম্বিতে মহা-সর্প অজগর দেখি॥
কুড়ি যোজন সর্প, দেখিতে ভয়ঙ্কর।
তিন যোজন সর্প হয় আড়েতে ডাঁগর॥
একখান ওষ্ঠ তার পৃথিবী-ভিতরে।
আর ওষ্ঠ খান তার আকাশ-উপরে॥
রাঙ্গা মুখখান তার, অরুণ-কিরণ।
দেখিয়া তরাস পায় এ তিন ভুবন॥
সকল ছাওয়াল তার সান্ধালে উদরে।
সবে রহিল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে॥
কৃষ্ণ নাহি সান্ধায়, অসুর চিন্তে মনে।
মুখখান নাহি বুজে কৃষ্ণের কারণে॥
বাহিরে থাকিয়া চিন্তে নন্দের গোপাল।
অসুর গোটা মারিলে জীয়ে সকল ছাওয়াল॥
যাবৎ জঠরে ছাওয়াল নাহি মরে।
তাবৎ মারিব অসুর, চিন্তে গদাধরে॥
দৃঢ় করি ধড়া বাঁধি সান্ধাল উদরে।
আকাশে থাকিয়া দেব হাহাকার করে॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ পরমাদ গুণি।
অসুর উদরে প্রবেশিলা চক্রপাণি॥
উদরে প্রবেশিলা কৃষ্ণ অসুরা দেখিল।
দুই ওষ্ঠ একত্রে করি মুখখানি বুজিল॥
উদরে সান্ধাইয়া কৃষ্ণ মায়া ত' পাতিল।
সকল দ্বারে তার বায়ু বন্ধ কৈল॥
বায়ু নাহি বাহির হয়, ফুটিল শরীর।
মাথা ফুটি, দ্বার করি হইলা বাহির॥
দ্বার-খান প্রশস্ত করি গোবিন্দ ধরিল।
সেই পথে বৎসক শিশু সব বাহির হইল॥
প্রাণ বাহির হইল তাহার সেই পথ দিয়া।
কৃষ্ণদেহে প্রবেশ করে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া॥
যেই পথে বাহির হয় সকল ছাওয়াল।
সেই পথে বাহির তবে হইলা গোপাল॥
গোসাঞীর পরশে সেই পাপিষ্ঠ অসুরে।
অধর্ম্ম ক্ষয় গেল, সান্ধাইল কৃষ্ণের শরীরে॥
মুক্তিপদ পাইল অসুরা দেখে দেবগণ।
গোবিন্দ উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ॥
পড়িল অঘাসুর, দুষ্ট কংস রাজা শুনে।
মালাধর বসু বলে গোবিন্দ চরণে॥

পুলিন ভোজন ও ব্রহ্মার গো-বৎস-হরণ

(তুড়ী রাগ)

মারিল ত' অঘাসুর দেব-বনমালী।
হরিষে ছাওয়াল সব দেই কোলাকুলি॥
ছাওয়াল সব বলে, ক্ষুধা পাইল আমারে।
শিকা মুকাইয়া ভাত খাব যমুনার তীরে॥
পানি পিয়া সুখে চরুক বাছুরগণ।
চৌদিকে ছাওয়াল সব, মধ্যে নারায়ণ॥

সকল শিকার ভাত এক এক করিয়া।
সবাকারে ভাত কৃষ্ণ দিলেন বাঁটিয়া॥
কেহ হাথে কেহ পাতে, কেহ পুষ্প-দলে।
কেহ শিকায়, কেহ চুপড়ি, কেহ নিল কোলে॥
যেই যথি, সেই তথি করিল ভোজন।
হেনমতে বাল্য ক্রীড়া করে নারায়ণ॥
স্বর্গ হইতে দেখে ব্রহ্মা, কৌতুক বড় হৈল।
কৃষ্ণে পরীক্ষিতে ব্রহ্মা তথায়ে আইল॥
যমুনার তীরে যত বাছুর আছিল।
একবারে ব্রহ্মা তারে সব হরি নিল॥
এথা সব শিশু বলে, শুন গোবিন্দাই।
কোথা গেল বৎস সব, দেখিতে না পাই॥
ভাত না এড়িহ কেহ, বলিল নারায়ণ।
বাছুর উদ্দেশে আমি করিব গমন॥
বাছুর চাহিতে গেলা আপনি গোপাল।
এথা আসি ব্রহ্মা চুরি করিল ছাওয়াল॥
উদ্দেশ করিয়া কৃষ্ণ বৎস নাহি পাইল।
নেউটিয়া আসি তথা শিশু না দেখিল॥
বৎস-শিশু না দেখিয়া কৃষ্ণ মনে গুণি।
ধ্যানে জানিল, ব্রহ্মা হরিল আপনি॥
আমা পরীক্ষিতে ব্রহ্মার হাস্য উপজিল।
যত বৎস শিশু নিল, তখনি সৃজিল॥
যেন-মতে যেমত ঠান, যতেক বয়স।
যেন মতি' যেমত প্রকৃতি, যেমন বেশ॥
যেই মত কথা যার, যেমত কর্ম্ম করে।
আকৃতি-প্রকৃতি সৃজিল গদাধরে॥
যার যেবা বাছুর লইয়া সবে গেলা ঘরে।
যেই যেমতে গিয়া স্তন পান করে॥
সেই সেই মতে গেলা আপনার ঘরে।
হেনমতে ব্রহ্মাকে মোহিল গদাধরে॥
বৎস-শিশু লইয়া গেলা আপনার পুরে।
তাহা না লক্ষিত হইল এক বৎসরে॥

দিন দুই তিন আছে বৎসর পূরিতে।
দুই ভাই বন গেলা বাছুর রাখিতে॥
পুনরপি আসি ব্রহ্মা দেখিল কানাঞী।
সেই বৎস ছাওয়াল দেখিল তথাই॥
যত বৎস ছাওয়াল আমি হরি লৈল।
কেমনে পুনরপি এ-থাকে আইল॥
সেইগুলা আইল কিবা আমাকে ভাণ্ডিয়া।
সবে তথা আছেন, ব্রহ্মা দেখিল আসিয়া॥
গোসাঞীর মায়া ব্রহ্মা মনে মনে গুণি।
মায়াপতি বঞ্চিল মোরে দেব চক্রপাণি॥
হাসিয়া ত' যান ব্রহ্মা, যথা দামোদর।
না দেখিল বৎস-শিশু, কৃষ্ণ একেশ্বর॥
তবে কতক্ষণে দেখি দ্বিতীয় বলাই।
বৎস-শিশু পুনরপি দেখিল তথাই॥
সভাকারে চতুর্ভুর্জ দেখে প্রজাপতি।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, লক্ষ্মী-সরস্বতী॥
একজনাকে এক ব্রহ্মা করয় স্তবন।
মূর্ত্তিমন্ত দেখে ব্রহ্মা পারিষদগণ॥
আপন-হেন ব্রহ্মা দেখে সবার নিকটে।
দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মা পড়িলা সঙ্কটে॥
হেন মায়া কৈলা মোরে মনে মনে গুণি।
পাছে নির্দ্দয় হয়েন মোরে চক্রপাণি॥

ব্রহ্মার স্তব

(ললিত রাগ)

রথ হইতে উলি ব্রহ্মা প্রণাম করি।
করপুটে স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥
চারি মুকুট ভূমে লোটায়, তিতে আঁখির জলে।
কান্দিতে কান্দিতে ব্রহ্মা সকরুণ বলে॥
এত মায়া কেন গোসাঞী, পাতহ আমায়।
আমা হেন কোটী ব্রহ্মা নিমেষেকে হয়॥

অজ-হেন নাম মোর ত্রিজগতে বৈল।
সেই বোলে অন্ধ হৈয়া তোমা না চিনিল॥
তোমার নাভিপদ্মে গোসাঞা আমার উৎপত্তি।
আমি অজ নহি, তুমি অজ সে শ্রীপতি॥
আদ্য-অন্ত হও তুমি, নারায়ণ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড তুমি, তুমি সে কারণ॥
সত্ত্ব-রজ-তমঃ তুমি ত্রিগুণ-ধারী।
আমারে সৃজিলে তুমি দেব শ্রীহরি॥
তোমার মহিমা বলি কাহার সাহসে।
কোটী কোটী ব্রহ্মা তোমার লোমকূপে ভাসে॥
কোটী ব্রহ্মার এক আমি, তাহার ভিতরে।
আউট হাত প্রমাণ আমার কলেবরে॥
আঁখির নিমিষে কোটী ব্রহ্মার সৃজন।
কটাক্ষে সৃজহ, পুনঃ করহ নিধন॥
সংসারের সার তুমি জগত-কারণ।
আদি-অন্ত-মধ্য নাহি, নাম নারায়ণ॥
তোমার-সেবক সঙ্গ কত পুণ্যে পাই।
না পাতিহ মায়া মোরে, শুন গোবিন্দাই॥
অবশ্য থাকয়ে পুত্র জননী-উদরে।
চরণ-আঘাত বাজে মায়ের শরীরে॥
সেই যদি পাপ হয়, শুন দামোদর।
কোটী ব্রহ্মা আছে তোমার শরীর-ভিতর॥
তবে নির্দ্দয় কেন হইবে চক্রপাণি।
কান্দিতে কান্দিতে ব্রহ্মা বৈল এত বাণী॥
ব্রহ্মার করুণা শুনি দেব শ্রীহরি।
আছিল যতেক মায়া সকল সংহারি॥
দুই ভাই শিশুরূপ হৈলা নারায়ণ।
হরষিত হৈলা ব্রহ্মা আনন্দিত মন॥
আনিয়া ত' দিল ব্রহ্মা বৎস-ছাওয়ালে।
প্রদক্ষিণ হইয়া চলে শ্রীরাম-গোপালে॥
হরষিতে ব্রহ্মা গেলা আপনার ঘর।
দণ্ড-দুই-হেন শিশু মানিল বৎসর॥

হাতে ভাত করি শিশু ডাকিল গোপালে।
ভাত খাও, শিশু, বৎস যমুনার কূলে॥
হেন মতে ক্রীড়া করে সব ছাওয়াল।
বেলা অবসান ঘর উঠিলা গোপাল॥
সকল ছাওয়াল সঙ্গে শিঙ্গা বাজাইয়া।
নড়িলা ত' গদাধর সব শিশু লৈয়া॥
অঘাসুর-বধ দেখি সব ছাওয়ালে।
ঘরে গিয়া বলে শিশু অসুর মারিল গোপালে॥
শুনিয়া সকল কথা যত ব্রজবাসী।
কৃষ্ণের যতেক কথা শুনি, না হয় মানুষী॥
দেব হৈয়া উপজিল নন্দের কোঙরে।
দেবের অসাধ্য যত সব কর্ম্ম করে॥
যতেক অসুর আইসে কৃষ্ণ মারিবারে।
অগ্নির পতঙ্গ যেন আসিয়া পড়ি মরে॥
অঘাসুর মারি কৃষ্ণ রাখিল বন্ধুজনে।
তার শত্রু নাশ হউক, শুনে যেই জনে॥
ঘরে ঘরে কৃষ্ণ কথা সকল গোকুলে।
গুণ-রাজ খাঁন বলে বন্দিয়া গোপালে॥

যমুনাতীরে আনন্দক্রীড়া ও ধেনুকাসুর-বধ

(সারেঙ্গ রাগেন গীয়তে)

রজনী প্রভাত হইল রাম-দামোদরে।
বাছুর লইয়া যান যমুনার তীরে॥
ভোজন করিয়া সবে শিঙ্গা বাজাইয়া।
পাছু যায় শিশুগণ বৎস চালাইয়া॥
একত্র হইয়া সবে যমুনার তীরে।
নানাবিধ জলক্রীড়া করি ধীরে ধীরে॥
কোথাহ মর্কট-শিশু লাফ দেই রঙ্গে।
তেনমতে যান কৃষ্ণ ছাওয়ালের সঙ্গে॥
চিত্র বিচিত্র গতি, ময়ূরে নৃত্য করে।
তাহা দেখি তেমত নাচে, রাম দামোদরে॥
কতিহোঁ কোকিল-পাখি সুস্বর নাদ পূরে।
তাহার সঙ্গে রা কাড়ে রাম-দামোদরে॥

কতিহোঁ পক্ষগণ আকাশে যায় ত' উড়িয়া।
তার ছায়া-সঙ্গে বুলে দুই ভাই ফিরিয়া॥
কোথাহ বনের ফুল তুলিয়া মুরারি।
কত গলে, কত কাণে, কত মাথে পরি॥
তেনমতে বৃন্দাবনে বিহরে গোপাল।
শ্রম-ক্ষুধা পাইয়া কিছু বলে ছাওয়াল॥
শুনহ বলরাম শুনহ মুরারি।
বনে কিছু না খাইলে চলিতে না পারি॥
হের, তাল বন এই দেখিয়ে সম্মুখে।
কংসের তালবন, ধেনুক-বীর রাখে॥
ধেনুক মার যবে, তবে খাইব তাল।
তোমার মন লয় যদি, চলহ, গোপাল॥
শুনিয়া ছাওয়ালের কথা হাসেন নারায়ণ।
তাল খাইবারে চাহে সব শিশুগণ॥
হাসিয়া নড়িলা কৃষ্ণ শিশুর কথা শুনি।
তাল খাইবারে শিশু সঙ্গে যায় চক্রপাণি॥
বালকের সঙ্গে তালবনে প্রবেশিল।
তালগাছে গিয়া তবে বলাই চড়িল॥
গাছে উঠি বলদেব তাল নাড়া দিল।
যত ছিল পাকা তাল, সকলি পড়িল॥
আস্তে ব্যস্তে শিশু তাল কুড়াইয়া খাই।
বালকের রঙ্গ দেখি হাসে গোবিন্দাই॥
আরবার বলাই গিয়া তালে নাড়া দিল।
কাঁচা পাকা যত ছিল সকলি পড়িল॥
গাছের মড়্‌মড়ি ধেনুক-বীর শুনি।
কে ভাঙ্গিল তালবন?—ধাইল আপনি॥
দূর হইতে দেখে—তাল পাড়য় বলাই।
ব্রজ ছাওয়াল তাল কুড়াইয়া খাই॥
আসিয়া ধেনুক বলাইর গলা চাপি ধরি।
ক্রোধে বলদেব তাকে এক লাথি মারি॥
লাথি খাইয়া বলদেবে ক্রোধে চাপিয়া ধরে।
তুলিয়া ফেলিল, ধেনুক পড়ে গিয়া দূরে॥
হাড়-গোড় চূর্ণ হৈল, মইল অসুরে।
মইল ধেনুক-বীর গেল যম-ঘরে॥
বলাইর লাথির ঘায়ে ধেনুক মরিল।
তার ঠেকা-ঠেকিয়ে তাল অনেক ভাঙ্গিল॥
গাছে ঠেকি ধেনুক ভূমে পড়ি মরে।
নাকে মুখে কাণে রক্ত পড়ে পঞ্চধারে॥
মারিয়া অসুর বলাই ভাঙ্গিল তালবন।
তাল কুড়াইয়া খায় সকল শিশুগণ॥
মরিল ধেনুক-বীর দেখিল ছাওয়াল।
হরিষে চলিলা ঘর নন্দের গোপাল॥
বালকের সঙ্গে রাম-কানু গেলা ঘরে।
জানাইল দূত গিয়া কংস বরাবরে॥
ধেনুক মারিয়া কানাঞী সব তাল খাইল।
শুনিয়া চিন্তিত রাজা নিশ্বাস ছাড়িল॥
অন্তরে কম্পিত কংস পাইলেক ত্রাস।
মনে মনে গুণে কংস, না করে প্রকাশ॥
শ্রীকৃষ্ণবিজয়, নর শুন এক মনে।
গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ-চরণে॥

কৃষ্ণের কালিয়দহে পতন

(যমক ছন্দ)

আর দিন প্রভাতে কৃষ্ণ নব শিশু লইয়া।
বাছুর রাখিতে যান বলাই এড়িয়া॥
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে চলে দেব বনমালী।
কৌতুকে কৌতুকে গেলা যথা নাগ কালি॥
তৃষ্ণায় আকুল হইয়া পিল তার জল।
বিষ-জল খাইয়া শিশু মরিল সকল॥
চারিদিকে চাহেন কৃষ্ণ, সব শিশু মৈল।
কালির বসতি, কৃষ্ণ মনেতে জানিল॥
অমৃত-দৃষ্টি দিয়া কৃষ্ণ সবারে জীয়াইল।
তখনে ছাওয়াল সব হরিগুণ বৈল॥

কেমনে ঘুচয় কালি চিন্তিল তথাই।
ইহার বসতি-যোগ্য এই স্থান নয়॥
শিশু লইয়া ক্রীড়া করিব এইখানে।
ইহারে ঘুচাইয়া সুস্থ করিব সর্ব্বজনে॥
যেই জন পিবে আসি এই হ্রদের পানি।
জল খাইয়া লোক সব ত্যজিবে পরাণি॥
কৌতুকে স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিব কাননে।
কেমতে বসিব লোক এই বৃন্দাবনে॥
এথা হতে কালিনাগ অন্ত ঠাঞি যাউক।
বৃন্দাবনের লোক সুখে পানি খাউক॥
এতেক চিন্তিয়া হরি চারি দিকে চাই।
আচম্বিতে কদম্ব-তরু দেখিল তথাই॥
ইহার বসতির যোগ্য এই স্থান নয়।
লাফ দিয়া গোবিন্দাই কদম্বে চড়য়॥
দৃঢ় পরিকর বান্ধি মধ্য-হ্রদে পড়ি।
মনুষ্য গন্ধ পাইয়া সর্ব্ব নাগ বেড়ি॥
সাপের উপরে পড়ি দেব গদাধরে।
জলক্রীড়া করিতে গেলা হ্রদের ভিতরে॥
বেড়িলেক নাগ সব মানুষের শব্দ শুনি।
সেই নাগে চাপি ধরি বৈসে দেব চক্রপাণি॥
ক্রোধে আসিল স্বগণে লইল কামড়ে।
যেই নাগ কামড়ায় তার দন্ত ভাঙ্গি পড়ে॥
ভাঙ্গিল দশন, সর্প পালাইল ডরে।
ধাইয়া গিয়া কালি নাগে করিল গোচরে॥
শুন শুন নাগরাজ, কি অদ্ভুত কথা।
এক গোটা নর আসি করিল অবস্থা॥
তাহা সনে আমরা বিস্তর কৈল রণ।
ভাঙ্গিল মস্তক, কার পড়িল দশন॥
লজ্ঘিল তোমার পুরী পাইল তরাসে।
পলাইয়া সবে আইলাম তোমার পাশে॥
প্রাণ রাখ, প্রাণ রাখ, শুন নাগরাজ।
এক গোটা শিশু আসি করিল অকাজ॥
হেনক অদ্ভুত নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
মনুষ্য হইয়া করে নাগের অপমানে॥
শুনিয়া ধাইল কালি নাগের বচনে।
বেড়িয়া কামড় খায় শিশুর মর্ম্মস্থানে॥
কালিদহে ঝাঁপ দিল কানাঞী, দেখিয়া।
গোয়ালা ছাওয়াল নন্দঘোষে জানাইল গিয়া॥
শুন শুন যশোদা-নন্দ গোয়াল।
কালিদহে ঝাঁপ দিল বালক গোপাল॥

শ্রীনন্দ-যশোদার নিকট গোকুল-বালকগণের শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী বর্ণন

(মারাঠী রাগ)

কি কর, কি কর, নন্দ, যশোদা-রোহিণী।
কি করহ গোয়ালা সব শুনহ কাহিনী॥
বাছুর রাখিতে গেলা যমুনার কূলে।
তৃষ্ণায় আকুল হইয়া পিল তার জলে॥
বিষ-জল খাইয়া মৈল সকল ছাওয়াল।
সবাকারে জীয়াইল সুন্দরগোপাল॥
জীয়াইয়া দিল ঝাঁপ কালির উপরে।
বেড়িয়া খাইল সাপ, কৃষ্ণ তথা মরে॥
নির্ঘাত-শব্দ হইল রক্ত-বরিষণ।
উল্কাপাত হইল তথা অনিষ্ট-লক্ষণ॥
ভূমিকম্প হইল তথা ঘোর দরশন।
নিশ্চয় জানিল সবে কৃষ্ণের মরণ॥
ধাইয়া যায় যশোদা বুকে কর হানি।
কান্দিতে কান্দিতে তার সঙ্গে চলিলা রোহিণী॥
ধাইয়া যায় নন্দঘোষ আউদড় চুলে।
স্ত্রী-পুরুষ ধাইল সব যত আছিল গোকুলে॥
যমুনার তীরে গিয়া না দেখি কানাঞী।
ভূমে পড়ি যশোদা কান্দেন তথাই॥

শ্রীযশোদা প্রভৃতির রোদন
(ধানসী রাগ)

এ পাপ যমুনা-জলে, দুঃসহ কালির কূলে,
কেমতে সহ বিষজ্বাল।
দু'কূলে যতেক বৈসে, মইল নাগের শ্বাসে,
উঠ পুত্র, এ বাল গোপাল॥
কালির উপর দিয়া, না যায় পক্ষী উড়িয়া,
চন্দ্র সূর্য্য না করে গমন।
কাহার তো বোলে আসি, ঝাঁপ দিলে নন্দে দুষি,
উঠ পুত্র কমললোচন॥
ভাই বলভদ্র হের, সঙ্গের বালক তোর,
দেখ যত গোকুলের জন।
হের পুত্র! শিঙ্গা নড়ি, পরিধান কর ধড়ি,
লইয়া কর ঘরকে গমন॥
হের, দেখ দেব যত, বাপ-মাও বন্ধুশত,
গোকুলে যতেক বসয়।
তুমি সবাকার প্রাণ, বিপদের পরিত্রাণ,
তুমি জীলে সকল জীয়য়॥
না যাইব কেহ ঘর, শুন, পুত্র দামোদর,
প্রাণ দিব কালির উপরে।
কি করিব ধন-জন, না যাইব বৃন্দাবন,
শূন্য আজি গোকুল-নগরে॥
আকাশে দুপুর বেলা, উঠ, পুত্র নন্দ-বালা,
স্তন পিয়া বৈস মায়ের কোলে।
তোমা যবে না দেখিব, দশদিক শূন্য হব,
আইসহ পুত্র মায়ের কোলে॥
পুতনা আইল যবে, না মরিলা পুত্র, তবে,
না মরিলে শকট-উপর।
তৃণাবর্ত্ত মহাসুরে, যবে নিল আকাশেরে,
তাহাতে না মরিলা, দামোদর॥
বৎসক মারিলে গোঠে, সান্ধাইলে বক পেটে,
ওষ্ঠ চিরি লইলে পরাণি।
যেবা দুষ্ট অঘাসুরে, দেব কাঁপে যার ডরে,
তার প্রাণ লইলে, চক্রপাণি॥
মারিলে ধেনুক বনে, তাল খাইলে দুই জনে,
গোকুল বালক সব যাইয়া।
সাত বৎসরে তোরে, ভালমতে নাহি পূরে,
প্রাণ দিলে কালিতে আসিয়া॥
এতেক-বিলাপ বাণী, কান্দে যশোদা-রোহিণী,
পৃথিবীতে গড়াগড়ি বুলে।
নন্দ কান্দে উভরায়, সকল গোয়ালা ধায়,
আজি মৈল সকলে গোকুলে॥
বৃন্দাবনে যতেক বৈসে, সকল স্ত্রী-পুরুষে,
যমুনাতে দিয়া বড়াবড়ি।
না দেখিয়া গোবিন্দাই, সবে কালিদহে চাই,
কান্দে সবে দিয়া গড়াগড়ি॥
তুমি সে সবার প্রাণ, ইথে কিছু নাহি আন,
কে আর রাখিব আমা-সবায়?
আজি হৈতে শূন্য হৈল, সকল গোকুল মৈল,
মৈল তোমার বাপ-মায়॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরিয়া, সবে ভূমে লোটাইয়া,
কান্দে সবে গোবিন্দ চাহিয়া।
নাহি কান্দে বলভদ্র, যে জানে কৃষ্ণের তত্ত্ব,
ধীরে ধীরে বলিল কিছু গিয়া॥
তুমি দেব নারায়ণ, সৃষ্টি-স্থিতির কারণ,
তুমি দেব সংসারের সার।
ব্রহ্মার স্তুতি-বচনে, ভূমিভার-হরণে,
গোকুলেতে কৈলে অবতার॥
গোকুলের যত জন, তুমি তার প্রাণধন,
তোমা বিনা মরিব এখন।
আমার বচন শুনি, মায়া ছাড়, চক্রপাণি,
কালিনাগে কর বিমোচন॥
ভায়ের বচন রাখি, মায়ের ক্রন্দন দেখি,
হাসিয়া ত' দেব শ্রীহরি।

কালিদহের ভিতরে, উঠিয়া ত' গদাধরে,
কালির মস্তকে নৃত্য করি ॥
বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি হয়, কালিনাগে প্রাণ যায়,
মোহ গেল সর্প-অধিকারী।
দেখিয়া ত্রাস পাইল, কালিনাগের স্ত্রী আইল,
স্তুতি করে যোড়হাত করি ॥
হরির চরণে মনে, গুণরাজ খাঁন ভণে,
কৃষ্ণজয় শুন, সর্ব্বজনে।
কলিকালে সর্ব্বতন্ত্র, নাহি আর কোন মন্ত্র,
'হরি হরি' কেবল স্মরণে ॥

কালিনাগের স্ত্রীর স্তব

(ধানসী-রাগ)

তুমি দেব নারায়ণ জগত-অধিকারী।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি অধিকারী ॥
তুমি দেব নিরঞ্জন, সবার কারণ।
তুমি দেব, তুমি নর, পশু-পক্ষিগণ ॥
সকল সৃজিলে তুমি জগত-সংসারে।
তুমি প্রাণ নিলে, প্রাণ কেবা দিতে পারে ॥
তুমি ত' সৃজিলে মোরে খলরূপ করি।
ভাল-মন্দ-জ্ঞান নাই পাইলে সংহারি ॥
ব্রত-উপবাসে কত কৈল আরাধন।
তে-কারণ পাইল কালি তোমার চরণ ॥
কোটি কোটি জন্ম যদি তপ করি মরি।
তবু ত' তোমার মায়া বুঝিতে না পারি ॥
কত কত জন্ম লক্ষ্মী তপ যে করিল।
তার ফলে তোমার পাদপদ্ম পরশিল ॥
হেন পাদপদ্ম কালির মস্তক-উপরি।
কালির কতেক ভাগ্য, বলিতে না পারি ॥
ভাল হৈল নাগ-জন্ম হৈল মহীতলে।
ভাল হৈল ঘর কৈল যমুনার জলে ॥
আজি সু-প্রভাত হইল কালির দিনমণি।
মস্তকে পাদপদ্ম দিলেন চক্রপাণি ॥
এত বলি নাগিনী যুড়ি দুই কর।
স্বামী-দান দেহ মোরে ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥
নাগিনীর করুণা শুনি দয়া উপজিল।
কালির মাথার পাদপদ্ম ঘুচাইল ॥
তবে কালি-নাগ কিছু লজ্জিত হইয়া।
করযোড়ে স্তুতি করে গোবিন্দ দেখিয়া ॥
খল-জন্ম করি মোরে সৃজিলে শ্রীহরি।
আপন স্বভাব আমি পাসরিতে নারি ॥
জাতি-ধর্ম্ম-দোষ কৈল, ক্ষমা কর মোরে।
কি করিব আজ্ঞা কর দেব-গদাধরে ॥
এতেক শুনিয়া তবে দেব বনমালী।
যমুনা ছাড়িয়া যাহ ঝাঁট, নাগ কালি ॥
যেই জন জল পিয়ে, মরয়ে তখন।
তোমার বিশ্রামে কার না রহে জীবন ॥

নাগের নিবেদন

শুনিয়া কৃষ্ণের বোল কালি এক মনে।
অবধান কর গোসাঞী করো নিবেদনে ॥
তোমার বচন নাড়ে কাহার পরাণে।
আপন বৃত্তান্ত কহি তোমার চরণে ॥
গরুড় সহিতে বাদ, বিদিত তোমারে।
যথা নাগ পায়, তথা খায় ত' আমারে ॥
হেনমতে নাগগণ সব ক্ষয় হইল।
তবে পরম-মিত্র কশ্যপ তপোধন কৈল ॥
দিনে দিনে এক সর্প দিয় ত' উপহার।
না খাইবে তবে গরুড়, নাগ তোমার ॥
এমন নিয়ম করি কত কাল গেল।
আমার মরণ-হেতু দিন আসি হৈল ॥
উপহার লইয়া যাই গরুড়ের পাশে।
'মরিব মরিব' করি পাইল তরাসে ॥

আচম্বিতে মনে মোর পড়িল তখন।
যমুনার হ্রদে গেলে গরুড়ের মরণ॥
পূর্ব্বে সৌভরি-ঋষি তপস্বী বিশাল।
এই হ্রদে তপ তিহোঁ কৈল চিরকাল॥
এক গোটা মৎস্য চরে নিজ শিশু লইয়া।
গিলিলেক মৎস-গোটা হ্রদে সান্ধাইয়া॥
দেখিয়া করুণ-চিত্তে সেই তপোধন।
ক্রোধে মুনি শাপ তবে দিল ততক্ষণ॥
যেই পক্ষী আসিবে এথা মৎস্য খাইবারে।
জল পরশিলে সেই ছাড়িবে শরীরে॥

(বসন্ত রাগ)

না জানিয়া যেই পক্ষী আসে এই জলে।
প্রাণ ছাড়ে পক্ষী সব জল পরশিলে॥
তে-কারণে কোন পক্ষী এথা নাহি আসি।
পরম হরিষে আমি যমুনাতে বসি॥
আর কেহ নাহি জানে এ-সব উত্তর।
জানিয়া এথাকে আমি আইলাম সত্তর॥
পলাইয়া আসিতে গরুড় আমারে দেখিল।
আমারে খাইতে গরুড় পাছু খেদা দিল॥
পলাইয়া এথা আমি আইলাম রড়ে।
মুনির শাপ স্মরিয়া গরুড় বাহুড়ে॥
তে-কারণ বসি এথা, শুন চক্রপাণি।
কেমনে গরুড় ঠাই রাখিব পরাণি॥
কালির বচন শুনি হাসে গদাধর।
না খাইবে গরুড় আর, না ভাবহ ডর॥
আমার পায়ের চিহ্ন তোমার মস্তকে দেখিয়া।
না খাইবে গরুড় তোরে, যাহ ত' ছাড়িয়া॥
গোসাঞীর আদেশে কালি হরষিত হইয়া।
প্রদক্ষিণ হইয়া নড়ে পরিবার লইয়া॥
গোসাঞীরে আনি দিল যত উপহার।
নানা মণি, নানা রত্ন বিবিধ প্রকার॥

ছাড়িয়া যমুনা কালি আর ঠাঞি বসি।
নানা যত্নে ভূষিত হৈয়া গোবিন্দাই আসি॥
উঠিয়া সম্ভ্রমে সবে দেখে চক্রপাণি।
মরা শরীরে যেন পাইল পরাণি॥
ধাইয়া আসি কোলে কৈল যশোদা-সুন্দরী।
নন্দ-আদি গোপ নাচে উভ বাহু করি॥
কালিয়-দমন-কথা শুনে যেই জনে।
সর্প হৈতে মৃত্যু তার না হয় ভুবনে॥
কৃষ্ণ কথা শুনিলে তিন লোকে তরি।
গুণরাজ খাঁন বলে বন্দিয়া শ্রীহরি॥

কালিয়-নাগের প্রস্থান

(মল্লার-রাগ)

সপুত্র-বান্ধবে কালি-নাগ চলিল।
দেখিয়া গোকুলবাসী ত্রাস উপজিল॥
স্বরূপে মানুষ নহে দেব গদাধরে।
শিশুরূপে যেই করে, নারে সুরেশ্বরে॥
কূলে থাকি বিষ জ্বালা সহিতে না পারি।
পাদপদ্ম-চিহ্ন দিয়া পাঠাইল শ্রীহরি॥
মহা-মহা সর্প সব উঠিয়া চলিল।
গহন কানন, গিরি সবে প্রবেশিল॥
কোটি কোটি সর্প যায়, নাহি দিশ্-পাশ।
মানুষের দায় নাহি, দেবতা তরাস॥
যশোদা-রোহিণীর চিত্তে দয়া উপজিল।
পুত্র পুত্র—বলি দুহে কান্দিতে লাগিল॥
মায়া ত' পাতিয়া তবে দেব গদাধরে।
যশোদা-রোহিণীর কোলে পুত্র-ভাব করে॥
অনাথ করিয়া মোরে আছিলে, কানাঞী।
মোর ভাগ্যে তোমাকে রাখিল গোসাঞী॥
হেন মতে হরিষে সবে কহন্তি কাহিনী।
দিনমণি অস্ত গেল, প্রবেশ রজনী॥

ফল-মূল, দধি-দুগ্ধ যে-কিছু খাইয়া।
শুতিলা সকল লোক যমুনা কূল পাইয়া॥
নিদ্রা যায় সকল লোক অচেতন হইল।
দাবাগ্নি আসিয়া তবে সবারে বেড়িল॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে দাবাগ্নি বনে উপজিল।
পুড়িয়া সকল বন যমুনা-হ্রদ পাইল॥
শুনিয়া অগ্নির শব্দ সকল ছাওয়াল।
ত্রাসে উঠি রোল সবে করিল বিশাল॥
ওহে রাম! ওহে কৃষ্ণ! করহ উপায়।
অগ্নি পুড়িয়া মারে তোমার বাপ-মায়॥
সবে ত' বসিয়া আছে, তুমি সে জীবন।
দাবাগ্নি পোড়াইয়া মারে, রাখ নারায়ণ॥
তুমি ত' সবার প্রাণ, যে এথা বসয়।
তোমার সাক্ষাতে মোদের প্রাণ লৈয়া যায়॥
এতেক কাকুতি কৃষ্ণ সবাকার শুনি।
বিশ্বরূপ হৈয়া অগ্নি পিল চক্রপাণি॥
খণ্ডিল সবার ত্রাস, প্রভাত হইল।
আনন্দে গোয়ালা সব ঘরকে চলিল॥
কৃষ্ণ-কথা বই কা'র অন্ত নাহি মনে।
গোবিন্দ-বিজয় গুণরাজ খাঁন ভণে॥

প্রলম্ব-বধ

(গৌড়ীয়-মল্লার-রাগ)

কালিয়দমন কথা কংসে ত' শুনিল।
কেমন প্রকারে কৃষ্ণ দাবাগ্নি ভক্ষিল॥
শুনিয়া মূর্চ্ছিত হৈল কংস নৃপবর।
প্রলম্ব অসুরে রাজা ডাকিল সত্বর॥
শুনহ প্রলম্ব ভাই, বলিহে তোমারে।
বড় শত্রু হৈল মোর গোকুল-নগরে॥
মায়াপাতি মার গিয়া রাম-দামোদরে।
শুনিয়া প্রলম্ববীর যায় ত' সত্বরে॥
শিশুভাব দেখি তারে না করিহ হেলা।
মার গিয়া দুই ভাই পাতিয়া নানা ছলা॥
রাজার আদেশে অসুর মায়ারূপ ধরি।
বৃন্দাবনে রহে গিয়া মানুষ-রূপ ধরি॥
রজনী প্রভাত হৈল উঠিলা গোপাল।
ডাকিয়া আনিল যত গোকুল ছাওয়াল॥
বড় রৌদ্র লাগে গায় জ্যৈষ্ঠের তপনে।
জলক্রীড়া করি গিয়া সবে বৃন্দাবনে॥
করিয়া মোহন বেশ শিঙ্গা বাজাইয়া।
নড়িলা ছাওয়াল সব বৎস চালাইয়া॥
প্রথম-বয়স কৃষ্ণ সপ্তম বৎসর।
ভুবন-মোহন রূপ ধরে গদাধর॥
ঘুচিল নিদাঘ-তাপ বৃন্দাবন-গুণে।
বসন্ত মানিয়া বসি সব শিশুগণে॥
হেনকালে তার পাশে বসিল অসুরে।
শিশুরূপে সান্ধাইল শিশুর ভিতরে॥
অসুরের মায়া তবে গোবিন্দ বুঝিল।
অসুর মারিতে কৃষ্ণ উপায় সৃজিল॥
আইস আইস, ওরে ভাই, ভাণ্ডিরবন যাব।
সব ছাওয়াল গিয়া ভাণ্ডিরবনে খেলাইব॥
যে জন জিনিব, তারে কান্ধেতে করিয়া।
বহিয়া ভাণ্ডিরবনে বেড়িব তারে নিয়া॥
ক্রীড়া করে গোবিন্দাই সব শিশু লইয়া।
খেলায় অসুর তথা শিশুরূপ হইয়া॥
শ্রীদাম-নামেতে গোপ কৃষ্ণকে জিনিল।
বহিয়া ভাণ্ডিরবনে কানাঞী এড়িল॥
তবে মায়া পাতি সেই প্রলম্ব-অসুরে।
কপট করিয়া তবে বলদেবে হারে॥
জিনিয়া বলাই তার কান্ধের উপরে।
লাফ দিয়া যায় তবে সেই ত' অসুরে॥
তবে কতদূরে গিয়া নিজ মূর্ত্তি ধরে।
আকাশ প্রমাণ অসুর বাড়ায় কলেবরে॥

মথুরার মুখে অসুর বলাই লৈয়া যায়।
দেখিয়া ত' গোবিন্দাই পাছুয়ান গোড়ায়॥
শুন শুন, বলদেব হেলা কেন কর।
আপনার মূর্ত্তি ধরি অসুরা সংহার॥
কৃষ্ণের কথা শুনি বলাই দৃঢ় মুষ্টি করি।
দুই পায় দিয়া তার গলা চাপি ধরি॥
মুষ্টি মারিল তার মস্তক উপরে।
সান্ধাইল মুণ্ড-গোটা স্কন্ধের ভিতরে॥
ধড়-ফড় করে তার সকল শরীর।
লাফ দিয়া ভূমে পড়ে বল মহাবীর॥
পড়িয়া মরিল তবে প্রলম্ব-অসুর।
দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি করিল প্রচুর॥
হরিষে ত' দুই ভাই সব শিশু লইয়া।
ঘরকে চলিলা সবে বাছা চালাইয়া॥
প্রলম্ব মরণ শুনি কংস-নৃপবর।
সিংহাসন হৈতে পড়ে ভূমির উপর॥
বলদেব-বিজয় নর, শুনি এক মনে।
কৃষ্ণের বিজয় গুণরাজ খাঁন ভণে॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-বিহার

(বরাড়ী-রাগ)

প্রলম্বের বধ গোঠে হৈল যেন মতে।
শুনিয়া অদ্ভুত লাগে সবাকার চিতে॥
শুভক্ষণে উপজিল কানাঞী-বলাই।
যাহার প্রসাদে সব সঙ্কট এড়াই॥
ভক্ষ্য দ্রব্য খাইয়া কৃষ্ণ রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ গোঠেতে চলিল॥
সকল গোয়ালা ছাওয়াল সঙ্গে ত' করিয়া।
নড়িলা গোঠেরে কৃষ্ণ বাছা চালাইয়া॥
যমুনার তীরে বাছা (বৎস) সুখে তৃণ খায়।
রৌদ্রে পীড়িত হৈয়া রহে তরু-ছায়॥

হেনবেলা আচম্বিতে বন পুড়ি আইসে।
পলাইতে নারে শিশু, পড়িলা তরাসে॥
শুন শুন, রাম-কৃষ্ণ আমার বচন।
গ্রাসিতে আইসে অগ্নি, কর বিমোচন॥
তুমি গোপের ঠাকুর তোমার স্মরণ।
তোমা-বিদ্যমানে কেন আমা-সবার মরণ॥
একবার যদ্যপি লোক তোমার নাম লয়।
তবে জন্ম পুনরপি পৃথিবীতে না লয়॥
ইহাতে তোমার আমি সঙ্গের সঙ্গতি।
কি করিতে পারে মোর অগ্নির শকতি॥
ছাওয়ালের কথা শুনি হাসে চক্রপাণি।
আঁখির নিমেষে কৃষ্ণ পিল ত' আগুনি॥
দেখিল বালক, অগ্নি পিল নারায়ণ।
উভ-বাহু করি নাচে সব শিশুগণ॥
তবে নারায়ণ সব শিশুগণ লইয়া।
কৌতুকে ভ্রময় বনে আনন্দিত হইয়া॥
জলজন্তু, স্থলজন্তু সুন্দররূপ ধরে।
বৈষ্ণব শরীর যেন সেবিয়া হরিরে॥
বরিষার ধারা পাইয়া গিরি স্নিগ্ধ হইল।
হরি সেবি লোক সব চৈতন্য পাইল॥
দুই দিকে বন বাড়ি, পথ আচ্ছাদিল।
বেদ না জানিয়া যেন দ্বিজ নষ্ট হইল॥
মেঘের শবদে যেন বিজুলি আছয়ে।
নির্ধন পুরুষ যেন কামিনী না পায়ে॥
মেঘের শব্দেতে যেন ময়ূর নৃত্য করে।
বৈষ্ণব-জন যেন বিষ্ণু অনুচরে॥
নানা রূপ ধরে গিরি বরিষার জলে।
কৌতুকে খেলায় কৃষ্ণ লৈয়া ছাওয়ালে॥

(ভৈরবী রাগ)

মিষ্ট, মন্থ, দধি নিয়া যমুনার তীরে।
ছাওয়ালের সঙ্গে ভুঞ্জে দেব দামোদরে॥

হেনমতে গেল তবে বরিষা-সময়।
হরষিত সর্ব্বলোক, শরত-উদয়॥
আকাশ নির্ম্মল, পথ-পঙ্ক যে ঘুচিল।
হরি সেবি মন যেন নির্ম্মল হইল॥
অগাধ জলচর যেন না জানে টুটাপাণি।
কুটুম্ব-পোষণে যেন দুঃখ নাহি জানি॥
দৃঢ়করি আলি বান্ধি কৃষক রাখে পানি।
গোবিন্দ সেবিয়া যোগী, যেন রাখয় পরাণি॥
শরতের রৌদ্র-তাপ চন্দ্রমা হরিল।
গোবিন্দ-পরশে যেন যোগী তুষ্ট হইল॥
শরতের পুষ্প ফুটে, সুগন্ধি বায়ু বহে।
বৃন্দাবনে বংশী বায়ে নন্দের তনয়ে॥
দেখি শুনি গোবিন্দাইর অদ্ভুত চরিত।
শুনিয়া বংশীর নাদ যুবতী মোহিত॥
মাথায় ময়ূর-পুচ্ছ, কাণে পুষ্প-কড়ি।
নর্ত্তকের বেশ কৃষ্ণ পরি পীত-ধড়ি॥
ব্রজবনিতা সব দেখি মোহ যায়।
দেখিয়া সুন্দর কানু প্রাণ স্থির নয়॥
মানুষ-শকতি রূপ বর্ণিতে না পারি।
কতেক মোহন রূপ করয় মুরারি॥

শ্রীব্রজগোপীগণের কাত্যায়নী পূজা

(পাহিড়া-রাগ)

শরত নিরস্ত হৈল, হিমের উদয়।
ব্রজকন্যা-সব জলক্রীড়া করিতে চলয়॥
যমুনার কূলে বস্ত্র-অলঙ্কার এড়ি।
বিবস্ত্রে করিয়া স্নান পূজে দেবী চণ্ডী॥
মৃত্তিকা-প্রতিমা করি দেই পুষ্প-পানি।
বরমাগে স্বামী হউক দেব চক্রপাণি॥
তোমার প্রসাদ দেবী, হউক্ আমারে।
স্বামী করি দেহ মোরে নন্দের কুমারে॥
প্রতিদিন আসি সবে যমুনার-কূলে।
পূজন্তি পার্ব্বতী-দেবী স্নান করি' জলে॥
একদিন বস্ত্র এড়ি সব কন্যাগণে।
হরষিতে জলক্রীড়া করে একমনে॥
ধীরে ধীরে গোবিন্দাই তথাকারে গিয়া।
উঠিলা কদম্ব-গাছে সব বস্ত্র লইয়া॥
কতক্ষণে জল হইতে উঠি কন্যাগণ।
কূলে আসি না দেখিল বস্ত্র-আভরণ॥
হরিয়া ত' কেবা নিল বস্ত্র-অলঙ্কার।
কেমনে যাইব ঘর, নাহি প্রতিকার॥
এতদিন ক্রীড়া করি যমুনার জলে।
এত পরমাদ কভু না হয় আমারে॥
কংসরাজ দুরবার, তবু চোর আছে।
আচম্বিতে দেখি কানাঞী কদম্বের গাছে॥
আনন্দে বস্ত্র পরি, হাতে লৈয়া অলঙ্কার।
গাছে থাকি বৈল তবে নন্দের কুমার॥
কানাঞী দেখিয়া গোপী বলে রুষ্ট-বাণী।
কেন হেন কর্ম্ম কর, নন্দের পো-খানি॥
জলেতে থাকিয়া শীতে বড় দুঃখ পাই।
বস্ত্র-অলঙ্কার দেহ, সবে ঘর যাই॥
নহে বা গোহারি যাব কংস-বরাবরে।
চোর-বাদে ধরি' যেন তোমার সাজাই করে॥
ইহা ত' বুঝিয়া দেহ বস্ত্র-অলঙ্কার।
পরিয়া হরিষে যাই ঘরে আপনার॥
বস্ত্র-অলঙ্কার দেহ, নন্দের নন্দনে।
বিনতি করিয়া বলি তোমার চরণে॥
গোপীর বচনে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল।
গাছে থাকি বস্ত্র লৈয়া ভূমিতে উতরিল॥
শুন শুন, নারী-সব, আমার উত্তর।
কি করিতে পারে তোর কংস-নৃপবর॥
রুষ্ট হইয়া তুমি যদি করিবে গোহারি।
কংসের শকতি আমার কি করিতে পারি॥

কত বীর পাঠাইল কংস আমা মারিবারে।
সবাই মারিয়া পাঠাই আমি যম-ঘরে ॥
আমাকে মাগহ যদি করিয়া ভকতি।
আমার বচন শুন, সকল যুবতী ॥
বিবস্ত্রে করহ স্নান যমুনার জলে।
এই পাপে ব্রত তোমার হইব বিফলে ॥
যদি বা সফল ব্রত হইবে তোমার।
কূলে উঠি বস্ত্র লহ করি নমস্কার ॥
কৃষ্ণের বচনে লাজে হেট মাথা করি।
কি করিব ? —সব সখী অনুমান করি ॥
শীতে কম্পমান সবে জলে স্থির নহে।
না শুনিলে কৃষ্ণের কথা প্রাণ নাহি রহে ॥
ত্রাসে শীতে নারীগণ অভিমান করি।
উঠিলা ত' নারীগণ লজ্জা পরিহরি ॥
দক্ষিণ হস্তে স্ত্রী সব দু' স্তন ধরিয়া।
বাম হস্তে ভগ ঢাকি লজ্জিত হইয়া ॥
একত্র হইয়া তবে সব কন্যাগণ।
ধীরে ধীরে বস্ত্র লইতে করিল গমন ॥
দেখিয়া ত' হাসে কৃষ্ণ কান্ধে বস্ত্র লইয়া।
ঝাট চলি আইস সবে, বস্ত্র লহ ত' আসিয়া ॥
দর্প করি কত তোরা বলিলে আমারে।
করযোড় করি বল, দোষ ক্ষমহ আমারে ॥
আর কোন মতে না দিব বস্ত্র-আভরণ।
নহে পুনরপি জলে যাও কন্যাগণ ॥
কৃষ্ণের বচন দৃঢ় শুনিয়া যুবতী।
যোড়হাতে সবে তবে করিল প্রণতি ॥
দেখিয়া সবার অঙ্গ হাসে গোবিন্দাই।
পরম হরিষে হরি সবা-পানে চাই ॥
একে একে হাতে হাতে সবার বস্ত্র দিল।
দেখিয়া সবার অঙ্গ আনন্দ পাইল ॥
বস্ত্র-অলঙ্কার পাইয়া সব কন্যাগণ।
আনন্দিত হইয়া সবে করিল গমন ॥
কন্যাগণ চলি যায় হরষিত হৈয়া।
কৃষ্ণের চরিত্র পথে কহিয়া কহিয়া ॥
কৃষ্ণ ছাড়ি গোপিকার আন নাহি মনে।
গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ-চরণে ॥

যাজ্ঞিক বিপ্রগণের নিকট অন্নভিক্ষা

(রামকিরী-রাগ)

বস্ত্র-অলঙ্কার দিয়া নন্দের গোপাল।
নড়িলা ভাণ্ডির বনে, যথা সব ছাওয়াল ॥
আর ছাওয়ালে তথা নানা ক্রীড়া করে।
আগু হইয়া শিশু সব বলে দামোদরে ॥
শুন শুন, রামকৃষ্ণ আমার বচন।
ক্ষুধা বড় পাইলেক, করাহ ভোজন ॥
ছাওয়ালের বচন শুনি দেব শ্রীহরি।
কোথা গেলে পাব অন্ন, অনুমান করি ॥
যোগনিদ্রা মনে করি চিন্তিল গোপাল।
যজ্ঞশালে অন্ন গিয়া আনহ ছাওয়াল ॥
আঙ্গিরস-নামে যজ্ঞ বিপ্র করে বনে।
তথা অন্ন আন গিয়া, শুন শিশুগণে ॥
জানিয়া সকল তত্ত্ব বৈল নারায়ণ।
শ্রীদাম-গোপেরে বৈল, শুনহ বচন ॥
চল যাহ যজ্ঞ যথা করে বিপ্রগণ।
যজ্ঞস্থান যাহ, শুন আমার বচন ॥
আমার নাম করি অন্ন আনহ মাগিয়া।
দিবেক প্রচুর অন্ন, ঝাট আন গিয়া ॥
কৃষ্ণের বচনে যায় কত শিশুগণ।
যজ্ঞশালে যজ্ঞ যথা করয় ব্রাহ্মণ ॥
প্রণাম করিয়া কৈল যুড়ি দুই কর।
বোল দুই চারি বলি শুন দ্বিজবর ॥
নন্দের নন্দন দুই কানাই-বলাই।
প্রণাম করিয়া পাঠাইল, তোমাদের ঠাঞি ॥
দুই ভাই বাছুর রাখেন যমুনার তীরে।
ক্ষুধাযুক্ত হইয়াছেন তাঁহার শরীরে ॥

তোমার যজ্ঞের শব্দ দুই ভাই শুনিয়া।
বলিলেন, অন্ন কিছু আনহ মাগিয়া॥
এ বলিয়া আমা সবায় পাঠায় নারায়ণে।
অন্ন দিলে লইয়া যাই শুনহ ব্রাহ্মণে॥
না শুনিল দ্বিজবর তাহার বচন।
সমাদরে নাহি সেবে গোবিন্দ-চরণ॥
না শুনিল বচন কেহ, নাহি দিল ভাত।
নেউটিয়া আইল শিশু যথা জগন্নাথ॥
না দিলেক ভাত দ্বিজ, কহিল কৃষ্ণের ঠাঞি।
শুনিয়া হাসেন রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই॥

ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা

(মল্লার রাগ)

আমার বচন শিশু, না কর লঙ্ঘন।
আর বার যাহ শিশু, শুনহ বচন॥
যেখানে রন্ধন করে বিপ্র-নারীগণ।
তা সবারে কহ গিয়া আমার বচন॥
নন্দের নন্দন রাম-কানু দুই ভাই।
অন্ন মাগি পাঠাইল তোমা সবার ঠাঞি॥
ইহা বলি অন্ন মাগ মোর নাম করি।
পাইবে প্রচুর অন্ন দিবেক বিপ্র-নারী॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বোল যায় আর বার।
সত্বরে পাইল গিয়া যজ্ঞের দুয়ার॥
ধীরে ধীরে গেলা যথা রান্ধয় ব্রাহ্মণী।
নিভৃতে বলিল শুন সব ঠাকুরাণী॥
রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই বাছুর রাখিয়া।
পাঠাইল তোমা সবার ঠাঞি অন্ন মাগিয়া॥
দেহ ত' বিশিষ্ট অন্ন শুন নারীগণ।
খাইয়া তুষ্ট যেন হয়েন নারায়ণ॥

অন্নস্থালী-হস্তে বিপ্রপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন

শুনিয়া শিশুর বোল দ্বিজের রমণী।
আজি সু-প্রভাত কিবা পোহাল রজনী॥
ভারাবতারণে রাম-কৃষ্ণ অবতার।
মাগিয়া পাঠাইল অন্ন ত্রিদশ-ঈশ্বর॥
সফল হইল জন্ম শুন নারীগণ।
অন্ন নিয়া দেখি গিয়া গোবিন্দ-চরণ॥
বিবিধ প্রকারে অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া।
হাতে থাল করি সব ব্রাহ্মণী চলিলা॥
কোথা যাইস্, কোথা যাইস্ ডাকি উচ্চ রায়।
ভাই-বন্ধু নিষেধে, নিষেধে বাপ-মায়॥
শাশুড়ী, শ্বশুর, স্বামী সবে নিষেধিল।
তাহা সবার বোল তারা কাণে না শুনিল॥
উন্মত্ত-চিত্ত হইয়া সবে ত' চলিল।
সত্বরে ত' গিয়া গোবিন্দ-চরণ দেখিল॥
হাতে থালে অন্ন লৈয়া সব দ্বিজ নারী।
দাঁড়াইল গোবিন্দ ঠাই দিয়া এক সারি॥
এক ভাবে চিন্তে সবে গোবিন্দ-চরণ।
তা সবারে তুষ্ট হইয়া বলিল নারায়ণ॥
কেন হেন সাহস করিলে দ্বিজনারী।
আপনি আইলে কেন যজ্ঞ পরিহরি'॥
স্ত্রী হইয়া এতদূর করিলে গমন।
ছাড়িবে তোমাকে স্বামী, যত বন্ধুজন॥
গোবিন্দ-বচন শুনি সব নারীগণে।
হাসিয়া বলিল তবে গোবিন্দ-চরণে॥
কি করিব স্বামী, পুত্র, সব বন্ধুজন।
তোমার স্মরণে ঘুচে সকল বন্ধন॥
না লিহে স্বামী মোর সেই ভাল হইল।
তোমার চরণপদ্ম দরশন পাইল॥
তুমি স্বামী, তুমি পুত্র, তুমি বন্ধুজন।
তুমি ইষ্ট, তুমি মিত্র, তুমি নারায়ণ॥

কি করিব ঘর-দ্বার সব মায়া-বন্ধ।
তোমা বই সত্য নাহি, সব মায়া ধন্ধ ॥
তোমাকে জানয় সব এ ভব সংসারে।
মহিমা বলিতে তোমার অনন্ত না পারে ॥
শিব, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ দৈত্য-শিশু।
সনক, সনাতন, ধ্রুব জানে কিছু ॥
ব্রহ্মা-আদি মুনি যার অন্ত নাহি পায়।
উদ্দেশে তাঁর গুণ ভক্ত-সব গায় ॥
হেন নারায়ণ তুমি নর-রূপ ধরি'।
বৃন্দাবনে ক্রীড়া কর আপনি শ্রীহরি ॥
কেমতে দেখিব তোমা চিন্তি মনে মনে!
কত তপ-ফলে তোমা দেখিনু নয়নে ॥
কৃপা করি অন্ন মোরে মাগিলে নারায়ণে।
তেঞি সে দেখিনু মোরা তোমার চরণে ॥
সফল মানিল আজি আমার জীবন।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ ॥
দ্বিজনারীর বোল শুনি দেব গদাধর।
সদয় হইয়া তারে দিলেন উত্তর ॥
স্ত্রী হইয়া কৈলা তুমি এমন সাহস।
আসিতে এথাকে না শুনিলে অপযশ ॥
আমার বিষয় তোমার এত বড় আরতি।
ঘর ছাড়ি অন্ন লইয়া আইলা শীঘ্রগতি ॥
না ছাড়িব কেহ তোমার মাতৃ, বন্ধু, পতি।
আমার প্রসাদে তোমার হবে উত্তম গতি ॥
আমার প্রসাদে স্মৃতি থাকিব তোমারে।
ইহা বলি বিপ্র-নারী পাঠাইল ঘরে ॥
নড়িলা সকল নারী হরষিত হইয়া।
ঘর গেলা সব নারী গোবিন্দে অন্ন দিয়া ॥

দ্বিজগণের অনুতাপ

শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব, নারীর বচন।
অভাগ্য করিয়া মানে আপন জীবন ॥
কেন তপ করিনু, কেন পড়িনু অক্ষরে।
নারীর সমান বুদ্ধি নহিল শরীরে ॥
গোসাঞি মাগিল ভাত ইহা না শুনিল।
গোবিন্দ-মায়াতে চিত্ত স্থির না হইল ॥
বিষাদ করিয়া দ্বিজ করে আত্ম ঘাই।
কংস ভয়ে নাহি গেলা গোবিন্দের ঠাঞি ॥
ইহা বলি বিপ্র সব আক্ষেপ-না করি।
যজ্ঞ করি গেলা সবে যার যেই পুরী ॥
এথা সেই অন্ন লইয়া রাম-দামোদরে।
সব শিশু মিলি বসি যমুনার তীরে ॥
ভুঞ্জিয়া সকল অন্ন নড়িলা গোপালে।
সব ছাওয়াল লৈয়া খেলে নন্দলালে ॥
কৃষ্ণের চরিত্র নর, শুন এক মনে।
অন্তকালে যাবে নর, বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ॥
শ্রবণে অমৃত, দুঃখ শোক নাহি রহে।
গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ-চরণে ॥

শ্রীকৃষ্ণের নন্দাদি গোপগণকে গিরি গোবর্দ্ধনের পূজার্থ প্ররোচনা

(কোড়া রাগ)

হেন মতে কতকাল রাম-গোবিন্দাই।
ইন্দ্রযজ্ঞ-সংবাদ হইল তথাই ॥
নন্দ-আদি গোপ যত একত্র হইয়া।
করিব ইন্দ্রের পূজা উপহার লইয়া ॥
ঘোষণা ত' দিল নন্দ সকল-নগরে।
দধি দুগ্ধ মিষ্ট অন্ন লইয়া সত্বরে ॥
নড়িলা যমুনা-কূলে ইন্দ্র পূজিবারে।
তা' দেখিয়া হাসিয়া ত' বলে গদাধরে ॥
কার পূজা কর বাপ, কহ না আমারে।
কোথা যাহ সাজাইয়া, কাহা পূজিবারে ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি নন্দ-আদি গোয়াল।
কহিল সকল কথা শুনহ গোপাল ॥
গোপ জাতি আমি, চাহি গো-ধন পোষণে।
ভালমতে ঘাস হইলে জীয়ে ত' গোধনে ॥
বিনা বৃষ্টি ঘাস নহে, শুন গদাধর।
বৃষ্টির কারণ পূজি দেব পুরন্দর ॥
তাঁর পূজা করি আমি সকল সময়।
তুষ্ট হৈয়া ইন্দ্ররাজ ভাল বরিষয় ॥
তে-কারণ পূজি ইন্দ্র যমুনার কূলে।
তাঁহার প্রসাদে গরু থাকয় কুশলে ॥
কহিল সকল কথা, শুন দামোদরে।
বসিয়া হরিষে দেখ, পূজি পুরন্দরে ॥
বাপের বচন শুনি, হাসে চক্রপাণি।
কোথাহ না শুনি ইন্দ্র বরিষয় পানি ॥
বিধাতা লিখিত কর্ম্ম সেই সে হইবে।
কাহার শকতি উহার অধিক করিবে ॥
হেন বিপরীত কথা তোমারে বুঝাইল।
গোসাঞির নিবন্ধ তবে কেবা ঘুচাইল ॥
ছাওয়াল জ্ঞান যদি না কর আমারে।
বোল দুই চারি আমি কহিয়ে তোমারে ॥
কোথাহ বৈসহ তুমি, কোথা পুরন্দরে।
কেমতে খায় সে পূজা, কোথা হিত করে ॥
তোমারে বুঝাইল যেবা, তাহার নাহিক চেতন।
যাহা হৈতে ভাল হয়, না জানে কোন জন ॥
গোয়ালা ত' জাতি আমি অরণ্যে করি ঘর।
আমার সহায় গোবর্দ্ধন গিরিবর ॥
তাহার প্রসাদে গরু সুখে ঘাস খাইয়া।
আপনার ইচ্ছা-এ, সুখে থাকে ত' শুতিয়া ॥
যবে মন্দ করে গিরি সহস্র শিখরে।
এক শৃঙ্গ ফেলিয়া চাপিয়া ত' মারে ॥
ইহা এড়ি পূজা কেন কর পুরন্দরে।
পর্ব্বত মারিলে কি করিবে সুরেশ্বরে ॥
ভাল ভাল করি উঠে সকল গোয়াল।
ভাল কথা কহিলেক নন্দের ছাওয়াল ॥
চল চল নন্দঘোষ যাই সেই ঠাঞি।
পর্ব্বত পূজিতে ভাল কহিল গোবিন্দাই ॥
একচিত্ত হইয়া যায় সব গোপজনে।
ছাড়িল ইন্দ্রের পূজা কৃষ্ণের বচনে ॥
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, অন্ন উপহার লইয়া।
কৃষ্ণের সহিত গিরি পূজিতে চলিলা ॥
পূজিল পর্ব্বত গোপ হরষিত হইয়া।
কৃষ্ণ, বলভদ্র দু'ভাই সহায় করিয়া ॥
তবে দেব দামোদর মনেতে গণিল।
একমূর্ত্তি গোপ সঙ্গে তথাই রহিল ॥
আর এক মূর্ত্তি হইয়া পর্ব্বত উপরে।
মূর্ত্তিময় পর্ব্বত দেখিল সংসারে ॥

গোয়ালা লইয়া গেল যত উপহার।
দধি, দুগ্ধ, মিষ্ট, অন্ন যতেক প্রকার॥
পর্ব্বতের রূপ হৈয়া কানাঞি ভক্ষিল।
দেখিয়া গোয়ালা সব চমৎকার হইল॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ ভাল বোল বৈল।
হেনক অদ্ভুত আর কভু না দেখিল॥
পর্ব্বত হইয়া মানুষ রূপ হইল।
এতকাল পূজি, ইন্দ্র কভু না দেখিল॥
প্রত্যক্ষ হইয়া দ্রব্য কভু না খাইল।
দেখিয়া গোয়ালা সব ত্রাস উপজিল॥
ভাল শুভ হইল এতকালে গোকুলে।
পর্ব্বত পূজিতে বৈল নন্দের গোপালে॥
মূর্ত্তিমান হইয়া গিরি সকল ভক্ষিলে।
এতকালে শুভ দিন হইল গোকুলে॥
প্রদক্ষিণ হইয়া গিরি সবে ঘরে যাই।
হাসিতে হাসিতে ঘর গেলা দুই ভাই॥

নন্দের প্রতি ইন্দ্রের কোপ

(পাহিড়া রাগ)

ভাঙ্গিল ইন্দ্রের পূজা কৃষ্ণের বচনে।
শুনি পুরন্দর তবে ক্রোধ করে মনে॥
হের, দেখ নন্দঘোষ কৃষ্ণ-পক্ষ হইয়া।
ভাঙ্গিল আমার যজ্ঞ পর্ব্বত পূজিয়া॥
খাইল সকল কৃষ্ণ যত উপহার।
আমারে করিল হেলা নন্দের কুমার॥
ভারাবতারণে কৈল গোকুলে অবতার।
ভাঙ্গিল আমার পূজা করিয়া অহঙ্কার॥
করিব গোকুল নাশ, করি অনুমান।
কেমতে গোকুল রাখে নন্দের পুত্র কান॥
অনেক করিয়া ক্রোধ দেব পুরন্দর।
যত মেঘ, জল, বায়ু ডাকিল সত্বর॥
সমুদ্রের জল লইয়া সকল গোকুলে।
বরিষণে পূর গিয়া না জানি জল-স্থলে॥
আবর্ত্ত, সম্বর্ত্ত মেঘ, দ্রোণাদি, পুষ্কর।
চৌষট্টি মেঘ লইয়া চলহ সত্বর॥
ঊনপঞ্চাশ বায়ু দিল সংহতি তোমারে।
বায়ু মেঘে আবরয় বৃন্দাবন-পুরে॥
প্রলয়কালের হেন বায়ু উপজিল।
গোকুলের ঘর দ্বার সকল ভাঙ্গিল॥
বায়ু-মেঘে, ধূলায় হইল অন্ধকার।
দিবা-রাত্রি নাহি তথা রবির প্রচার॥
দেখিয়া নন্দঘোষ যত গোপজন।
আকাশেতে এত কভু নহে বরিষণ॥
মুষলধারায় বৃষ্টি বিস্তর হইল।
নাহি দেখি জল-স্থল, সকলি পূরিল॥
ভাসিয়া বুলয় গোকুলে যত বইসে।
শীতে বাতে মরে লোক পাইয়া তরাসে॥
বজ্রাঘাত ইন্দ্র যত মেঘেরে মারিল।
বজ্রের অগ্নিতে সব গোকুল পুড়িল॥
কোপে ইন্দ্র বরিষয় গোকুল-নগরে।
যজ্ঞ নাশ কৈল তারে কৃষ্ণের উত্তরে॥
কেমনে পাইব রক্ষা চিন্তে মনে মনে।
সকল গোকুল লইল কৃষ্ণের শরণে॥
তোমার বচনে কৃষ্ণ, যজ্ঞ নাশ কৈল।
তাহার কারণে ইন্দ্র এত ক্রোধ কৈল॥
তেঞি বরিষয়ে ইন্দ্র লইয়া মেঘগণ।
মজিল গোকুল আজি তাহার কারণ॥
মজিল গোকুল আজি নাহিক উপায়।
তুমি বিদ্যমানে এত পরমাদ হয়॥
তুমি ত' সবার নাথ গোকুল-অধিকারী।
তোমার বচনে ইন্দ্রের যজ্ঞ নাশ করি॥
কোপে ইন্দ্র বরিষয় মারিবার তরে।
কেমতে পাইব রক্ষা বলহ আমারে॥
হের, মরে গাভী সব শীতেতে কাঁপিয়া।
বাছা কোলে করি আছে হেট মাথা হইয়া॥

অনেক মরিল গাভী বাত বরিষণে।
নষ্ট হইল বৃন্দাবন তোমার কারণে॥
সকল গোকুল কান্দে করি গণ্ডগোল।
মাথায় হাতে, কান্দে নন্দ, করি মহারোল॥
কি করিল নন্দঘোষ ছাওয়ালের বচনে।
কোপে আসি ইন্দ্র করে সবার মরণে॥
দেখিল প্রমাদ কৃষ্ণ গোকুল-নগরে।
মনে মনে চিন্তেন তবে দেব গদাধরে॥
বুদ্ধি নাহি, ইন্দ্র করে আমা-সনে বাদ।
আজি পাঠাইব তারে দিয়া অবসাদ॥

গোবর্দ্ধন-ধারণ

লাফ দিয়া গেলা যথা গোবর্দ্ধন গিরি।
নখরে খনিয়া কৃষ্ণ পর্ব্বত-মাঝে ধরি॥
ধরিয়া ত' টান দিল দেব গদাধর।
মূল হইতে উপাড়িল গোবর্দ্ধন গিরিবর॥
ছায়া-হেন পর্ব্বত রহিল তথাই।
বাম-হস্ত তলে দিয়া তুলিল কানাই॥
ডাক দিয়া বলে তবে দেব দামোদরে।
না করিহ ভয় কিছু রাখিব সবাকারে॥
গোকুলের যত আছে নর পশুগণ।
পর্ব্বতের তলে আসি রহ সর্ব্বজন॥
পর্ব্বত পড়িবে গায় মনে না করিহ।
নিশ্চিন্তে থাকহ সব মনে ভয় না করিহ॥
গোয়ালা, গোধন গোকুলে যত বৈসে।
থাকিলা পর্ব্বত তলে পরম হরিষে॥
নাহি দেখি মেঘ বায়ু, নাহি বরিষণ।
নাহি শিলা বজ্রাঘাত বায়ুর গমন॥
পর্ব্বত উপরে ইন্দ্র হস্তীতে চড়িয়া।
সাতদিন শিলা বৃষ্টি করেন আসিয়া॥
পর্ব্বতের গাছপালা যতেক আছিল।
শিলা বজ্রাঘাত হইতে সকলি ভাঙ্গিল॥

বরিষয়ে পুরন্দর মুষল-ধারা করি।
রাখিল গোকুল, কৃষ্ণ পর্ব্বত হাতে ধরি॥
সাতদিন বরিষয়ে গোকুল-নগরে।
পর্ব্বতের তলে ইন্দ্র কি করিতে পারে॥
অবসাদ পাইল তবে সব মেঘগণে।
কান্দিতে কান্দিতে বলে ইন্দ্রের চরণে॥
শুন শুন, ইন্দ্ররাজ, করি পরিহার।
গোকুলে যতেক কৈল, কি কহিব আর॥
সাতদিন শিলা-বৃষ্টি করিল গোকুলে।
পর্ব্বত ধরিয়া পুরী রাখিল গোপালে॥
অনেক যতনে কিছু করিতে নারিল।
মানুষ হইয়া হরি গোকুলে রাখিল॥
ছাওয়াল হইয়া কৃষ্ণ হেন কর্ম্ম করে।
বাম-হস্ত দিয়া পর্ব্বত তুলিয়া ত' ধরে॥
কোন কর্ম্ম করিতে নারিল বলিল তোমারে।
নাহি জল, নাহি বল, শুন পুরন্দরে॥
এতেক শুনিয়া ইন্দ্র গুণি মনে মনে।
খণ্ডিল সকল কোপ হইল চেতনে॥
ভারাবতারণে হৈলা দেব চক্রপাণি।
বসুদেব ঘরে জন্ম লভিল আপনি॥
সংসারের সার গোসাঞি দেব গদাধরে।
কি করিতে কিবা হৈল চিন্তে পুরন্দরে॥
কৃষ্ণের মহত্ত দেখি সকল গোয়াল।
স্বরূপে মানুষ না হয়ে নন্দের ছাওয়াল॥
সাত বৎসরের শিশু গিরিবর ধরি।
অবতার করয়ে আপনি শ্রীহরি॥
মানুষের কর্ম্ম নহে, শুন সর্ব্ব-নর।
চলিলা গোয়ালা সব যার যেই ঘর॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রের স্তব

হেন কালে ইন্দ্র আসি কৃষ্ণ-বরাবরে।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করিল বিস্তরে॥

তুমি দেব নারায়ণ সংসার-অধিকারী।
আমা হেন কোটি ইন্দ্র নিমেষে সংহারি॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সে কারণ।
তোমার মায়াতে স্থির নহে কোন জন॥
লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি তপ করি মরি।
তবু ত' তোমার মায়া বুঝিতে না পারি॥
ত্যজ কোপ, নারায়ণ পড়হুঁ চরণে।
আমাকে করহ কৃপা দেব নারায়ণে॥
ইন্দ্রের আঁখির জলে চরণ ভিজিল।
চরণে পড়িয়া ইন্দ্র বিস্তর বন্দিল॥
অবশ্য থাকয় পুত্র জননী উদরে।
চরণের ঘাও বাজে মায়ের শরীরে॥
সেই অপরাধ যেন মায়ে নাহি লয়।
তেমত আমাকে গোসাঞি হউন সদয়॥
সুরেশ্বর অভিমানে তোমা না চিনিল।
বিষয়ে বিষয়ী হৈয়া তোমা পাসরিল॥
বারেক ক্ষমহ দোষ, পড়হু চরণে।
আমাকে করহ কৃপা, দেব নারায়ণে॥
ইন্দ্রের বচন শুনি দেব শ্রীহরি।
ক্ষমিল সকল দোষ, যাহ নিজ পুরী॥
তবে পুরন্দর শুদ্ধ গঙ্গাজল দিয়া।
কৃষ্ণের অভিষেক করে সুরভির দুগ্ধ দিয়া॥
কৃষ্ণে অভিষেক করি কইল পুরন্দর।
আজি হৈতে নাম তোমার 'গোবর্দ্ধন-ধর'॥
এতেক বলিয়া ইন্দ্র প্রদক্ষিণ করি।
হরিষে চলিলা ইন্দ্র আপনার পুরী॥
গোবর্দ্ধন-ধারণ-কথা কংসে ত' শুনিল।
মূর্চ্ছিত হইল রাজা, ভূমিতে পড়িল॥
লীলায়ে ত' গোবর্দ্ধন ধরিল গোবিন্দ।
গুণরাজ খাঁন বলে পাঁচালী-প্রবন্ধ॥

শ্রীকৃষ্ণের যমুনা-প্রবেশ ও শ্রীনন্দান্বেষণ-লীলা

(কানড়া রাগ)

পর্ব্বত ধরিয়া হরি গোকুল রাখিল।
আপনি আসিয়া ইন্দ্র অভিষেক কৈল॥
দেখিয়া গোয়ালা বলে মানুষ নহে কান।
ঘরে ঘরে এই কথা সর্ব্বলোক গান॥
হেন মতে শ্রীহরি গোকুলে বসয়।
দ্বাদশীতে নন্দঘোষ স্নান করয়॥
রাক্ষসী-বেলাতে নন্দ যমুনাতেই নাই।
ধরিয়া বরুণ-দূতে নন্দ লইয়া যাই॥
দেখিয়া বরুণ ভাল বলিল দূতেরে।
ভাল কৈলে দূত তুমি, আনিলে ইহারে॥
ইহার প্রসাদে আমি দেখিব গদাধর।
ভারাবতারণে গোসাঞি গোকুলে অবতার॥
ইহার উদ্দেশে প্রভু করিবে গমন।
সবান্ধবে দেখিব আমি তাঁহার চরণ॥
হরষিত হৈয়া নন্দে রাখিল বরুণে।
কৃষ্ণেরে কহিল গিয়া দেখিল যেই জনে॥
দেখিল যশোদা-রাণী অদ্ভুত কাহিনী।
যমুনাতে নন্দঘোষে খাইল কুম্ভিরিণী॥
যমুনাতে নন্দঘোষ যখন ডুবাইল।
পুনরপি নন্দঘোষ উঠি না আইল॥
যমুনাতে মৈল নন্দ দেখিল দাণ্ডাইয়া।
উদ্দেশ করহ তাঁহার, কানাঞি লইয়া॥
বজ্রাঘাত হেন বাক্য যশোদা শুনিল।
জন্মান্তরে কত আমি খণ্ড-ব্রত কৈল॥

ভূমে লোটাইয়া কান্দে যশোদা-সুন্দরী।
যমুনায় মৈল নন্দ, শুনহ মুরারি॥
বিধবা হইলাম মুঞি টুটিল গৌরব।
কান্দয়ে যশোদা-রাণী করিয়া রৌরব॥
তোমার বাপ গেল বাছা স্নান করিবারে।
বাহুড়িয়া পুনরপি না আইল ঘরে॥
অচেতন হইয়া কান্দে যশোদা-সুন্দরী।
যমুনাতে মৈল নন্দ শুনহ শ্রীহরি॥
সংসারের সার তুমি দেব চক্রপাণি।
যমুনাতে তোমার বাপে খাইল কুম্ভিরিণী॥
কেমনে উদ্ধার হব কহ না উপায়।
মায়ের বোল শুনি কৃষ্ণ যমুনাতে ধায়॥
কটি-তটে পীত-ধড়া টানিয়া পরিল।
নন্দের উদ্দেশে কৃষ্ণ যমুনায় নামিল॥
যমুনার জলেতে প্রবেশে গোসাঞি।
সব হ্রদে উকটিল নন্দ কোথাও নাই॥
না দেখিল নন্দঘোষে, না দেখিল কুম্ভিরিণী।
ক্ষণেক রহিয়া মনে চিন্তে চক্রপাণি॥

শ্রীকৃষ্ণের বরুণ-লোকে গমন

(মল্লার-রাগ)

ধ্যান করি চিন্তি মনে দেব শ্রীহরি।
ধরিয়া বরুণ-দূতে নিল তার পুরী॥
সেই পথে জল-মধ্যে করিল গমন।
বরুণের পুরী গেলা দেব নারায়ণ॥
দেখিয়া বরুণ তবে শ্রীমধুসূদন।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ-বন্দন॥
পাদ্য-অর্ঘ্য হাতে করি দাণ্ডাইল লোকপাল।
এক মনে স্তুতি তাঁরে করিল বিশাল॥
ভারাবতারণে গোসাঞি আইলা গোকুলে।
দেখিতে চরণপদ্ম মোর বড় কুতূহলে॥
কেমনে চরণ তোমার আইসে মোর পুরী।
তে-কারণে নন্দঘোষ আমি কৈল চুরি॥
আর কোন মতে তোমার নহিব গমন।
লেহ ত' আপন পিতা, শ্রীমধুসূদন॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে তুমি অধিকারী।
মুক্তিদায়ক তুমি, দেব শ্রীহরি॥
সফল হইল জন্ম দেখিনু চরণ।
বাপ লইয়া ঘর গোসাঞি করহ গমন॥
এত বলি আনি দিল নানা উপহার।
নানা মণি, নানা রত্ন দিল অলঙ্কার॥
হরষিত নন্দঘোষ সঙ্গে গদাধর।
বরুণের পুরী হৈতে দুঁহে আইলা ঘর॥
মরি জীলা নন্দঘোষ শুনে ব্রজবাসী।
নন্দকে দেখিতে সব গোয়ালা ত' আসি॥
শুনিয়া সকল কথা নন্দঘোষ মুখে।
হরিষে গোপ সব নাচে নানা সুখে॥
শুন শুন, নন্দঘোষ, যশোদা-রোহিণী।
মানুষ-রূপে তোর ঘরে জন্মিলা চক্রপাণি॥
হেন কর্ম্ম নাহি পারে দেবের শকতি।
দেবের অধিক কথা, শুন ব্রজপতি॥
শুনিয়া গোপের বাক্য শ্রীনন্দ গোয়াল।
মানুষ নহে কানাঞি আমার ছাওয়াল॥
নারায়ণ অংশ গোসাঞী শিশুরূপ ধরি।
পৃথিবীর ভার হরি দুষ্ট দৈত্য মারি॥
ইহা হইতে ভয় কিছু নহিব আমার।
এ বোল বলিল মোরে গর্গ মুনিবর॥
মুনির বাক্য মিথ্যা নহে, পরতেক হইল।
কৃষ্ণের প্রসাদে কতেক্ সঙ্কট এড়াইল॥
তবে পাঠাইয়া দিল কংস অনুচরে।
সবারে মারিয়া কৃষ্ণ পাঠাইল যমপুরে॥
দেবরাজ ইন্দ্র আসি বায়ু-বরিষণ কৈল।
পর্ব্বত ধরিয়া কৃষ্ণ গোকুল রাখিল॥
কৃষ্ণ হৈতে ভয় নাই, শুন সর্ব্বজনে।
গুনরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ-চরণে॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণন

(বিভাষা-রাগ)

কৃষ্ণের প্রসাদে গোপ বৈসে বৃন্দাবনে।
রোগ, শোক, ভয় কিছুই না জানে॥
সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বজন গোবিন্দ পাইল।
জন্ম-জন্ম-কৃত পাপ সব দূর হৈল॥
হেনকালে হৈলা কৃষ্ণ দ্বাদশ বৎসর।
ভুবন-মোহন রূপ, অতি মনোহর॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি বদনকমল।
খঞ্জন জিনিয়া শোভে নয়ন-যুগল॥
ময়ূরের পুচ্ছ শিরে, কুটিল কুন্তল।
হীরা-মণি-মাণিক্য শোভে, কর্ণের কুণ্ডল॥
নানা বর্ণের পুষ্পমালা হৃদয় উপরে।
সুবর্ণ-অঙ্গুরী সাজে, বলয়া দুই করে॥
পায়েতে নূপুর সাজে, মুকুট শোভে মাথে।
বালকের সঙ্গে বৎস রাখে জগন্নাথে॥
পীত-ধড়া-পরিধান দেব বনমালী।
নূতন মেঘেতে যেন পড়িছে বিজলী॥
লীলমণি-দর্পণ যেন মুখ নিরমাণ।
তারমাঝে শোভে যেন বিন্দু-বিন্দু ঘাম॥
দেখিয়া যুবতী সব, স্থির নহে মন।
কামেতে পীড়িত গোপী, চিন্তে কৃষ্ণের চরণ॥
মদনে দগধ চিত্ত যুবতী-সমাজ।
স্বামীরে ছাড়িয়া ভয় খণ্ডিলেক লাজ॥
রাত্রি দিনে যুবতী গোবিন্দে হৈল মতি।
গৃহকর্ম্ম ছাড়িলেক সকল যুবতী॥
কোথা আছে গোবিন্দাই, যাব তাঁর ঠাঞি।
কোন্ প্রকারে তাঁর দরশন পাই॥
হেন মতে গোবিন্দেরে চিন্তে গোপীগণ।
অন্তর্য্যামী গোসাঞী জানিল তখন॥
জানিয়া ত' গোবিন্দাই পাতি যোগমায়া।
করিব ত' রাস-ক্রীড়া বৃন্দাবনে গিয়া॥
নড়িলা যমুনাতীরে সুন্দর-কানাঞি।
নানা বৃক্ষ, পুষ্পলতা আছয় তথাই॥
একচিত্তে শুন নর, সংসার-তারণ।
গুণরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ-চরণ॥

শ্রীবৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য

(কোড়া রাগ)

তুলসী, মালতী, যূথী, আমলক, কুন্দ তথি'
মরুবক, চাম্পা নাগেশ্বর।
অড়িলা, বকুল-মালী, মধুকর করে কেলি,
গন্ধ, ঝিণ্টি, কেতকী, কেশর॥
অশোক, বাসক, কেয়া, কিংশুক, রঙ্গিল চূয়া,
শেফালিকা বৃক্ষের উপর।
অপূর্ব্ব পাকড়ি, তাল, নারিকেল, তমাল,
রামগুয়া দেখিতে সুন্দর॥
শিমলি, পনস শত, গুয়', জলপাই কত'
কামরাঙ্গা, রক্ত-চন্দন।
অর্জ্জুন, খেজুর, ক্ষীরী, বিকশিত বহু আরি,
নবাড়ী, হেতালের বন॥
নানা বর্ণের বৃক্ষ, পাতা, কোথাহ মাধবী লতা,
নান পুষ্প, নাদ মনোহর।
শারী-শুক নাদ পুরে, ময়ূর পেখম ধরে,
নানা বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর॥
কাঞ্চন-পারুল-ফুলে, কুঞ্জ গুঞ্জ-শতদলে,
কনক-চম্পক মনোহর।
পদ্ম-নীলোৎপল-দলে, শালুক, কুমুদ জলে,
শিয়ালিতে শোভে সরোবর॥

শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা

(রামকেলি-রাগ)

নানা বর্ণে সম্পূর্ণ সেই বৃন্দাবন।
গোপী লয়ে ক্রীড়া করিবারে হৈল মন ॥
শারদ-পূর্ণিমা-শশী করিল উদয়ে।
সুগন্ধি-শীতল-বায়ু মনোহর বহে ॥
কোকিলের কলরব, ভ্রমর ঝঙ্কার।
কুসুমিত দশদিক্, বসন্ত অবতার ॥
নব কিশলয়, বৃক্ষশোভে বৃন্দাবনে।
অধিক বাড়িল দিঠি চন্দ্রের কিরণে ॥
কাম অবতার হরি বংশীতে নাদ দিল।
শুনিয়া গোকুল নারী মূর্চ্ছিত হইল ॥
জানিল গোবিন্দ বংশী বায় বৃন্দাবনে।
চলিল সকল নারী একচিত্ত মনে ॥
কেহ ত' স্বামীর কোলে আছিল শুতিয়ে।
কেহ উপকথা কহে, বন্ধুজন লয়ে ॥
কেহ ত' রন্ধন করে, কেহ করয়ে ভোজন।
শিশু স্তন দেয় কেহ, শয্যায় শয়ন ॥
স্বামীকে অন্ন দেয় কেহ কেহ নারী।
শাশুড়ীর সঙ্গে কেহ গৃহে কর্ম্ম করি ॥
স্বামী সঙ্গে রসে কেহ করয়ে সুবেশ।
কেহ কার মস্তকের আচড়য়ে কেশ ॥
অলক-তিলক করে, নয়নে কাজল।
কণ্ঠে হার পরে কেহ, শ্রবণে কুণ্ডল ॥
তাম্বুল খায় কেহ, সুবাসিত কর্পূর।
মৃগমদ লেপে কেহ, কপালে সিন্দুর ॥
যেইজন যেমতে ছিল চলিল সত্বরে।
বৃন্দাবনে বংশী বায় নন্দের কুমারে ॥
কাহারে যাইতে রাখে কার নিজপতি।
অনেক যতনে রহে কৃষ্ণে দিয়ে মতি ॥
গোবিন্দে চিন্তিতে তার প্রাণ করিল গমন।
মুক্তিপদ পাইলা সেই, খণ্ডিল বন্ধন ॥
আর সব নারীগণ কৃষ্ণ পাশে গিয়া।
শ্রীকৃষ্ণে বেড়ি দাণ্ডাইল মণ্ডলী করিয়া ॥
চিত্রের পুতলি যেন চারিদিকে চায়।
লজ্জা ভয়ে কেহ তারা কিছু নাহি কয় ॥
কামেতে পীড়িত তবে গোপী-সব হয়ে।
দাণ্ডাইল গোপী-সব কৃষ্ণকে বেড়িয়ে ॥
গোবিন্দ দেখিতে গোপী একদৃষ্ট হইল।
হাসি হাসি গোবিন্দাই তবে কিছু বৈল ॥
কেন আইলে গোপী-সব, এই বৃন্দাবনে।
না করিলে ভয় কিছু গহন-কাননে ॥
রাত্রিকালে ঘোরতর কানন-ভিতরে।
শিবা-শত নাদ করে গহন-গম্ভীরে ॥
স্বামী ছাড়ি নারী আইলা কেমন সাহসে।
এত রাত্রে বৃন্দাবনে কাহার উদ্দেশে ॥
না কর সাহস, শুন আমার বচন।
ঘরে ঘরে চাহি বুলে তোমার বন্ধুজন ॥
ঝাট ঘর যাহ, গোপী, না থাকিহ হেথা।
উদ্দেশ না পেয়ে স্বামী দুঃখ পাবে তথা ॥
স্বামী ছাড়ি কেহ নাহি রহে ত' সংসারে।
স্বামীর সেবা করিলে হয় নরক উদ্ধারে ॥
স্বামী ধর্ম্ম, স্বামী স্বর্গ, স্বামী সে মুকৃতি।
স্বামী রুষ্ট হইলে হয় নরকে বসতি ॥
এড়িয়া ত' স্বামী, পুত্র, ত্যজি বন্ধুজন।
আমার ঠাঞি গোপ-বধূ, আইলে কি কারণ ॥
ঝাট চল, গোপবধূ, আপন ভবন।
স্বামী সেবা কর গিয়া, পুত্রের পালন ॥

এতেক বচন যদি গোবিন্দ বলিল।
হেট মাথা করি গোপী কান্দিতে লাগিল॥
বুক বহি আঁখির জল পড়ে ভূমিতলে।
বসন মলিন হৈল নয়নের জলে॥
কি করিব, কি বলিব অনুমান করি।
পদাঙ্গুলি ভূমে লিখি বলে ধীরি ধীরি॥
কামে হত চিত্ত গোপী অনুমান গুণি।
লাজ-সন্তাপ-মুখে, নাহি সরে বাণী॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে, করে নমস্কার।
কেন নিদয় হয়ে প্রভু, বল ব্যবহার॥
ছাড়িয়া ত' স্বামী-পুত্র, ত্যজি বন্ধুজন।
একভাবে চিন্তি, গোসাই তোমার চরণ॥
কি করিব ঘর-দ্বারে, স্বামী বন্ধুজন।
তোমায় দেখিতে প্রাণ যাউক এখন॥
ছাড়ি যাউক স্বামী মোর, তার নাহি কথা।
তোমার নিগ্রহ বচন মনে লাগে ব্যথা॥
কি লাগি নিষ্ঠুর এত, বল চক্রপাণি।
তোমার চরণ চিন্তি ছাড়িব পরাণি॥
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ।
তুমি স্বামী, তুমি পুত্র, তুমি বন্ধুজন॥
না যাইব ঘর সব, যত গোপ-নারী।
অধর অমৃত দিয়া জীয়াও মুরারি॥
নহে ত' স্ত্রী-বধ দিব তোমার উপরে।
স্ত্রী-ঘাতক যেন লোক বলয়ে তোমারে॥
তবে সে ঘুচিবে, গোসাই আমাদের দুঃখ।
একে ত' কলঙ্কী হৈনু তাহাতে বিমুখ॥
যত আশা চিত্তেতে করিনু তোমার ঠাঞি।
না পূরালে আশা, শেষে বঞ্চিলে গোসাঞি॥
কৃপা-নিধি হরি, কৃপা না করিলে তুমি।
ঘৃণা করি পরিহর, কি বলিব আমি॥
কায়মনোবাক্যে আমি তোমাকে চিন্তিল।
তথাপি তোমার চিত্তে দয়া না জন্মিল॥
এতেক বিনতি যবে গোপীসব কৈল।
সদয় হৃদয় কৃষ্ণ দয়া উপজিল॥
কোটি কামদেব জিনি অতি মনোহর।
গোপী মনোরথ পূর্ণ কৈল গদাধর॥
চির পিপাসিনী যত চাতকিনীগণে।
মেঘ দেখি তারা যেন আনন্দিত মনে॥
চাতকীর প্রায় গোপী আসি বৃন্দাবনে।
বাঞ্ছাপূর্ণ কৈলে তার শ্যাম-নবঘনে॥
বৃন্দাবনে গোপী-সনে ভ্রমে নারায়ণ।
চন্দ্র বেড়িয়া যেন শোভে তারাগণ॥
আচম্বিতে গোপী মধ্যে নাই নারায়ণ।
এক নারী লয়ে কৃষ্ণ করিল গমন॥
তার সঙ্গে ক্রীড়া করি যমুনার তীরে।
সুগন্ধি কুসুম তুলে বুলে ধীরে ধীরে॥
বাম-হাতে তার কাঁধে দিয়া ত' কানাই।
নানা-রঙ্গে শৃঙ্গার সুখ করিল তথাই॥
তবে ত' সুন্দরী মনে মান উপজিল।
চলিতে না পারি আমি কৃষ্ণকে বলিল॥
আমা-সনে আছে ইচ্ছা ক্রীড়া করিবারে।
কাঁধে করি লহ মোরে বলিনু তোমারে॥
বসিলাঙ এই ঠাই, চলিতে না পারি।
কতদূরে কাঁধে করি লহ ত' শ্রীহরি॥
শুনিয়া গোপীর বোল মনে মনে হাসি।
নেউটিয়া গদাধর তার পানে আসি॥
চলিতে না পার যদি, গোয়ালার নারী।
কাঁধে উঠ, বহি লব, ত্রৈলোক্য সুন্দরী॥
গোবিন্দের বাক্যে গোপী অনুমতি দিল।
কাঁধে চড়িতে কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈল॥
চারিদিকে চাহি কৃষ্ণ দেখিতে না পায়।
মূর্চ্ছিত হইয়া রামা ভূমেতে লোটায়॥

শ্রীরাধার বিলাপ

(করুণা-শ্রীরাগ)

কেন দৈব বিধি মোর লিখিল কপালে।
কড়ছের রত্ন মুই হারান্থ গোপালে॥
কুবুদ্ধি লাগিল মোর, গোসাঞি বঞ্চিল।
তে-কারণে মোর মনে মান উপজিল॥
কু-বোল বাহির হৈল আমার বদনে।
তে-কারণে ত্যজি গেল নন্দের নন্দনে॥
হরি! হরি! প্রাণ মোর কেন নাহি যায়।
যথা গেলে গোবিন্দের দরশন পায়॥
কে নিল হরিয়ে মোর আজি প্রাণনাথ।
কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে বলে আইস জগন্নাথ॥
সহজে অবলা আমরা বুদ্ধিতে পাতল।
কি বলিতে কি বলিনু পাইনু তার ফল॥
এত বলি' কাঁদে গোপী অচেতন হয়ে।
শ্যামল-সুন্দর কৃষ্ণ হৃদয়ে ভাবিয়ে॥
হেথা গোপীগণ মধ্যে নাহি গোবিন্দাই।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোপী চাহিয়া বেড়াই॥
শুন শুন, লোকগণ হয়ে এক মনে।
মালাধর বসু বলে গোবিন্দ-চরণে॥

অন্যান্য গোপীগণের বিরহোন্মাদ

(গৌড়ী-রাগ)

উন্মত্ত বাউলি গোপী আন নাহি মানে।
কৃষ্ণকে চাহিয়া বুলে সব গোপীগণে॥
গাছে গাছে চাহে গোপী, সব তরুতলে।
কৃষ্ণের উদ্দেশে যায় যমুনার কূলে॥
কতদূরে তুলসীরে দেখি গোপীগণ।
বেড়িয়া বসিল তবে জিজ্ঞাসা কারণ॥
গোবিন্দের প্রিয় তুমি ত্রিজগতে জানি।
কোন্‌দিকে গেল কৃষ্ণ, শুন ঠাকুরাণী॥
না ভাণ্ডিহ, সত্য কহ, পড়হুঁ চরণে।
সপত্নীক-ভাব কিছু না করিহ মনে॥
অধর সুধায়ে বশ করেছ গোপালে।
তে-কারণে ভ্রমর বুলয় দলে দলে॥
মিথ্যা না বলিহ দেবী, তোমার দাসী হব।
কোথা গেলে গোবিন্দের দরশন পাব॥
ইহা বলি আর ঠাঞি যায় সব সখী।
জাতি-যূথী-মালতী সম্মুখে তা'রা দেখি॥
তুমি কি যাইতে দেখিলে গোবিন্দ মুরারি।
তোমা অনুগত বড় দেব শ্রীহরি॥
আর কতদূরে দেখি মাধবের লতা।
আইস বলি শুন, সখি, কৃষ্ণের বনিতা॥
কোথাকারে গেলে দেখা পাইব কানাঞি।
এত বলি বেড়ি তথা বসিল সবাই॥
তথা নাহি চক্রপাণি দেখিয়া তরাস।
না পাইয়া প্রাণনাথ ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
তবে কতদূর দেখি কদম্ব তরুবর।
তোমার তলায় সদা থাকে গদাধর॥
গলায় তোমার মালা, মাথার উপর পাখা।
কালমেঘে চিকুর আকাশে হেন দেখা॥
হেন প্রানণাথ কৃষ্ণ কোন্ দিকে গেল।
অভাগিনী নারী আমরা গোসাঞি বঞ্চিল॥
কেন উদ্দেশ না বল কদম্ব তরুবর।
বিরহ সন্তাপে মোর পুড়ে কলেবর॥
বিলাপ করিয়া বলে সকল যুবতী।
আকাশের মুখ চাহি দেখে নিশাপতি॥
কৃষ্ণমুখ জ্ঞান করি হরিষ অন্তরে।
আমি ছাড়ি নারী লয়ে কৃষ্ণ ক্রীড়া করে॥
চাহিতে জানিল, নহে কানাঞি-সুন্দর।
তারাগণ মধ্যে শোভ করে শশধর॥
কহ কহ নিশাপতি স্বরূপ উত্তর।
আমা এড়ি কোথা গেল দেব গদাধর॥

শুন, ওহে তারাগণ বলি এক চিত্তে।
বিরহ-বেদনা তুমি জান ভালমতে॥
হেনমতে বৃন্দাবনে বুলে অচেতনে।
একে একে জিজ্ঞাসিল সব তরুগণে॥
কেহ না বলিল আমি দেখিল কানাঞি।
কৃষ্ণক্রীড়া গোপীগণ রচিল তথায়॥
কৃষ্ণ-বিরহে গোপী হইয়া আবেশ।
কৃষ্ণ-ক্রীড়া রচে গোপী প্রকার-বিশেষ॥
কেহ বা পূতনা হৈল, কেহ হৈল কান।
গলা চাপি কেহ তার লইল পরাণ॥
কৃষ্ণ হয়ে কেহ তার গলা চাপি ধরে।
বুকেতে বসিয়া কেহ তার প্রাণ হরে॥
যশোদা লইয়া কেহ করে দধি-মন্থন।
চোর হয়ে কেহ করে নবনী ভক্ষণ॥
ধর ধর বলিয়া তারে বলে কোন জন।
দামোদর হয়ে কেহ করয়ে ক্রন্দন॥
দধি চোরা বলি কেহ বাঁধে দিয়া দড়ি।
যমলার্জ্জুন হয়ে কেহ যায় গড়াগড়ি॥
আর কোন জন তবে বৎস-রূপ হয়ে।
কৃষ্ণ হয়ে কোন জন মারিল ধরিয়ে॥
আর কোন জন তবে বকরূপ হৈল।
কৃষ্ণ হয়ে কোন জন তারে বধ কৈল॥
অঘাসুর হইলেক কেহ, কেহ হৈল কান।
অঘাসুর মারি কেহ লইল পরাণ॥
আর কোন জন তবে কালি নাগ হৈল।
কৃষ্ণ হয়ে কোন জন তার মস্তকে উঠিল॥
কৃষ্ণ হয়ে কেহ কালিয়ের মস্তক উপরি।
কেহ আসি স্তুতি করে, হয়ে তার নারী॥
ইন্দ্র হয়ে আসি কেহ বরিষণ কৈল।
কেহ বলে বরিষণ সহিতে নারিল॥
আর কোন জন তবে কৃষ্ণ-রূপ হৈল।
ডাক দিয়া বলে, আমি পর্ব্বত ধরিল॥

না করিহ ভয় কেহ, আমি গদাধরে।
বাত বরিষণে আমি রাখিব তোমারে॥
রচিয়া কৃষ্ণের লীলা সকল রূপসী।
কৃষ্ণ-লীলা রচিয়া যমুনা-কূলে আসি॥
তবে কতদূরে এক নারীকে দেখিল।
আমারে এড়িয়া গদাধর পলাইল॥
হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলি করেন স্মরণ।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি, করয়ে ক্রন্দন॥
তবে সব গোপী গিয়ে তারে জিজ্ঞাসিল।
গোবিন্দ কপট যত কহিতে লাগিল॥
আমা লয়ে গোবিন্দাই এই বৃন্দাবনে।
করিলা যতেক ক্রীড়া, যত ছিল মনে॥
তবে ত' আশয় মনে মনে উপজিল।
চলিতে না পারি আমি, তাঁহাকে বলিল॥
তবে ত' আমাকে কৃষ্ণ বলিলা বচন।
আমার কান্ধেতে গোপী, কর আরোহণ॥
তাঁহার বচনে আমি অনুমতি দিল।
চড়িতে কানাঞি অন্তর্ধান হৈল॥
গোসাঞীর কপট ক্রীড়া সকলে শুনিয়া।
কৃষ্ণ চাহি বুলে গোপী একচিত্ত হৈয়া॥
বসিয়া যমুনা তীরে সকল নারীগণ।
কৃষ্ণের চরিত্র যত করিয়ে বাখান॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া প্রভু নন্দের নন্দন।
সুস্বর বংশীর নাদ পূরয়ে তখন॥
যত স্বর্গ বিদ্যাধরী, দেবতার নারী।
কামবাণে হত হয়ে আপনা পাসরি॥
বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পূরে।
অকালে ফুটয়ে ফুল সকল তরুবরে॥
বৎসগণ সঙ্গে আসি বেণু বাজাইয়া।
গোকুল জনের চিত্ত লইল হরিয়া॥
যমুনার কূলে যবে দিল বংশী-স্বান।
শুনিয়া যমুনা নদী ধরয়ে উজান॥

দরবে পাষাণ সব বংশীনাদ শুনি।
যা' শুনিয়া তপ ছাড়ে যত ঋষি মুনি॥
কদম্বের তলে তবে বংশীনাদ দিল।
তা' শুনিয়া ময়ূর-পক্ষী নাচিতে লাগিল॥
শুখান যতেক বৃক্ষ ছিল বৃন্দাবনে।
বংশীনাদে ফল-ফুল ধরিল তখনে॥
যত সব পক্ষী আছে এই বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণের বংশীর নাদ কাণ পাতি শুনে॥
হেন বংশীনাদ কৃষ্ণ কেন নাহি পূরে।
কোথা গেলে পাব আমি নন্দের কুমারে॥
হরি হরি! কিনা বিধি লিখিল কপালে।
কড়ছের রত্ন আমি হারানু গোপালে॥
মনুষ্য নহেন গোসাঞি, কৃষ্ণ অবতার।
ব্রহ্মার বচনে আসি হরে ভূমি-ভার॥
দুষ্ট মারি কর গোসাঞী, শিষ্টের পালন।
আমা সবার প্রাণ গোসাঞী, হর কি কারণ॥
যবে না দেখিব তোমায় দণ্ড দুই চারি।
শত যুগাধিক বাসি সকল সুন্দরী॥
যখন আইসে কৃষ্ণ, ছাওয়ালের সঙ্গে।
গোধন চালায়ে শিঙ্গা বাজাইয়ে রঙ্গে॥
হাতে মোহন বাঁশী, রূপ কন্দর্প সমান।
সেরূপ চিন্তিয়া মনে ছাড়িব পরাণ॥
কোথা আছ, কোথা ফের, গহন কাননে।
আমা সব মরে যাই তোমার বিহনে॥
প্রণতি করিয়া বলি তোমার চরণে।
আইস আইস প্রাণনাথ, দেহ দরশনে॥

শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ দর্শন-দান

কাঁদে সব ব্রজনারী ভূমে লুটাইয়া।
দয়া করি গোবিন্দাই মিলিলা আসিয়া॥
গোবিন্দ দেখিয়া তবে সব গোপীগণ।
মরা শরীরে যেন পাইল জীবন॥
প্রসন্ন বদন হৈল সব গোপীগণে।
হরিষে পড়িল অশ্রু সবার নয়নে॥
ধাইল সকল গোপী দেখি গদাধর।
চারিদিকে রহিল গোপী যুড়ি দুই কর॥
উল্লসিত-পুলকিত সব গোপীগণে।
সঘনে কম্পিত-তনু সাত্বিক-লক্ষণে॥
স্তম্ভপ্রায় সব গোপী হরষিত হয়ে।
শ্যাম অঙ্গ নিরখিয়ে চিত্ত মজাইয়ে॥
যেই অঙ্গ যেই নারী কৈল নিরীক্ষণ।
সেই অঙ্গে মজি রহে সে জনার মন॥
চৌদিকে গোপনারী, মধ্যে নারায়ণ।
চন্দ্রমা বেড়িয়ে যেন রহে তারাগণ॥
যত গোপী, তত মূর্ত্তি হৈল গদাধর।
এক গোপী, এক কৃষ্ণ দেখিতে সুন্দর॥
মুকুতার মাঝে যেন শোভিত প্রবাল।
নীলমণি গাঁথিল যেন কনকের মালা॥
গোপিনী সিন্দুর পরে, কৃষ্ণ পীতবাস।
নীলমেঘে যেন শক্র-ধনুর আভাস॥
হেনমতে গোপী-সঙ্গে নন্দের কুমার।
কামে হতচিত্ত হয়ে ভুঞ্জিল শৃঙ্গার॥
আলিঙ্গন, চুম্বন, ঘন জঘন-তাড়ন।
বিপরীত কা'রো কা'রো করিল তোষণ॥
হেনমতে রাসক্রীড়া করিলা নারায়ণ।
জল-ক্রীড়া করিবারে করিলা গমন॥
নানাবিধ জল-ক্রীড়া করি গদাধর।
নড়িলা ত' গোপী সব যার যেই ঘর॥
স্বামীর শয্যাতে গিয়া যুবতী শুতিল।
কোলে যেন আছে নারী সবাই জানিল॥
কেহ নাহি জানে—কৃষ্ণ ক্রীড়া করি রঙ্গে।
প্রতিদিন বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনা-সঙ্গে॥
ধর্ম্মময় গোবিন্দ হেনই কর্ম্ম করি।
সংসারের নাথ হয়ে পরের নারী হরি॥

আত্ম-পর নাহি তাঁর জগত-ভিতরে।
পাপ-পুণ্য যত তাঁর না লাগে শরীরে॥
ভাল-মন্দ পুড়ে অগ্নি, দেখে সর্ব্বজনে।
যেই দ্রব্য পুড়ে, হয় অগ্নির সমানে॥
সংসারের নাথ কৃষ্ণ, সব জীর্ণ পায়।
অন্যজন হইলে তারে নরক ভুঞ্জায়॥
চৌরাশী-সহস্র কুণ্ড আছে যমলোকে।
পরদার করিলে তাহা ভুঞ্জে একে একে॥
না করিহ পরদার, শুন সর্ব্বজনে।
পরশিলে পর-নারী, নরক-গমনে॥
রাস-ক্রীড়া পূর্ণ হৈল, শুন সর্ব্বজনে।
গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ-চরণে॥
শ্রীভাগবত-গ্রন্থ ব্যাসদেব কৈল।
গুণরাজ খাঁন তাহা পাঁচালী রচিল॥
'কৃষ্ণবিজয়' থুইল পাঁচালীর নাম।
সর্ব্বজন-মনোরথ, অতি অনুপাম॥
'কৃষ্ণবিজয়'-পুঁথি না থাকে সবার ঘরে।
থাকে ঘরে, যাকে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥

শ্রীবৃন্দারণ্যের শ্রীযোগপীঠে সপরিকর শ্রীগোবিন্দদেব

(শ্রী-রাগ)

শুন শুন, ওহে নর, শুন সাবধানে।
আর দিনে আর ক্রীড়া কৈল নারায়ণে॥
দ্বাদশ-বৎসর হৈতে ক্রীড়ে গদাধর।
চৌদ্দ বৎসরের বেলা দেখিতে সুন্দর॥
কিশোর-বয়স কৃষ্ণ, যৌবনের ছটা।
শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ, যেন জলধর-পাটা॥
কল্পতরু-মূলে চিন্তা করি একেশ্বর।
যোগপীঠে বসি করে আসন সুন্দর॥
তাহার উপরে বসি আছে নন্দবালা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় ষোল কলা॥
গোপীগণের সৃষ্টি ষোড়শ নায়িকা।
ষোড়শ নায়িকা সৃষ্টে একলা রাধিকা॥
বামপার্শ্বে রাধিকা, দক্ষিণে চন্দ্রাবলী।
আশে-পাশে যূথে-যূথে রমণী-মণ্ডলী॥
চিন্তামণি মন্দিরের চারিখান দ্বার।
পশ্চিম মুখেতে প্রভু রাধাকান্তের বার॥
চারিদ্বারে চারিদ্বারী, সে চারি গোয়াল।
কৃষ্ণের সমান বেশ, দেখিতে রসাল॥
শ্রীদাম গোয়ালা দ্বারী, পশ্চিম দুয়ারে।
পূর্ব্বেতে সুদাম দ্বারী, দাম উত্তরে॥
দক্ষিণ দ্বারেতে দ্বারী, কিঙ্কিণীক নাম।
আনন্দেতে বৃন্দাবনে বিহরয়ে কান॥
চিন্তামণি মন্দিরে বালক লাখে লাখে।
সুবল-আদি বালক সব মন্দির রাখে॥
নানা অলঙ্কার শোভে, গলে বনমালা।
কৃষ্ণের সমান বেশ, জানে নানা কলা॥
কেহ কাল, কেহ গৌর, সবাই কিশোর।
অঙ্গের কিরণ তাঁর অতি সে উজোর॥
মাথায় ময়ূরপুচ্ছ গোঁজা মনোহর।
সকল গোয়ালা সেই কৃষ্ণের দোসর॥
কাঁখে শিঙ্গা, হাতে বেণু, কার করে বেত।
কটি-তটে ধটী শোভে, সব পাট শ্বেত॥
কৃষ্ণের আনন্দে, আনন্দ সব গোয়াল।
সুস্বরেতে গীত গায়, ধরিয়া সে তাল॥
কৃষ্ণেরে সেবিয়া সব কৃষ্ণগত চিত্ত।
মন্দিরে বেড়িয়া সব গায় নানা-গীত॥

সেই মন্দির মাঝে ক্রীড়া করে নন্দবালা।
চন্দনে সজ্জিত অঙ্গ, গলে বনমালা॥
শিরেতে ময়ূরপুচ্ছ, হাতে মোহন-বাঁশী।
সুরঙ্গ অধরে তার মৃদু-মন্দ হাসি॥
ব্রজাঙ্গনা বেষ্টিত নাগর শিরোমণি।
পঞ্চম আলাপে গোপী, মনোহর ধ্বনি॥

রাস-ক্রীড়া

রমণী-মণ্ডল-মাঝে দেব নারায়ণ।
প্রত্যক্ষে সবারে কৃষ্ণ করেন তোষণ॥
পদ্মিনী গোপিকা সব, অঙ্গে পদ্মগন্ধ।
রসিক নাগর-সনে রস অনুবন্ধ॥
কার সঙ্গে বিলসই অঙ্গে অঙ্গ দিয়া।
কার অঙ্গ ঠেসি রহে ত্রিভঙ্গ হইয়া॥
কোন কোন রমণীর কোলে গিয়া বসি।
মুখে মুখ দিয়া কার সঙ্গে বা-এ বাঁশী॥
এক সঙ্গে মুখ দিয়া দু'জনে বাজায়।
ভুবনমোহন সুরে পঞ্চম গায়॥
পঞ্চম আলাপ শুনি দরবে পাষাণ।
পঞ্চম আলাপে যমুনা বহয়ে উজান॥
পঞ্চম আলাপে আবেশ হইলা গোপীগণ।
গান শুনি সবাবার উল্লসিত মন॥
শুষ্ক যতেক বৃক্ষ বৃন্দাবনে ছিল।
পঞ্চম আলাপে সব তরু মঞ্জরিল॥
ক্ষণে গায়, ক্ষণে নাচে নানাবিধ রঙ্গে।
রাস-ক্রীড়া দেখি লজ্জা পাইল অনঙ্গে॥
কার সঙ্গে নাচে গায়, কার সঙ্গে হাসে।
আনন্দ-সাগর-মাঝে ব্রজাঙ্গনা ভাসে॥
রসের আবেশে গিয়া কেহ দেয় কোল।
কাণপাতি শুনি তার মিঠি মিঠি বোল॥
অধরে অধরে চাপি করয়ে চুম্বন।
মুখারবিন্দে দেয় কার তাম্বুল-চর্ব্বণ॥
কার মুখে মুখ দেয়, কার বুকে হাত।
কার গলে তুলি দেয় পুষ্প পারিজাত॥
কার সনে রঙ্গে বসি, কার সনে হাসি।
আনন্দ-সাগর মাঝে ব্রজাঙ্গনা ভাসি॥
কুচ পরশিয়া লয় অঙ্গের সুগন্ধ।
কত কাম-কলা জানে রঙ্গ অনুবন্ধ॥
কুচে নখাঘাত দিয়া অধর দংশিল।
দৃঢ় আলিঙ্গন দিয়া কারে সান্তাইল॥
চুম্বন করয়ে কার ধরিয়া কবরী।
কাহারে চুম্বন করে চিবুক যে ধরি॥
চিকুর, চিবুক ধরি করে চুম্ব-দান।
রসবতী গোপী সঙ্গে বিলসই কান॥
কার-সনে বিলসিতে কার হয় মান।
তা' সনে নয়ন করে মদন-সন্ধান॥
নয়ন সঘনে তার মান ভঙ্গ করি।
ত্রিভঙ্গ লীলায় আনি দু'বাহু পসারি॥
সম্মুখে আনিয়া তারে ভেটী দেয় কোল।
বিপরীত আলাপ, কত রসের হিল্লোল॥
সুর-নারী সম নাহি সপত্নীক-ভাব।
আনের সনে বিহারেতে আনের প্রেম-লাভ॥
এক সঙ্গে বিহারেতে আনের সন্তোষ।
কাহার বিহারে কার নাহি হয় রোষ॥
কেহ কার ভিন্ন নহে, সবে এক তনু।
অন্য পুরুষ নাহি, পুরুষ মাত্র কানু॥
সম্মুখেতে চন্দ্রাবলী, বামেতে রাধিকা।
তিনে বেড়ি দাণ্ডায়েছে ষোড়শ নায়িকা॥
ষোড়শ নায়িকা বেড়ি রমণী-মণ্ডল।
রূপ-আভরণে সব করে ঝলমল॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী সব চন্দনে সজ্জিতা।
ভুবন-মোহন রূপ, গুণে অলঙ্কৃতা॥
রম্ভা, মেনকা, রতি, শচী, উর্ব্বশী, পার্ব্বতী।
ইহারে জিনিয়া রূপ ব্রজের যুবতী॥

ত্রিভুবনে নাহি ব্রজ কন্যার তুলনা।
তার রূপ গুণ সব তাহাতে গণনা॥
গমন—নাচন তাঁর, কথা—সব গীত।
যার রূপ গুণে কৃষ্ণ হইল মোহিত॥
বড় প্রিয়তমা কৃষ্ণের রাধা, চন্দ্রাবলী।
শশীরেখা, চিত্ররেখা দুহে সমতুলি॥
প্রিয় বনপ্রিয়, রমা মদন মঞ্জরী।
ভুবন-মোহন রূপ এ চারি সুন্দরী॥
শ্রীমতী, মধুমতী, মাধবী, কাদম্বিনী।
নবরঙ্গা, রতিলেখা, কুন্তিনী, শ্রীমন্তিনী॥
ষোড়শ নায়িকা সব কৃষ্ণের প্রিয়তমা।
মধুরস-মাধুরী কৃষ্ণের সব সমা॥
ষোড়শ নায়িকা মধ্যে দু'জনে প্রধান।
রাধা-চন্দ্রাবলী দুঁহে একই সমান॥
সমান রূপ, সমান বেশ, সমান গুণ ধরে।
রাধা-কৃষ্ণ দুইজন একই কলেবরে॥
একলা রাধিকা ধরে এই তিন নাম।
বৃন্দাবন-বিলাসিনী নাম অনুপাম॥
'বৃন্দাবন-বিলাসিনী', 'রাধা', 'কৃষ্ণ-প্রিয়া'।
তন্ত্রে ছিল তিন নাম, দিল প্রকাশিয়া॥
সকল গোপীর শ্রেষ্ঠ একলা রাধিকা।
রাধার অংশেতে এই সকল গোপিকা॥
অষ্টাদশ নায়িকা রাধা-চন্দ্রাবলী সনে।
চন্দ্রাবলীর অংশেতে জানি অষ্ট জনে॥
রাধার অংশেতে জানিহ আর অষ্ট জন।
পরম তত্ত্ব কহি আমি, তত্ত্বের (তন্ত্রের?) বচন॥
ষোলজনের অংশে হয় ষোল জন আর।
অংশ, অংশী গোপীগণ কহিতে অপার॥
ষোল জনার অংশ আর ষোল জন কহি।
এতেক কহিল যবে, আছে ইহা বহি॥
ষোল অংশে শুন, আর ষোল জনার নাম।
ভুবন-মোহন রূপ অতি অনুপাম॥
রূপে গুণে অনুপমা ললিতা-সুন্দরী।
স্তনোপরি লেপিয়াছে সুগন্ধ কস্তুরী॥
শ্যামলা, ধবলা, রতি তাঁহার সমান।
ভদ্রা, পদ্মা, হরিপ্রিয়া বিশাখা প্রধান॥
ইন্দুমুখী, সুমুখী, বল্লবী, চন্দ্রিকা।
বিলসতি নিবসন্তি অপ্সরা গোপিকা॥
চতুরা-মধুরা-সনে ষোড়শ নায়িকা।
যূথে যূথে অংশ-অংশী সকল গোপিকা॥
এসব গোপিকা সঙ্গে নিতি-নিতি রাস।
ইহা শুনিতে লোকের বড় অভিলাষ॥

জল-কেলি

রসের আয়াসে গিয়া যমুনার কূলে।
গোপী সঙ্গে ক্রীড়া করে যমুনার জলে॥
ব্রজাঙ্গনা বেষ্টিত হইয়া শ্রীহরি।
যমুনা পুলিনে গিয়া জল-ক্রীড়া করি॥
যূথে যূথে ব্রজ-নারী, মধ্যে নারায়ণ।
জল ছিটাছিটি করে সব গোপীগণ॥
চুয়া চন্দন সব কোটরা পূরিয়া।
গোবিন্দের অঙ্গে গোপী দিল ছড়াইয়া॥
কেহ মুখে দেয়, কেহ দেয় ত' শ্রবণে।
কেহ অঙ্গে দেয়, কেহ দেয় ত' নয়নে॥
দুই হাতে গোবিন্দাই সম্বরিতে নারি।
চৌদিকে গোপের নারী পলাইয়া মারি॥
আস্তে-ব্যস্তে গোবিন্দ ধরিল রাধার হাতে।
জল ছিটাইয়া দিল তার কাণে মাথে॥
কাতর হইয়া রাধা বলে কাকুর্ব্বাণী।
তোমার শরণ লৈনু, শুন চক্রপাণি॥
রাধার মিনতি শুনি গোবিন্দাই হাসে।
ধেয়ে যায় বনমালী চন্দ্রাবলীর পাশে॥
হাসিয়া ত' চন্দ্রাবলী পলায় যায় দূর।
খসিয়া পড়িল তাঁর পায়ের নূপুর॥

চিন্তিত চন্দ্রাবলী নূপুর নাহি পায়।
হেন-বেলা নূপুর তাঁর পাইল শ্যাম-রায়॥
ধড়ার অঞ্চলে কৃষ্ণ নূপুর লুকাইয়া।
চন্দ্রাবলী সঙ্গে বুলে নূপুর চাহিয়া॥
কৃষ্ণ বলে, কোন্ জন নূপুর কৈল চুরি।
ভাল বেশ, বলহ সবে রাজার কুমারী॥
আপনা আপনি গোপী, করয়ে এমন কাজ।
নূপুর করহ চুরি নাহি লেশ লাজ॥
সকল যুবতী মেলি হৈল এক ঠাঞি।
মুখে জল নাহি দিল, কার ভয় নাই॥
গোবিন্দের বোল শুনি, গোপী সব আসি।
সবাকারে গোবিন্দাই বলে হাসি হাসি॥
নেতের বসন সবে পরহ ঝাড়িয়ে।
আপনার ঘরে সবে যাহ শুদ্ধ হয়ে॥
গোবিন্দের বাক্যে গোপী হাসিতে লাগিল।
অন্ত অন্তে আপন বস্ত্র ঝাড়িয়ে পরিল॥
তবে চতুরা, পরা, অপ্সরা, মধুমতী।
কৃষ্ণকে বেড়িয়া ধরে এ চারি যুবতী॥
শশীরেখা, চিত্ররেখা, কমলা-সুন্দরী।
মদন-মঞ্জরী-সনে অনুমান করি॥
খসাইল পীত-ধরা এ চারি সুন্দরী।
আকাশে থাকিয়া দেখে যত বিদ্যাধরী॥
ধড়ার আঁচলে তবে নূপুর পাইল।
চোর কৃষ্ণ বলি তবে হাসিতে লাগিল॥
শিশু হৈতে চোর তুমি, এখন কর চুরি।
চোর-বাদে বান্ধিল তোমা যশোদা-সুন্দরী॥
স্নান করিতে গেলে বস্ত্র কর চুরি।
জলক্রীড়ায় নূপুর চুরি করিলে শ্রীহরি॥
একবার দুইবার নহে, হৈল তিনবার।
নারীর সমাজে তোমার ঘুষিব সংসার॥
বিবস্ত্রে থাকিলা কৃষ্ণ যমুনার জলে।
পীত-ধড়া লয়ে সব গোপী উঠি কূলে॥
ব্রজাঙ্গনা বলে, শুন দেব নারায়ণ।
বিবস্ত্রে থাকিলে জলে কেমন করে মন॥
হাস্য পরিহাস করে সব গোপ-নারী।
বিনয় করিয়া বস্ত্র মাগিলা শ্রীহরি॥
হাসিয়া সুন্দরী রাধা বস্ত্র আনি দিল।
বস্ত্র পরি গোবিন্দাই ঘরকে চলিল॥
কৃষ্ণলীলা দেখিয়া দেবেতে চমৎকার।
সাবধানে শুন নর, কৃষ্ণের ব্যাভার॥
অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুন এক মনে।
এ-জলবিহার গুণরাজ খাঁন ভনে॥

শ্রীকৃষ্ণের অসুর-বধাদি-লীলা

মহাসর্প হইতে শ্রীনন্দ-মোচন
(কল্যাণী-রাগ)

হেনমতে বৃন্দাবনে সব গোপী বসি।
কাত্যায়নী মহোৎসব দিন হৈল আসি॥
প্রতিঘরে পূজা দ্রব্য, নানা উপহার।
স্ত্রী-বেশ করিয়া সবে পরিল অলঙ্কার॥
গোবর্দ্ধনের নিকটে গেলা কানন-ভিতর।
দেবী পূজিবারে সবে চলিল সত্বর॥
পূজিয়া ত' ভগবতী কৈল জাগরণ।
নৃত্য-বাদ্য, ফুল-ফল করি আহরণ॥
আচম্বিতে মহাসর্প সেই বৃন্দাবনে।
নন্দঘোষে বেড়িলেক খাইবার মনে॥
হরি হরি! বলি নন্দ বলে উভরায়।
তোমা হেন, থাকিতে পুত্র মোর প্রাণ যায়॥

শুনিয়া ত' গেল কৃষ্ণ সর্পের নিকটে।
খেদিলে না যায়, আইসে দশন বিকটে॥
কোপে কৃষ্ণ তার মাথে এক লাথি মারি।
সর্প-রূপ ছাড়ি বিদ্যাধর-রূপ ধরি॥

সুদর্শন-গন্ধর্ব্বের উদ্ধার

রথে চড়ি গন্ধর্ব্ব হয়ে কৃষ্ণে স্তুতি করে।
মুনির শাপ হৈতে প্রভু উদ্ধারিলে মোরে॥
সুদর্শন নাম মোর, গন্ধর্ব্ব অধিপতি।
কৌতুকে করিয়া ক্রীড়া লইয়া যুবতী॥
সেই পথ দিয়া যায় অঙ্গিরা তপোধন।
জটাভার মস্তকে মুনি করিলা গমন॥
বিরূপ দেখিয়া, হাসি পাইল আমার।
কোপে শাপ দিলা মুনি, না কৈল বিচার॥
আপনি সুন্দর, তেঞি কর উপহাস।
সর্প হয়ে বৃন্দাবনে কর গিয়া বাস॥
ভারাবতারণে আসিব দেব নারায়ণ।
তাহার পরশে হবে শাপ বিমোচন॥
সফল সম্পাত হৈল, শুন গদাধর।
তুয়া পদাঘাতে মুক্ত মোর কলেবর॥
কৃষ্ণে প্রণমিয়া রাজা স্বর্গপুরী যায়।
দেখিয়া সকল লোক চমৎকার পায়॥
দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম, সব গোপগণ।
কানাই মানুষ নহে, সত্য নারায়ণ॥
দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম সব গোপগণে।
কাত্যায়নী মহোৎসব গুণরাজ ভণে॥

শঙ্খচূড়-বধ

(বসন্ত-রাগ)

বৃন্দাবনে নানা রঙ্গে দেব দামোদর।
চৌদ্দবছরের বালা দেখিতে সুন্দর॥
গোপী লইয়া দুই ভাই বিহরে বৃন্দাবনে।
দিনে দিনে ক্রীড়া করি গহন-কাননে॥
চারিদিকে গোপীগণ মাঝে দামোদর।
তারাগণে বেষ্টিত যেন শোভে শশধর॥
হেন বেলা শঙ্খচূড় আইল মায়া-ধরি।
কুবেরের অনুচর, হরে গোপনারী॥
আচম্বিতে লয়ে যায় গোপী এক জন।
রাখ গোবিন্দাই বলি করয়ে ক্রন্দন॥
আর্ত্তনাদ শুনি কৃষ্ণ ধাইল সত্বরে।
বলরাম থুয়ে গেল গোপী রাখিবারে॥
মালসাট মারিয়া যায়েন শ্রীহরি।
কোথা আসি ওরে দুষ্ট, হর পর-নারী॥
মোর হাথে পড়িলে আজি, যাবে কোন্ খানে!
আজি ত প্রসন্ন তোকে যমের কারণে॥
এত বলি চুলে ধরি' পাড়িলা ভূতলে।
গলা চাপি প্রাণ নিল পড়িল কিঙ্করে॥
দেখিয়া যুবতীগণ হরষিত হৈল।
ক্রীড়া সঙ্কোলিয়া কৃষ্ণ ঘরকে চলিল॥
কৃষ্ণবিজয় শুন নর, হয়ে একমতি।
ভুঞ্জিয়া সংসার সুখ পাইবে মুকতি॥
হেলা না করিহ নর, শুন একমনে।
গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ-চরণে॥

অরিষ্টাসুর বধ

(বসন্ত-রাগ)

শুনিয়া ত' কংস-রাজা চিন্তিল অন্তরে।
ডাকিয়া অরিষ্ট বীরে আনিল সত্বরে॥
শুনহ কৃষ্ণের কথা, অরিষ্ট মহাশয়।
বিপরীত কর্ম্ম করে নন্দের তনয়॥
বড় বড় কর্ম্ম কৃষ্ণ শিশুকালে কৈল।
সাত বৎসরের শিশু পর্ব্বত ধরিল॥
সুদর্শন গন্ধর্ব্বেরে করিল মোচন।
শঙ্খচূড় মারি কৈল গোপীর রক্ষণ॥
আপন মরণ জানি বলিল তোমারে।
তার হেন মহাবীর নাহিক সংসারে॥

তোমা হেন বীর নাহি আমার সমাজে।
তোমরা থাকিতে মরি এই বড় লাজে॥
কাতর হৈয়া কংস যবে এত বৈল।
শুনিয়া অরিষ্ট বীর হাসিতে লাগিল॥
না করিহ ভয় কিছু, শুন কংস-রাজ।
ছাওয়াল কটা মারিব একি বড় কাজ॥
আমি থাকিতে পাঠাও কেন অন্য জনে।
না পারে জিনিতে, লজ্জা ঘোষে জগজ্জনে॥
মেলানি ত দেহ, যাই গোকুল-নগরে।
রাম-কৃষ্ণ মারিয়া পাঠাব যম ঘরে॥
ইহা বলি বন্দে বীর কংসের চরণ।
কৃষ্ণ মারিবারে শীঘ্র করিল গমন॥
ধরিলেক বৃষ-রূপ দেখিতে ভয়ঙ্কর।
দশ যোজন করিল তবে শরীর ডাগর॥
স্কন্ধ গোটা দেখি যেন পর্ব্বতের চূড়া।
স্কন্ধে ঠেকি বৃক্ষ সব হয়ে যায় গুঁড়া॥
পদে পদে ভূমিকম্প অরিষ্ট গমনে।
ডাইনে বামে ঘর ভাঙ্গে অঙ্গের ঠেসনে॥
অতি ভয়ঙ্কর রূপ, আইসে গোকুলে।
দেখিয়া পাইল ত্রাস, সকল গোয়ালে॥
বিপরীত শব্দ করে, সারে তুই কাণ।
ডাকে উপড়িয়া গরু ত্যজিল পরাণ॥
গর্ভিণী গাভীগণের গর্ভপাত হৈল।
ত্রাসে গোয়ালা বলে গোকুল মজিল॥
গোয়ালার বোল শুনি কানাই সত্বর।
দেখিলা ত' মহাবৃষ গোঠের ভিতর॥
হাসিয়া চলিল তবে দেব শ্রীহরি।
মরিতে আইলে অসুর বৃষ-রূপ ধরি॥
পৃথিবীর ভার হরিব তোমাকে মারিয়া।
মালসাট মারি কৃষ্ণ চলিল ধাইয়া॥
দুই হাতে দুই শৃঙ্গ লাফ দিয়া ধরি।
ধরিয়া বুলয়ে যেন চাক ভাঙরি॥
আছাড়িয়া ফেলিল তারে, পড়ে হাত সাতে।
পুনরপি শৃঙ্গ সারি আইসে মারিতে॥
ক্রোধে শৃঙ্গ উপাড়িয়া শিরে মাইল বাড়ি।
পড়িল বাড়ির ঘায়, যায় গড়াগড়ি॥
পুনরপি উঠে ধায় কৃষ্ণে মারিবারে।
লেজে ধরি গোবিন্দাই আছাড়িল তারে॥
সেই ঘায় দুরন্ত অসুর পড়ি মরে।
গোবিন্দ উপরে দেব পুষ্পবৃষ্টি করে॥
আনন্দে নাচয়ে গোপ গোকুল-নগরে।
অসুর মারিল যবে দেব গদাধরে॥
সকল গোকুলে মহা চমৎকার হৈল।
হেনই অদ্ভুদ কর্ম্ম কেহ না করিল॥
ঘরে ঘরে এই কথা কহে সর্ব্বজনে।
শুনিলা ত' কংস রাজা অরিষ্ট মরণে॥
অচেতন হয়ে রাজা গুণে মনে মনে।
পাত্র-মিত্র লোক যত ডাক দিয়া আনে॥

দ্রুত কংস-বিনাশ-সাধনোদ্দেশ্যে শ্রীনারদের প্ররোচনা-বাক্য

আনিল যতেক বন্ধু সবারে ডাকিয়া।
হেন বেলা নারদ-মুনি মিলিল আসিয়া॥
নারদ দেখিয়া উঠে কংস নরপতি।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া কৈল বিস্তর প্রণতি॥
তুষ্ট হয়ে মুনিবর বলে প্রিয়বাণী।
নিশ্চিন্তে আছহ কেন, কংস নৃপমণি॥
তোমাকে বধিতে শত্রু দৈবকী-উদরে।
অষ্টম গর্ভেতে হরি আপনি অবতারে॥
উপজিল হরি, তুমি নাহি দিলে মন।
গোকুলে নন্দের ঘরে সেই দুইজন॥
বসুদেব থুইল লয়ে নন্দঘোষের ঘরে।
যশোদার কন্যা আনি ভাণ্ডিল তোমারে॥
প্রবল হইল শত্রু, শুন নৃপবর।

যেন মতে হয় ভাল, চিন্তহ সত্বর॥
এতেক বলিল যদি নারদ মুনিবরে।
পাত্র-মিত্র লয়ে রাজা কুমন্ত্রণা করে॥
বসুদেব দৈবকীকে আনিল সত্বরে।
চুলে ধরি খাঁড়া নিল দুঁহে কাটিবারে॥
তবে মুনিবর বলে, তার হাতে ধরি।
রাজা হয়ে কেন হেন অব্যবহার করি॥
ভগিনীপতির বধ কোথাও না শুনি।
যে-জন তোমার শত্রু, তারে মার আনি॥
ইহারে মারিলে হয় ধর্ম্মের লঙ্ঘন।
ধর্ম্ম লঙ্ঘনে হয় নিকট মরণ॥
নিগড় দিয়া দুঁহাকারে রাখহ কারাগারে।
শত্রু মারিতে যত্ন করহ সত্বরে॥

গোকুলে কেশির উপদ্রব ও মল্ল-যুদ্ধের উদ্যোগ

(মল্লার-রাগ)

মুনির বচনে রাজা ক্রোধ সম্বরিল।
কেশি মহাসুরে তবে ডাকিয়া আনিল॥
গোকুলে যাইতে রাজা তারে আদেশিল।
মনেতে ভাবিয়া কিছু তাহাকে কহিল॥
চল মহাশয় কেশি গোকুল-নগরে।
রাম-কৃষ্ণ মারিয়া তুমি আইসহ সত্বরে॥
তোমা হৈতে যদি তার না হয় মরণ।
অক্রূর পাঠায়ে হেথা আনিব দুইজন॥
চিন্তিত হইয়া কংস গুণে মনে মনে।
অক্রূরে ডাকিয়া তবে আনিল ততক্ষণে॥
আমার বচনে তুমি চলহ সকাল।
বড় শত্রু হৈল মোর নন্দের গোপাল॥
উঠিয়া আপনি রাজা অক্রুর হাথ ধরি।
আমার বচনে চল গোকুল-নগরী॥
কেশি হৈতে না হয় যদি তাহার মরণ।
প্রবন্ধ করিয়া হেথা আন দুই জন॥

বলি পাঠাইল রাজা তোমা দুঁহার ঠাঞি।
মল্লযুদ্ধ জান ভাল তোমরা দু'ভাই॥
শুনিয়া কৌতুক বড় রাজার হইল।
আন গিয়া দুই ভাই আমারে পাঠাল॥
করাইব মল্ল-যুদ্ধ মল্লের সংহতি।
কর লয়ে চল, আজ্ঞা দিল নরপতি॥
প্রবন্ধ করিয়া হেথা আন দুই জনে।
মল্ল-যুদ্ধ করাইয়া বধিব পরাণে॥
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ বিপ্র করুক যজ্ঞশালে।
পতাকা নগরে দেহ প্রতি ঘরের চালে॥

(পাহিড়া রাগ)

সর্ব্বরাজা আনহ কৌতুক দেখিবারে।
সুবর্ণের মঞ্চ কর সভার ভিতরে॥
কুবলয় হস্তী রাখ মধ্য দুয়ারে।
আসিতে নন্দের পুত্র পথে যেন মারে॥
হেন মতে আনিয়া মারহ দুই জনে।
তবে ত' আমার শত্রু নাহি ত্রিভুবনে॥
জরাসন্ধ আদি যত মহারাজা বৈসে।
সবে ত' আমার পক্ষে পাইব হরিষে॥
নিষ্কণ্টকে পৃথিবী ভুঞ্জিব এক মনে।
মন্ত্রণা করিয়া রাজা গেলা নিজস্থানে॥
মহাবীর কেশি যায় গোকুল-নগরে।
কম্পমান বসুমতী তার পদভরে॥
ঘর ভাঙ্গি, বৃক্ষ ভাঙ্গি গরু মানুষ মারে।
ধাইয়া গোয়ালা সব জানাইল গদাধরে॥
শুন শুন, রামকৃষ্ণ কি কর বসিয়া।
গোকুল নাশ করে এক অসুর আসিয়া॥
অশ্বরূপ ধরে অসুর পর্ব্বত আকার।
ঘর ভাঙ্গি মানুষ মারে নাহিক নিস্তার॥
এতদিনে নষ্ট হৈল তোমার গোকুল।
কেহ রক্ষা নাহি পাবে করিল নির্ম্মূল॥

তোমার শরণ লইল গোকুল-নগরী।
অসুর মারিয়া রক্ষা করঁহ শ্রীহরি॥
শুনিয়া ধাইয়া যায় দেব দামোদর।
অসুর মারিতে কৃষ্ণ হইলা সত্বর॥
দেখিলা ত মহা অশ্ব অসুর-রূপ ধরে।
পৃথিবীকে দলে খুরে গোঠের ভিতরে॥
ত্রাস পাইল লোক সব তার ডাক শুনি।
কেমনে মারিব অসুর মনে মনে গুণি॥
অনুমান করি গেলা অসুর নিকটে।
কৃষ্ণকে খাইতে আসে দশন-বিকটে॥

কেশি ও ব্যোমাসুর বধ

বুঝিয়া তাহার মন দেব শ্রীহরি।
লেজে ধরি ফিরায় যেন চাক ভাঙরি॥
লীলায় ফেলিল তারে দেব দামোদরে।
পড়িল ত গিয়া হাত শতেক অন্তরে॥
পুনরপি ধেয়ে আইসে কৃষ্ণ গিলিবারে।
হাত পূরাইল কৃষ্ণ তাহার উদরে॥
বাড়াইল হাতখান শরীর ভিতরে।
সকল দ্বারের বায়ু বন্দী কৈল তারে॥
বন্দী করিল বায়ু নহে ত বাহিরে।
উদর ফুটিয়া মরয়ে মহাবীরে॥
তার ডাকে থর হর কাঁপে ত সংসারে।
ভূমিতে পড়িয়া মরে কেশি দুষ্টাসুরে॥
ফুটিয়া কাঁকুড়ি যেন হয় খান খান।
বাহির করিল কৃষ্ণ হাত দুই খান॥
পড়িয়া মরিল কেশি দেখয়ে সংসারে।
'কেশব'-নাম হইল তাঁর সেইকালে॥
যোড়হাতে স্তুতি করি দেব গেল ঘর।
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে রাম-গদাধর॥
যমুনার কূলে কৃষ্ণ করে নানা কেলি।
চোর-রাজা-খেলি খেলে দেব বনমালী॥
কেহ রাজা, কেহ চোর খেলে সেই ঠাঞি।
ব্যোম নামে অসুর আসি মিলিল তথায়॥
ধরিতে আইসে অসুর অলক্ষিত মনে।
চুরি করি লয়ে যায় শিশু জনে জনে॥
পর্ব্বত-কন্দরে শিশু রাখে লুকাইয়া।
দ্বার ঢাকিল পাথর চাপা দিয়া॥
বারে বারে শিশু লয়ে রাখে সেই ঠাঞি।
অল্প ছাওয়াল দেখি চিন্তিল কানাই॥
অনেক বালক সঙ্গে আইনু খেলিবারে।
কে নিল, কোথায় গেল, চিন্তে গদাধরে॥
মনে মনে চিন্তে তবে দেব নারায়ণ।
চুরি করি অসুরা নিল সব শিশুগণ॥
অসুর মারিতে কৃষ্ণ হইল সত্বর।
দুইজনে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর॥
জগতের নাথ হরি করে মহারণ।
কাননের গাছ আনি করিল বরিষণ॥
আছাড়িয়া গোবিন্দাই ফেলিল তাহারে।
মল্ল-ছাঁদে ছাঁদে, তার গলা চাপি ধরে॥
পড়িয়া মরিল দুষ্ট অরণ্য-ভিতরে।
নড়িলা ত দামোদর শিশু আনিবারে॥
পাথর ঘুচায়ে দ্বার কৈল নারায়ণ।
হরিষে বাহির হৈলা সব শিশুগণ॥
শিশুগণ লয়ে তবে নন্দের কুমার।
যমুনার কূলে করে জল-বিহার॥
স্নান করি শিশুগণ যায় নিজ-স্থানে।
কেশি-ব্যোম-বধ-কথা কংসরাজা শুনে॥
ত্রাসে মোহ গেল কংস, পড়ে ভূমিতলে।
গুণরাজ খাঁন বলে বন্দিয়ে গোপালে॥

শ্রীকৃষ্ণ-নারদ-সংবাদ

(শ্রীরাগ)

তথায় নারদ-মুনি আসি কৃষ্ণের ঠাঞি।
কংসের মন্ত্রণা যত কহিল তথায়॥

যে মতে মারিতে কংস বসুদেবে কৈল।
আমি হাতে ধরি তার মরণ রাখিল ॥
তোমরা দু'ভাই নিতে পাঠাব অক্রূরে।
অক্রূর পাঠায়ে দুঁহা নিব মধুপুরে ॥
ঝাট গিয়া মার গোসাঞি দুষ্ট কংস-রায়।
বন্দিশালে দুঃখ পায় তোমার বাপ-মায় ॥
এতেক বলিল যবে নারদ মুনিবর।
হাসিয়া ত গদাধর দিলেন উত্তর ॥
আসুক অক্রূর, যাব মথুরা-নগরে।
মল্লযুদ্ধ করিয়া ভেটিব নৃপবরে ॥
তবে ত নারদমুনি গেলা নিজ ঘর।
শিশু সবে লইয়া ক্রীড়া করে দামোদর ॥

অক্রূরের গোকুলে গমন

রাজার আদেশে অক্রূর ঘরকে আসিয়া।
কৌতুকে বঞ্চিল নিশি হরষিত হৈয়া ॥
কালি ত দেখিব গোসাঞি শ্রীমধুসূদন।
কোটি জন্মের পাপ সব হইব খণ্ডন ॥
এত মনে করি অক্রূর রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতে উঠিয়া অক্রূর গোকুল চলিল ॥
পথেতে চলিলা অক্রূর রথেতে চড়িয়া।
কৃষ্ণদরশনে যায় হরষিত হৈয়া ॥
ভাল হৈল, কংস কৈল কৃষ্ণ আনিবারে।
তেঞি দেখিব আজি দেব গদাধরে ॥
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ কত তপ কৈল।
তবু ত নারায়ণ মূর্ত্তি দেখিতে না পাইল ॥
সেই জগন্নাথ প্রভু দেখিব গোকুলে।
চরণ বন্দিয়া করিব জনম সফলে ॥
প্রণাম করিব গিয়া পড়িয়া শরীরে।
অক্রূর বলিয়া আমা তুলিব গদাধরে ॥
হাতে ধরি জিজ্ঞাসিব দেব নারায়ণ।
তখন জানিব আমি সফল জীবন ॥

পথেতে যাইতে অক্রূর অনুমানে করি।
দিন অবশেষে পাইলা গোকুল-নগরী ॥
দেখিয়া রাম-দামোদর বৎসকের সঙ্গে।
হাসিতে খেলিতে শিঙ্গা বাজাইয়া রঙ্গে ॥
রথ হৈতে উলি অক্রূর প্রণাম যে করি।
ভূমে লোটাইয়া কৃষ্ণের পায়ে ধরি ॥
বন্দিল বলদেবে, অক্রূর মহাশয়।
নন্দঘোষ, যশোদাকে করিল বিনয় ॥
নন্দ যশোদা তবে সম্ভ্রমে উঠিল।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তারে বিনয় করিল ॥
মিষ্ট-অন্ন-পান দিয়া করাইল ভোজন।
জিজ্ঞাসিলা বার্ত্তা, কেন করিলে গমন ॥
তবে অক্রূর বলে করিয়া বিনয়।
ধনুর্ম্ময়-যজ্ঞ তথা করে কংস-রায় ॥
তে-কারণে মোরে হেথা পাঠাইল সত্বর।
অতএব আইলাম আমি তোমা-বরাবর ॥
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত লহ শকটে পূরিয়া।
সত্বরে চলহ নন্দ রাজকর লৈয়া ॥
দুই পুত্র লহ নন্দ, করিয়া সংহতি।
মল্লযুদ্ধ দুঁহার দেখিবে নরপতি ॥
মহাবল তোমার পুত্র শুনিয়া নৃপতি।
মল্লযুদ্ধ করাইবে মল্লের সংহতি ॥
যুদ্ধ দেখিতে রাজার কৌতুক বড় মনে।
তে-কারণে পাঠাইল আমি তোমার সদনে ॥
রাজার আদেশ রাখ, শুন নন্দঘোষ।
বিলম্ব না কর, চলহ হইয়া সন্তোষ ॥
অক্রূরের বচন শুনি নন্দ-গোয়াল।
কি করিব আজ্ঞা কর, নন্দ-গোপাল ॥
ভাল ভাল, বলিয়া উঠিলা গদাধর।
করিব ত মল্লযুদ্ধ ভেটিব নৃপবর ॥
দধি-দুগ্ধ লহ নন্দ শকটে পুরিয়া।
ধনুর্ম্ময়-যজ্ঞ রাজার দেখিব ত গিয়া ॥

ইহা শুনি বৈল তবে সকল নগরে।
কর লহ, যার সবে রাজার তুয়ারে॥
কংসের আজ্ঞা হৈল যাইতে তথাকারে।
সংহতি করিয়া লহ রাম-দামোদরে॥
কংসের আরতি আনি দিল পাত্রবরে।
যজ্ঞে যাবে তুই ভাই রাম-দামোদরে॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা শ্রবণে
শ্রীব্রজগোপীগণের অবস্থা ও উক্তি

এতবোল বৈল নন্দ সবা বিদ্যমানে।
শুনিল যুবতী 'কৃষ্ণ মথুরা-গমনে'॥
এতশুনি গোপীগণ হৈল অচেতন।
লাজ ভয় দূরে করি করিল ক্রন্দন॥
অনেক ভাগ্যের ফলে জন্ম হইল গোকুলে।
তে-কারণে সঙ্গ পাইল নন্দের গোপালে॥
হেন নিধি যায় সখি! আমার ছাড়িয়া।
কতধন পাব সখি! জীবন রাখিয়া॥
প্রাণের প্রাণনাথ মোরে যায় ত এড়িয়া।
তিলেক না জীব সখি! কানু না দেখিয়া॥
যে কানু দেখিতে সখি! নিমিষ নাই করি।
আঁখির আড়াল হৈলে নিমিষেকে মরি॥
তিলেক বিচ্ছেদ হৈলে কত যুগ মানি।
রাত্রি-দিন কৃষ্ণ বিনে অন্য নাহি জানি॥
গুরু-গর্ব্বিত দেখি ভয় না করিল।
জাতি, ভয়, লাজ, কুল, সকল ত্যজিল॥
কি করিব ঘর-দ্বার, স্বামী, বন্ধুজন।
আর না দেখিব সখি! শ্রীমধুসূদন॥
যখন মথুরা কৃষ্ণ করিবে গমন।
ধরিয়া রাখিব সখি! কমললোচন॥
যদি গুরুজনা লাজ দিবেক আমারে।
সকল ত্যজিব সখি! জীয়ন্ত শরীরে॥
অনুমান করি সব গোপী গেলা ঘরে।
সু-সজ্জা রহিলা সবে কৃষ্ণ রহাবারে॥

রজনী প্রভাত হৈল অক্রূর উঠিয়া।
স্নান-তর্পণ কৈল যমুনায় গিয়া॥
নন্দঘোষ লয়ে অক্রূর করিল গমন।
সংহতি করিয়া নিল রাম-নারায়ণ॥
দধি-তুগ্ধ-ঘৃত নন্দ আয়োজন করি।
কর দিতে যায় নন্দ, মথুরা-নগরী॥
রামকৃষ্ণ লয়ে নন্দ চড়ে গিয়া রথে।
দাণ্ডাইয়া যুবতীগণ কাঁদে সেই পথে॥
দেখিল অক্রূর লয়ে যায় চক্রপাণি।
কেঁদে কেঁদে গোপীগণ পড়িল ধরণী॥
অক্রূর বলিয়া নাম কোন্ পাপী থুইল।
তোমাকে অধিক ক্রূর কোথা না দেখিল॥
জগতের নাথ গোসাঞি আছিল এথাই।
সবার প্রাণ হরি লয়ে যাও সে কানাই॥
আজি শূন্য হৈল মোর গোকুল নগরী।
গোকুলের রত্ন কৃষ্ণ যায় মধুপুরী॥
আজি শূন্য হৈল মোর রসের বৃন্দাবন।
শিশুসঙ্গে কেবা আর রাখিবে গো-ধন॥
অনাথ হইল আজ সব ব্রজবাসী।
সব সুখ নিল বিধি, দিয়া তুঃখরাশি॥
আর না যাইব সখি! চিন্তামণি-ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে॥
আর না দেখিব সখি! সে চাঁদ বদন।
আর না করিব সখি! সে মুখ চুম্বন॥
আর না যাইব সখি! কল্পতরু তলে।
আর কানু সঙ্গে সখি! না গাঁথিব ফুলে॥
শিয়র না দিব আর কানাইর হাতে।
নানা ফুল আর কৃষ্ণ না পরাবেন মাথে॥
আর না দিবেন কৃষ্ণ চর্ব্বণ তাম্বুল।
কানুর বিহনে গোপী কাঁদিয়া ব্যাকুল॥
কৃষ্ণ গেলে মরিব সখি! তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ॥

অল্প-ধন-লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখি! ছাড়ি দিব কারে॥
কা সনে করিব ক্রীড়া যমুনার কূলে।
কে আর ঘুচাবে সখি! বিরহ আকুলে॥
কেমনে ধরিব প্রাণ কানু না দেখিয়া।
রথে চড়ি যান কৃষ্ণ, না চান ফিরিয়া॥
মথুরা গেলেন কৃষ্ণ, না আসিবে হেথা।
নানারূপে যুবতীগণ নিবসয়ে তথা॥
তাহা-সনে ক্রীড়া যবে করিব মুরারি।
পাসরিব আমা সবা, আমি বনচারী॥
যতদূর যায় অক্রূর কানাঞী লইয়া।
ততদূর চাহে গোপী একদৃষ্টি হৈয়া॥
না দেখিয়া রথ-খান ধূলা-মাত্র দেখি।
চাহিতে চাহিতে গোপী না নিমিষে আঁখি॥
কৃষ্ণ স্মরিয়া কান্দে সব গোপনারী।
রামকৃষ্ণ লৈয়া অক্রূর যায় মধুপুরী॥

অক্রূরের চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন

মধ্যাহ্ন সময়ে গেলা যমুনার কূলে।
স্নান করে গিয়া অক্রূর যমুনার জলে॥
জলের ভিতরে দেখে রাম-দামোদরে।
দেখিল কৌতুক বড় আনন্দ অন্তরে॥
অনন্ত-মূর্ত্তি রাম দেখে সহস্র মস্তকে।
চারিভিতে করে স্তুতি সব নাগলোকে॥
কেয়ূর, কুণ্ডল, হার, সহস্র-ফণা ধরে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম দেখি গদাধরে॥
লক্ষ্মী-সরস্বতী-দেবী দেখে দুই পাশে।
দুই ভাই দেখি অক্রূর মনে মনে হাসে॥
কূলে ছিল রাম-কৃষ্ণ, কেমনে আইল এথা।
কূলে আসি দেখে রাম-কৃষ্ণ আছে তথা॥
পুনরপি জলে নামি দেখে দুই জনে।
অদ্ভুত দেখিয়া অক্রূর ভাবে মনে মনে॥
আজি পুণ্য প্রভাত কিবা পোহাইল মোরে।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিলাম গদাধরে॥
কোটি জন্মের পাপ মোর খণ্ডিল বন্ধন।
আমারে সদয় হৈলা দেব নারায়ণ॥
স্নান সমাপিয়া তবে অক্রূর চলিল।
কৃষ্ণ-সনে রথে চড়ি মথুরা আইল॥
নন্দ-আদি গোপ যত থাকি মথুরা নিকটে।
বিলম্ব করিয়া আছে রহিয়া শকটে॥
হেনকালে অক্রূর আসি বলিল তাঁহারে।
বাসা করি রহ আজি আমার মন্দিরে॥
আইস আইস মোর ঘর, রাম-দামোদর।
পদরজ দিয়া শুদ্ধ কর, মোর ঘর॥
তোমার পদরজে গঙ্গা ত্রৈলোক্য-ভিতরে।
মুক্তিপদ পায়, তথায় যেই জন মরে॥
হেনই চরণ গোসাঞি আসুক মোর ঘরে।
সবান্ধবে পবিত্র আমা কর দামোদরে॥
তবে গোবিন্দাই বৈল তার হাতে ধরি।
রাজা সম্ভাষিয়া যাব তোমার নগরী॥
আমি উত্তরিব আজি রম্য একস্থানে।
প্রভাতে চলিব সব রাজা সম্ভাষণে॥
কৌতুক আমার আছে মনের ভিতরে।
ঘরে ঘরে ফিরিব আজি মথুরা ভিতরে।
এতবলি রাম-কৃষ্ণ যান রাজপথে।
কংসের ঠাঞি যান অক্রূর চড়ি নিজ রথে॥
প্রণতি করিয়া বলে শুন নৃপবর।
আনিল ত নন্দঘোষ রাম-গদাধর॥
রাজকর লয়ে আজি রহিল নগরে।
কালি প্রভাতে আসিব সাক্ষাৎ তোমারে॥
রাজাকে বলিয়া অক্রূর গেলা নিজ ঘর।
বালক সঙ্গেতে হেথা খেলে দামোদর॥

রজক-বধ

কতদূরে রজক দেখি নন্দের নন্দন।
বলিল, পরিতে দেহ উত্তম বসন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বোল হাসিতে লাগিল।
কেন রে পাপিষ্ঠ গোপ, হেন বোল বল॥
খরতর বড় রাজা কংস-নৃপবর।
তার বস্ত্র পাখালি আমি, তার অনুচর॥
বনে থাক, ধেনু রাখ, না বুঝহ কথা।
মরণকে ভয় নাহি, হেন কহ কথা॥
পথ ছাড়ি পলা ঝাট, নন্দের কুমার।
এখন শুনিলে তোর নাহিক নিস্তার॥
পুনরপি হেন কথা বা কহিও আর।
বস্ত্র লয়ে যাই আমি রাজার দুয়ার॥
রজকের বোলে কৃষ্ণ রহস্য উপজিল।
ঘাড় ধাক্কা মারি তার বস্ত্র কাড়ি নিল॥
চুলে ধরিয়া তার মারিল আছাড়।
ঠায় প্রাণ ছাড়ে, তার চূর্ণ হইল হাড়॥
নগর ঢুকিতে কৃষ্ণ রজক মারিল।
দেখিয়া সকল লোক ত্রাসযুক্ত হৈল॥
আর যত অনুচর চাপড়ে মারিয়া।
লইল সকল বস্ত্র গোবিন্দ কাড়িয়া॥
কোন কোন ভাল বস্ত্র পরিধান কৈল।
ছাওয়ালেরে কতক দিয়া নগরে ফেলিল॥
নগরিয়া লোক সব বস্ত্র কুড়াইল।
তা' দেখিয়া রাম-কৃষ্ণ হাসিতে লাগিল॥
দূত গিয়া জানাইল কংস নৃপবরে।
রজক মারিয়া বস্ত্র লৈল গদাধরে॥
শুনিয়া ত কংস-রাজা গুণে পরমাদ।
অবনী লোটায়, কাঁদে ভরিয়া বিষাদ॥
হরির চরণে গুণরাজ খাঁন ভণে।
পুনরপি জন্ম নহে, চিন্ত নারায়ণে॥

কুব্জার কুব্জ খণ্ডন

(সিন্ধুড়া-রাগ)

বস্ত্রলয়ে বেশ করে রাম-দামোদর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর॥
কতদূরে মালাকারে দেখি গদাধর।
সুগন্ধি কুসুম মাল্য দেহ ত আমারে॥
আমা হৈতে অনেক ভাল হইবে তোমার।
বলিয়া বসিল পাশে নন্দের কুমার॥
দেখিয়া ত মালাকার সম্ভ্রমে উঠিয়া।
পূজিল ত দুই ভাই পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া॥
গন্ধ-পুষ্প-মালা দিল উত্তম বসন।
নানা ভোগ, তাম্বূল দিয়া পূজিল দুইজন॥
তুষ্ট হয়ে বর তারে দিলা গদাধর।
নানা সুখ ভুঞ্জিবে মালী সংসার-ভিতর॥
উত্তম জাতি হৈল মালী গোবিন্দের বরে।
সর্ব্বলোক খায় জল মালাকার ঘরে॥
হরিষে বর দিয়া গেলা মালাকারে।
রাজপথে চলি যায় মথুরা-নগরে॥
নানা রঙ্গে চলি যান বালকের সঙ্গে।
দেখিয়া কুব্জী নারী বড় পাইল রঙ্গে॥
তিন ঠাঞি বঙ্কা দেখি হাস্য উপজিল।
কার নারী, কিবা নাম, কৃষ্ণ জিজ্ঞাসিল॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কুব্জী একমনে।
হাসিতে হাসিতে বলে গোবিন্দ-চরণে॥
ত্রিবঙ্কা নাম মোর কংস অনুচরী।
গন্ধ-চন্দন যোগাই কুম্‌কুম্ কস্তুরী॥
যোগান লইয়া যাই কংসের দুয়ারে।
কি আজ্ঞা করহ মোরে নন্দের কুমারে॥
কন্দর্প সমান দেখি তোমরা দুইজন।
তোমাকে ত ভাল সাজে এগন্ধ চন্দন॥

লেহ ত সকল গন্ধ রাম-দামোদরে।
যে করুক কংস রাজা তারে নাহি ডরে॥
এতেক বলিয়া গন্ধ গোবিন্দেরে দিল।
হাসিয়া ত দুই ভাই সকলি পরিল॥
শ্যামল-সুন্দর কৃষ্ণ কুম্‌কুম্ পরিল।
নীলমেঘে শক্র-ধনু যেমন সাজিল॥
স্ফটিকের বর্ণ বলাই কস্তুরী পরিল।
কৈলাস-শিখরে যেন কালিমা দেখিল॥
গন্ধ পরিয়া তুষ্ট হৈল মুরারি।
খণ্ডিল কুব্জা হৈল ত্রৈলোক্য-সুন্দরী॥
এত বলি কুব্জী গোবিন্দ-পায়ে ধরি।
বাম-হাত পৃষ্ঠে দিয়া কুজ সোজা করি॥
চিবুকে মুকরি দিয়া মু'খানি তুলিল।
গোবিন্দ পরশে কুব্জা বিদ্যাধরী হৈল॥
খণ্ডিল কুব্জা হৈল ত্রৈলোক্য-সুন্দরী।
কামে হত চিত্ত হয়ে গোবিন্দ পায় ধরি॥
কাম-বাণে পুড়ে মোর সকল শরীরে।
ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গারে তুষ্ট করহ আমারে॥
তোমাতে মজিল মন, শুন জগন্নাথ।
পুড়য়ে শরীর মোর, না পাই সোয়াস্ত॥
আলিঙ্গন দিয়া পদে রাখ গদাধর।
নহে ত স্ত্রীবধ দিব তোমার উপর॥
কুব্জার বচনে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল।
ডাহিনে চাহিতে ভাই বলাই দেখিল॥
লজ্জিত হইয়া তারে বলেন দামোদর।
করিব সন্তোষ তোমা, আজি যাহ ঘর॥
পথিকের প্রায় যেন পথিকের নারী।
তোর ঘরে রহিয়া যাব মথুরা-নগরী॥
লেউটিয়া যাহ, কিছু না করিহ মনে।
বস্ত্র ছাড়ি দেহ, যাব রাজ দরশনে॥
কুব্জী মেলানি দিয়া রাম-দামোদর।
কৌতুকে ভ্রমিয়ে বুলেন সকল নগর॥

স্ফটিকের ঘর সব মুকুতার ঝারা।
নেতের পতাকা উড়ে, সুবর্ণের ধারা॥
সুবর্ণ নির্ম্মিত ঘর, স্ফটিকের চাল।
বিচিত্র বিচিত্র বৃক্ষ দেখিতে বিশাল॥
নানা বৃক্ষ দেখে সব বাঁধান পাথরে।
গুয়া, নারিকেল শোভে দুয়ারে দুয়ারে॥
নানা বর্ণে বিচিত্র কংসের মধুপুরী।
স্বর্গে শোভা করে যেন ইন্দ্রের নগরী॥
মন্দ মন্দ গতি চলে নন্দের নন্দন।
কংসকে দেখিতে চলে মথুরা-ভুবন॥
শিশুগণ সঙ্গে যায় দেব বনমালী।
রাজপথে যাইতে করিল নানা কেলি॥

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধনুর্ভঙ্গ-লীলা

ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ তবে দেখিল কতদূরে।
যজ্ঞ করে দ্বিজগণ, রাখয়ে কিঙ্করে॥
দেখি দেখি বলি কৃষ্ণ করেন প্রবেশ।
কার যজ্ঞ, কর দ্বিজ কহ উপদেশ॥
হেন অদ্ভুত ধনু ধরে কোন্ জন।
বাম হাতে ধরিয়া ইহাতে দেয় গুণ॥
তাহার বচনে কৃষ্ণ করিল সম্বিদান।
বাম হাতে ধরি কৃষ্ণ ধনুকে দিল টান॥
আকর্ণ পূরিয়া কৃষ্ণ ধনুকে দিল টান।
দশদিক্ শব্দ হৈল ভাঙ্গিল ধনুখান॥
মথুরার লোক সব পরমাদ গুণি।
কর্ণে তালা লাগিল ভাই কিছুই না শুনি॥
যজ্ঞ-রক্ষক ছিল যত অনুচর।
ধনুকের বাড়িতে জীবন নৈল তার॥
পলাইয়া যায় দূত কংস বরাবরে।
ধনুক ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ চলে ধীরে ধীরে॥
দিন অস্ত গেল, হৈল নিশির প্রবেশ।
বাসা করিতে যান নন্দঘোষের পাশ॥

নগর নিকটে ভাল পুষ্পের উদ্যান।
বিশ্রাম করিল নন্দ সেই রম্যস্থান॥
মিলিত ত গিয়া রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই।
ভক্ষ্য দ্রব্য খাইয়া কিছু সুখে নিদ্রা যাই॥
হেথা কংস নৃপবর দূত মুখে শুনি।
যত কর্ম্ম কৈল কৃষ্ণ মনে মনে গুণি॥
নিদ্রা না হয় তার মরণ নিকটে।
অসুখ অশুভ স্বপ্ন দেখিল সঙ্কটে॥
স্বপ্নেতে অমঙ্গল দেখে নরপতি।
রাঙ্গা মাল্য পরিয়াছে সকল যুবতী॥
চতুর্দ্দিকে দেখে, হয় রক্ত বরিষণ।
ভয়ে চমকিত রাজা শয়নে জাগরণ॥
ত্রাসযুক্ত হয়ে রাজা বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে উদয় করি, উঠে দিনমণি॥
মল্লযুদ্ধ করিতে রাজা দিলেন আদেশ।
ডাক দিয়া আনিল পাত্র-মিত্র, বন্ধু-দেশ॥

কুবলয়-হস্তী বধ

(ভৈরবী-রাগ)

দেখিব সকল লোক মঞ্চেতে বসিয়া।
বসুদেব দৈবকীরে আন ডাক দিয়া॥
এক মঞ্চে বসিয়া দেখুক পুত্রের মরণ।
হস্তী, ঘোড়া, রথ আন করিয়া সাজন॥
কুবলয়-হস্তী রাখ মধ্য দুয়ারে।
আসিতে নন্দের পুত্র দন্তে যেন মারে॥
তথা যদি নাহি মরে সেই দুইজন।
মল্লযুদ্ধ করাইয়া বধিব জীবন॥
আদেশিয়া সর্ব্বজনে মঞ্চের উপরে।
অস্ত্র লয়ে উঠে তাহে কংস নৃপবরে॥
তথা রামকৃষ্ণ তবে প্রভাতে উঠিয়া।
যমুনার কূলে স্নান আচরিল গিয়া॥
নানা অলঙ্কার পরি উত্তম বসন।
নর্ত্তকের বেশ ধরি করিল গমন॥
ছাওয়াল সংহতি তবে নড়িলা দুইভাই।
কর লৈয়া গেল নন্দ কংস রাজার ঠাঞি॥
কর লয়ে আদেশ তবে দিল নৃপবর।
মল্লযুদ্ধ দেখ উঠি মঞ্চের উপর॥
হেথা পশ্চাতে যান রাম-দামোদরে।
হাসিতে হাসিতে যান রাজার দুয়ারে॥
দ্বারের মধ্যেতে হস্তী আড় হয়ে রয়।
যাইতে না পারে কৃষ্ণ মাহুতেরে কয়॥
পথ ছাড়ি দেহ, রাজার ঠাঁই যাই।
পথ ছাড়ি না দিলে তোমার গতি নাই॥
রুষিল মাহুত শুনি কৃষ্ণের বচনে।
হস্তী হাঁকারিল কৃষ্ণ মারিবার কারণে॥
রুষিয়া আইল হস্তী কৃষ্ণ মারিবারে।
লাফ দিয়া পাছু লেজ ধরে গদাধরে॥
দন্তে ধরিতে শব্দ বিপরীত করে।
শুণ্ডে বেড়ি মারিবারে যায় দামোদরে॥
দন্ত এড়ি গোবিন্দাই শুণ্ড চাপি ধরি।
শুণ্ড তুলিতে নারে বুলে চাক-ভাওরি॥
বড় শব্দ করি হস্তী, ভূমে চাপি ধরি।
শুণ্ড তুলিতে নারে বুলে চাক-ভাওরি॥
বড় শব্দ করি হস্তী, ভূমে চাপি ধরি।
টানিয়া ছিড়িল শুণ্ড দেব শ্রীহরি॥
লাফ দিয়া চড়িল সেই হস্তীর উপরে।
সেই ভরে গেল হস্তী যমের দুয়ারে॥
তার দন্ত উপাড়িয়া নিল দুইভাই।
সেই দন্তে মাহুত মারি যম ঘরে পাঠাই॥
হস্তীসনে মাহুত মারিল গদাধরে।
হস্তী দন্ত কাঁধে করি সান্ধাল ভিতরে॥
হস্তী মইল, রক্ত লাগিল সকল শরীরে।
একে ত' সুন্দর কৃষ্ণ, অধিক রূপ ধরে॥

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ

হাসিতে খেলিতে দুঁহে করিল গমন।
সেই বেলা নানা-মূর্ত্তি ধরেন নারায়ণ॥
মল্ল-সব দেখে, যেন বজ্রের সমান।
ধার্ম্মিক রাজাগণ দেখে, সুন্দর সেই কান॥
স্ত্রীগণ দেখে, যেন অভিনব মদন।
নন্দ-আদি গোপ দেখে, যেন শিশুগণ॥
দুষ্ট রাজাগণ দেখে, যেন দণ্ড কাল।
বসুদেব-দৈবকী দেখে, কোলের ছাওয়াল॥
প্রাণ নিতে যম আইসে, দেখে কংস-রায়।
যোগি-সিদ্ধগণ দেখে, যোগ-মহাকায়॥
যদুবংশ বৃষ্ণিবংশ দেখেন তথায়।
কুলের প্রদীপ মোর সুন্দর-কানাঞি॥
বিবিধ প্রকারে রূপ দেখি পুরী-জন।
মথুরা হইতে এই করিল গমন॥
বসুদেব থুইল লয়ে নন্দঘোষ ঘরে।
যশোদার কন্যা আনি ভাণ্ডিল রাজারে॥
পূতনা রাক্ষসী এই করিল নিধন।
তৃণাবর্ত্ত মারি কৈল শকট-ভঞ্জন॥
যমল-অর্জ্জুন দুই বৃক্ষ যে ভাঙ্গিয়া।
বৎসক মারিল এই গোঠমাঝে গিয়া॥
অঘাসুর মারি এই বক বধ কৈল।
ধেনুক মারিয়া বনে তাল যে খাইল॥
দাবাগ্নি ভক্ষণ এই কৈল শিশুকালে।
প্রলম্ব মারিয়া গরু রাখিল গোপালে॥
যমুনা হইতে এই কালি ঘুচাইল।
পর্ব্বত ধরিয়া এই গোকুল রাখিল॥
অরিষ্ট, কেশিকে এই করিল নিধন।
সর্প হইতে নন্দে এই করিল বিমোচন॥
গোপবধূ লয়ে ক্রীড়া কৈল গদাধরে।
নিধন করিল এই ব্যোম অসুরে॥
মথুরা প্রবেশে এই রজক মারিল।
কুব্জী সুন্দরী করি ধনুক ভাঙ্গিল॥
কুবলয়-হস্তী মারি মধ্য দুয়ারে।
এত কর্ম্ম করি দুঁহে সান্ধাইল ভিতরে॥
এ কথা কহিতে হৈল মহা-গণ্ডগোল।
নানা-বাদ্য বাজে, কেহ না শুনয়ে বোল॥

মল্লযুদ্ধ—চাণূর ও মুষ্টিক বধ

(মেঘমল্লার-রাগ)

তবে ত চাণূর আসি সভার ভিতরে।
বোল দুই চারি বলিল নন্দের কুমারে॥
বনে থাক, গরু রাখ, নন্দের ছাওয়াল।
মল্লযুদ্ধ শুনি বড় হরিষ অন্তর॥
রাজাকে সন্তোষ প্রজা করে সর্ব্বক্ষণ।
রাজা সুখী হইলে ভালবাসি সর্ব্বজন॥
মল্লের যুদ্ধ রাজা দেখিব কৌতুকে।
তোমা দুঁহার সনে যুদ্ধ বড় পাব সুখে॥
সুসজ্জা করিয়া মল্ল-যুদ্ধ কর আসি।
কৌতুক দেখিবে লোকে মঞ্চ সভায় বসি॥
শুনিয়া চাণূর বোল হাসে গদাধরে।
দেশ-কাল-উচিত কৃষ্ণ তারে দিলেন উত্তরে।
যেই প্রজা হয়, সেই করে রাজ-সুখ।
করিব ত মল্লযুদ্ধ, নহিব বিমুখ॥
কিছু এক বোল বলি, শুন মহাশয়।
যেই জনা মাগে যুদ্ধ, তাহা দিতে হয়॥
আমি ত ছাওয়াল, তুমি দুই মহাশয়।
তুমি আমি দুঁহে যুদ্ধ, সমকক্ষ নয়॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বোল বলে হেসে বাণী।
ভালই ছাওয়াল তুমি নন্দের পো-খানি॥
শিশু ক্রীড়ায় মারিলে তুমি বড় বড় বীরে
সহস্র-বল হস্তী তুমি মারিলে দুয়ারে॥

তুমি যদি ছাওয়াল হও, নন্দের কুমার।
তোমাকে অধিক বল, কেবা আছে আর॥
না করিহ মায়া কিছু, নন্দের নন্দন।
তুমি আমি, মুষ্টিক বলাই এই চারি জনে রণ॥
চাণূর বচনে হাসে নন্দের নন্দন।
তোমার মনে আছে যদি, কর এসে রণ॥
দৃঢ় করি কাছ তবে বাঁধিল মুরারি।
বাহু পসারিয়া দুই জনে যুদ্ধ করি॥
গোবিন্দ চাণূর বীরে হৈল মহারণ।
হাহাকার করি তবে বলে সর্ব্বজন॥
হের, দেখ, রামকৃষ্ণ কোমল শরীর।
হের, দেখ, বজ্র অঙ্গ আর দুই বীর॥
হেনই অন্যায় যুদ্ধ না দেখি কোথায়।
বীর সঙ্গে ছাওয়াল যুঝয়ে মাথায়॥
রাজা হয়ে হেন করে কে আর বুঝাব।
হেথা থাকিলে পাপ হয়, চল ঘর যাব॥
বসুদেব দৈবকী পুত্রের মুখ চাই।
হাহাকার করিয়া চিন্তেন গোবিন্দাই॥
না জানি পুত্রের বল মনে মনে গুণি।
কেমনে মল্লের ঠাঞি বাঁচিবে পরাণি॥
বাপ মায়ের চিন্তা দেখি শ্রীমধুসূদন।
শত্রু মারিবারে মন কৈল নারায়ণ॥
নানা মত প্রকারে মহারণ কৈল।
আচম্বিতে কোলে তার কৃষ্ণ সান্ধাইল॥
দুই পায় ধরি তার আছাড়িয়া মারি।
বাম হাতে দিয়া তার গলাচাপি ধরি॥
ডাহিন হাতে মুট্‌কি মারি ভাঙ্গিল দশন।
মুখে নাকে রক্ত পড়ে ঘোর দরশন॥
দেখিয়া ত' চমৎকার সর্ব্বজনে কৈল।
বালক হৈয়া কৃষ্ণ মহারণ কৈল॥
মহাবীর চাণূর সেই ঘা সহি।
কৃষ্ণেরে ফেলাইয়া বলে, আজি যাবি কহি॥
ধরিয়া কৃষ্ণের চুল মুট্‌কি ত' মারে।
কুপিয়া কানাই পুনঃ ধরিল তাহারে॥
মধ্যদেশ ধরি তারে আছাড়িয়া মারি।
প্রাণ ছাড়িয়া চাণূর গেল যমপুরী॥
মুষ্টিক বলদেবে হইল মহারণ।
চাণূর সহিত যেন কৈল নারায়ণ॥
বলাই সহিত মুষ্টিক মহারণ কৈল।
পড়িলা মুষ্টিক তবে বলাই উপরে বসিল॥
চাপনের ভরে দুষ্ট মারিল অসুরে।
জয় জয় শব্দ হৈল সকল সংসারে॥
চাণূর মুষ্টিক তবে মরিল দুইজনে।
আর মল্ল ডাকি কংস আনিল ততক্ষণে॥
যত মল্ল আনিল, সবার বধিল জীবন।
প্রাণ লয়ে পলাইল যত মল্লগণ॥
দেখিয়া ত' কংস রাজা চিন্তিল অন্তরে।
মুখে দৃঢ় করি আজ্ঞা করিল নৃপবরে॥

সবংশে কংস-বধ

(মল্লার-রাগ)

শুন শুন বীর সব আমার বচন।
সভা হৈতে বাহির করহ দুইজন॥
নন্দঘোষে বাহির করি লহ কারাগারে।
মারিয়া সকল ধন লহ ত' উহারে॥
বসুদেব, দৈবকী দুইজনাকে লইয়া।
মাথাকাটি ফেল লঞা শ্মশান ভূমে গিয়া॥
উগ্রসেন বাপে লহ মাথা কাটিবারে।
বাপ হয়ে প্রাণ-হিংসা করয়ে আমারে॥
ঘুচাহ বাজনা সব, কিছু নাহি কাজ।
মরণ নিকটে, হেন বলে কংস-রাজ॥
কংসের বচন শুনি কৃষ্ণ মনেতে চিন্তিল।
সবাকে মারিতে দুষ্ট তবে আজ্ঞা দিল॥

এক লাফে উঠে কৃষ্ণ মঞ্চের উপরে।
যেই মঞ্চে বসিয়াছে কংস নৃপবরে॥
কৃষ্ণ দেখি কংসরাজা সত্বরে উঠিল।
সাক্ষাতেতে যম যেন ধরিতে আইল॥
খাণ্ডা বাজিয়ে যুঝয়ে নৃপবর।
মত্ত সিংহ প্রায় যেন কাঁপে গদাধর॥
বাম হাত দিয়া তার গলা চাপি ধরি।
ডাহিন হাতে খাণ্ডা কাড়ি লইলা শ্রীহরি॥
মঞ্চ হৈতে পড়ে রাজা ভূমের উপর।
লাফ দিয়া বুকে তার বসিল গদাধর॥
সংসারের ভর হৈল সকল শরীরে।
সেই ভরে মরিল রাজা দুষ্ট কংসাসুরে॥
হাহাকার হৈল তবে অসুর সমাজে।
হরষিতে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবরাজে॥
বসুদেব-দৈবকী নন্দ-আদি যত।
ঘুচিল সবার ভয়, হৈল হরষিত॥
কংসের বন্ধু-বান্ধব, ছিল যত ভাই।
ভায়ের মরণে যুদ্ধে আইল তথায়॥
সবাকে মারিল তথা রাম-গদাধরে।
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পুড়ি মরে॥
সবংশে মরিল কংস দেখে সর্ব্বজনে।
জয় জয় শব্দ কৈল যত দেবগণে॥
শুন শুন, ওহে ভাই শুন এক মনে।
কংসের মরণ গুণরাজ খাঁন ভণে॥

কংস-মহিষীগণের বিলাপ

(মল্লার-রাগ)

কংস-নারীগণ যত আইলা সেইখানে।
মরা-স্বামী কোলে করি করয়ে ক্রন্দনে॥
আজ হৈতে অনাথ হৈল কংসের সুন্দরী।
কোথাকারে প্রাণনাথ গেলে তুমি ছাড়ি॥
তখনি জানিনু প্রভু কুবুদ্ধি ঘটিল।
গো-ব্রাহ্মণ-দেবতা যখন হিংসিল॥
ব্রহ্ম-হিংসা করে যেই, অকালে সেই মরে।
আমারে অনাথ করি ছাড়িলে শরীরে॥
আজ হৈতে শূন্য হৈল মো সবার ঘর।
অকালে ছাড়িলে প্রাণ কংস-নৃপবর॥
ত্রৈলোক্যের নাথ হয়ে লোটাও ভূমিতলে।
তোমার নারীগণ কাঁদে তোমা লয়ে কোলে॥
এতবলি' বিলাপ করি কংসের যত নারী।
ভূমে লোটাইয়া কাঁদে স্বামী কোলে করি॥
দেখিয়া ত' নারায়ণের দয়া উপজিল।
সদয় হৃদয়ে কৃষ্ণ তারে প্রবোধিল॥
দৈবেতে করিল হেন, শুন নৃপ-নারী।
করিব সকল ভাল, যত আমি পারি॥
স্ত্রীগণেরে প্রবোধিয়ে বলিল সবারে।
শ্রাদ্ধ-শান্তি কর গিয়া রাজার সৎকারে॥
এত বলি' বাপ-মাতা আনি গদাধর।
বন্ধন ঘুচায়ে পাঠাইল নিজ ঘর॥
কংসাসুরে বধ যেন কৈল নারায়ণ।
তার শত্রু নাশ হউক, শুনে যেই জন॥
কৃষ্ণের চরিত্র নর শুন একমনে।
কলি-ভব-সাগর যাতে করিবে তারণে॥
হেন কথা শুনিতে ভাই না করিহ হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে এই এক ভেলা॥
শুন শুন ওরে ভাই, বলি বার-বার।
গুণরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ-অবতার॥

উগ্রসেনে রাজ্যভার

(রামকেলী-রাগ)

বাল্য-ক্রীড়া করি কৃষ্ণ কংস বধ কৈল।
দেখিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল॥
জয় জয় শব্দ হৈল সকল ভুবনে।
কংস-পক্ষ-রাজা যত ত্রাস পাইল মনে॥

লীলায় মারিল কৃষ্ণ কংস মহাশয়।
একলা মারিল যারে না কৈল সহায়॥
উগ্রসেনে গদাধর আনিল সত্বরে।
যত্নবংশে নৃপবংশে কৈল নৃপবরে॥
তুমি নৃপ মধুপুরে বৈস নৃপাসনে।
সেবক হইয়া আমি করিব পালনে॥
যত্নবংশে নৃপাসনে নাহি অধিকার।
তুমি বৃদ্ধ মাতামহ, তোমাকে দিল ভার॥
সেবক হয়ে বিপক্ষ মারিব তোমার।
উগ্রসেনে রাজা কৈল মথুরা-নগর॥
রামকৃষ্ণ গেল মাতা-পিতা দেখিবারে।
মায়াপাতি কোলে বসি কাঁদিল বিস্তরে॥
শিশুভাব করি তুঁহে করিল ক্রন্দন।
শিশুকালে বাপ-মায় না করিনু পালন॥
ব্যর্থ হৈল ভূমিতলে আমার জীবন।
মায়ের স্তনের দুগ্ধ না কৈনু ভক্ষণ॥
কোলে নাহি শুতিলাম আমি শিশুকালে।
বাপ-মায় মায়াপাতি গোবিন্দাই বলে॥
বসুদেব-দৈবকী কৃষ্ণের কথা শুনি।
উচ্চৈস্বরে কাঁদে তুঁহে পড়িয়া ধরণী॥
মোহ পেয়ে দুই জন পুত্র কৈল কোলে।
শরীর তিতিল দুই নয়নের জলে॥

শ্রীরাম-কৃষ্ণের চূড়াকরণ ও উপনয়ন

ঘরে লয়ে গেলা রাম-কৃষ্ণ দুইজনে।
ডাকাইয়া আনাইল পুরোহিত ব্রাহ্মণে॥
যতেক ধর্ম্ম-বিধান করিল চূড়াকরণ।
শাস্ত্র-বিহিত করিল যজ্ঞোপবীত ধারণ॥
গোসাইর জন্মকালে বসু যত মনে কৈল।
বিংশতি সহস্র ধেনু বিপ্রে দান দিল॥
কংস ভয়ে পলাইল যত বন্ধুজন।
সবারে আনিল গোসাঞী শ্রীমধুসূদন॥

আশ্বাসিয়া রাজ্যভার দিয়া উগ্রসেনে।
পড়িবারে দুইভাই করিল গমনে॥

শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের অবন্তীনগরে অধ্যয়ন

অবন্তীনগরে বৈসে বিপ্র সান্দীপন।
সর্ব্বশাস্ত্র-বেত্তা যেন ব্যাস তপোধন॥
পড়িল সকল শাস্ত্র তাঁর উপদেশে।
পড়িল চৌষট্টি বিদ্যা চৌষট্টি দিবসে॥
দেখিয়া গুরুর মনে ত্রাস উপজিল।
মায়াপাতি কোন দেব আসিয়া পড়িল॥
বিদ্যা সমাপিয়া তবে কৈল দুইজনে।
নিবেদিল দুইজনে গুরুর চরণে॥
গুরুদক্ষিণা কি দিব বল দ্বিজবর।
তোমার প্রসাদে সকল বিদ্যা হইল গোচর॥
বিদায় আজ্ঞা হইলে যাই নিজ ঘরে।
কোন্ দান দিব, দ্বিজ! আজ্ঞা কর মোরে॥
শিষ্যের বচনে গুরু গুণে মনে মনে।
ছলিবারে কোন দেব করিল গমনে॥

গুরু-দক্ষিণা দান

দম্পতি যুকতি করি বৈল তার ঠাঞি।
স্বরূপে দক্ষিণা দিবে, আজি যাহা চাই॥
সাগরের জলে মৈল বালক আমার।
পুত্র আনি দেহ, দক্ষিণা না লব তোমার॥
গুরুর বচনে গেলা সমুদ্রের তীরে।
গুরু-পুত্র দেহ, কৃষ্ণ বৈল সমুদ্রেরে॥
শুনিয়া সাগর তবে কৃষ্ণের বচন।
সম্ভ্রমে আসিয়া কৈল চরণ-বন্দন॥
তোমার গুরুর পুত্র আমি নাহি মারি।
পঞ্চজন-শঙ্খাসুরে তার প্রাণ মারি॥
আমার জলেতে বৈসে সেই পাপমতি।
নিষেধ করিতে নারি আমার শকতি॥

সমুদ্রের বোল শুনি হাসে গদাধর।
জলে প্রবেশিয়া তারে বধিলা সত্বর॥
শঙ্খরূপ-ধারী তার শরীর বিদরি।
তাহার উদরে শিশু না পাইল হরি॥
সেই পাঞ্চজন্য-শঙ্খ লয়ে গদাধর।
যমরাজপুরী গেলা যথা যমঘর॥
পুরী প্রবেশিয়া তবে দেব দামোদর।
পাঞ্চজন্য নাদ কৈল শুনিতে ভয়ঙ্কর॥
চমকিত যমরাজ গুণে মনে মনে।
ধ্যানে জানিল আইল দেব নারায়ণে॥
হরষিতে পুলকিত ধর্ম্মরাজেশ্বর।
নয়ন ভরিয়া আজ দেখিব গদাধর॥
পরশিবে কবে আমা কমললোচন।
সফল হইব তবে আমার জীবন॥
পাদ্য-অর্ঘ্য লয়ে যম উঠে যোড়হাতে।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করে জগন্নাথে॥
ভারাবতারণে গোসাঞী, করিলে অবতার।
বড় বড় বীর মারি খণ্ডালে ভূমিভার॥
আজি মোর জন্ম কর্ম্ম হৈল সফলে।
পরশিল মুঞি তোমার চরণ-কমলে॥
আজ্ঞা কর কোন্ কর্ম্ম করিব শ্রীহরি।
তোমার পদরজে মুক্ত হৈল মোর পুরী॥
শুনিয়া যমের বোল হাসে চক্রপাণি।
অকালে মরিল গুরু-পুত্র দেহ আনি॥
গোসাঞী বচনে বড় ত্রাস পাইল মনে।
কেন হেন বোল মোরে বল নারায়ণে॥
তোমার সৃজিত সৃষ্টি, তুমি অধিকারী।
আমার শকতি কারে আনিবারে পারি॥
কর্ম্মসূত্রে আসে যায়, যত কর্ম্ম করে।
সাক্ষীরূপে আমারে এড়িয়াছ দামোদরে॥
না ভুঞ্জাইলে কর্ম্ম ঘুচাতে না পারি।
কর্ম্ম খণ্ডাইয়া শিশু লহ ত' শ্রীহরি॥

যমের বচনে তুষ্ট হৈল দুই ভাই।
কোলে করি শিশু লয়ে চলিল তথাই॥
যেমতে মরিল শিশু সমুদ্রের জলে।
তেন মতে আনি দিল গুরুদেবের কোলে॥
গুরু-দক্ষিণা দিয়া লইল আদেশ।
জানিল সকল শাস্ত্র, যাব নিজদেশ॥
দেখিয়া ত' গুরুদেব চিন্তে মনে মনে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে এই দুই জনে॥
গোসাঞি ছলিল কিবা মানুষ-রূপ ধরি।
হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কা'র প্রাণে করি॥
উঠিয়া সম্ভ্রমে গুরু করিল বিনয়।
পাইনু দক্ষিণা পুত্র, যাহ নিজালয়॥
হরষিতে ঘর যান দেব নারায়ণ।
আচম্বিতে গোকুলপুরী হৈল স্মরণ॥

উদ্ধবের গোকুলে গমন

হেনকালে উদ্ধব তথা আসিয়া মিলিল।
তাঁরে দেখিয়া নারায়ণ মনেতে চিন্তিল॥
হাত ধরি উদ্ধবেরে কৈল দামোদরে।
রথে চড়ি যাহ তুমি গোকুল-নগরে॥
আমার বিচ্ছেদেতে গোকুলে যত বৈসে।
অনাথ হইয়া আছে স্ত্রী আর পুরুষে॥
নন্দ আর যশোদার মনে সর্ব্বক্ষণ।
আমাকে ছাড়িয়া তাঁরা নাহিক সম্বরণ॥
বিশেষ যুবতীগণ হত কামানলে।
তার প্রাণ রাখ গিয়া সিঞ্চি প্রিয়-বোলে॥
এতেক শুনিয়া সেই উদ্ধব মহাশয়।
কৃষ্ণের চরণ বন্দি গোকুলে চলয়॥
বেলা অবশেষে গেলা গোকুল নগরে।
প্রবেশ করিলা গিয়া নন্দঘোষ ঘরে॥
জানিয়া কৃষ্ণের দূত সম্ভ্রমে নন্দঘোষ।
পাদ্য-অর্ঘ্য-আসন দিয়া করিল সন্তোষ॥

হৃদয়ে সন্তোষ করি দিলা আলিঙ্গন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কৈল অনেক ক্রন্দন॥
ক্রন্দন সম্বরি তবে বলিল তাহারে।
কুশলে ত' আছেন তথা রাম গদাধরে॥
বসুদেব, দৈবকী, রোহিণী সর্ব্বজন।
তাহা সবা লইয়া সুখে আছে নারায়ণ॥
আমারে ছাড়িল কৃষ্ণ দেব নারায়ণ।
আমা সম পাপী নাহি এ তিন ভুবন॥
না কর ক্রন্দন—উদ্ধব বলিল বচনে।
তোমা হেন ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥
সংসারের সার গোসাই দেব নিরঞ্জন।
তাঁহাতে তোমার এত মজিয়াছে মন॥
কোটি কোটি জন্ম যদি তপ করি মরি।
তবু নারায়ণের মন লভিতে না পারি॥
মুক্ত পুরুষ তুমি, শুন ব্রজপতি।
তোমার পরশে লোক পায় ত' মুকতি॥
এতেক বলিয়া উদ্ধব নন্দে তুষ্ট কৈল।
ফল-মূল-অন্ন খেয়ে রজনী বঞ্চিল॥
রজনী প্রভাত হৈল, সব গোপীগণ।
কৃষ্ণ বলি দেখিতে সবে করিল গমন॥
হের, রথ খানি দেখ নন্দের দুয়ারে।
পাপিষ্ঠ অক্রূর কিবা আইল আরবারে॥
দেখিল অক্রূর তবে নাহিক তথায়।
প্রাতঃক্রিয়া করি উদ্ধব আইল সেই ঠাঞি॥
কৃষ্ণ হেন জ্ঞান করি সেই গোপীগণে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া মুখ করিল নিরীক্ষণে॥
হয়, নহে কৃষ্ণ, কেহ বলিতে না পারি।
হাসিয়া বলিল উদ্ধব স্মরিয়া শ্রীহরি॥
বিস্ময় না কর গোপী, স্থির কর মন।
আসিবে দেখিতে তোমা কমললোচন॥

শ্রীগোপী গীতা

কৃষ্ণ-দূত উদ্ধব, জানি গোপনারী।
কহিতে লাগিল কিছু মনে মনে করি॥
মধুকর লক্ষ্য করি বলে ধীরে ধীরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোপী কাঁদে উভস্বরে॥
অন্য-স্ত্রী-সঙ্গে সেথা কৃষ্ণ কেলি করে।
কপট করি আইলে তুমি আমা ভাণ্ডিবারে॥
স্ত্রীজিত কৃষ্ণ সহজে, জানিনু কপটে।
সীতা লাগি সূর্পণখার নাক-কান কাটে॥
তা' হতে অধিক কপটিয়া নাহিক সংসারে।
বলি ছলি থুইল লয়ে রসাতল-পুরে॥
রাত্রি দিনে তাহা বিনা অন্য নাহি মন।
তবু ত' ছাড়িল মোরে কমললোচন॥
তাঁহার কপট বড় বিদিত সংসারে।
জানিয়ে কি কৈনু কাজ, পুড়য়ে শরীরে॥
কৃষ্ণ হেন, জ্ঞান যার আছয়ে শরীরে।
গুণিতে গুণিতে সেই ছাড়ে কলেবরে॥
হেন জন চিত্তে আমি কৈল সর্ব্বক্ষণ।
কেমনে পাইব রক্ষা, শুন সখীগণ॥
বনচারী আমরা কুচ্ছিত দেখিয়া।
ছাড়িলা আমায় আর শোভা না পাইয়া॥
কহ ত' কৃষ্ণের দূত, স্বরূপ উত্তর।
কুশলে আছেন তথা রাম-গদাধর॥
বাপ-মাতা বন্ধুজন লয়ে নিজ ঘরে।
তখন আমা সবাকে কি স্মরে গদাধরে॥
শত্রু মারি কেলি করে লয়ে পরনারী।
আমা কেন স্মরণ করিবে, আমি বনচারী॥
এত বলি বিলাপ করি কাঁদে ভূমিতলে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তিতে নয়নের জলে॥
দেখিয়া উদ্ধব মনে বিস্ময় জন্মিল।
গোবিন্দ-চরণে গোপী যত ভক্তি কৈল॥

প্রণাম করিয়া কৈল সবার চরণে।
তোমা হেন ভাগ্যবতী নাহি ত্রিভুবনে॥
অন্ত স্ত্রী হইয়া তব নারায়ণে মতি।
খণ্ডিবে বন্ধন তোমার হইবে মুকতি॥
না কর বিষাদ গোপি, শুনহ বচন।
তোমা-সবা দেখিতে আসিবে নারায়ণ॥
পূরিব তোমার মন কমললোচন।
না কর বিষাদ গোপি, স্থির কর মন॥
আশ্বাসিয়া গোপীগণ উদ্ধব চড়ে রথে।
সত্বরে পাইল আসি যথা জগন্নাথে॥
একে একে যত গোপী কৃষ্ণভক্তি কৈল।
সকল বৃত্তান্ত উদ্ধব কৃষ্ণে ত কহিল॥
রাজকর দিল নিম্না রাজা উগ্রসেনে।
কৃষ্ণের বিজয় গুণরাজ খাঁন ভণে॥

কুজার গৃহে শ্রীকৃষ্ণ

সংসারের সার গোসাই কমললোচন।
আচম্বিতে কুব্জী মনে হৈল ততক্ষণ॥
উদ্ধব সংহতি করি দেব গদাধরে।
কৌতুকে প্রবেশ কৈল কুব্‌জীর ঘরে॥
দেখিয়া কুব্‌জী হৈল কামে অচেতন।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে, হরিয়ে চেতন॥
নূতন সঙ্গম হেতু নাচয়ে ব্যাকুলি।
বসাইল গোবিন্দ পাশে হাতে ধরি তুলি॥
করিল শৃঙ্গার গোসাই বিবিধ বিধানে।
যেন মতে চিন্তিল কুব্জী পূরাল তার মনে॥
ভক্তি করি যেই চিন্তেন রাম-দামোদরে।
তাহারে প্রসন্ন গোসাই, নাহি আত্মপরে॥
দ্বারী হয়ে উদ্ধব আছিল সেই ঘরে।
কুব্জীর মনোরথ সিদ্ধ কৈল গদাধরে॥
ভুঞ্জিয়ে শৃঙ্গার রস দেব নারায়ণ।
হাতে ধরি উদ্ধবেরে করিল গমন॥

কৃষ্ণের অক্রূর-ভবনে গমন

হাসিতে হাসিতে পথে দেব দামোদর।
বলভদ্র সঙ্গে গেলা অক্রূরের ঘর॥
সম্ভ্রমে আসিয়া অক্রূর দুঁহে কোলে করি।
বসাইল নিজ পাশে পূজিয়া শ্রীহরি॥
দুই পদ পাখালিয়া অক্রূর জল লৈল।
সবংশে মস্তকে দিয়া পবিত্র হইল॥
সফল আমার জন্ম তোমার গমনে।
পদরজ দিয়া মুক্ত কৈল নারায়ণে॥
ভারাবতারণে গোসাই তোমার অবতার।
তোমার কটাক্ষে ভবসাগর হব পার॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি মাত্র সার।
তোমার প্রসাদে হব সংসারে উদ্ধার॥
এতেক উত্তর যদি অক্রূর বলিল।
শুনিয়া হৃদয়ে কৃষ্ণ দয়া উপজিল॥
প্রণাম হইয়া করি যুড়ি দুই হাত।
তুমি মান্ত গুরুজন আমার খুল্লতাত॥
আমি শিশু ভ্রাতৃপুত্র পোষ্য তোমার।
কেন গুরুজন হয়ে বল অব্যবহার॥
এতেক প্রবন্ধ করি মোহিয়া তাঁর মন।
পুনরপি তাঁরে কিছু কৈল নারায়ণ॥
চল ঝাট যাহ তুমি আমার বচনে।
হস্তিনা-নগরে যথা পাণ্ডুর নন্দনে॥
অকালে মরিল রাজা পাণ্ডু নরপতি।
কোন্ মতে শিশু তাঁর পায় অব্যাহতি॥
বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বুঝিও তার মন।
কেমতে তা সবাকে করয়ে পালন॥
কিবা বা তাহার শত্রু করে নরপতি।
একে একে বুঝিও তুমি সবাকার মতি॥
কৃষ্ণের বচনে অক্রূর হস্তিনা চলিল।
রথে চড়ি হস্তিনাপুরে প্রবেশিল॥

সবাকে দেখিল অক্রূর যদুবর।
প্রত্যক্ষে ভ্রমিল সব কুটুম্বের ঘর॥
দেখিল ত ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডুর কুমার।
পুত্র সব লয়ে রাজা করেন ব্যবহার॥
শোকেতে ব্যাকুলি কুন্তী দেখিল অক্রূরে।
সম্ভাষিয়া সবা আইলা মথুরা-নগরে॥
কহিল কৃষ্ণকে আসি রাজার চরিত।
বড় দুঃখ পায় কুন্তী কহিল বিদিত॥
দুর্য্যোধন হব রাজা কহিল তোমারে।
বুঝিয়া গোসাই তবে কর প্রতিকারে॥
অক্রূরের কথা শুনি হাসেন গদাধর।
পাণ্ডবের কিছু চিন্তা নাহি, যদুবর॥
হেনমতে মধুপুরে রাম-নারায়ণে।
সুখে নিবসয়ে রাজা গুণরাজ ভণে॥

কংস পত্নীদ্বয়ের পিতৃসমীপে বিলাপ

'অস্তি', 'প্রাপ্তি' কংস-নারী মগধ-কুমারী।
কৃষ্ণ কংসে মাইল বলি' কহিল গোহারি॥
চক্রবর্ত্তী রাজা তুমি, মগধ নৃপতি।
পাতালে বাসুকি কাঁপে, স্বর্গে বসুমতী॥
যত রাজা-সব বৈসে পৃথিবী-মণ্ডলে।
সবে তোমার বাপ, থাকে ছত্রতলে॥
রামকৃষ্ণ দুই ভাই নন্দের তনয়।
গরু রাখে শিশু সঙ্গে, গোকুল-নিলয়॥
মারিল পূতনা শিশুকালে স্তনপানে।
তৃণাবর্ত্ত শকট ভাঙ্গে যমলার্জ্জুনে॥
পর্ব্বত ধরি গোকুল রাখি সাত বৎসরে।
প্রলম্বক অসুরে মাইল, বক অসুর॥
ঝাপ দিয়া কালিদহে কালিকে ঘুচাই।
ধেনুকে মারিয়া তাল খাইল দুই ভাই॥
কেশি, অরিষ্ট, বাপ! তোমার গোচর।
কুবলয়-হস্তী মারে যমের দোসর॥
চাণূর, মুষ্টিক মাইল কংস নরপতি।
সবাকে মারিল কৃষ্ণ, শুন মহামতি॥
বিধবা হইনু বাপ! তোমা বিদ্যমানে।
যতেক করিল কৃষ্ণ, কৈল নিবেদনে॥
শিশু হয়ে এত কর্ম্ম কৈল দুইজনে।
মথুরা-নগরে রাজা কৈল উগ্রসেনে॥

জরাসন্ধ ও কৃষ্ণের যুদ্ধ

এতেক দুহিতা-বোল শুনি জরাসন্ধ।
রামকৃষ্ণ মারিবারে করিল প্রবন্ধ॥
যত যত রাজা বৈসে পৃথিবী ভিতরে।
সবারে পাঠাইল দূত মগধ-ঈশ্বরে॥
মথুরার রাজা মারিব দামোদরে।
সাজ সাজ বলি বলে সকল-নগরে॥
আশ্বাসিয়া কন্যা পাঠাইল নিজ ঘরে।
যাত্রা করি যুঝিতে যায় মথুরা-নগরে॥
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা একত্র করিয়ে।
বেড়িল মথুরাপুরী রাজচক্র লয়ে॥
বেড়িলেক হাট-বাট পাইক থরে থরে।
না করিহ ভয় কেহ, কৈল গদাধরে॥
নগর বাহির হয়ে রাম-নারায়ণ।
আপনার অস্ত্র দোঁহে লইল তখন॥
আইল দোঁহার অস্ত্র বৈকুণ্ঠপুরী হৈতে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নিল জগন্নাথে॥
লাঙ্গল-মুষল বলাই হাতে করি নিল।
তালধ্বজ রথখানে আরোহণ কৈল॥
গরুড়ধ্বজ রথে কৃষ্ণ আরোহিল।
দুই ভাই গিয়া সৈন্যে দরশন দিল॥
সৈন্য দেখি কৈল কৃষ্ণ, শুন হলধর।
ইহা হৈতে খণ্ডিবেক পৃথিবীর ভার॥
প্রাণে না মারিও রাজা শুন মহামতি।
রাজা এড়ি মারহ সকল সেনাপতি॥

না মারিহ মহারাজা মগধ-ঈশ্বর।
পুনরপি সৈন্য লয়ে আসিবে সত্বর॥
সেইবার সৈন্য মারি পাঠাব যমঘর।
পুনঃ পুনঃ আইসে যেন মগধ-ঈশ্বর॥
এত বলি গেলা কৃষ্ণ সৈন্যের ভিতরে।
দেখিয়া ত' রাম-কৃষ্ণ বৈল নৃপবরে॥
মোর ঠাঞি মরিবারে আইলা ছাওয়াল।
প্রাণ লয়ে পলাহ গরুর রাখাল॥
যদি বা আমারে আলি' দিতে দরশন।
তোমাকে সফল আজি যমের কারণ॥
জরাসন্ধের বোল শুনি হাসে গদাধর।
রথ চালাইয়া দিলা সংগ্রাম ভিতর॥
সৈন্য-সাগর মাঝে কৃষ্ণ দুই ভাই।
মারিল সকল সৈন্য, হইল একঠাঞি॥
রথী, মহারথী পড়িল, বলিতে না পারি।
হস্তী, ঘোড়া পড়িল, মুণ্ড লোটায় সারি সারি॥
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা কৃষ্ণ দুইভাই।
কাটিয়া ফেলিল সেনা পলাইতে ঠাঞি নাই॥
শিশুপাল, দন্তবক্র, কাশী-নরপতি।
একে একে পলাইলা সকল নৃপতি॥
রথ এড়ি পলায় জরাসন্ধ নরপতি।
মুষল লয়ে যায় বলাই তাহার সংহতি॥
ধর ধর বলাই তারে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
প্রাণে কাতর হইয়া পলায় নৃপবরে॥
গলায় লাঙ্গল দিয়া তারে পাড়ে ভূমিতলে।
মস্তক মারিতে ঘা তুলিল মুষলে॥
হেনকালে আকাশবাণী অন্তরীক্ষে হয়।
না মারিহ জরাসন্ধে, তোমার বধ্য নয়॥
তখনি ত' বলদেব দুঃখিত হয়ে মনে।
এড়িল ত' জরাসন্ধে আকাশ-বচনে॥
নড়িলা ত' জরাসন্ধ পেয়ে বড় লাজ।
লেউটিয়া দুই ভাই রহে রণমাঝ॥
অতি ঘোরতর নাদ সংগ্রাম ভিতরে।
শিবাশত-সঙ্কুল সৈন্যের রুধিরে॥
কৃষ্ণ-বলভদ্র কৈল নদীর প্রবন্ধ।
গুণরাজ খাঁন বলে, ভঙ্গ জরাসন্ধ॥

জরাসন্ধের মন্ত্রণা

(বসন্ত-রাগ)

যুদ্ধে জিনি দুই ভাই আইল মধুপুরী।
নানাবিধ বাদ্য বাজে দোহরি-মোহরি॥
জয় জয় শব্দ হৈল সকল ভুবনে।
আকাশেতে পুষ্প বৃষ্টি কৈল দেবগণে॥
পুরবনিতা সব মঙ্গল দ্রব্য লয়ে।
দুঁহার উপরে ঢালে জয় জয় দিয়ে॥
বাপ-মায়ের কৈল কৃষ্ণ চরণ-বন্দন।
মিষ্ট অন্ন পানে দুঁহে করিল ভোজন॥
হেথা জরাসন্ধ রাজা গিয়া নিজালয়ে।
পাত্র-মিত্র লয়ে যুদ্ধের অপমান কহে॥
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা, বড় বড় বীর।
দুই ভায়ের যুদ্ধে কেহ নহে স্থির॥
একেশ্বর যুদ্ধ করে রাম-দামোদর।
বিরথী করিল আমা সংগ্রাম ভিতর॥
হেন অপমান কৈল, শুন বন্ধুজন।
কৃষ্ণকে মারিতে পুন করিয়া সাজন॥
বাছিয়া কটক লৈল তেইশ অক্ষৌহিণী।
যেন মতে রাম-কৃষ্ণের জীয়ে নাহি প্রাণী॥
মন্ত্রণা করিল তবে মগধ-ঈশ্বর।
কটক লয়ে বেড়িলেক মথুরা-নগর॥
পুনরপি রামকৃষ্ণ চড়ি দুই রথে।
কাটিয়া সকল সৈন্য পাঠাল যম পথে॥
পলাইয়া ঘর গেলা মগধ-নরপতি।
পুনঃ মথুরাতে গেল লঞা সেনাপতি॥

সেই মত যুদ্ধে হারি গেলা পাপাশয়।
সপ্তদশ যুদ্ধ করি পাইল পরাজয়॥
অপমান পেয়ে রাজা পুড়য়ে শরীরে।
অষ্টাদশ যুদ্ধের রাজা উদ্যোগ সে-করে॥
কালযবন-সঙ্গে মন্ত্রণা করিয়া।
শাল্ব রাজা পাঠাইল মধ্যস্থ করিয়া॥
আমি পূর্ব্বদিকে যাব রাজচক্র লয়ে।
বেড়িব মথুরাপুরী চক্রব্যূহ হয়ে॥
তিন কোটি ম্লেচ্ছ আছে তোমার সংহতি।
বেড়হ দক্ষিণদিকে লয়ে যোদ্ধাপতি॥
উত্তরে শাল্ব, পৌণ্ড্র, কাশীর ঈশ্বর।
সৈন্যদল লয়ে সবে বেড়িল সত্বর॥
বাণ, ভৌম মহারাজা পশ্চিম দিক গিয়া।
মারিব ত' রাম-কৃষ্ণ একত্র হইয়া॥
সকল পৃথিবী মোর সুশাসিত হব।
সকল কুটুম্ব মেলি নর বিভঞ্জিব॥
শাল্ব রাজা গিয়া কৈল এ-সব বচন।
শুনি হরষিত হৈল সে কালযবন॥
ভাল হৈল মহারাজা, আইলা মোর ঘরে।
কৃষ্ণ মারিবারে আমি চলিব সত্বরে॥
সাজিয়া আইসে গিয়া সকল নৃপবর।
দক্ষিণে চাপিয়া যায় মথুরা-নগর॥
পাপিষ্ঠ রাজা সব কুমন্ত্রণা কৈল।
প্রবোধিয়া জরাসন্ধে মহাসুখী হৈল॥

সমুদ্রে কৃষ্ণের পুরী নির্ম্মাণ

এত সব যুক্তি তবে শুনি গদাধর।
বলদেব সনে যুক্তি করিল সত্বর॥
মথুরা ছাড়িয়া যাব সমুদ্রের তীরে।
দুর্গ করি রব, যেন নারে কোন বীরে॥
যুক্তি করি মেলিলা তবে রাম-দামোদর।
সমুদ্রের ঠাঞি গেলা দুই সহোদর॥
সমুদ্র বলিয়া হরি দিলেন হাঁকার।
আসিয়া মিলিলা সমুদ্র লয়ে উপহার॥
দণ্ডবত হয়ে হরিকে পুছিলা উত্তর।
কি করিব আজ্ঞা কর দেব দামোদর॥
সমুদ্রের বোল শুনি দেব নারায়ণ।
জল ছাড়ি দেহ মোরে দ্বাদশ যোজন॥
ঘর করি রব আমি তাহার ভিতরে।
দুষ্ট রাজাগণ যেন লঙ্ঘিতে না পারে॥
কৃষ্ণের বচনে দিল দ্বাদশ যোজন।
তথায় করিল গোসাঞী নগর-পত্তন॥
বিশ্বকর্ম্মাকে গোসাঞী স্মরণ করিল।
আসিয়া ত' বিশ্বকর্ম্মা উপনীত হইল॥
আজ্ঞা কর নারায়ণ ত্রিদশ-ঈশ্বর।
কেমন রচিব পুরী, কেমন নগর॥
ইন্দ্রের পুরী, যেন ইন্দ্রের সদন।
তাহার অধিক কর, আমার ভুবন॥
গোসাঞীর বচন বিশাই শিরেতে ধরিয়া।
বিশ্বকর্ম্মা রচে পুরী বৈকুণ্ঠ ভাবিয়া॥
রত্নাকরে যত যত রতন আছিল।
দিব্য দিব্য রত্ন আনি নগর গড়িল॥
বিচিত্র চৌখণ্ডী ঘর দেখিতে সুন্দর।
আকাশ-মণ্ডলে লাগে গোসাঞীর ঘর॥
নাটশালা, পাঠশালা, প্রাচীর সুসজ্জিত।
চতুঃশালা গোশালা ঘর অতি বিচিত্রিত॥
উগ্রসেন রাজা আনি তার পাট কৈল।
উদ্ধব অক্রূরের ঘর বিচিত্র রচিল॥
পাত্র-মিত্র, বন্ধু-বান্ধব যতেক আছিল।
একে একে সবাকার পুরী ত' রচিল॥
গড়-পরিখা কৈল দুই রাম-গদাধরে।
নানা জাতি ঘর হৈল, বিচিত্র নগরে॥
চারু চতুঃশালা বিশাই করিল ঠাঞি ঠাঞি।
রচিয়া মথুরা আইলা রাম-গোবিন্দাই॥

সবারে পাঠায়ে দিলা দ্বারকা-নগরী।
দুই ভাই দুই রথে রহিলা শ্রীহরি॥

জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মথুরা বেষ্টন

হেনই সময়ে জরাসন্ধ নরপতি।
বেড়িল মথুরাপুরী রাজার সংহতি॥
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা মগধ-ঈশ্বর।
কালযবন, শিশুপাল যত নৃপবর॥
দেখিয়া ত' দুই ভাই রথ চালাইয়া।
গোমন্ত-গিরিবরে লুকাইল গিয়া॥
দেখিয়া ত' জরাসন্ধ যত নৃপবর।
সকল সেনা পিছে লয়ে ধাইল সত্বর॥
বেড়িল সকল সেনা পাইক আর ঘর।
লুকাইল দুই ভাই পর্ব্বত ভিতর॥
গাছ কাটে, পর্ব্বত ভাঙ্গে, পর্ব্বতে উঠিয়া।
চাহি না পাইল কৃষ্ণ সব সেনা লৈয়া॥
উঠিয়া ত' জরাসন্ধ প্রবন্ধ করিল।
তৃণ, কাষ্ঠ আনি তবে পর্ব্বত পোড়াইল॥
অগ্নি দিয়া পোড়ে, গিরি হয় খান খান।
পর্ব্বতবাসী সবাকার নাহি পরিত্রাণ॥
পশু পক্ষী পোড়ে, যত বৈসে মুনিবর।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রোল শব্দ উঠিল সত্বর॥
শুনিয়া ত' কলরব দেব নারায়ণ।
কেমনেতে রক্ষা পাইব পশু-পক্ষিগণ॥
বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি ধরি দেব বিশ্বেশ্বর।
চাপিতে পর্ব্বত গেল ধরণীর ভিতর॥
উঠিল পাতালের জল পর্ব্বত উপরে।
নিবাইল অনল, দেখি দেব গদাধরে॥
অল্প ভর হৈল, গিরি উঠে নিজ স্থান।
অস্ত্র লয়ে দুই ভাই করিল গমন॥
দশ যোজন লাফ দিয়া পর্ব্বত এড়াই।
কোন্‌খানে গেলা দুঁহে দেখিতে না পাই॥

তবে জরাসন্ধ রাজা না পাই উদ্দেশ।
চলিলা সকল রাজা যার যেই দেশ॥
দ্বারকা আইল কৃষ্ণ, বহুজন লঞা।
সুখে নিবসন্তি রাজ্য উগ্রসেনে দিয়া॥

দ্বারকায় কালযবনের দূত আগমন

হেথা কালযবন-রাজা দূত পাঠাইল।
রাজার আদেশে দূত দ্বারকা চলিল॥
কৃষ্ণের দ্বারীকে গিয়া বলিল বচন।
জানাহ দ্বারী, যথা আছে রাম-নারায়ণ॥
এতেক শুনিয়া দ্বারী কৃষ্ণকে আসি কৈল।
কালযবন গোসাঞী দূত পাঠাইল॥
দূতকে আনিতে কৈল সভার ভিতরে।
দাণ্ডাইয়া কহে দূত যবন উত্তরে॥
যত যত রাজা বৈসে পৃথিবী-মণ্ডলে।
সকল-রাজা খাটে আসি আমার ছত্রতলে।
সকল আমার রাজ্য আমি অধিপতি।
দস্যুবৃত্তি কর তুমি বড় দুষ্টমতি॥
বড় বড় রাজা সনে যুদ্ধেতে আসিয়া।
শৃগাল সদৃশ হেন যায় পলাইয়া॥
পলাহ দ্বারকা ছাড়ি, করহ গমন।
নহে ত' সম্মুখে আসি দেহ মোরে রণ॥
কহিল তাহার আজ্ঞা এই ত' উত্তর।
কহিব রাজারে গিয়া নড়িব সত্বর॥
দূতের বচন শুনি হাসিতে লাগিল।
সন্দেশ লইয়া যাহ দূতেরে বলিল॥
কৃষ্ণ-সর্প একটা ঘটেতে পূরিয়া।
উত্তম বসনে বাঁধি সুদৃঢ় করিয়া॥
দূতে দিয়া ঘট পাঠাইল নারায়ণে।
তোমার রাজারে মোর দিও এই ধনে॥
সন্দেশ লইয়া দূত করিলা গমন।
কহিল রাজার ঠাঞি কৃষ্ণের বচন॥

শুনিয়া যবন-রাজা ঘট লুকাইয়া।
দেখিল ত' কৃষ্ণসর্প উঠে ফোঁপাইয়া॥
জানিল কৃষ্ণ মোরে করিল বিড়ম্বন।
কৃষ্ণসর্প হেন মানে আপন জীবন॥
দেখিয়া ত' সর্প ক্রোধ বাড়িল বিস্তর।
পিপীলিকা ঘটে পূরি পাঠাইল সত্বর॥
ঘট লয়ে পুনরপি আইলা কৃষ্ণ ঠাঞি।
সর্প যদি জীয়ে, তবে জীবেক কানাই॥
পুনরপি দূত কৈল, শুন, গদাধরে।
লুকাইয়া দেখিল সর্প নাহিক ভিতরে॥
পিপীলিকাগণ আছে ঘটের চারি পাশে।
মারিয়া খাইল সর্প কাঁটা-মাত্র আছে॥
দেখিয়া ত' গোবিন্দাই গুণে মনে মনে।
বিস্তর সেনাতে আছে সে কালযবনে॥
বিশেষতঃ গর্গমুনি যজ্ঞ বড় কৈল।
যদুবংশের ভয় হেতু যবন সৃজিল॥
আমার অবধ্য, দুষ্ট সে কালযবন।
মনে মনে গুণি কৃষ্ণ তাহার মরণ॥
মান্ধাতার পুত্র আছে মুচুকুন্দ নৃপবর।
শয়ন করিয়া আছে গুহার ভিতর॥
ত্রেতাযুগে তিঁহ বহু অসুর মারিল।
দেখিয়া ত' দেবগণ বড় তুষ্ট হৈল॥
বর মাগ নৃপবর, কৈবল্য এড়িয়া।
বড় তুষ্ট কৈলে তুমি অসুর মারিয়া॥
শুনিয়া দেবের বোল বলে নৃপবরে।
দেবমানে জাগিলাম দ্বাদশ বৎসরে॥
অহোরাত্র দৈত্য মারি সোয়াস্তি না পাই।
সবে সত্য দেহ বর, সুখে নিদ্রা যাই॥
যেবা আসি নিদ্রা মোর করিবে ভঞ্জন।
আমা দরশনে তার হইবে মরণ॥
বর দিয়া দেবগণ গেলা নিজ ঘর।
সুখে শুয়ে নিদ্রা তবে যায় নৃপবর॥

কালযবন বধ

এই ত' উপায় চিন্তি কৈল নারায়ণ।
চলি যাহ দূত তুমি, তারে দিব রণ॥
সাজিয়া অসুর রাজা বলিহ তাহারে।
আসুক তোমার রাজা যুদ্ধ করিবারে॥
কহে তবে দূত গিয়া কৃষ্ণের বচন।
যুদ্ধেতে সাজিয়া আইসে সে কালযবন॥
বলভদ্র আদি করি দ্বারকা রাখিয়া।
বাহির হইল কৃষ্ণ রথেতে চড়িয়া॥
কালযবনের সনে বড় যুদ্ধ কৈল।
বিস্তর সেনা দেখি কৃষ্ণ রণে ভঙ্গ দিল॥
তার পাছে ধায় দুষ্ট সে কালযবন।
না পালাও, না পালাও বলে কঠোর বচন॥
হের, রথ এড়ি কৃষ্ণ পলাইয়া যায়।
রথ চড়ি যাই আমি ক্ষাত্র-ধর্ম্ম নয়॥
উলিয়া চলিল রাজা কৃষ্ণের অনুসারে।
সান্ধাইল কৃষ্ণ গিয়া গুহার ভিতরে॥
ধর ধর বলি সান্ধায় গুহার ভিতরে।
গুহার ভিতরে সান্ধাইল গদাধরে॥
তথায় মুচুকুন্দ রাজা ছিলেন শুইয়া।
নিজ শীত-বস্ত্র তার অঙ্গে ঢাকা দিয়া॥
নিভৃতে রহিল লুকাইয়া নারায়ণ।
কালযবন গিয়া দেখে করেছে শয়ন॥
কৃষ্ণ জ্ঞান করি তারে কৈল নরপতি।
পলাইয়া নিদ্রা যাইস্ শুন পাপমতি॥
ধর্ম্মে শুনিয়াছি, নিদ্রা জনে না চিয়াই।
তে-কারণে মায়া নিদ্রা যাইস্ গোবিন্দাই॥
পলাইলে গোপ, তোমা' নিদ্রা বড় হইল।
ইহা বলি লাথি মারি বীরে চিয়াইল॥
আঁখি মেলিয়া দেখে সে কালযবন।
দরশনে ভস্মরাশি হৈল ততক্ষণ॥

কৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দের স্তব ও শুদ্ধভক্তি প্রার্থনা

ভস্মরাশি হৈল রাজা সে কালযবন।
জয় জয় শব্দ কৈল যত দেবগণ॥
বিস্ময় হৈল মনে, মুচুকুন্দ নৃপবর।
চাহিল যে চারিদিকে গুহার ভিতর॥
দেখিল পুরুষ এক শ্যামল সুন্দর।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালাধর॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ মুকুট শোভে শিরে।
গলায় কৌস্তুভ মণি, বলয়া দুই করে॥
সুবর্ণ অঙ্গুরী হস্তে, পারিজাত মালা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় ষোল কলা॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া সে মুচুকুন্দ নরপতি।
দুইকর যুড়ি করে অনেক প্রণতি॥
মান্ধাতার পুত্র আমি বিদিত সংসারে।
দেব-বরে নিদ্রা যাই গুহার ভিতরে॥
কাম্য করি নিদ্রা যাই আমি চিরকাল।
যতকাল দরশন না পাই গোপাল॥
ভারাবতারণে হরি আসিবে মহীতলে।
তাঁহার দরশনে জন্ম হইব সফলে॥
সূর্য্য হেন তেজ দেখি তোমার শরীরে।
কহ ত' সকল কথা না ভাণ্ডিহ মোরে॥
রাজার বচন শুনি হাসে নারায়ণ।
কহিল সকল কথা যত বিবরণ॥
পৃথিবীর বচনে ব্রহ্মা ক্ষীরোদেতে গিয়ে।
করিল অনেক স্তুতি দেবগণ লয়ে॥
তাঁহার বচনে জন্ম হৈনু মহীতলে।
এতেক চিন্তিয়া তবে দেবগণ বলে॥
কংস মারি কৈনু আমি দ্বারকা-নিলয়ে।
যবনেরে বধ কৈনু তোমার সহায়ে॥
হের মৈল যবন তোমার বিদ্যমানে।
কহিনু আপন কথা শুন মহাজনে॥
এতেক শুনিয়া রাজা লোমাঞ্চিত কায়।
দণ্ডবৎ প্রণাম করি ধরি দুই পায়॥
হরিষে আঁখির জল সম্বরিতে নারে।
করপুট করি স্তুতি করে নৃপবরে॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি রুদ্র, তুমি নারায়ণ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সে কারণ॥
জল-স্থল, সব তুমি পবন হুতাশ।
তুমি ইন্দ্র, তুমি বায়ু, তুমি ত' আকাশ॥
ভবসাগর মধ্যে প্রলয় সর্ব্বজন।
তোমা যেই চিন্তে, নাই তাহার মরণ॥
শুনিয়া করুণা রাজার, হাসে গদাধর।
বর মাগ, যেই ইচ্ছা দিব নৃপবর॥
প্রভুর বোলেতে রাজার ত্রাস মনে গণি।
তোমা দরশনে বর মাগি চক্রপাণি॥
তোমার চরণ-পদ্ম করিল পরশে।
ইহা বৈ আর বর কি করিব আশে॥
এত বলি কাঁদে রাজা পড়ি ভূমিতলে।
হাসিয়া তাঁহারে কিছু বলিল গোপালে॥
আমার ভজনে তুমি মন কৈলে স্থির।
বরে ভুলাইল, তবু নহিলে বাহির॥
আমার বচনে কর উত্তরে গমন।
বদরিকাশ্রমে, যথা নর-নারায়ণ॥
ছাড়িয়া শরীর জন্ম ব্রাহ্মণী-উদরে।
মুক্তিপদ দিল তারে, যাহ নিজ-পুরে॥
প্রভুর বচনে রাজা করিল গমন।
পুনরপি দ্বারকা আইল নারায়ণ॥
যবনের ধন, জন যতেক আছিল।
সকল আনিয়া কৃষ্ণ দ্বারকা পূরিল॥
মরিল যবন দুষ্ট, সকল সংসারে।
সুখে নিবসয়ে কৃষ্ণ হরি ভূমি-ভারে॥
হেন অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে।
পুনরপি গর্ভবাস, নহিব গমনে॥
কৃষ্ণ চিন্ত, কৃষ্ণ গাও, না করিহ আন।
হরির চরণে ভণে গুণরাজ খাঁন॥

শ্রীবলরামের বিবাহ

(সিন্ধুড়া-রাগ)

বলাইর বিক্রম নর, শুন এক চিত্তে।
রেবতীকে বিভা বলাই করিল যেমতে॥
ত্রেতাযুগে রেবত রাজা পৃথিবী-মণ্ডলে।
জিনিল সকল রাজা নিজ বাহুবলে॥
দুষ্ট দৈত্য মারি কৈল দেবের উপকার।
ত্রিভুবনে শুনি কঠিন প্রতাপ যাঁহার॥
হেন মতে মহারাজা সুখে রাজ্য করি।
রেবতী নামে কন্যা তাঁর পরম-সুন্দরী॥
কতকালে যৌবন তাঁর দেখি নৃপবর।
কারে কন্যা দিব বিভা চিন্তিল অন্তর॥
সকল লক্ষণযুক্তা, রূপেতে পার্ব্বতী।
ত্রিভুবনে না দেখিল তাঁর যোগ্য পতি॥
কন্যা লয়ে গেলা রাজা ব্রহ্মার সদনে।
প্রণাম করিয়া কৈল তাঁহার চরণে॥
শুন প্রজাপতি, তুমি জগৎ ঈশ্বর।
ভূমণ্ডলে নাহি দেখি কন্যা-যোগ্য বর॥
আজ্ঞা লৈতে আইলাম তোমার চরণে।
কারে কন্যা বিভা দিব বলহ বচনে॥
রাজার বচন শুনি হাসে প্রজাপতি।
মুহূর্ত্তেক রহ, দিব কন্যা-যোগ্য পতি॥
ব্রহ্মার আজ্ঞা রাজা শিরেতে ধরিয়া।
রহিলা ব্রহ্মার দ্বারে সেই কন্যা লৈয়া॥
মুহূর্ত্তেকে সন্ধ্যা করি আসি প্রজাপতি।
পুনরপি আজ্ঞা মাগে সেই নরপতি॥
রাজার বচনে ব্রহ্মা কৈল কুতূহলে।
কন্যা লয়ে যাহ তুমি পৃথিবী-মণ্ডলে॥
ভারাবতারণে হরি অংশ অবতার।
বসুদেবের ঘরে জন্ম, বিদিত সংসার॥
বলে মহাবলী, নাম বলাই তাঁহার।
তাঁরে বিভা দিলে জন্ম সফল তোমার॥
বহুত-কাল আছ রাজা, আমার দুয়ারে।
এই যুগ হৈল তথা পৃথিবী-ভিতরে॥
অনেক পুরুষ রাজ্য কৈলে নৃপবর।
কলিযুগ প্রবেশে, চলহ সত্বর॥
কন্যা বিভা দিয়া তুমি কর বনবাস।
যোগে শরীর ছাড়ি যাইবে কৈলাস॥
এতেক শুনিয়া রাজা প্রদক্ষিণ হয়ে।
কন্যা লয়ে যায় রাজা আনন্দিত হয়ে॥
অতি ছোট দেখি রাজা নর-পশুগণ।
অদ্ভুত দেখিল রাজা গুণে মনে মন॥
প্রবেশ করিল রাজা দ্বারকা-নগরে।
অপূর্ব্ব দেখিয়া লোক ধায় কুতূহলে॥
উগ্রসেন আদি করি যত পুরজন।
কৃষ্ণ বলভদ্র দুঁহে করিল গমন॥
তবে নৃপবর জিজ্ঞাসিল একে একে।
বলভদ্রে দেখি বড় জন্মিল কৌতুকে॥
ব্রহ্মার বচনে তোমাকে দিব কন্যা-দান।
যাইব উত্তর আমি করি সম্প্রদান॥
কন্যা দিয়া হরিষে নড়িলা নৃপবর।
আনন্দিত সর্ব্বলোক দ্বারকা-ভিতর॥
অগুরু চন্দন গন্ধ কুম্‌কুম্ কস্তুরী।
প্রতি ঘরে পরশিল দ্বারকা-নগরী॥
রেবতী করিল বিভা দেব সঙ্কর্ষণ।
হরষিতে নৃত্য-গীত করে সর্ব্বজন॥
বড়ই আনন্দ হৈলা দ্বারকা-নগরে।
শুভক্ষণে রেবতী বিভা কৈল হলধরে॥

অতি দীর্ঘকায় কন্যা যোগ-অনুসারে।
তাঁহার সদৃশ কন্যা নাহিক সংসারে॥
দেখিয়া ত' বলদেব লাঙ্গল আনিল।
কাঁধে দিয়া টানি তাঁর তনু ছোট কৈল॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী হৈলা কি কহিব কথা।
মনুষ্যে তুলনা নাহি, প্রভুর বনিতা॥
বিভা করি বলদেব গেলা নিজ ঘর।
গুণরাজ খাঁন বলে তারিহ গদাধর॥

শ্রীরুক্মীণীদেবীর বিবাহের উদ্যোগ

(পঠমঞ্জরী-রাগ)

গোবিন্দ-বিজয় নর, শুন এক চিত্তে।
রুক্মিণীরে বিভা কৈল কৃষ্ণ যেন মতে॥
বিদর্ভ-নগরে বৈসে ভীষ্মক মহাশয়।
রুক্মিণীর যৌবন দেখি প্রথম সময়॥
স্বয়ম্বর স্থান রচি কৈল সর্ব্বজনে।
রুক্মিণীর বিভা দিব, কর আয়োজনে॥
আদেশিল নরপতি হরষিত হৈয়া।
রাজা আনিবারে দূত দিল পাঠাইয়া॥
পুরীর নির্ম্মাণ কৈল বিচিত্র সুবেশে।
নেতের পতাকা উড়ে, সুবর্ণ কলসে॥
নানা চিত্র ধাতু কৈল নগর উত্তর।
দ্বারে দ্বারে কলা রুইল, গুবাক সুন্দর॥
স্বয়ম্বর স্থান কৈল কনকে রচিত।
দুই সারি মঞ্চ করি রত্ন বিভূষিত॥
যেই যেই রাজা আসি দেখিবে স্বয়ম্বর।
তার তরে কৈল রাজা সোণা-রূপার ঘর॥
বড় বড় সৈন্যে রাজা করিবে গমন।
তার তরে এড়িল বিস্তর আয়োজন॥
শুনিয়া রুক্মিণীর বিভা সব-নৃপবর।
শুনিয়া আইল সবে বিদর্ভ-নগর॥
জরাসন্ধ মহারাজা রাজচক্র লয়ে।
কৌতুকে দেখিতে আইল রুক্মিণীর বিয়ে॥
শিশুপাল, দন্তবক্র, কাশী-নরপতি।
বাণ, ভৌম লয়ে আইল শাল্ব মহামতি॥
দুর্য্যোধন শত ভাই, পাণ্ডব পঞ্চজন।
দ্রোণ, কর্ণ লয়ে সবে করিল গমন॥
আইলা সকল রাজা দেখিতে স্বয়ম্বর।
পূজিয়া বসাইল সবে বিদর্ভ-ঈশ্বর॥
মিষ্ট-অন্ন-পান দিয়া করাইল ভোজন।
গন্ধ-চন্দন-পুষ্প দিল নানা আভরণ॥
রাজমণ্ডলী করি বৈসে রাজার ভিতরে।
দুই হাত যুড়ি বলে বিদর্ভ-ঈশ্বরে॥
বিভা যোগ্য কন্যা আছে আমার নিলয়ে।
নিবেদিনু সবাকারে আপন বিনয়ে॥
বসুদেব-সুত কৃষ্ণ দ্বারকায় বৈসে।
তাঁরে কন্যা দিই, যদি সবার মন তোষে।
শ্যামল-সুন্দর কৃষ্ণ প্রথম যৌবনে।
আমার কন্যার যোগ্য বর, লয় মোর মনে।
এতেক বলিল রাজা সভার ভিতরে।
শুনিয়া ত' ক্রোধে রুক্মী বলে উচ্চৈঃস্বরে।
গোয়ালা পুষিল, উগ্রসেনের অনুচর।
আমার ভগিনীর যোগ্য চিন্তিলা ভাল বর।
চণ্ডাল-বসতি করে, সমুদ্রকূলে রহে।
সংগ্রাম দেখিলে যেন শৃগাল পলায়ে॥
আছে এর যোগ্যবর, শুন সর্ব্বজনে।
অস্ত্রে-শস্ত্রে, কুলে-শীলে গুণের বিধানে॥
দমঘোষ-সুত বীর বিদিত সংসারে।
শিশুপাল যোগ্যবর, বলিনু তোমারে॥

দমঘোষ বৈসে রাজা জগতে বিদিত।
আমার অধিক কুল, সভার বিদিত॥
শুনিয়া ত' জরাসন্ধ হাসিতে লাগিল।
আমার মনের কথা রুক্মী সে কহিল॥
জাতির অধম কৃষ্ণ, গোয়ালা তনয়।
কভু গোপ, কভু ক্ষত্রী, নাহিক নির্ণয়॥
তুমি ত' বংশজ রাজা জগতে ঘোষয়ে।
তারে কন্যা দিতে কেন তোমার মন লয়ে॥
তোমার কন্যার যোগ্য শিশুপাল রাজা।
কন্যা দিয়া নানা ধনে কর তার পূজা॥
শুভক্ষণে শুভদিনে কর নরপতি।
তাবৎ থাকিব সবে কন্যার সংহতি॥
চোর বড় দুষ্ট কৃষ্ণ, দস্যুবৃত্তি করে।
উপায় সৃজিয়া পাছে কন্যা চুরি করে॥
তবে ত' সকল রাজা মারিব তাহারে।
শিশুপালে কন্যা দেহ, বলিল তোমারে॥
ইহা বলি সর্ব্ব রাজা অনুমতি দিল।
শিশুপালে কন্যা দিতে ভীষ্মক চলিল॥

শ্রীরুক্মিণীদেবীর বিষাদ

তাবৎ রুক্মিণীদেবী মনেতে চিন্তিল।
শিশুপাল করিবে বিভা সুদৃঢ় জানিল॥
মূর্চ্ছিতা পড়িল ভূমি ছাড়িয়া নিশ্বাস।
হরি হরি! দৈব মোরে করিল নৈরাশ॥
শুনিল কৃষ্ণের কথা শিশুকাল হৈতে।
আরাধিনু হর-গৌরী একমন চিত্তে॥
সেই ত' হইব স্বামী ত্রিদশ-ঈশ্বর।
তবে কেন বাপের চিত্তে হৈল অন্য বর॥
একমনে চিন্তিল আমি চণ্ডীর চরণ।
অবশ্য হইবে স্বামী কমললোচন॥
এতেক চিন্তিয়া দেবী স্থির কৈল মনে।
ডাক দিয়া আনিল বৃদ্ধ কুলের ব্রাহ্মণে॥

প্রণতি করিয়া কৈল দ্বিজের চরণে।
আমার সংবাদ লয়ে করহ গমনে॥
দ্বারকায় যাহ, যথা জগত-ঈশ্বর।
আমার বিবাহ কথা করাহ গোচর॥
লোক মুখে শুনি, কৃষ্ণ জগতে পূজিত।
কামদেব জিনি রূপ, কামিনী মোহিত॥
সংসারের সার গোসাঞি কমললোচন।
হইবে আমার স্বামী দেব নারায়ণ॥
কায়-মনো-বাক্যে আমি চিন্তিনু গদাধরে।
তবে কেন বাপের চিত্ত হৈল অন্য বরে॥
বিস্তর প্রণতি আমার বলিহ তাঁহারে।
ঝাট আসি লউন আমায় দেব গদাধরে॥
যদি বা তোমারে কিছু বলেন গদাধরে।
কেমনে হরিব কন্যা রাজার ভিতরে॥
তবে তাঁহারে তুমি বলিহ উত্তর।
আছয়ে উপায়, শুন ত্রিদশ-ঈশ্বর॥
কুল-ক্রমাগত আছে, বিভার পূর্ব্বদিনে।
অবশ্য পূজিব গৌরী বাহির উদ্যানে॥
সখী-সঙ্গে যাব আমি চণ্ডিকার ঘর।
তথা হৈতে লউন আমায় দেব দামোদর॥
চল ঝাট দ্বিজবর, পঁউছ চরণে।
ঝাট করি আন গিয়া কমললোচনে॥

ব্রাহ্মণের দ্বারকায় গমন

দেবীর আদেশে দ্বিজ নড়িল সত্বর।
শীঘ্র গতি মিলিল যথা ত্রিদশ-ঈশ্বর॥
ব্রাহ্মণে বিরোধ নাহি কৃষ্ণের নগরে।
গড়-পরিখা এড়াইয়া গেলা অভ্যন্তরে॥
পালঙ্কে বসিয়া ছিলা দেব নারায়ণ।
পালঙ্ক নিকটে দ্বিজ করিলা গমন॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণে কৃষ্ণ উঠিলা সত্বরে।
হাতে ধরি বসাইল পালঙ্ক উপরে॥

পদ ঝাঁতি' ঝাঁতি' কৃষ্ণ বলিল তাঁহারে।
শয়ন করাইল তাঁকে পালঙ্ক উপরে॥
কোথা বৈস দ্বিজ, কেন করিলে গমন।
কহিবার যোগ্য হয়, কহ ত' এখন॥
অধর্ম্ম রাজ্যের রাজা করিল অপমান।
সমচিত্তে পোষে কিবা নিজ প্রজাগণ॥
কৃষ্ণবাক্যে তুষ্ট হয়ে বলে দ্বিজবর।
দূত হয়ে আইলাম আমি তোমার গোচর॥
বিদর্ভ-নগরে রাজা ভীষ্মক মহামতি।
রুক্মিণী তাঁহার কন্যা, রূপেতে পার্ব্বতী॥
সর্ব্বগুণময়ী রামা লক্ষ্মীর সমান।
তোমা বৈ তাঁর চিত্তে নাহি লয় আন॥
কায়-মনো-বাক্যে তোমাকে করয়ে স্মরণ।
তোমা ছাড়ি অন্য বরে নাহি তাঁর মন॥
কায়-মনো-বাক্যে দেবী তোমার বনিতা।
রুক্মী বাক্যে শিশুপালে দেই তাঁর পিতা॥
কালি ত' তাহার বিভা, শুন গদাধর।
রথে চড়ি ঝাট চল বিদর্ভ-নগর॥
হেলা করি যদি তুমি না যাবে তথাকারে।
তোমা স্মরিয়া দেবী ত্যজিবে শরীরে॥
ব্রাহ্মণ-বচন শুনি, দেব নারায়ণ।
আমার বনিতা দেবী, করয়ে স্মরণ॥
তার যোগ্য বর আমি, সেই আমার নারী।
কাহার শকতি বিভা করিবারে পারি॥

কৃষ্ণের বিদর্ভ-নগরে গমন

যাইব বিদর্ভ-রাজ্য হরিব রুক্মিণী।
আনিয়া করিব বিভা শুন দ্বিজমণি॥
দারুক আনিয়া কৈল রথ সাজাবারে।
ঝাট রথ সাজাও যাব বিদর্ভ-নগরে॥
সাজিয়া সারথি রথ আনিল সত্বরে।
ব্রাহ্মণ সহিত রথে উঠিল গদাধরে॥

হেথায়ে বিদর্ভ-রাজা পুরোহিত লয়ে।
কন্যা অধিবাস করে নানা রত্ন দিয়ে॥
নানাবিধ দান করে সেই নৃপবর।
আমন্ত্রিত সর্ব্বলোক বিদর্ভ-নগর॥
নর্ত্তকী নাচয়ে, গীত গায় ত' গায়ন।
হরষিত সর্ব্বলোক উল্লসিত মন॥
হেথা দমঘোষ রাজা চেদির ঈশ্বর।
পুত্রের অধিবাস করে লয়ে দ্বিজবর॥
প্রভাতে উঠিয়া স্নান দান করাইল।
গোপ্য মাঙ্গল্যবিধি পুত্রেরে রচিল॥
দেখিয়া শুনিয়া তবে দেবী ত' রুক্মিণী।
কাঁদিয়া বিকল হয়ে কৃষ্ণে মনে গুণি॥
হা হুতাশ! বিধি কি লিখিল কপালে।
কৃষ্ণের বনিতা বিভা করে শিশুপালে॥
পূজিয়া ত' হর-গৌরী একচিত্ত মনে।
তবু স্বামী না মিলিল দেব নারায়ণে॥
কিবা বা কুৎসিত-রূপ দেখিয়া আমার।
ঘৃণা করি না আইলা নন্দের কুমার॥
আমার ব্রাহ্মণ কিবা চলিতে নারিল।
পথেতে দুর্গমে কিবা পড়িয়া রহিল॥
আমার সম্বাদ কিবা না পাইল গদাধরে।
না আইল কৃষ্ণ মোরে বিভা করিবারে॥
হরি! হরি! প্রাণ মোর এখন আছয়ে।
সিংহের বনিতা আমি শৃগালের নহে॥
মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে পড়িয়া সুন্দরী।
প্রাণ যাউক্ যাউক্ বলি স্মরে শ্রীহরি॥
হেথা পথে রথে চড়ি যান গদাধরে।
শুনিয়া ত' বলদেব চিন্তিত অন্তরে॥
রুক্মিণীর স্বয়ম্বরে সর্ব্বরাজা গিয়া।
শিশুপালে দিবে বিভা কৃষ্ণকে জিনিয়া॥
মহা অনুবন্ধ কৈল সব নৃপবরে।
একলা চলিলা কৃষ্ণ কন্যা হরিবারে॥

এতেক চিন্তিয়া গদ, সাত্যকি লইয়া।
পশ্চাৎ চলিল বলাই সৈন্য লৈয়া॥
মিলিলা ত' দুইভাই বিদর্ভ-নগরে।
জানাইল দূত গিয়া বিদর্ভ ঈশ্বরে॥
শুন শুন মহারাজা, বিদর্ভ-ঈশ্বর।
বিভা দেখিবারে আইলা রাম-দামোদর॥
শুনিয়া সত্বরে রাজা পাদ্য-অর্ঘ্য লয়ে।
রাম-কৃষ্ণে আনে রাজা সর্ব্বাংশে পূজিয়ে॥
তবে জরাসন্ধ রাজা গোবিন্দ দেখিয়া।
হেট মাথা করি চিন্তে ভয়ে ক্রোধ হৈয়া॥
তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্য একত্র করিয়ে।
গেলাম মথুরা-পুরী রাজচক্র লয়ে॥
শিশু হয়ে দুইভাই জিনিল সবারে।
হারিয়ে গেলাম যুদ্ধ, নারি সহিবারে॥
এখন গরুড় সঙ্গে ভাই দুইজন।
সবা জিনি কন্যা লয়ে করিবে গমন॥
এতেক চিন্তিয়ে মনে রাজা জরাসন্ধ।
ভীষ্মকেরে বলে কিছু করিয়া প্রবন্ধ॥
বৃদ্ধ রাজা, গর্ব্বিত, তে-কারণে সহি।
অব্যবহার যত কর লাজে নাহি কহি॥
আমি সব মহারাজা মহাযুদ্ধ-পতি।
গোয়ালা ছাওয়াল সঙ্গে করাহ বসতি॥
ইন্দ্রজাল বিদ্যা করি কংসকে মারিল।
না বুঝি অধম লোক বড়াই গাইল॥
রাজসিংহ দেখি যেন শৃগাল পলায়।
চণ্ডাল বসতি করে সমুদ্র-কূলে রয়॥
হেন গোপ আন তুমি সভার ভিতরে।
রাজপূজা এড়ি যাও সেবক পূজিবারে॥
না রহিব কেহ হেথা সবে যাব ঘরে।
কন্যা বিভা দেহ তুমি গোপের কুমারে॥
এতেক কৃষ্ণের নিন্দা শুনি নৃপবর।
হেট মাথা করে, কিছু না দিল উত্তর॥
তবে ক্রথ, কৌশিক দুই নৃপবর।
কোলেতে করিয়া নিল রাম-দামোদর॥
নানা তীর্থের জল ঘটেতে পূরিয়া।
অভিষেক কৈল কৃষ্ণে নিজ রাজ্য দিয়া॥
ক্রথ রাজা ছত্র ধরে মাথার উপরে।
চামর ঢুলায় কৃষ্ণকে কৌশিক নৃপবরে॥

ইন্দ্রকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক

হেন-বেলা স্বর্গ হৈতে আসি পুরন্দর।
শচী সঙ্গে দাণ্ডাইল কৃষ্ণের গোচর॥
সুরভির দুগ্ধে কৃষ্ণে অভিষেক কৈল।
রাজ-রাজেশ্বর বলি সিংহাসন দিল॥
তবে শচীদেবী গোবিন্দের কাছে গিয়া।
মঙ্গল হুলাহুলি কৈল দেব কন্যা লৈয়া॥
পুষ্প-বৃষ্টি করি ইন্দ্র গেল নিজঘর।
রাজ-রাজেশ্বর হৈল কৃষ্ণ-দামোদর॥
স্বর্গলোকে মহাসুখে হরিষ দেবগণ।
কৃষ্ণের উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥
কৃষ্ণের প্রতাপ দেখি বিস্ময় পাইল।
হেট মাথে রাজা-সব, ত্রাস যুক্ত হৈল॥
শ্রীকৃষ্ণবিজয় নর, শুন একমনে।
মহারাজা হৈলা কৃষ্ণ, গুণরাজ ভণে॥

শ্রীরুক্মিণীদেবীর ভবানী-পূজা ও বরপ্রার্থনা

(শ্রীরাগ)

মহারাজা হইয়াছেন দেব শ্রীহরি।
হস্তিগণ মধ্যে যেন সিংহ অবতরি॥
হেথায় রুক্মিণীদেবী সখীগণ লঞা।
নানা বাদ্য বিরাজে রথেতে চড়িয়া॥
ভাট-নারী, বিপ্রনারী সংহতি করিয়া।
চণ্ডিকা পূজিতে যান কৃষ্ণকে স্মরিয়া॥
কতদূরে চণ্ডিকার মণ্ডপ দেখিল।
রথ ছাড়ি পদব্রজে গমন করিল॥

পতিব্রতা রমণীকে সংহতি করিয়া।
ভবানীর পূজা কৈল নানা দ্রব্য লৈয়া॥
ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য বিবিধ প্রকারে।
কর্পূর-তাম্বূল দিয়া কৈল পরিহারে॥
বর দেহ দেবী তোঁর পড়হুঁ চরণে।
স্বামী করি দেহ মোরে কমল-লোচনে॥
সৃষ্টির পালনী দেবী বিদিত সংসারে।
গোবিন্দ হইবে স্বামী বর দেহ মোরে॥
নানাবিধ প্রকারে পূজিল হর-গৌরী।
চলিল সুন্দরী রামা স্মরিয়া শ্রীহরি॥
এতেক বলিয়া রামা সকরুণ-বাণী।
শুভক্ষণ হৈল কিছু দেখিল আপনি॥
বাম-উরু, নেত্র, ভুজ করিল স্পন্দন।
দক্ষিণে দেখিল বৃদ্ধ কুলের ব্রাহ্মণ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া বৈল, শুন দ্বিজবর।
আইলা কি প্রাণনাথ দেব দামোদর॥
দ্বিজ কৈল আইল কৃষ্ণ, শুনহ রুক্মিণী।
সভামধ্যে বসি আছেন রাজ নৃপমণি॥
সফল হৈল তোমার এরূপ যৌবন।
হইবে তোমার স্বামী কমল-লোচন॥
শুনিয়া দ্বিজের বোল জগত মোহিনী।
কোন্ দান দিয়া তুষ্ট করিব দ্বিজমণি॥
না পাইয়া যোগ্য-দান মনে দুঃখ করি।
ব্রাহ্মণে মেলানি দিয়া চলিল সুন্দরী॥

শ্রীরুক্মিণীদেবীর রূপ বর্ণন

শ্যামা সুকেশী রামা, উন্নত পয়োধর।
গভীর নাভি কম্বুকণ্ঠে শোভে হার॥
শরত-পূর্ণিমা-শশী জিনিয়া বদন।
সিন্দুরে মণ্ডিত, মুক্তা জিনিয়া দশন॥
পদে পদে ধ্বনি যেন রাজহংস করে।
বাহু মৃণাল-সম কঙ্কন দুই করে॥
কুটিল কুন্তল চূড়া মাথার উপরে।
তাহা বেড়ি রত্নমালা শোভে থরে থরে॥
কস্তুরীর মাঝে শোভে চন্দনের বিন্দু।
রাহু গরাসিল যেন পূর্ণিমার ইন্দু॥
কামের কামিনী জিনি ভুরু-যুগবন্ধ।
দিব্যবস্ত্র পরিধান, হাতে দিব্য শঙ্খ॥
শঙ্খের উপরে শোভে কনকের চুড়ি।
পাটথোপ বাজুবন্ধ তার মাঝে বেড়ী॥
তাহার উপরে সাজে বিচিত্র কেয়ূর।
সুবলিত বাহু তাহে রতন প্রচুর॥
কনক অঙ্গুরী সাজে অঙ্গুলীর মাঝে।
করতল-উৎপল রাতুল বিরাজে॥
তাহার উপরে শোভে নাগ-লক্ষ মণি।
নখপাতি শোভে তার চন্দ্রকান্ত জিনি॥
চঞ্চল খঞ্জন জিনি দুইটি নয়ন।
কর্ণের কুণ্ডল তার বিচিত্র গঠন॥
নাসাস্থলে নাক-চোনা তাহে গজমতি।
যোজনে শোভয়ে তার মুকুতার জ্যোতি॥
বিম্বফল জিনিয়া সে রাতুল অধর।
কম্বু জিনি কণ্ঠ শোভে দেখিতে সুন্দর॥
চিত্র বিচিত্র মণি মুকুতা প্রবালে।
থরে থরে শোভা করে রুক্মিণীর গলে॥
ভৃঙ্গপাতি জিনি কাল লোমরাজি শোভে।
সুগন্ধি কুসুম মালায় অলি ভ্রমে লোভে॥
কনক পুতলি রামা, তুন্দেতে ত্রিবলি।
নারী-রূপ হয়ে যেন আইলা বিজলী॥
সিংহ জিনি মাজাখানি নাহিক তুলনা।
মনোহর ধরণ তাহে মকরের রসনা॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী রামা গরুয়া নিতম্ব।
বামহাতে সখী কান্ধে করি অবলম্ব॥
জানু জঙ্ঘা সুরতরু, পায়েতে নূপুর।
নূপুরের ধ্বনি অতি শুনিতে মধুর॥

মত্ত গজ-গামিনী রামা যায় ধীরে ধীরে।
জগত মোহিনী রামা, লক্ষ্মী অবতরে॥
রূপে আভরণে দেবী করে ঝলমল।
চাহিতে লাগয়ে যেন সূর্য্যের মণ্ডল॥
ষোল বৎসরের রামা রূপেতে অদ্ভুত।
গুণরাজ খাঁন কহে দেখি কৃষ্ণের কৌতুক॥

রুক্মিণী হরণ

(কল্যাণী রাগ)

কনক-চম্পকমালা করিয়া সে করে।
ভুবনমোহিনী রামা আইলা স্বয়ম্বরে॥
হরিল চেতন যেই দেখিল তাঁহারে।
মদনে বিহ্বল হৈলা সব নৃপবরে॥
যেই অঙ্গে যেই রাজা করিল নিরীক্ষণ।
সেই অঙ্গে মজি গেলা সেই রাজার মন॥
হেনই সময়ে কৃষ্ণ রথেতে চড়িয়া।
তুলিলা রুক্মিণীদেবী হাতেতে ধরিয়া॥
বসাইয়া বামপাশে করিলা গমন।
মৃগগণ মধ্যে যেন সিংহের গর্জ্জন॥
আগে যান গোবিন্দাই রথেতে চড়িয়া।
মুষল হাতে যান বলাই সব সৈন্য লৈয়া॥

রাজাগণের যুদ্ধ

রুক্মিণী হরণ দেখি সব নৃপবর।
রথে চড়ি অস্ত্র লয়ে চলিলা সত্বর॥
রুক্মীর সহিত আগে যায় শিশুপাল মহাশয়।
রাজচক্র লয়ে পাছে জরাসন্ধ চলয়॥
কোথা যাইস্ কোথা যাইস্ হরিয়া রুক্মিণী।
মৃগ হয়ে সিংহ মাঝে চুরি কৈলে জানি॥
না পলাও না পলাও বলে সব নৃপবর।
শুনিয়া রহিল যুদ্ধে রাম-দামোদর॥
কত সৈন্য লয়ে তবে বলাই সুন্দর।
রাজাগণ সঙ্গে যুদ্ধ করিল বিস্তর॥

লাজে কোপে শিশুপাল আগে ধনু যুড়ে।
তিন বাণে ধনু বলাই কাটি ভূমি পাড়ে॥
আর ধনু লয়ে করে বাণ বরিষণ।
তাহা কাটি ধনু কাটে দেব সঙ্কর্ষণ॥
বাণ বৃষ্টি কৈল বলাই রাজার উপরে।
বিমুখ হইয়া জরাসন্ধ বলিল সবারে॥
না কর, না কর যুদ্ধ, রাজার সমাজ।
মিথ্যা যুদ্ধে হারিলে পাবে বড় লাজ॥
দুই ভাই, অনেক সৈন্য, গরুড় সংহতি।
হেন মতে জিনে কৃষ্ণ কাহার শকতি॥
কাল 'প্রশস্ত নহে' কেমনে রণ সই।
শুভদিন হইলে, জিনিব দুই ভাই॥
ইহা বলি নেউটিল সব রাজাগণ।
না নেউটি রুক্মীরাজ করিতে যায় রণ॥
প্রতিজ্ঞা করিল রুক্মী সভার ভিতরে।
বিনা কৃষ্ণে না মারিলে না আসিব ঘরে॥
এত বলি রথে চড়ি চলিলা সত্বরে।
বলভদ্র এড়ি চলে কৃষ্ণ মারিবারে॥
রথে চড়ি রুক্মী-রাজা বলে উচ্চবাণী।
কোথা যাস্ কোথা যাস্ হরিয়ে রুক্মিণী॥
রাজার সমাজে আসি কন্যা কৈলে চুরি।
মৃগ হয়ে তুমি ভাল ভাণ্ডিলে কেশরী॥
বীরদর্প করি রুক্মী চলিলা সত্বরে।
দেখিয়া রুক্মিণীদেবী কাঁপিল অন্তরে॥
হাসিয়া ত' গদাধর চতুর্ভুজ হয়ে।
দুই হাতে ধরি রুক্মিণী কোলেতে চাপিয়ে॥
আর দুই হাতে কৃষ্ণ ধনুর্ব্বাণ লয়ে।
কাটিল রুক্মীর ধনু তিন বাণ দিয়ে॥
তিন বাণে সারথি কাটিল গদাধর।
অষ্টবাণে চারি ঘোড়া কাটিল সত্বর॥
রথ হৈতে ভূমে নামি আর ধনু যুড়ে।
একেবারে মাধবেরে দশ বাণ এড়ে॥

চারি বাণ আসি বাজে গোবিন্দের বুকে।
চারি বাণে বিন্ধে ঘোড়া, দুই বাণ ধনুকে॥
রুষিলা ত' গদাধর দশ বাণের ঘায়।
দুই বাণে ধনু কাটি তার পাশে যায়॥
আর ধনু লয়ে রুক্মী যোড়ে দশ বাণ।
চারি বাণে গোবিন্দাই পূরিলা সন্ধান॥
জ্বলন্ত অনল যেন অগ্নি হেন বাণ।
রুক্মী রাজার ধনু কাটি কৈল শতখান॥
ধেয়ে গিয়া গোবিন্দাই ধরিল তার হাতে।
গলায় কাপড় দিয়া তুলিল নিজ রথে॥
দেখিয়া রুক্মিণীদেবী ভায়ের বন্ধন।
প্রাণ রাখ, প্রাণ রাখ শ্রীমধুসূদন॥
সংসারের সার তুমি দেব শ্রীহরি।
তোমার সহিত যুদ্ধ করে প্রাণে কারি॥
দোষ কৈল ভাই মোর পড়হুঁ চরণে।
প্রাণ রাখ, প্রাণ রাখ শ্রীমধুসূদনে॥
রুক্মিণীর বোলে কৃষ্ণের হাস্য উপজিল।
শির দাড়ি মুড়াইয়া রুক্মীকে ছাড়িল॥
ভায়ের বিরূপ দেখি কাঁদয়ে রুক্মিণী।
বলভদ্র আসি কিছু বৈল প্রিয়বাণী॥
কেন হেন কুটুম্বে কৈলে নারায়ণ।
মরণ অধিক লজ্জা মস্তক মুণ্ডন॥
না কর ক্রন্দন রামা স্থির কর মতি।
দৈবের কারণ রাখে কাহার শকতি॥
এত বলি রাম-কৃষ্ণ সব সৈন্য লঞা।
নড়িলা দ্বারকাপুরী রুক্মিণী হরিয়া॥
তবে ত' রুক্মী রাজা মরণ হেন মানি।
না গেল বাপের রাজ্য প্রতিজ্ঞা মনে গুণি।
ভোজকট-নামে দেশ নিজ রাজ্য করি।
রহিলা ত' রুক্মী কৃষ্ণের হয়ে বৈরী॥

শ্রীরুক্মিণীদেবীর বিবাহ

দ্বারকা আইল কৃষ্ণ হরিয়ে রুক্মিণী।
আনন্দিত সর্ব্বরাজ্য অদ্ভুত কথা শুনি॥
পুরীর নির্ম্মাণ কৈল বিচিত্র সুবেশে।
নেতের পতাকা উড়ে সুবর্ণ কলসে॥
দ্বারে কলা রোপিলা গুবাক সুন্দর।
বন্ধু-বান্ধবের হৈলা হরিষ অন্তর॥
প্রতি ঘরে নৃত্য-গীত দ্বারকা-নগরী।
রুক্মিণীকে করিল বিভা দেব শ্রীহরি॥
তবে ত' ভীষ্মক রাজা পুরোহিত লয়ে।
আইল দ্বারকাপুর আনন্দিত হয়ে॥
নানা রত্নে কন্যা ভূষিত করি নৃপবর।
কৃষ্ণে কন্যা দিয়া গেলা বিদর্ভ-নগর॥
হেনই অদ্ভুত কথা শুন এক চিত্তে।
রুক্মিণীকে বিভা কৃষ্ণ কৈল এই মতে॥
দ্বারকা আইল লক্ষ্মী শুন সর্ব্বজনে।
রুক্মিণীর বিবাহ গুণরাজ খাঁন ভণে॥

সত্রাজিতরাজার তপস্যা ও স্যমন্তকমণি লাভ

(কল্যাণী-রাগ)

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কথা শুন একচিত্তে।
সত্যভামা বিভা কৃষ্ণ করিল যেমতে॥
গোবিন্দের সখা সত্রাজিত নৃপবর।
সমুদ্রের তীরে গিয়া রাজা একেশ্বর॥
নিরাহারে সেবে সূর্য্য দ্বাদশ-বৎসর।
কঠোর তপ করি তুষ্ট কৈলা দিবাকর॥
অধিষ্ঠান হয়ে বৈল মাগ রাজা বর।
যেই বর মাগ তাহা দিব ত' সত্বর॥

সূর্য্যের বচনে রাজা ভূমে লোটাইয়া।
যোড়হাতে বর মাগে প্রণাম করিয়া॥
স্বরূপে প্রসন্ন মোরে হইলা দিবাকর।
দেহ ত' গলার মণি ত্রিদশ-ঈশ্বর॥
সমন্তক-মণি তারে দিল দিবাকর।
গলে মণি দিয়া আইল দ্বারকা-নগর॥
সূর্য্যের সম তেজ দেখি দ্বারকাপুরী জনে।
সত্বরে জানাইল গিয়া গোবিন্দ-চরণে॥
শুন শুন গোবিন্দাই জগত-কারণ।
তোমা দেখিবারে সূর্য্য করিল গমন॥
অতি প্রচণ্ড-রূপ সহিতে না পারি।
সম্বোধিয়া পাঠাহ সূর্য্য, শুনহ শ্রীহরি॥
রুক্মিণী সহিত কৃষ্ণ খেলে পাশা-সারি।
পাশা ছাড়ি মনে চিন্তে ত্রিদশ-অধিকারী॥
না করিহ চিন্তা কেহ শুনহ উত্তর।
মণি পেয়ে আইসে সত্রাজিত নৃপবর॥
ভাল হৈল মণি তারে দিলা দিবাকর।
সুখেতে থাকুক মোর দ্বারকা-নগর॥
তবে সত্রাজিত আইলা সভার ভিতর।
নানাবিধ পূজা করি মণি নিলা ঘর॥
নিত্য অষ্টভার সুবর্ণ প্রসবে সেই মণি।
তাহার প্রসাদে রোগ শোক নাহি জানি॥
খণ্ডিলেক ক্ষুধা তৃষ্ণা অকাল মরণ।
নাহি ক্লেশ, নাহি দুঃখ হরিষ সর্ব্বজন॥
তবে গোবিন্দাই মনে ঈষদ্ হাসিয়া।
মাগিল রাজারে মণি উদ্ধব পাঠাইয়া॥
কৃপণ হইল রাজা কুবুদ্ধি লাগিল।
গোবিন্দ মায়ায় চিত্ত স্থির না হইল॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া রাজা উদ্ধবে পূজিয়ে।
প্রণতি করিয়া বলে যোড়হাত হয়ে॥

শুন শুন উদ্ধব মোর অকপট বাণী।
গোবিন্দ মাগিল মণি হেন নাহি জানি॥
শিশু ভাই প্রসেন মোর, সুন্দর দেখিয়া।
তাহার গলাতে মণি দিয়াছি গাঁথিয়া॥
পরিহার করি বলি শুন, একমনে।
ভালমতে বলিহ তথা গোবিন্দ-চরণে॥
না দিলেক মণি রাজা, উদ্ধব মুখে শুনি।
হাসিয়া ত' ঘর গেলা দেব চক্রপাণি॥

মণিহরণ

তবে কত দিনে প্রসেন ঘোড়ায় চড়িয়া।
মৃগ মারিবারে যায় গলে মণি দিয়া॥
গলে মণি মৃগ মারে দেখিল কেশরী।
রুষিয়া আইল সিংহ নিজরূপ ধরি॥
পবিত্রে ধরিতে মণি দিলা দিবাকর।
অপবিত্রে ধরে মণি কানন-ভিতর॥
প্রাণে মারিয়া মণি লইল কেশরী।
মণি লয়ে যায় সিংহ আপনার পুরী॥
আচম্বিতে জাম্বুবান দেখিল তাহারে।
সিংহ মারি মণি লয়ে গেলা নিজপুরে॥
সান্ধাইল জাম্বুবান পাতাল-ভুবনে।
পুত্রে মণি দিয়া তার রহাইল ক্রন্দনে॥
হেন মতে নানা সুখে আছে জাম্বুবান।
হেথা সত্রাজিত করে ভায়ের সন্ধান॥
না পাইল উদ্দেশ, তার নিশ্চয় মরণ।
ভায়ের মরণে রাজা করেন ক্রন্দন॥
কেমনে মরিল ভাই করয়ে বাখান।
মনে দুঃখ পায় তবে হয়ে হতজ্ঞান॥
সকল দ্বারকার লোক একত্র হইয়া।
সত্রাজিত সনে বুলে প্রসেন চাহিয়া॥
জীবন উদ্দেশ তার, কোথাহ না পাইল।
ভাই ভাই বলি রাজা কাঁদিতে লাগিল॥

মণিনিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মিথ্যাদোষারোপ

তখন মাগিল মণি দেব নারায়ণে।
না দিল তাঁহারে মণি দিলে ত' প্রসেনে॥
এখন মরিল ভাই, শুনি সর্ব্বজনে।
প্রসেনে মারিয়া মণি নিল নারায়ণে॥
এই কথা কাণাকাণি সর্ব্বলোকে গাই।
লোক মুখে সব কথা শুনিলা গোবিন্দাই॥
কেন হেন মিথ্যাবাদ হৈল আচম্বিত।
মনেতে গুণিয়া কৃষ্ণ হইলা চিন্তিত॥
জানিল চতুর্থীর চন্দ্র দেখিল ভাদ্রমাসে।
তাহার কারণে মিথ্যা উপজিল দেশে॥
তবে গোবিন্দাই সব বন্ধুজনে আনি।
একত্রে সভা করি বৈল প্রিয়-বাণী॥
গলে মণি প্রসেন গেল বনের ভিতরে।
কে মারিল তারে, লোক দোষয় আমারে॥
মিথ্যাবাদ হৈল মোর শুন সর্ব্বজন।
প্রসেন উদ্দেশে আমি করিলাম গমন॥
যে দিকে প্রসেন গেল ঘোড়ায় চড়িয়া।
সেই দিকে গেলা কৃষ্ণ বন্ধুজন লইয়া॥
বন্ধুজনে সঙ্গে করি সে দেব শ্রীহরি।
কাননে ফিরেন অশ্ব-পদ অনুসরি॥
কতদূরে অরণ্য ভিতরে দেখিল শ্রীহরি।
প্রসেন মারিয়া মণি নিলেন কেশরী॥
তাহা এড়ি সিংহ পথ লইলা গদাধরে।
তবে কতদূরে দেখি অরণ্য ভিতরে॥
তবে কতদূরে দেখিল মরিল কেশরী।
মারিয়া ভল্লুক গেল রসাতল-পুরী॥
বিচিত্র সুড়ঙ্গ দেখি তার সন্নিধানে।
সেই পথে ভল্লুকরাজ করিল গমনে॥
তা' দেখিয়া দামোদর বন্ধুজনে আনি।
বিনয় করিয়া তারে বৈল নৃপমণি॥
মিথ্যাবাদ হৈল মোরে বিদিত সংসারে।
পাতালে উদ্দেশ আমি করিব তাহারে॥
দ্বাদশ দিবস হেথা অবলম্ব করি।
যাইও সকল লোক দ্বারকা-নগরী॥
দ্বাদশ দিবসে যদি না হয় আগমন।
স্বরূপে জানিহ তবে আমার মরণ॥
করাইও শ্রাদ্ধ শান্তি শাস্ত্রের বিধানে।
রুক্মিণীদেবীরে মোর করিহ পালনে॥
বসুদেব দৈবকীদের বলিহ নমস্কার।
করিব সেবনে যদি আসি পুনর্ব্বার॥
এতেক বলিয়া দৃঢ়-করি পরিকর।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ তবে করে গদাধর॥
কতদূরে দেখে এক পুরীর নির্ম্মাণ।
ঘর-দ্বার-আবাস দেখিতে সুঠাম॥
দ্বারে প্রবেশিয়া কৃষ্ণ অভ্যন্তরে যাই।
শিশু-কোলে এক নারী দেখিল তথাই॥
কাঁদয়ে ছাওয়াল তারে বোলে প্রিয়বাণী।
না কান্দ, না কান্দ লহ স্যামন্তক-মণি॥
মণি নাম শুনি কৃষ্ণ ধাইল সত্বরে।
কাড়িয়া লইল মণি পুরীর ভিতরে॥
মণি লয়ে হরষিতে করিল গমনে।
ধেয়ে গিয়া নারী কহে রাজা জাম্বুবানে॥
শুন শুন ঋক্ষরাজ আমার উত্তর।
এক গোটা নর আসি পুরীর ভিতর॥
আমারে মারিয়া মণি লইল কাড়িয়া।
হরষিতে যায়, সেই পুরী এড়াইয়া॥

জাম্বুবানের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ

ধাত্রীর বচন শুনি কোপে ঋক্ষরাজ।
ধাইল কৃষ্ণের কাছে পেয়ে বড় লাজ॥
কতদূর হইতে ডাকি বলে উচ্চৈঃস্বরে।
মণি চুরি করি দুষ্ট যাইস্ কোথাকারে॥

পড়িলি আমার হাতে নিকট মরণ।
মনুষ্য ভক্ষ্য মোর, করিব ভক্ষণ॥
দৈবে আনি ভক্ষ্য মোরে দিল যে নিকটে।
প্রাণে মারি খাব আজি দশন বিকটে॥
ভল্লুক বচনে কৃষ্ণ হাস্য উপজিল।
নেউটিয়া গদাধর তারে যুদ্ধ দিল॥
দুঁহে যুদ্ধ কৈল তবে অতি ঘোরতর।
কেহ কারে জিনিতে নারে একই সোসর॥
হেন মতে দুইজনে যুদ্ধ নাহি এড়ি।
মল্লযুদ্ধ করি দুঁহে যায় গড়াগড়ি॥
হেথায় সুড়ঙ্গদ্বারে যত বন্ধু ছিল।
দ্বাদশ দিবস হৈল, কৃষ্ণ না আইল॥
মরিল গোবিন্দ তবে মনে নিশ্চয় করি।
কাঁদিতে কাঁদিতে গেলা দ্বারকা-নগরী॥

দৈবকী ও রুক্মিণীর বিলাপ

(পঠমঞ্জরী-রাগ)

বসুদেব-দৈবকীরে কহিল উগ্রসেনে।
সুড়ঙ্গ প্রবেশি কৃষ্ণ ছাড়িল জীবনে॥
পঞ্চদশ দিন আজ হইল পরমাণ।
ছাড়িল শরীর কৃষ্ণ ভল্লুক বিদ্যমান॥
যখন সুড়ঙ্গে কৃষ্ণ প্রবেশন করে।
সকরুণ চিত্তে কিছু বলিল আমারে॥
দ্বাদশ দিবস বৈসে সবে যাইও ঘরে।
শ্রাদ্ধ শান্তি করাইও পালিহ রুক্মিণীরে॥
বাপ-মাতা শান্তি করাইও রুক্মিণী সুন্দরী।
ভাল মতে রাখিহ সবাই দ্বারকা-নগরী॥
এত বলি সুড়ঙ্গে প্রবেশ কৈল দামোদর।
যেই যোগ্য কর্ম্ম হয় করহ সত্বর॥
এতেক অশুভ বোল দৈবকী শুনিল।
হা হুতাশ করি ভূমেতে পড়িল॥

কাঁদয়ে দৈবকীদেবী হরিয়ে চেতন।
রুক্মিণীকে কোলে করি করয়ে ক্রন্দন॥
কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে দেবী বলে হরি হরি।
আজি হৈতে শূন্য হৈল দ্বারকা-নগরী॥
কত বিঘ্ন লিখিল বিধি তোমার কপালে।
এড়াইলে মরণ শত নন্দের গোকুলে॥
পাপিষ্ঠ কংসের ঠাঁই প্রাণ এড়াইল।
জরাসন্ধ আঠারবার মারিতে আইল॥
তোমার বিভাতে দেবী, রাজচক্র জিনি।
এড়াইল মরণ তাহে রাখিল ভবানী॥
পাপিষ্ঠ সত্রাজিত রাজা দূষিল তাঁহারে।
তাহার কারণে পুত্র সুড়ঙ্গেতে মরে॥
সাজাহ অনল-কুণ্ড সবা-বিদ্যমানে।
অগ্নি প্রবেশিয়া আমি ছাড়িব পরাণে॥
দৈবকী ক্রন্দন শুনি রুক্মিণী সুন্দরী।
হরি হরি! শূন্য হইল দ্বারকাপুরী॥
শিশুকাল হইতে চিন্তি শ্রীমধুসূদন।
কত ভাগ্যে পাই স্বামী দেব নারায়ণ॥
হেন প্রাণনাথ মোর ছাড়িল অকালে।
এ রূপ-যৌবন পুড়ি যাব রসাতলে॥
বিষাদ ভাবিয়া দেবী করয়ে ক্রন্দন।
আচম্বিতে বাম উরু করয়ে স্পন্দন॥
ক্রন্দন সম্বরি দেবী বলিল বচন।
নাহি মরে স্বামী মোর কমললোচন॥
সীঁথির সিন্দূর মোর আছয়ে উজ্জ্বল।
দীপ্ত করে কণ্ঠের হার কর্ণের কুণ্ডল॥
কেয়ূর-কঙ্কণ-জ্যোতিঃ অগ্নি হেন জ্বলে।
নাহি মরে প্রভু মোর আছয়ে কুশলে॥
দুই বাহু শঙ্খ মোর অধিক দীপ্তি করে।
কুশলে আছয়ে তথা দেব গদাধরে॥
একমনে চিন্তে দেবী চণ্ডিকা-ভবানী।
বিপদ-নাশিনী দেবী হরের ঘরণী॥

রুক্মিণীর বাক্যে দেবী মনে আচরিয়া।
পূজন্তি সুবর্ণ ঘটে পত্রিকা স্থাপিয়া॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সে কারণ।
দুর্গতি-নাশিনী দেবী বিপদ-ভঞ্জন॥
পুত্র দান দেহ দেবী আন গোবিন্দাই।
তোমার প্রসাদে শোক-সাগর এড়াই॥
হেন মতে পূজি চণ্ডী দৈবকী রুক্মিণী।
হেথা উগ্রসেন রাজা বসুদেবে আনি॥
শাস্তির বচনে তারে শান্ত করাইয়া।
লৌকিক বিধান কৈল সমুদ্রকূলে গিয়া॥
দশপিণ্ড দান কৈল ক্ষত্রিয় বিধানে।
সম্পূর্ণ হইল শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিনে॥
হেথা নিরাহারে যুদ্ধ করি দুইজনে।
সপ্তবিংশতি দিন দুঁহার হৈল লঙ্ঘনে॥
পিণ্ডদান-তর্পণ কৈল দ্বারকা-ভিতরে।
তৃপ্ত হয়ে কৃষ্ণের বল বাড়িল শরীরে॥
বিশেষ কৌতুক বড় করিল শ্রীহরি।
তিন নব দিন যুদ্ধ ভল্লুক সঙ্গে করি॥
জিনিয়া ভল্লুকে প্রভু বুকের উপরে।
বসিয়া আপন-মূর্ত্তি ধরে গদাধরে॥
রাম অবতারে ভল্লুক রামের সেবা কৈল।
সেই রাম-মূর্ত্তি ভল্লুক হৃদয়ে দেখিল॥
জানিল—মানুষ নহে দেব শ্রীহরি।
রামমূর্ত্তি দেখি ভল্লুক গোবিন্দে স্তুতি করি॥
সাগর বাঁধিয়া কৈল রাবণ মরণ।
তোমার সেবক আমি বিস্তর কৈল রণ॥
তবে ত' আমারে বর দিল চক্রপাণি।
সর্ব্বত্রে অজয় যশ জগতে বাখানি॥
চিরজীবি হয়ে বসি পাতাল-ভিতরে।
তোমার প্রসাদে কেহ লঙ্ঘিতে না পারে॥
হেন বর দিয়া কেন ছল গদাধর।
কোন্ দোষ কৈনু গোসাঞি তোমার গোচর॥
ভল্লুকবচনে কৃষ্ণ হাস্য উপজিল।
ছাড়িয়া ভল্লুকে কৃষ্ণ দূরে দাণ্ডাইল॥

জাম্ববতীর বিবাহ ও শ্রীকৃষ্ণকে মণি-দান

উঠিল ভল্লুক-রাজা সম্বিৎ পাইয়া।
একচিত্তে স্তুতি করে গোবিন্দে দেখিয়া॥
সংসারের সার গোসাঞী কমললোচন।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সে কারণ॥
ক্রোধ-শান্তি কর, গোসাঞী আইস মোর পুরী।
পদরজ দিয়া মুক্ত করহ শ্রীহরি॥
ঘরে আনি বসিতে দিলা রত্ন-সিংহাসন।
পাদ্য-অর্ঘ্য-ধূপ-দীপ-কস্তুরী-চন্দন॥
সর্ব্বগুণে সম্পূর্ণ যেন রূপেতে পার্ব্বতী।
গোবিন্দেরে বিভা দিল কন্যা জাম্বুবতী॥
যৌতুক আনিয়া দিল স্যমন্তক-মণি।
কন্যা রত্ন লইয়া চলিলা চক্রপাণি॥
জাম্বুবান রথে কৃষ্ণ করিল আরোহণ।
সুড়ঙ্গের পথে উঠি করিলা গমন॥
দ্বারকা নিকটে আসি শঙ্খধ্বনি কৈলা।
পাঞ্চজন্য নাদ শুনি সকলে ধাইলা॥
কৃষ্ণ আইল, কৃষ্ণ আইল বলে সর্ব্বলোকে।
হরষিত হইয়া সবে পাশরিলা শোকে॥
জাম্বুবতী সঙ্গে ঘর আইলা শ্রীহরি।
শচীসঙ্গে পুরন্দর যেন শোভা করি॥
আইল দৈবকীদেবী হরষিত মনে।
পুত্রবধূ লয়ে গেলা আপন সদনে॥
হেন অদ্ভুত কথা শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
যেই জন শুনে তার দুঃখ নাহি রয়॥
হেনই অদ্ভুত কথা শুনিলে না মরি।
গুণরাজ খাঁন বলে বন্দিয়ে শ্রীহরি॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সত্রাজিতকে স্যমন্তক-মণি প্রদান ও সত্যভামাকে বিবাহ

(পঠমঞ্জরী-রাগ)

হেনমতে মণি লইয়া আসিলা গদাধর।
বহুজন লঞা বৈসে সভার ভিতর॥
ডাক দিয়া আনিল সত্রাজিত নৃপবরে।
মণি দিয়া শুদ্ধ হৈলা সভার ভিতরে॥
যেমনে পাইল মণি কহিল গদাধরে।
শুনি সত্রাজিতে লোক তিরস্কার করে॥
লাজে হেট মাথা রাজা করিল গমন।
মলিন হইয়া গেলা, কিছু না কৈলা বচন॥
ঘরে গিয়া সত্রাজিত অনুমান করি।
কেমনে আমারে তুষ্ট হইবে শ্রীহরি॥
সংসারের সার গোসাঞী আছে সর্ব্বধন।
কোন্ ধনে তুষ্ট মোর হইবে নারায়ণ॥
কন্যা রহেছে মোর ভুবনে অনুপমা।
জগতমোহিনী সেই দিব সত্যভামা॥
মণি দিয়া গোবিন্দেরে দিব কন্যা দান।
তবে তুষ্ট হইবে মোরে কৈল অনুমান॥
আর দিন সত্রাজিত বহুজন লয়ে।
চলিল গোবিন্দ স্থানে হরষিত হয়ে॥
গোবিন্দ সম্মুখে রাজা যোড়হাত করি।
আমার বচন কিছু শুনহ শ্রীহরি॥
উদ্ধবে পাঠায়ে মণি মাগিল নারায়ণ।
প্রসেনেরে দিয়া আজ্ঞা করিনু লঙ্ঘন॥
দৈব নিবন্ধন তার খণ্ডন না যায়।
অপবিত্রে ধরিলে মণি পরাণ হারায়॥
প্রসেনে মারিল সিংহে অরণ্য-ভিতরে।
সব দুষ্ট নিবারেতে তোমার অবতারে॥
তুমি বিদ্যমানে আমি দুষিব কাহারে।
পড়হুঁ চরণে, দোষ ক্ষমহ আমারে॥
অপরাধ করিনু দোষ ক্ষমহ নারায়ণে।
প্রণতি করিয়া বলি তোমার চরণে॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া কৃষ্ণ তাঁর হাতে ধরি।
মান্য কুটুম্ব তুমি কেন হেন করি॥
ক্ষমিল সকল দোষ স্বরূপ বচন।
পরম হরিষে ঘর করহ গমন॥
পুনরপি বলে রাজা যোড় করি হাত।
স্বরূপে সদয় যদি হৈলে জগন্নাথ॥
সর্ব্বগুণে সম্পন্ন মোর আছে রূপবতী।
তারে বিভা কর তুমি শুনহ শ্রীপতি॥
তোমা বিনা বর তার নাহিক সংসারে।
তোমার সদৃশ সেই জগত ভিতরে॥
শুনিয়া রাজার বোল হাসে গদাধর।
প্রসন্ন বদনে তারে দিলেন উত্তর॥
কুলে-শীলে বড় তুমি সংসার ভিতরে।
করিব বিবাহ আমি শুন নৃপবরে॥
বিভার শুভদিন কৈল আনি দ্বিজবর।
হরষিত হয়ে রাজা গেলা নিজঘর॥
ঘরে ঘরে আনন্দিত দ্বারকা-নগরী।
সত্যভামা করিবে বিভা দেব শ্রীহরি॥
কৌতুক মঙ্গল হৈল প্রতি ঘরে ঘরে।
নেতের পতাকা উড়ে সকল নগরে॥
দোহরি-মোহরি বাজে যতেক বাজন।
নর্ত্তকী নাচয়ে, গীত গায় ত' গায়ন॥

সর্ব্বলোক আনন্দিত দিবস রজনী।
সত্যভামা করিব বিভা দেব চক্রপাণি॥
পৃথিবী উপরে বৈসে যত নৃপবর।
কৌতুক দেখিতে আইলা দ্বারকা-নগর॥
অধিবাস গোপ্য মাঙ্গল্য কৈল গদাধরে।
বিভা করিতে গেলা কৃষ্ণ সত্রাজিত-ঘরে॥
সহজে সুন্দর কৃষ্ণ রমণী-মনোহর।
নানা রত্নে ভূষিত জিনি পঞ্চশর॥
ত্রৈলোক্য সুন্দরী সেই দেবী সত্যভামা।
যেন বর তেন কন্যা নাহিক তুলনা॥
শুভক্ষণে শুভদিনে দুঁহে দরশন।
নীলমণি কাঞ্চনে যেন হইল মিলন॥
কন্যা দিয়া সত্রাজিত কৈল নানা দানে।
হস্তী-ঘোড়া-রথ দিল যতেক বিধানে॥
যৌতুক আনিয়া দিল স্যমন্তক মণি।
পালিহ আমার কন্যা দেব চক্রপাণি॥
বিভা করি নারায়ণ চড়ি নিজ রথে।
আইলা আপন ঘর দেব জগন্নাথে॥
পুত্রবধূ ঘরে নিলা দৈবকী আসিয়া।
হেন মতে কৃষ্ণ সত্যভামা কৈল বিহা॥

শ্রীকৃষ্ণের সত্রাজিতকে মণি প্রত্যর্পণ

(ভৈরবী রাগ)

ঘরে আসি শ্রীহরি মণি হাতে করি।
বাপ-মায়ে বলদেবে বিনয়ে গোচরি॥
তোমা সবাকার যোগ্য নহে এই মণি।
অপবিত্রে ধরিয়া প্রসেন হারাইল প্রাণী॥
এক বোল বলি যদি সবে ধর চিতে।
পুনরপি মণি দিয়ে রাজা সত্রাজিতে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি সবে হরষিত।
সত্রাজিতে মণি দেহ সবার বিহিত॥
তবে সত্রাজিতে আনি দৈবকী-নন্দনে।
মণি দিয়া কৈল তাঁর চরণ-বন্দনে॥
মণি লহ রাজা মনে না করিহ কিছু।
সবার সম্মতি মণি তোমার ঘরে থাকু॥
পূজা করিবে মণি শুন নৃপবর।
যেন সুখে থাকে লোক দ্বারকা-ভিতর॥
কৃষ্ণের বচনে হরষিত নৃপবর।
মণি লয়ে সত্রাজিত আইল নিজঘর॥
পূজিয়ে নৃপতি মণি রাখি আপন ঘরে।
নানা সুখে বৈসে লোক দ্বারকা-নগরে॥
রূপে-গুণে সোহাগিনী হইলা সত্যভামা।
রুক্মিণী, জাম্ববতী নহে তাহার উপমা॥

পাণ্ডবগণের দুঃসংবাদ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর গমন

হেনমতে সুখে তথা আছেন চক্রপাণি।
আচম্বিতে পাণ্ডবের মৃত্যু কথা শুনি॥
শুন শুন ওহে কৃষ্ণ জগত-কারণ।
মায়ে-পোয়ে পুড়ে মৈল পাণ্ডব পঞ্চজন॥
পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন রাজা দেখিতে না পারে।
কত করি ইন্দ্রজাল নিজ গৃহে করে॥
প্রকার করিয়া তথা পাঠাইল কুন্তী।
রাত্রিকালে নিদ্রা অচেতনে হৈল ক্লান্তি॥
পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন অগ্নি দিয়া পুড়াইল।
শুনিয়া ত' গদাধর মনেতে চিন্তিল॥
নাহি মরে পাণ্ডু পুত্র মনেতে জানিল।
মনেতে গণিয়া কৃষ্ণ তথায় চলিল॥
মায়ের সহিত কুশলে আছে অরণ্য ভিতরে।
লোকাচার উদ্দেশ তার হয় করিবারে॥
এতেক চিন্তিয়া হরি যাত্রা করিয়া।
হস্তিনাপুরেতে গেলা রথেতে চড়িয়া॥
দেখিলা ত' গিয়া ভীষ্ম মহাজন।
দ্রোণ, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুর্য্যোধন॥

কর্ণ, শল্য, বিদুর, দেবী সত্যবতী।
তথা তথা নিজ ঘরে সুখে নিবসতি॥
পাণ্ডবের শোকে সবে চিন্তিত অনুক্ষণ।
শান্ত করাইয়া তথা রহিলা নারায়ণ॥

সত্রাজিতের মৃত্যু

এখানেতে কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা, অক্রূর মিলিয়া।
দ্বারকায় যুক্তি করে এ তিনে মিলিয়া॥
ধর্ম্ম লঙ্ঘন করে রাজা সত্রাজিতে।
তারে বধ করহ যে কোন উপায়েতে॥
শতধন্বারে কন্যা দিব প্রতিজ্ঞা করিয়া।
দিলেক কৃষ্ণকে বিভা সবাকে ভাণ্ডিয়া॥
এখন স্যমন্তক মণি আছে তার ঘরে।
সত্রাজিতে মারি মণি আনহ সত্বরে॥
যাবত না আইসে কৃষ্ণ দ্বারকা-নগরী।
তাবত আনহ মণি রাজাকেও মারি॥
তবে শতধন্বা যায় চোর-রূপ ধরি।
ঘোরতর নিশাকালে প্রবেশিলা পুরী॥
সুখে নিদ্রা যায় রাজা পালঙ্ক উপরে।
মাথা কাটি মণি লয়ে আইল নৃপবরে॥
তবে ত' রাজার ঘরে ক্রন্দন উঠিল।
রাজা কাটি মণি লয়ে কোন্ চোর গেল॥
তবে সত্যভামা-দেবী বাপের মরণে।
ভূমে লোটাইয়া কাঁদে করুণ নয়নে॥
সর্ব্বলোক কাঁদে যত দ্বারকা-নগরী।
কোন্ জন হেন কর্ম্ম কৈল এই পুরী॥
ক্রন্দন সম্বরী সত্যভামা মহাদেই।
তৈল-কুণ্ডে বাপে থুয়ে গেলা কৃষ্ণ ঠাঁই॥
যথা নিবসয় কৃষ্ণ হস্তিনা-নগরে।
শীঘ্রগতি রথে চড়ি ধাইল সত্বরে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে কৃষ্ণের চরণে।
ভূমে পড়ি কহে কথা বাপের মরণে॥
জগতের নাথ গোসাঞী সংসারের সার।
তুমি বিদ্যমানে বাপ মরয়ে আমার॥
নিদ্রা যায় বাপ মোর পালঙ্ক উপরে।
বাপে কাটি মণি মোর নিল কোন চোরে॥
শুনি চমকিত কৃষ্ণ বিলম্ব না কৈল।
সত্যভামা সনে কৃষ্ণ রথেতে চড়িল॥
শীঘ্রগতি আইলা কৃষ্ণ দ্বারকা-নগরে।
তত্ত্ব জানিতে চর নিয়োজিল ঘরে ঘরে॥
শঠকর্ম্ম, গূঢ় পাপ লুকান না রহে।
জানিয়া কোটাল তত্ত্ব গোবিন্দে চর কহে॥
শতধন্বা মাইল সত্রাজিত নৃপবর।
বুঝিয়া উচিত ফল কৈল গদাধর॥
বলদেব উদ্ধব সঙ্গে যুক্তি করে গদাধর।
শতধন্বা মারিবারে নড়িলা সত্বর॥

শতধন্বার পলায়ন

শুনিয়া উদ্যোগ শতধন্বা মনে গুণে।
ডাক দিয়া অক্রূর কৃতবর্ম্ম আনে॥
তোমার বচনে মাইল রাজা সত্রাজিতে।
এখন সাজিল কৃষ্ণ জিনিব কেমতে॥
তোমরা দুজন যদি হও ত' সদয়।
তবে ত' জিনিব কৃষ্ণ মোর মনে লয়॥
শুনিয়া অক্রূর বলিল পরিহার।
হেন বোল রাজা মোরে না বলিহ আর॥
মহারাজা কংস ছিল পৃথিবী মণ্ডলে।
সবংশে তাহারে মারিল শিশুকালে॥
জরাসন্ধ মহারাজা বিদিত সংসারে।
যুদ্ধে হারাইনু তারে অষ্টাদশ বারে॥
মহারাজা রুক্মীর করিল বিপরীত।
কালযবন মারিল জগতে বিদিত॥
সাত বৎসরের কালে পর্ব্বত ধরিল।
আপনি শ্রীহরি সেই অবতার কৈল॥

তার সনে যুদ্ধ করি জিনিব কোন্ জন।
প্রাণ লয়ে পলাহ রাজা না করিহ রণ॥
অক্রূরের বচন শুনি মন স্থির কৈল।
বিশ্বাস করিয়া রাজা অক্রূরে কহিল॥
ধার্ম্মিক বড় তুমি করিয়ে বিশ্বাস।
মণি থাকুক তোমার ঠাঁই যাই বনবাস॥
এতবলি সেই মণি অক্রূর স্থানে থুইল।
ঘোড়াতে চড়িয়া রাজা বনেতে চলিল॥

শতধন্বার মৃত্যু

ত্রাসে পলাইল রাজা স্ত্রী-পুত্র এড়িয়া।
হেন বেলা গদাধর ঘর বেড়িল আসিয়া॥
পলাইল শতধন্বা মনে ভয় করি।
রাম কৃষ্ণ যান তবে পদ অনুসারি॥
মিলিলা তথায় গিয়া দেব গদাধর।
কৃষ্ণ দেখি অশ্ব ছাড়ি পলায় নৃপবর॥
তবে বলদেবে কিছু কৈল গদাধরে।
রথ এড়ি যাই আমি কানন-ভিতরে॥
ঘোড়া এড়ি, পদে রাজা পলাইয়া যায়।
রথে চড়ি যাই আমি ক্ষত্র ধর্ম্ম নয়॥
এত বলি রথ হৈতে নামি গদাধর।
ধাইল রাজার কাছে কানন-ভিতর॥
ধর ধর বলিয়া ধাইল চক্রপাণি।
ত্রাসে শতধন্বা রাজা ছাড়িল পরাণি॥
খড়্গে গদাধর তারে খণ্ড খণ্ড করি।
মণির কারণ তার শরীর বিচারি॥
কোথাহ না পাইল মণি দেব গদাধরে।
মণি না পাইল মিথ্যা মারিল নৃপবরে॥
আসিয়া ত' বলদেবে কৈল এই বাণী।
মণি না পাইনু মিথ্যা মারিনু নৃপমণি॥
হাসিয়া ত' বলদেব কৈল ক্রোধ-বাণী।
স্ত্রী লাগি আমারে কেন ভাণ্ড চক্রপাণি॥
স্ত্রীকে দেহ লয়ে আমি নাহি চাহি মণি।
এত বলি বলরাম কৈল তাঁরে বাণী॥
নাহি চাহি মণি আমি তুমি চল ঘর।
ঋষিগণ দেখিতে যাই মিথিলা-নগর॥
মিথিলা গেলেন বলাই শুনি দুর্য্যোধন।
গদা যুদ্ধ শিখিবারে করিল গমন॥
হেথা লজ্জা পেয়ে হরি গেলা নিজ পুরী।
সত্যভামার আগে কৈল যোড়হাত করি॥
শুন দেবী সত্যভামা বলিয়ে তোমারে।
মারিলা ত' শতধন্বা বনের ভিতরে॥
মারিয়া শরীর তার করিনু বিচারে।
না পাইনু মণি প্রিয়া বলিনু তোমারে॥
শুনিয়া কাঁদয়ে সতী ছাড়য়ে নিশ্বাসে।
রুক্মিণীকে দিবে মণি করিয়া নৈরাশে॥
ভাল হৈল ঘর কর, লয়ে সেই নারী।
ক্রোধ করি বাপ ঘর চলিলা সুন্দরী॥
মিথ্যাবাদে রুষ্ট কৃষ্ণ হইলা দুঃখিত।
কেন হেন বাদ হইল মোর আচম্বিত॥
দুঃখ মনে করি কৃষ্ণ গেলা নিজ ঘরে।
মণি হেতু চিন্তা বড় বাড়িল অন্তরে॥

অক্রূরের বিদেশ গমনে দ্বারকায় দুর্ভিক্ষ

হেনকালে অক্রূর সে মনে চিন্তা করি।
ছাড়িয়া দ্বারকা গেলা ভোজরাজ পুরী॥
তবে ত' দ্বারকা পুরে অরিষ্ট জন্মিল।
দ্বাদশ বৎসর তথা অনাবৃষ্টি হৈল॥
দুর্ভিক্ষ রোগ শোক হইল তথাই।
চিন্তিত সর্ব্বলোক কি হইল গোসাঞী॥
উৎপাত দেখিয়া সব যুবা বৃদ্ধ আসি।
অনুমান করি সব একস্থানে বসি॥
শ্বফল্কের পুত্র অক্রূর, গান্দিনী তনয়।
সেই ত' ছাড়িল দেশ উৎপাত হয়॥

মাতামহী যবে তার গর্ভ ধরিল।
দ্বাদশ বৎসরে গর্ভ ভূমিষ্ঠ না হৈল॥
নানা যজ্ঞ কৈল রাজা, কৈল নানা দানে।
নিত্য এক সুবর্ণ শৃঙ্গী দেয় ত' ব্রাহ্মণে॥
তবে সে প্রসব হৈল গর্ভ সুলক্ষণে।
কন্যা রত্ন হৈল কাশী রাজার ভবনে॥
আচম্বিতে কাশীপুরে অনাবৃষ্টি হৈল।
তবে সেই পুরে সবে অনুমান কৈল॥
দুর্ভিক্ষে লোক সব বড় দুঃখ পাইল।
শ্বফল্কেরে কন্যা দিতে কাশীরাজ কৈল॥

অক্রূরের মহিমানুমান ও তাঁহাকে দ্বারকায় আনয়ন

সকল লোকের বোলে সেই কাশীরাজা।
শ্বফল্কেরে কন্যা দিয়া কৈল তার পূজা॥
তবে সেই পুরে ইন্দ্র বৃষ্টি আরম্ভিল।
ঘুচিল দুর্ভিক্ষ তথা, শস্য বড় হৈল॥
তার গর্ভে উপজিল অক্রূর মহাশয়।
তাহারে আনিলে দেশে দুর্ভিক্ষ পলায়॥
তবে অনুমান করি কৈল গদাধরে।
বৃদ্ধ সব মেলি গেল অক্রূর আনিবারে॥
সত্য সজ্জ ত' করি অক্রূর আনিল।
আগমন মাত্রে ইন্দ্র বহু বৃষ্টি কৈল॥
খণ্ডিল সকল দুঃখ যতেক প্রকার।
আনন্দিত সর্ব্বলোক হরিষ অপার॥
বৃষ্টি দেখি বিস্মিত কৃষ্ণ মনে মনে গুণে।
অক্রূরের গুণ নহে, মণির কারণে॥
দিন কতক থাকি কৃষ্ণ কৈল অক্রূরেরে।
ভোজন করিবে আজ আমার মন্দিরে॥
মিষ্ট অন্ন খাওয়াইয়া কৈল গদাধর।
হাতে ধরি বৈল, কহ স্বরূপ উত্তর॥
সত্রাজিতের মণি আছে তোমার ভবনে।
শতধন্বা তোমারে দিল হেন লয় মনে॥

ঈষৎ হাসিয়া তবে অক্রূর বলিল।
মরণ সময় মণি শতধন্বা থুইল॥
আছয়ে সে মণি-রত্ন আমার যে ঘরে।
আজ্ঞা হৈলে আনি, গোসাঞী তোমার গোচরে॥
মেলানি ত' দিল তারে ত্রিদশ-ঈশ্বর।
বলদেবে আনিতে গেল মিথিলা-নগর॥
মিনতি প্রণতি করি বলিল হলধরে।
সত্বরে চলহ প্রভু দ্বারকা-নগরে॥
যতেক ত্রিবিধ লোক দ্বারকাতে বৈসে।
ভুঞ্জিতে আমন্ত্রণ গোসাঞী করিল বিশেষে॥
বিশিষ্ট অন্ন পান লোকে সন্তর্পণ করি।
সভা করি বসি তথা দেব শ্রীহরি॥
রুক্মিণী, সত্যভামা আর জাম্বুবতী।
সবাকারে বসাইল লইয়া শ্রীপতি॥
তবে দাণ্ডাইয়া কৃষ্ণ যুড়ি দুই হাত।
অক্রূরে প্রণতি করি বৈল জগন্নাথ॥
সত্রাজিতের মণি আছে তোমার ভবনে।
শতধন্বা দিল মণি হেন লয় মনে॥
যে পাকে পাইলে মণি যেমন প্রকারে।
সভা মধ্যে কহ কথা হউক প্রচারে॥
কৃষ্ণের কথা শুনিয়া অক্রূর মহাশয়।
যোড়হাতে কহে কথা করিয়া বিনয়॥
শতধন্বা দিল মণি মরণ সময়ে।
তবে আনি দিল মণি বলিল সবায়ে॥
লজ্জিত যে বলদেব হেট মাথা করি।
সত্যভামা দেবী বলে, পরিহার করি॥

মিথ্যাপবাদ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের কারণ-বর্ণন

গোবিন্দ বলে, লজ্জা না করিহ মনে।
মিথ্যাবাদ হৈল মোর মণির কারণে॥
ভাদ্রে চতুর্থীর চন্দ্র দেখিনু কৌতুকে।
তাহার কারণে মিথ্যা উপজিল লোকে॥

তে-কারণে মিথ্যা-বাদ হৈল সর্ব্বলোকে।
এই সে কারণে আমি বলি এ সবাকে॥
তিন তালি মারি আমি সবাকে বলিয়ে।
ভাদ্র চতুর্থীর চন্দ্র কভু না দেখিয়ে॥
আজি 'হরিতালিকা-তিথি' বলিলা শ্রীহরি।
সতর্কে থাকিহ লোক চন্দ্র পরিহরি॥
যদি বা চন্দ্রের সনে হয় দরশন।
এই প্রবন্ধ মোর করিহ স্মরণ॥
খণ্ডিবে সকল মিথ্যা হবে শুলক্ষণ।
সত্য সত্য বলি আমি শুন সর্ব্বজন॥
তবে ত' শ্রীহরি মণি হাতে করি নিল।
সভার ভিতরে কৃষ্ণ বলদেবে বৈল॥
মদে মত্ত ভাই তুমি, তোমার যোগ্য নহে।
সত্যভামা লয় যদি, আমাকে এড়য়ে॥
তে কারণে থাক্ মণি অক্রূরের স্থানে।
পবিত্রে থাকিলে সুখী হয়ে সর্ব্বজনে॥
এত বলি মণি দিল অক্রূরের হাতে।
মণি দিয়ে পূজিবারে বৈল জগন্নাথে॥
স্যমন্তক-হরণ-কথা অদ্ভূদ সংসারে।
একচিত্তে শুনিলে যায় বৈকুণ্ঠ-নগরে॥
ইহলোক সুখে থাকে পরলোকে গতি।
ইহার শ্রবণে হয় বৈকুণ্ঠে বসতি॥
সত্যভামা জাম্বুবতী বিভা একবারে।
গুণরাজ খাঁন বলে কৃষ্ণ অবতারে॥

কালিন্দীর বিবাহ

(আশাবরী রাগ)

শ্রীকৃষ্ণবিজয় নর শুন এক চিত্তে।
কালিন্দীরে বিভা কৃষ্ণ করিল যেমতে॥
রুক্মিণী, সত্যভামা, দেবী জাম্বুবতী।
তিন নারী লয়ে কৃষ্ণ সুখে নিবসতি॥
শক্র জিনি নিদ্রা যায় পালঙ্ক উপর।
আচম্বিতে পাণ্ডব চিন্তা কৈল গদাধর॥
অনেক বিঘ্ন এড়াইল অরণ্য ভিতরে।
হিড়িম্ব মারি, বক মারি, জিনিল স্বয়ম্বরে॥
দ্রৌপদী বিবাহ কৈল দ্রুপদ-নগরে।
শুনি দুর্য্যোধন রাজা আনিল নিজ ঘরে॥
যুধিষ্ঠিরে বিনয় করি দিল রাজ্য ভার।
হেনই সময়ে উদ্দেশ করিব তাহার॥
শুভক্ষণ করি রথে দারুক-সংহতি।
নড়িলা ত' হস্তিনাতে দেব শ্রীপতি॥
দেখিল বান্ধব সব হরষিত মনে।
ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের কৈল চরণ-বন্দনে॥
দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, দেবী সত্যবতী।
কুন্তী যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণ করিল প্রণতি॥
অর্জ্জুন সহিত কৃষ্ণ কৈল কোলাকুলি।
নকুল সহদেবে কৃষ্ণ আশিস্ দিয়া তুলি॥
যেই মত ছিল যার যেমত বিধান।
ভীমসেনে নমস্করি বসিয়া নারায়ণ॥
রাজাসনে হরষিত কৃষ্ণ দরশনে।
ভোজন করিল কৃষ্ণ মিষ্ট অন্ন পানে॥
হেনমতে নানা সুখে আছে নারায়ণ।
রথে চড়ি অর্জ্জুন সঙ্গে করিল গমন॥
কৌতুকে কৌতুকে গেলা যমুনার কূলে।
এক নারী তপ তথা করয়ে বিশালে॥
উন্মত্ত যৌবন তার পীন পয়োধর।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী রামা লক্ষ্মী অবতার॥
ব্রত উপবাসে তপ করে ঊর্দ্ধ জলে।
দেখিয়া সুন্দরী, কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে বলে॥

দেখ দেখ সখা হের অদ্ভুত-রমণী।
উর্দ্ধমুখে তপ করে তাজি অন্ন পানি॥
নাহিক শরীরে দোষ প্রথম যৌবন।
পতি হেতু তপ করে বুঝহ কারণ॥
রথ এড়ি চল সখা উহার সমীপে।
জিজ্ঞাসহ গিয়া কন্যা কেন করে তপে॥
কৃষ্ণের বচনে অর্জ্জুন গেলা তাঁর ঠাঞী।
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল কেবা তুমি হই॥
হেন উগ্র তপ তুমি কর কি কারণে।
শরীরে না দেখি দোষ অশুভ লক্ষণে॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তুমি যেন বিদ্যাধরী।
মিছে না বলহ কন্যা কহ সত্য করি॥
শুনিয়া অর্জ্জুন বাণী সম্ভ্রমে তপ এড়ি।
বিনয়ে কহিল কথা দুই হাত যুড়ি॥
সূর্য্যের নন্দিনী আমি কালিন্দী নাম মোর।
বাপের বচনে তপ করি যে কঠোর॥
দেখিয়া যৌবন মোর ত্রিদশ-অধিকারী।
বৈল কন্যা যাহ তুমি হস্তিনা-নগরী॥
যমুনার জলে যাহ অরণ্য-ভিতরে।
উর্দ্ধমুখে তপ তুমি করিহ বিস্তরে॥
ভারাবতারণে পৃথ্বী যাবে নারায়ণ।
দুষ্ট দৈত্য মারিবেন শ্রীমধুসূদন॥
সেই তোমার যোগ্য বর হবে ত্রিভুবনে।
তপ কৈলে পাবে তুমি কমললোচনে॥
সেই ত' কারণে তপ করি এই স্থানে।
কহিনু পুরুষবর আপন কথনে॥
শুনিয়া অর্জ্জুন গেলা যথা গোবিন্দাই।
হাসিয়া সকল কথা কহিল তাঁর ঠাঞী॥
সূর্য্য-কন্যা-সম রত্ন নাহি ত্রিভুবনে।
তুমি স্বামী হবে, তপ করে এক মনে॥
চল ঝাট আন গিয়া ত্রৈলোক্য-সুন্দরী।
না কর বিলম্ব শুন দেব শ্রীহরি॥
রথে চড়ি দুই জন হাসিতে হাসিতে।
রথে তুলি কন্যা লয়ে চলিলা ত্বরিতে॥
যুধিষ্ঠিরে গিয়া কৈল বচন বিনয়।
শুনিয়া কৌতুক বড় রাজার হৃদয়॥
পুরীর নির্ম্মাণ কৈল বিচিত্র সুবেশে।
প্রতি ঘরে পতাকা উড়ে সুবর্ণ কলসে॥
গোবিন্দ করিব বিভা সূর্য্যের নন্দিনী।
হরষিত সর্ব্বলোক দিবস রজনী॥
পরম হরিষে গোসাঞী কালিন্দী বিভা কৈল।
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে তথা দিবস বঞ্চিল॥

খাণ্ডব-বন দাহন

হেনকালে অগ্নি, বায়ু আইলা কৃষ্ণের ঠাই।
যোড়হাতে বলে শুন দেব গোবিন্দাই॥
যেই দুঃখে আইলাম শুন নারায়ণ।
বিনা মাংসে রোগ মোর না যায় খণ্ডন॥
যজ্ঞ-ঘৃতে অজীর্ণে আমি বড় দুঃখ পাই।
এক কথা নিবেদন কৈল তোমার ঠাঞী॥
খাণ্ডব দাহন যদি কর নারায়ণ।
খাণ্ডবে বহু ত' আছে বন-পশুগণ॥
ইন্দ্রের বচন কেহ লঙ্ঘিতে না পারে।
অগ্নি দিলে কোপে ইন্দ্র বরিষণ করে॥
শরজালে বৃষ্টি যদি রাখ নারায়ণ।
সকল খাইয়া ঘৃত, করি বিমোচন॥
তথাস্তু বলিয়া হরি অঙ্গীকার করিয়া।
অর্জ্জুন সহিত চলে ধনুর্ব্বাণ লইয়া॥
অর্জ্জুন সহিত কৃষ্ণ বনে অগ্নি দিল।
পুড়িয়া সকল বন অগ্নি তুষ্ট কৈল॥
হেনই সময় ইন্দ্র বরিষণ কৈল।
শরজালে অর্জ্জুন বীর বনে অগ্নি দিল॥
হেনমতে কতদিন বঞ্চিল গদাধর।
কালিন্দী সহিত গেলা দ্বারকা-নগর॥
কালিন্দী করিল বিভা দেব নারায়ণে।
গুণরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ-চরণে॥

মিত্রবিন্দার বিবাহ

(হিল্লোল-রাগ)

হেনমতে দ্বারকায় আছে চক্রপাণি।
আচম্বিতে মিত্রবিন্দার স্বয়ম্বর শুনি॥
অবন্তী-রাজার কন্যা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী রামা রূপেতে অপ্সরী॥
বাপ বৈল কন্যার যোগ্য ভাল আছে বর।
বসুদেব-সুত বর, দেব-গদাধর॥
বিন্দ, অনুবিন্দ, কন্যার সহোদর দুভাই।
শুনিয়ে ত্বরিতে দুঁহে গেলা বাপের ঠাই॥
কেন হেন বল বাপ অযোগ্য বচন।
আমার ভগ্নীর যোগ্য গোওয়ালা-নন্দন॥
স্বয়ম্বর করিয়া আনিব সব রাজা।
যার যেই যোগ্য হয় করিব তার পূজা॥
পুত্রের বচনে স্বয়ম্বর করে নৃপবর।
জানিল সকল কথা দেব দামোদর॥
রথ সাজি গেলা কৃষ্ণ অবন্তী-নগরে।
রথে তুলি কন্যা লয়ে আনিল সত্বরে॥
রথ আগুলিল রাজা যুদ্ধ করিবারে।
একলা জিনিল কৃষ্ণ সকল রাজারে॥
রাজা জিনি কন্যা আনি দেব গদাধর।
হরষিত সর্ব্বলোক দ্বারকা-নগর॥
তবে আনি শুভক্ষণে কন্যা বিভা কৈল।
মিত্রবিন্দা সনে কৃষ্ণ রজনী বঞ্চিল॥
শ্রীকৃষ্ণবিজয় নর শুন একমনে।
পুনরপি জন্ম নহে গুণরাজ ভণে॥

ভদ্রার বিবাহ

তবে কতদিনে রাজা কেকয়-অধিপতি।
শ্রুতকীর্ত্তি তাঁর পত্নী মহাযোগ্যবতী॥
বসুদেবের ভগিনী জগতমোহিনী।
ভদ্রা নামে কন্যা তার গুণের শালিনী॥
কারে কন্যা বিভা দিব মনে মনে গুণি।
ইহার সে যোগ্য বর দেব চক্রপাণি॥
পুত্র পাঠাইয়া দিল দ্বারকা-নগরী।
নানা পূজা করি ঘরে আনিল শ্রীহরি॥
কৌতুক মঙ্গল বড় কৈল নৃপবর।
কন্যা দিয়া নানা ধনে পূজিল গদাধর॥
অশ্ব-হস্তী-রথ দিল করিয়া সাজন।
দাস-দাসী নানা রত্ন যতেক বিধান॥
হরষিতে কন্যা লয়ে আনি গদাধর।
ভদ্রা সহিত আইলা দ্বারকা-নগর॥
ছয় কন্যা বিভা কৈল দেব শ্রীহরি।
আনন্দিত সর্ব্বলোক দ্বারকা-নগরী॥
ছয় কন্যা বিভা কৈল কমললোচনে।
কৃষ্ণের বিজয় গুণ গুণরাজ ভণে॥

নাগ্নজিতীর বিবাহ

পৃথিবীর মধ্যভাগে কোশল-নগরী।
নগ্নজিত নামে রাজা তাহে অধিকারী॥
ধার্ম্মিক বড়ই রাজা বৈষ্ণবের সীমা।
কন্যা-রত্ন হৈল তাঁর রূপে অনুপমা॥
লক্ষ্মী অংশে কন্যা তাঁর গুণের নাহি সীমা।
ত্রিভুবনে দিতে নাহি তাহার উপমা॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রামা জগতমোহিনী।
কারে বিভা দিব রাজা মনে মনে গুণি॥
নারদ মুনির মুখে সকল শুনিল।
ভারাবতারণে হরি পৃথিবীতে আইল॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বৈল সভার ভিতরে।
সাত বৃষ যেই বাঁধে একবারে॥
সেই ত' আমার কন্যা বিবাহ করিবে।
আর কোন প্রকারে কন্যা বিবাহ না দিবে॥
শুনিয়া কন্যার কথা সব নৃপবর।
কামে অচেতন হৈয়া গেলা কোশলনগর॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলা বৃষ বাঁধিবারে।
বৃষের নিকটে গিয়া পলায় সত্বরে॥
কেহ বা বাঁধিতে চায় কামে অচেতনে।
একগোটা বাঁধিতে কেহ নারিল যতনে॥
বৃষ বাঁধিতে নারে মহা-মহা-রাজা।
সেই পথে পলাইল পেয়ে বড় লজ্জা॥
যত যত রাজা সব পৃথিবীতে বৈসে।
বাঁধিতে নারিল কেহ এক গোটা বৃষে॥
তবে নাগ্নজিতী নারী গুণে মনে মনে।
আমাকে বিভা করিতে নহিব কোন জনে॥
প্রতিজ্ঞাতে বিভা মোর না হব এইকালে।
বাপের কারণে আমি না পাইনু গোপালে॥

বিষাদ করিয়া রামা মনে মনে গুণি।
এক চিত্তে বর মাগে পূজিয়া ভবানী॥
সৃষ্টির পালিনী দেবী দুর্গতি নাশিনী।
বর দেহ দেবী মোরে হরের ঘরণী॥
স্বামী করি দেহ মোরে দেব চক্রপাণি।
ত্রিভুবনের সার তুমি জগতমোহিনী॥
নহে ত' স্ত্রীবধ দিব তোমার উপরে।
জন্মে জন্মে পাই যেন দেব গদাধরে॥
হেন মতে আছে কন্যা কৃষ্ণ চিত্তে করি।
দ্বারকা থাকিয়া মনে জানিল শ্রীহরি॥
ত্রিদশের নাথ গোসাঞী সকল জানিল।
বিশেষে বৃষের কথা সর্ব্বত্রে শুনিল॥
অন্তরে কৌতুক হৈলা দেবগদাধর।
সাত বৃষ বাঁধিতে গোসাঞী চলিল সত্বর॥
রথে চড়ি গেলা গোসাঞী কোশল-নগর।
কৃষ্ণ দেখি হরষিত হৈলা নৃপবর॥
সম্ভ্রমে উঠয়ে রাজা পাদ্য-অর্ঘ্য লয়ে।
ঘরে আনে গদাধর সভৃত্যে পূজিয়ে॥
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাইল ভোজন।
জিজ্ঞাসিল রাজা কেনে করিলে গমন॥
ঈষৎ হাসিয়া বৈল দেব চক্রপাণি।
তোমার কন্যার বিভা লোক মুখে শুনি॥
দেহ ত' আমারে বিভা শুন নৃপবর।
বিভা করিবারে আইলাম তোমার নগর॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য যুড়ি দুই কর।
ভাল বোল বৈলে গোসাঞী ত্রিদশ-ঈশ্বর॥
তোমাকে যে দিব বিভা মনে দৃঢ় করি।
বিষম প্রতিজ্ঞা কৈল শুনহ শ্রীহরি॥

মম ভাগ্যে মোর ঘর আইলা গদাধর।
সাত গোটা বৃষ বান্ধি কন্যা বিভা কর॥
শুনিয়া রাজার বোল দেবনারায়ণ।
এত বড় প্রতিজ্ঞা রাজা কৈলে কি কারণ॥
যবে কোন অধম, বলে বড় হইয়া।
করয়ে কন্যাকে বিভা বলদ বাঁধিয়া॥
তবে কোন্ কর্ম্ম হব, শুন নৃপবর।
সংসারে ত' অপযশ ঘুষিব বিস্তর॥
শুনিয়া বলিল রাজা শুন নারায়ণ।
এক গোটা বৃষ বাঁধে নাহিক হেন জন॥
তোমা ভিন্ন বান্ধে হেন নাহিক সংসারে।
বুঝিয়া প্রতিজ্ঞা কৈল, শুন গদাধরে॥
বৃষ বান্ধি বিভা কর পরম রূপসী।
তুমি তার যোগ্য, সেই তোমার সাদৃশী॥
শুনিয়া রাজার বোল হাসি গদাধর।
সাত বৃষ বাঁধিতে কৃষ্ণ যায় একেশ্বর॥
মহাকায় বৃষ সব দেখিতে ভয়ঙ্কর।
সাত মূর্ত্তি হইয়া বৃষ বান্ধে গদাধর॥
দেখিয়া ত' মহারাজা নড়িলা সত্বরে।
আনিয়া ত' কন্যাদান কৈল গদাধরে॥
সহজে সুন্দরী রামা জগত-মোহিনী।
নানা রত্নে ভূষিতা কন্যা দিল নৃপমণি॥
অশ্ব, হস্তী দিল রাজা নানাবিধ দান।
দাস-দাসী নানা ধন যতেক বিধান॥
বিভা করি নারায়ণ রথেতে চড়িয়া।
নড়িলা দ্বারকাপুরী কন্যা রত্না লইয়া॥
নানারত্নে নানা-ধনে দ্বারকাতে গিয়া।
সুখে নিবসন্তি কৃষ্ণ বন্ধুজন লইয়া॥
কৃষ্ণের চরিত্র নর শুন এক মনে।
নাগ্নজিতী বিভা গুণরাজ খাঁন ভণে॥

লক্ষ্মণার বিবাহ

(কামোদ রাগ)

হেনকালে মদ্ররাজা আপন ভবনে।
লক্ষ্মণা-বিবাহ-কার্য্য চিন্তি মনে মনে॥
ডাক দিয়া পাত্র-মিত্র আনি নৃপবর।
বিবাহ যোগ্য কন্যা হৈল কর স্বয়ম্বর॥
রাজার আদেশে দূত পাঠায় দেশে দেশে।
পুরী নিরমাণ কৈল বিচিত্র সুবেশে॥
রাধাচক্র গড়িল যেন ইন্দ্রের বিধানে।
এক যোজন উর্দ্ধে ঘুরে লোকের অদর্শনে॥
ধনুর্ব্বাণ যুড়িয়া ত' ইন্দ্রের বিধানে।
যেই জন বিন্ধে, তারে দিব কন্যা দানে॥
আদেশিল নরপতি হরষিত মনে।
রাধাচক্র রচিত কৈল পুরী নিরমাণে॥
রাজযোগ্য স্থল কৈল রাজা রহিবারে।
নর্ত্তক নাচয়ে, গীত প্রতি ঘরে ঘরে॥
পৃথিবীর মধ্যে যত আছে নৃপবর।
পরম হরিষে আইলা মদ্রের নগর॥
আসিয়া বসিলা সবে স্বয়ম্বর স্থানে।
রাধাচক্র বিন্ধিবারে আইলা আর দিনে।
তবে মদ্র অধিপতি অতিথি ব্যবহারে।
নানা রত্নে পূজা কৈল সব নৃপবরে॥
করযুড়ি বলে রাজা সবা বিদ্যমানে।
যেই চক্র বিন্ধে, তারে কন্যা দিব দানে।
পরিহার করি তবে মদ্ররাজা বৈল।
উর্দ্ধমুখ করি সবে চক্র নিরখিল॥

বিক্রম করিয়া যায় যত নরপতি।
নারিল পূরিতে ধনু অনেক শকতি॥
মৎস্য-রাজা, রুক্মী-রাজা, বিদর্ভ ঈশ্বর।
নারিল পূরিতে ধনু সভার ভিতর॥
দুর্য্যোধন শত ভাই তুলিয়া চাহিল।
গুণ দিয়া ধনু কেহ পূরিতে নারিল॥
শাল্ব, শকুনি, বৃহদ্রথ, কাশীরাজ।
গুণ দিতে নারিল কেহ পায় বড় লাজ॥
নকুল, সহদেব, আর যত যত রাজা।
না তুলিল ধনু তারা, না লৈল পূজা॥
তবে ভীমসেন ধনু হাতেতে তুলিল।
পূরিয়া ত' বাণ তিহোঁ এড়িতে নারিল॥
তবে ত' অর্জ্জুন বীর ধনুক তুলিয়া।
এড়িলেন বাণ-গোটা আকর্ণ পূরিয়া॥
পরশিয়া চক্রে বাণ ভূমিতলে পড়ে।
লজ্জাতে অর্জ্জুন-বীর ধনুর্ব্বাণ এড়ে॥
তবে ত' হাসিয়া কৃষ্ণ দৃঢ় করি পরি।
লইল ধনুক বাণ আপনি শ্রীহরি॥
বাম হাতে ধনু ধরি আকর্ণ পূরিয়া।
এড়িলেন বাণ-গোটা চক্র সে দেখিয়া॥
সংসারের সার গোসাঞী অপূর্ব্ব মায়া জানি।
বাণে কাটি মৎস্য-গোটা ফেলে চক্রপাণি॥
প্রতিজ্ঞা সফল হৈল, দেখি মদ্ররাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য মধু দিয়া কৈল তাঁরে পূজা॥
তবে ত' লক্ষ্মণা দেবী ত্রৈলোক্য-সুন্দরী।
স্বয়ম্বর স্থানে গেলা হাথে মালা করি॥
উজ্জ্বল বসনের আড় অঞ্চল দিয়া।
নানা রত্নে আভরণে ভূষিত হইয়া॥
মত্ত-গজগামিনী রামা নূপুর বাজে পায়।
পদে পদে ধ্বনি যেন রাজহংসী যায়॥
পুরুষ-বিদূষী কন্যা জানে সর্ব্ব কলা।
সভা দীপ্ত কৈল, যেন বিদ্যুতের মালা॥
হাথে মালা করি দেবী গোবিন্দের পাশে।
কৃষ্ণের গলেতে মালা দিলেন হরিষে॥
জয় জয় শব্দ হৈল সকল সংসারে।
স্বয়ম্বরে লক্ষ্মণা বিভা কৈল গদাধরে॥
তবে মদ্ররাজা ঘরে গোবিন্দ আনিয়া।
শাস্ত্রের বিধানে কন্যা দিল বিভা গিয়া॥
ছয় শত রথ দিল যৌতুক বিধানে।
ছয় লক্ষ ঘোড়া দিল, সহস্র হস্তী দানে॥
ছয় কোটি পাইক দিল নানা অস্ত্র দিয়া।
তিন শত দাসী দিল রতনে ভূষিয়া॥
নানারত্ন দান দিল গোবিন্দ পাইয়া।
নড়িলা ত' গদাধর কন্যা রত্ন লৈয়া॥
কামে লাজে হত চিত্ত যত নৃপবর।
যুদ্ধ করিবারে পথে নড়িল সত্বর॥
জিনিয়া সকল রাজা দেব শ্রীহরি।
লক্ষ্মণা সহিত আইলা দ্বারকা-নগরী॥
অষ্টনায়িকা বিভা কৈল গদাধর।
আনন্দে শুনহ নর কথা মনোহর॥
ইহলোকে সুখে থাকে যেই জন শুনে।
অষ্টনায়িকা বিভা কৈল নারায়ণে॥
গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ চরণে॥

নরকাসুরের দৌরাত্ম্য

(মায়ূর-রাগ)

পৃথিবী-তনয় রাজা নরক মহামতি।
মধ্যদেশে বসে রাজা মহা-যোদ্ধাপতি॥
চক্রবর্ত্তী রাজা হৈল বিদিত সংসারে।
জিনিল সকল রাজা পৃথিবী ভিতরে॥
কুবের জিনিয়া রথ আনি নৃপবরে।
মণি-পর্ব্বত জিনি মণি আনিলেক ঘরে॥
কুড়ি সহস্র কন্যা বিভা করিব একবারে।
ইহা লাগি দেব-নর-গন্ধর্ব্ব-কন্যা হরে॥
যত যত মহারাজা আছে ত্রিভুবনে।
সবা জিনি কন্যা আনে আপন-সদনে॥
সুরপুরী জিনিয়া আনিল অপ্সরী।
অদিতির কুণ্ডল আনিল ত' হরি॥
মায়ের কুণ্ডল হরে দেখি সুরপতি।
বিস্তর করিল যুদ্ধ নরক-সংহতি॥
নারিল সহিতে যুদ্ধ, ভঙ্গ দিল রণে।
যুদ্ধে হারি ইন্দ্র তবে গুণি মনে মনে॥
কেমতে খণ্ডয়ে লাজ চিন্তিল তথাই।
দ্বারকা আইল ইন্দ্র গোবিন্দের ঠাঁই॥
দেখিয়া ত' গদাধর সম্ভ্রমে উঠিয়া।
বসাইল সুরপতি পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া॥
অনেক বিনয় করি যুড়ি দুই হাত।
কি কারণে আগমন, শুন সুরনাথ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা একচিত্ত মনে।
কহিল সকল কথা যত অপমানে॥
ভারাবতারণে গোসাঞি কৈল অবতার।
তোমা বিদ্যমানে এত দুর্গতি আমার॥
অনেক সুন্দরী কন্যা, যত ত্রিভুবনে।
সব কন্যা হরিয়া থুইয়াছে এক স্থানে॥
বিংশতি সহস্র কন্যা একত্র করিয়া।
একত্রে করিবে বিভা বাসনা করিয়া॥
ষোল সহস্র একশত আনিয়াছে ঘরে।
বিংশতি সহস্র পূর্ণ হৈলে বিভা করে॥
নাহি করে বিভা, কন্যা আছে এক স্থানে।
না করিব বিভা বিংশতি সহস্র বিনে॥
কুবের জিনিয়া মণি-পর্ব্বত আনিল।
মায়ের কুণ্ডল হরি' আমাকে জিনিল॥
আমার মাতা তবে বলিল আমারে।
দ্বারকাতে যাহ যথা ত্রিদশ-ঈশ্বরে॥
কৃষ্ণকে কহিয়া মার নরক দুষ্টমতি।
আনিয়া কুণ্ডল মোরে দেহ সুরপতি॥
কহিয়া সকল কথা নড়িলা সত্বর।
নরক বধিব আজ্ঞা কৈল গদাধর॥
বিনয় করিয়া ইন্দ্র পাঠাইল ঘরে।
নরক মারিতে সাজে দেব গদাধরে॥
ঘরে বসি হলধরে আনি গদাধর।
পালিহ কিঙ্কর সব, রাখিহ নগর॥
বসুদেব-দৈবকী উগ্রসেন রাজা।
সবারে আনিয়া কৃষ্ণ করিলেন পূজা॥
মন্ত্রণা করিল কৃষ্ণ, সবা বিদ্যমানে।
নরক বধিতে যাই ইন্দ্রের বচনে॥
অনেক শত্রুতে বসি পৃথিবী-ভিতরে।
সবে মেলি রাখিহ পুরী, থাকিহ সত্বরে॥
গরুড় সহিতে যাব জিনিতে নরপতি।
রথে চড়ি দারুক মোর আসুক সংহতি॥
আর সব বীর থাকুক দ্বারকা রাখিয়া।
নড়িলা ত' গদাধর সত্যভামা লইয়া॥

সত্যভামা সঙ্গে কৃষ্ণ গরুড়ে চড়িলা।
নরক বধিতে কৃষ্ণ একলা নড়িলা॥
প্রিয়া-পাশে গরুড়ে চড়িয়া অন্তরীক্ষে।
জলে থাকি মুর-দৈত্য গোবিন্দেরে দেখে॥

মুরদৈত্যের সবংশে মৃত্যু

অগ্নিময় গড় পুরী দেখি ঘোরতর।
জল দুর্গে বিষম পুরী জলের ভিতর॥
নরকের সখা মুর জলের ভিতরে।
ঘর করি বৈসে তথা, পুরী রাখিবারে॥
পঞ্চমুখ দৈত্য বড় ঘোর দরশন।
জলমধ্যে বসি জিনে সকল ভুবন॥
সাতগোটা পুত্র তার যম দরশনে।
সত্বরে উঠিলা যুদ্ধ করিবার মনে॥
ডাকিয়া বলয়ে মুর যাস্ কোথাকারে।
পুরী রাখি বৈসে মুঞি জলের ভিতরে॥
পড়িলি সে মোর হাতে নিকট মরণ।
আজি ত' পূরিল তোর যমের কারণ॥
এত বলি গোবিন্দেরে এড়ে দশ বাণ।
চক্রে কাটি গদাধর কৈল খান-খান॥
পুনরপি শেল লৈয়া ধাইল সত্বরে।
এড়িলেক শেলপাট দেখি গদাধরে॥
দশদিক দীপ্ত করি আসে কৃষ্ণ ঠাঞি।
চক্র এড়ি শেল পাট কাটি গোবিন্দাই॥
পুনরপি চক্র এড়িল চক্রপাণি।
চক্রে কাটি শরীর তার কৈল খানি-খানি॥
মরিল ত' মুর-দৈত্য দেখে দেবগণে।
মুরারি বলিয়া নাম করিল ঘোষণে॥
সাত পুত্র রোষে তার বাপের মরণে।
কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করি ছাড়িল জীবনে॥
সবংশে মারিয়া মুর দেব গদাধর।
গরুড়ে চড়িয়া গেলা পুরীর ভিতর॥

মহারণে নরকাসুর নিধন

দেখিয়া নরক আইসে যুদ্ধ করিবারে।
হাথে অস্ত্র করি রাজা আইলা সত্বরে॥
মারিলে মোর সখা, বড় কৈলে রণ।
মোর হাতে যাবে আজি যমের সদন॥
হেনমতে কর্কশ রণ কৈল দুই জন।
বাণ বরিষণ কৈল অদ্ভুত রণ॥
তথা বন্দি ঘরে যত রাজার কুমারী।
ঘট পাতি পূজে দেবী একমন করি॥
শুন দেবী পার্ব্বতী, হরের ঘরণী।
দুঃখ সাগরে পার করহ ভবানী॥
পাপিষ্ঠ নরক যেন নাহি করে বিভা।
হেন বর দেহ, মা গো! দেবী মহামায়া॥
ত্রিজগত-নাথ, মা গো! করাহ গোচর।
নরক মারিয়া লউন গদাধর॥
একমন চিত্তে কন্যা চিন্তে নারায়ণ।
হেথা কৃষ্ণ নরকে হৈল মহা-রণ॥
ধাইয়া ধনুকে রাজা যুড়ে পঞ্চবাণ।
চক্রে কাটি গোবিন্দাই কৈল খান-খান॥
ব্রহ্ম অস্ত্র, শেল লৈল নরক নৃপতি।
শেলের মুখে অগ্নি জ্বলে, করয় দীপতি॥
এড়িলেক শেল-গাছ কৃষ্ণের উদ্দেশে।
মেঘে যেন বিদ্যুৎ পড়িল আকাশে॥
চিন্তিল ঈশ্বর, দেখি শেলের মহিমা।
এড়িলেন বাণ যত নাহি তার সীমা॥
বাণ ব্যর্থ করি, শেল আইসে কৃষ্ণ ঠাঞি।
চক্র এড়ি শেল পাট কাটি গোবিন্দাই॥
শেল ব্যর্থ দেখি মনে চিন্তে নৃপবর।
লাফ দিয়া তার পানে গেলা গদাধর॥
মারিল গদাধর বাড়ি মুণ্ডের উপরে।
পড়িল নরক-রাজা, গেলা যম ঘরে॥

মইল নরক-রাজা, দেখে দেবগণ।
জয় জয় শব্দ কৈল, পুষ্প বরিষণ॥

পৃথিবীদেবীর শ্রীকৃষ্ণ স্তব

গরুড় এড়ি কৃষ্ণ সত্যভামা লৈয়া।
দেখিল রাজার মাঞি পুরী প্রবেশিয়া॥
আইলা পৃথিবীদেবী করপুট করি।
একভাবে স্তুতি করে দেখিয়া শ্রীহরি॥
শুন দেব নারায়ণ জগত-ঈশ্বর।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সর্ব্বেশ্বর॥
তুমি ত' সৃজিলে গোসাঞী সর্ব্ব দৈত্যগণ।
গন্ধর্ব্ব দানব-আদি পশু পক্ষিগণ॥
বরাহ-রূপ ধরে গোসাঞী জলের ভিতরে।
আমা উদ্ধারিলে প্রভু দশন-শিখরে॥
আমার উদরে বীর্য্য এড়িলে শ্রীপতি।
তাতে জন্মিল পুত্র নরক মহামতি॥
আপন পুত্রের নিলে আপনি পরাণি।
তুমি বধ কৈলে, কি বলিব চক্রপাণি॥
সদয়হৃদয় গোসাঞী দয়া উপজিল।
অমৃতবচনে গোসাঞী পৃথিবী তুষিল॥
অতি গুরুভারে তুমি ক্রন্দন করিয়া।
ক্ষীরোদে গোহারি কৈলে দেবগণ লৈয়া॥
হরিতে তোমার ভার আপনি অবতরি।
মারিল তোমার পুত্র, বিষাদ কেনে করি॥
গোবিন্দের বচনে পৃথিবী পেয়ে লাজ।
ভাল হৈল, মইল পুত্র, কৈলা দেবরাজ॥
অদিতির কুণ্ডল আনি দিল কৃষ্ণ ঠাঁই।
চরণে পড়িয়া কান্দে বসুমতী মাই॥
সকল দেখিয়া হাসে দেবী সত্যভামা।
কতেক তোমার স্ত্রী, না জানিল সীমা॥
পৃথিবীরে আলিঙ্গন দিয়া নারায়ণ।
মধুর বচনে তাঁরে করিল তোষণ॥
পৃথিবী করিয়া সঙ্গে দেব নারায়ণ।
অভ্যন্তরে গেলা যথা আছে কন্যাগণ॥

ষোড়শসহস্রাধিক মহিষীর পাণি গ্রহণ

দেখিল যুবতীগণ আছে এক মনে।
কায়মন-বাক্যে চিন্তে গোবিন্দ-চরণে॥
হেন বেলা সম্মুখে গেলা গদাধর।
দেখিল যুবতীগণ যেন পঞ্চশর॥
সম্ভ্রমে উঠিলা সবে কামে অচেতন।
স্বামী করি সবে, দেব-নারায়ণ॥
কৃষ্ণ স্বামী, কৃষ্ণ স্বামী, কন্যা সব কৈল।
কৃষ্ণ স্বামী পেয়ে সবে আনন্দিত হৈল।
ষোল সহস্র একশত পরম-সুন্দরী।
একলা করিল বিভা দেব-শ্রীহরি॥
নরকের ধন জন সকল লইয়া।
দ্বারকায় গেলা কৃষ্ণ হরষিত হৈয়া॥
আনন্দিত সর্ব্বলোক, দ্বারকা-নগরী।
অদিতির কুণ্ডল দিতে নড়িলা শ্রীহরি।
কুণ্ডল দিয়া অদিতিরে প্রণাম করি।
পুনরপি দ্বারকায়ে আইল শ্রীহরি॥
ষোল সহস্র একশত অষ্ট রমণী।
একলা করিল বিভা দেব চক্রপাণি॥
যতেক সুন্দরী, কৃষ্ণ তত মূর্ত্তি ধরে।
এক মূর্ত্তি ধরি থাকে এক স্ত্রীর ঘরে।
দশ পুত্র, জন্মাইল সবার উদরে।
কৃষ্ণের রূপ গুণ ধরে, দেখিতে সুন্দরে।
দশ পুত্র এক কন্যা প্রসবে সব-নারী।
সবাকারে সমভাবে তুষ্ট কৈল হরি॥
হেন অদ্ভুত কথা শুন এক মনে।
পুনরপি জন্ম নহে, গুণরাজ ভণে॥

শ্রীনারদ কর্ত্তৃক সম্বরকে রুক্মিণীর গর্ভে কামের জন্ম-কথন

(মল্লার-রাগ)

হেন মতে কতদিনে দ্বারকা-নগরে।
রুক্মিণী সহিত কৃষ্ণ নানা ক্রীড়া করে॥
ধরিল প্রথম গর্ভ রুক্মিণী সুন্দরী।
হরষিত সর্ব্বলোক জয় জয় করি॥
কামদেব উৎপত্তি নারদ জানিয়া।
সম্বরে জানাতে যায় হরষিত হৈয়া॥
দূরে দেখি সম্বর নারদ-তপোধন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁরে দিল সিংহাসন॥
বসিয়া নারদ কহে সকল উত্তর।
কহে ত' কামের জন্ম, শুন ত' সম্বর॥
মহাদেব শাপে কাম যবে ভস্ম হৈল।
দেখিয়া সুন্দরী রতি স্তুতি বড় কৈল॥
দোষে শাপ দিলে, কর শাপের অব্যাহতি।
স্বামী জিয়াইয়া দেহ, দেব উমাপতি॥
রতির করুণ শুনি দেব চূড়ামণি।
ভারাবতারণে আসিব চক্রপাণি॥
তাঁর পত্নী রুক্মিণী দেবী রূপেতে পার্ব্বতী।
তাঁহার উদরে জন্ম লভিব তোর পতি॥
বীর বড় হব কাম, শুনহ সুন্দরী।
সম্বর মারিয়া নাম হব সম্বরারি॥
দ্বারকায় জন্ম তাঁর, মহাদেবের বরে।
তোমার শত্রুর জন্ম রুক্মিণী উদরে॥

সম্বর কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্ন হরণ

বলিয়া নারদ গেলা, সম্বর মনে গুণে।
মায়া করি রহে গিয়া কৃষ্ণের ভবনে॥
নানা মায়া জানে দুষ্ট মায়ার বিধানে।
কাম জন্ম অবধি রহিল সেই স্থানে॥
দশ মাসে পূর্ণ গর্ভ রুক্মিণীর হইল।
শুভক্ষণে শুভযোগে পুত্র প্রসবিল॥
সুতিকার ঘরে সেই সম্বর অসুরে।
ছাওয়াল হরিল, কেহ নহিল গোচরে॥
সমুদ্রে ফেলিয়া শিশু আইল সম্বর।
সমুদ্রে ফেলিতে মৎস্য গিলিল কোঙর॥
দৈব নির্ব্বন্ধ যত, হইতে সে চায়।
মৎস্যজীবী সব, মৎস্য মারিবারে যায়॥
কৌরব নামেতে এক মৎস্যজীবী ছিল।
মৎস্য ধরিবারে জাল সমুদ্রে ফেলিল॥
প্রবীন মৎস্য-গোটা জালে বন্দী হৈল।
জাল টানি মৎস্য গোটা কুলেতে তুলিল॥
তবে মৎস্যজীবী সেই মৎস্য সে ধরিয়া।
দিল ত' সম্বরে ভেট, প্রবীণ দেখিয়া॥
ভিতর পাঠাইল মৎস্য রন্ধন করিবারে।
কুটিলে, দেখিল শিশু মৎস্যের উদরে॥
শ্যামল সুন্দর শিশু অতি মনোহর।
শিশু দেখি রতি দেবী হইল সত্বর॥
শুনি অপুত্রক রাজা ধায় দেখিবারে।
পুত্র বলি রতিকে ত' দিল পুষিবারে॥

রতির প্রতি নারদের উপদেশ

হেনকালে নারদ মুনি নিভৃতে আসিয়া।
কহন্তি সকল কথা রতি দেবী লৈয়া॥
শুন রতি দেবী তুমি, স্বরূপ-কাহিনী।
স্বামী ভস্ম হৈলে বর মাগিলে আপনি॥
তথির কারণে জন্ম ভূমিতে আসিয়া।
আছহ সম্বরের ঘরে মায়াতে মাতিয়া॥

নানা মায়া জান তুমি মায়ার নিলয়ে।
মায়া পাতি দিয়া, ভাল ভাণ্ডিলে রাজায়ে॥
এই সে তোমার স্বামী, কৃষ্ণের নন্দন।
মহাদেবের বরে জন্ম লভিল মদন॥
শত্রুভাবে সমুদ্রে ফেলিল সম্বরে।
মৎস্য গিলিল, কাম আইল তোর ঘরে॥
স্বামীর সেবা কর তুমি, আমি যাই ঘর।
মায়া পাতি, সম্বর মারি লভহ সত্বর॥
নড়িলা নারদ মুনি, হাসে মায়া-রতি।
শিশুভাবে পালন করে আপনার পতি॥

রতির স্বামী-পালন ও তত্ত্ব-বর্ণন

স্বামী পালন করে রতি সম্বরের ঘরে।
দিনে দিনে বাড়ে কাম দেখিতে সুন্দরে॥
অল্পকালে বাড়ে কাম পুরুষ রতন।
নামা অস্ত্র পড়ি ধরে প্রথম যৌবন॥
জানিল সকল মায়া-রতি-উপদেশে।
পূর্ব্বের যতেক মায়া জানিল বিশেষে॥
তবে কতকালে দেবী স্বামী পাশে গিয়া।
করন্তি শৃঙ্গার ভাব নির্লজ্জ হইয়া॥
বিপরীত দেখি কাম স্মরে হরি হরি।
পুত্রভাব ছাড়ি কেনে স্বামীভাব করি॥
কহ ত' সকল তত্ত্ব, না ভাণ্ডিহ মোরে।
ভাল চরিত্র আজি না দেখি তোমারে॥
কামের বচনে রতি হাসে ধীরে ধীরে।
কহন্তি সকল কথা মধুর উত্তরে॥
সম্বরের নারী নহি, নহি তোমার জননী।
পূর্ব্বে রতি নাম মোর তোমার ঘরণী॥
শাপ দিয়া মহাদেবে তোমা ভস্ম কৈল।
আমার করুণা দেখি শিব তুষ্ট হইল॥
আজ্ঞা দিল মহাদেব বর মাগ রতি।
তবে ত' মাগিনু বর জিউ নিজ পতি॥
হাসিয়া ত' মহাদেব দিল মোরে বর।
ভারাবতারণে যাব জগত-ঈশ্বর॥
তাঁর বীর্য্যে উপজীব রুক্মিণী উদরে।
তাবৎ তপস্যা তুমি কর গঙ্গাতীরে॥
তোমার অবধি তপ চিরকাল কৈল।
পরিমিত নাই, তপ বহুদিন হৈল।

সম্বরাসুরের রতিহরণ

হেন বেলা সম্বর রাজা যায় সেই পথে।
হরিয়া আনিলা আমা তুলি নিজ রথে॥
ধরে আনি বল করিতে চাহে পাপ-মনে।
নিজ-মূর্ত্তি এক নারী সৃজিল তখনে॥
রাজাকে ভাণ্ডিনু মুঞি দিয়া মায়া রতি।
স্বরূপ কহিনু কথা, শুন নিজ পতি॥
আনিয়া দেখাল তবে সেই মায়া-রতি।
তা' দেখিয়া হাসিলা তবে কাম মহামতি।
আনিল সম্বর আমা বল করি' হরি'।
তোমার বিলম্বে মুঞি আছি একেশ্বরী॥

সম্বরের গৃহে কামদেব

তোমার জন্ম শুনি গেল কৃষ্ণের নগরে।
সমুদ্রে ফেলায়ে তোমা আইলে নিজ ঘরে।
মৎস্য গিলিল তোমা, দৈবেতে রাখিল।
আনিয়া রাজারে ভেট মৎস্যজীবী দিল॥
মৎস্যের উদরে আমি তোমাকে পাইল।
শুনিয়া অপুত্রক রাজা দেখিতে আইল॥
অপুত্রক রাজা আসি তোমাকে দেখিয়া।
আমাকে বলিল, পাল যতন করিয়া॥
এই ত' বালক তুমি করহ পালন।
হেন বেলা আইলা তথা নারদ তপোধন॥
নিভৃতে নারদ মোরে সকলি কহিল।
নারদ-বচনে তোমা সেবা যে করিল॥
রুক্মিণী—তোমার মাতা, জনক—শ্রীহরি।
সম্বর মারিয়া ঝাট চল নিজ-পুরী॥

নারদ-কর্ত্তৃক সম্বর বধার্থ উপদেশ দান

রতি-কামদেবে হইল এ-সব কথন।
হেন বেলা আইল তথা নারদ-তপোধন॥
বিশেষে সকল কথা কহে মুনিবরে।
রতি লৈয়ে ঘরে যাহ মারিয়া সম্বরে॥
বলিয়া নারদ গেলা, কাম চিন্তে মনে।
সম্বরে মারিতে যুক্তি করে রতি সনে॥
কি-পাকে সম্বর মারি যুক্তি বল রতি।
কর যুড়ি বলে রতি, শুন প্রাণপতি॥
কৃষ্ণের তনয় তুমি, কৃষ্ণের সমানে।
নানা মায়া জান তুমি মায়ার নিধানে॥
নানা মায়া জান তুমি কাম পঞ্চবাণ।
সম্বর মারিতে প্রভু, হও সাবধান॥
শুভ যাত্রা করি যাহ যুদ্ধ করিবারে।
সম্বর মারিয়া চল দ্বারকা-নগরে॥

সম্বর ও কামের যুদ্ধ

রতির বচনে কাম হর্ষ মনে করি।
যুদ্ধ করিবারে যায় নানা অস্ত্র ধরি॥
দেখিয়া চিন্তিত রাজা গুণি মনে মনে।
পুত্র হৈয়ে কেন আইসে করিবারে রণে॥
ডাক দিয়া বলে তারে কাম মহামতি।
কারে পুত্র বলিস্ বেটা পাপ দুষ্টমতি॥
কৃষ্ণের তনয় আমি, রুক্মিণী-নন্দন।
সমুদ্রে ফেলিয়া আলি, নাহি কি স্মরণ?
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র আমি, রাখিল গোসাঞি।
এখন মারিয়া তোমা পাঠাব যম ঠাঞি॥
তত্ত্ব পাইয়া উঠে সম্বর ক্রোধ মনে।
নানা অস্ত্র লয়ে করে বাণ বরিষণে॥
দুই জনে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর।
কারে কেহ জিনিতে নারে, একই সোসর॥
গন্ধর্ব্ব অস্ত্র এড়ে রাজা, নানা মায়া জানে।
কামের উপরে করে বাণ বরিষণে॥
নানা অস্ত্র জানে কাম রতি উপদেশে।
কাটিয়া সকল মায়া ফেলিল আকাশে॥
মায়া সব ব্যর্থ হৈল দেখিয়া সম্বর।
ডাকিয়া কামেরে বলে সক্রোধ উত্তর॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র করিলে বড়াই।
মুদ্গরের ঘায় তোমা পাঠাব যম ঠাঁই॥

সম্বরের মুদ্গর নিবারণার্থ কামদেব কর্ত্তৃক দেবীর স্তব

তপ ফলে দেবী তারে দিলেন মুদ্গর।
ব্রহ্ম অস্ত্র হইতে তেজ ধরয় মুদ্গর॥
দশদিক্ দীপ্ত করে বনের ভিতর।
দেখিয়া মুদ্গর তবে পাইল বড় ডর॥
দেখিয়া সকল লোক চমকিত মনে।
আকাশে থাকিয়া দেখে সর্ব্ব দেব গণে॥
মুদ্গর দেখিয়া কাম কম্পিত অন্তরে।
হেন বেলা আইলা নারদ মুনিবরে॥
না যুড়িহ অস্ত্র, কাম! স্থির কর মনে।
দেবী বরে মুদ্গর অজয় ত্রিভুবনে॥
এক মনে পূজ দেবী, না কর বিষাদ।
বল না করিব অস্ত্র, দেবীর প্রসাদ॥
এতেক বলিয়া গেলা নারদ তপোধন।
অস্ত্র এড়ি চিন্তে কাম দেবীর চরণ॥
প্রকৃতি স্বরূপা দেবী সৃষ্টির পালিনী।
তুমি সর্ব্বাধার, মাতা জগত-জননী॥
তুমি নদ-নদী, তুমি পর্ব্বত, আকাশ।
তুমি জল, তুমি স্থল, তুমি ত' প্রকাশ॥
বিপদ নাশিনী দেবী, দারিদ্র্য খণ্ডিনী।
তুমি সর্ব্ব অস্ত্র-শস্ত্র, তুমি নারায়ণী॥

চরণে পড়িয়া বলো করহ উদ্ধার।
মুদ্গরের ঘায় প্রাণ রাখহ আমার॥
অধিষ্ঠান হৈলা দেবী চণ্ডিকা-পার্ব্বতী।
না করিব বল অস্ত্র, স্থির কর মতি॥
অস্ত্র লয়ে মার পুত্র, অসুর সম্বর।
পুষ্পমালা হয়ে গলে রহিব মুদ্গর॥
হরষিত কামদেব দেবীর সহায়।
সংগ্রামের মধ্যে গিয়া ডাকে উচ্চ রায়॥
দশদিক্ দীপ্ত করি আইসে মুদ্গর।
পুষ্পমালা হয়ে রহে গলার উপর॥
একে ত' সুন্দর কাম, অধিক দীপ্ত করে।
গলে মালা করি যায় যুদ্ধ করিবারে॥

সম্বরের মৃত্যু

তবে ব্রহ্ম-অস্ত্র কাম করিলা সন্ধান।
অস্ত্র দেখি সম্বরের উড়িল পরাণ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র যুড়ি কাটে সম্বর মস্তকে।
জয় জয় শব্দ তবে হইল তিন লোকে॥
মরিল সম্বর, হরষিত দেবগণ।
প্রদ্যুম্ন উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ॥
সম্বরের ধন জন রথেতে তুলিয়া।
নড়িলা দ্বারকা-পুরী হরষিত হৈয়া॥

রতি ও কামদেবের দ্বারকা গমন

রতি সঙ্গে রথে চড়ি চলিলা সত্বরে।
শীঘ্রগতি গেলা দোঁহে দ্বারকা-নগরে॥
শচী পুরন্দর যেন ভ্রময়ে কৌতুকে।
প্রাচীরে উঠিয়া দেখে দ্বারকার লোকে॥
সর্ব্ব-পুরীজনে হৈল কামে অচেতন।
দ্বারকার লোক সব চঞ্চল হৈল মন॥
তবে ত' রুক্মিণীদেবী গুণে মনে মনে।
এইরূপ পুত্র মোর নিল কোন্ জনে॥
শ্যামল সুন্দর এই কৃষ্ণের সদৃশে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদিত আকাশে॥
কোন্ ভাগ্যবতী ইহা উদরে ধরিল।
কোন্ পুণ্যবতী ইহা স্বামী করি নিল॥
জীত যদি মোর পুত্র, হইত হেনরূপ।
কান্দিতে কান্দিতে কৈল এই বা স্বরূপ॥
বসুদেব দৈবকী আইলা সেই ঠাঞি।
তত্ত্ব জানি হাসি হাসি আইলা গোবিন্দাই॥
হেনবেলা নারদ আইলা তথাকারে।
কহিল সকল কথা সভার ভিতরে॥
হরিষে রুক্মিণীদেবী করয় ক্রন্দনে।
দুই স্তনে দুগ্ধ ঝরে পুত্র দরশনে॥
রথ হৈতে উলি মায়ে প্রণাম করি।
বসুদেব দৈবকী বন্দিলা শ্রীহরি॥
বলদেবে বন্দিয়া বন্দিল উগ্রসেনে।
একে একে বন্দিল সকল গুরুজনে॥
মহা হরষিত হৈয়া কৃষ্ণের নন্দন।
রতি সঙ্গে মাতৃ গৃহে করিল গমন॥
হরিষে রুক্মিণীদেবী আপনা পাসরি।
পুত্রবধূ ঘরে আনি মহোৎসব করি॥
আইয় মুখ্য শত শত আনিলা ডাকিয়া।
উঠিল পুত্রবধূ জয় জয় দিয়া॥
শুনিয়া অদ্ভুত পাইল সকল সংসারে।
গুণরাজ খাঁন কহে কৃষ্ণ অবতারে॥

রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীসহ বিহার

(শ্যাম-গড়া রাগ)

একদিন কৌতুকেতে দেব শ্রীহরি।
রুক্মিণী সহিত গেলা রৈবতক-গিরি ॥
নানা চিত্র ধরে পর্ব্বত, দেখিতে সুন্দর।
রুক্মিণী সহিত তথা বসে গদাধর ॥
হেনকালে নারদ মুনি আইলা তথাই।
গৌরব করিয়া তাঁরে বসাইল গোবিন্দাই ॥
রুক্মিণীর সহিত পূজা কৈল নারায়ণ।
জিজ্ঞাসিলা, মুনি কেন কৈলা আগমন ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে মুনিবর।
ইন্দ্রপুরী হৈতে আসি, শুন গদাধর ॥
পারিজাত মালা পাইল পুরন্দর-ঠাঞি।
তব যোগ্য মালা এই, লহ গোবিন্দাই ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া মালা নিল গদাধরে।
পূজিয়া লৈয়া মালা দিল রুক্মিণীরে ॥
লক্ষ্মী অবতার দেবী রুক্মিণী-সুন্দরী।
দ্বিগুণ হইল রূপে পারিজাত পরি ॥
নাহি রোগ, নাহি শোক, পুষ্পের পরশে।
কৃষ্ণ সঙ্গে ক্রীড়া করে রজনী দিবসে ॥
হেনমতে রৈবতকে বৈসে দেব হরি।
নারদ মুনি গেলা পুনি দ্বারকা-নগরী ॥
সত্যভামার ঘরে গিয়া বসিলা মুনিবর।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল সতী, করিল আদর ॥
সত্যভামা-দেবীরে বসি কহে মুনিবর।
রুক্মিণীরে পারিজাত দিল গদাধর ॥
পারিজাত মালা পাইল ভীষ্মক-নন্দিনী।
সৌভাগ্যশালিনী হৈল জিনিয়া সতিনী ॥
আমি জানি তুমি বড় সবার ভিতরে।
তবে কেন পারিজাত দিলেন তাঁহারে ॥
তোমার শরীরে কিছু নাহি দেখি দোষ।
তবে কেন কৃষ্ণের তোমাকে অভিরোষ ॥
পৃথিবী-দুর্ল্লভ বড় পুষ্প পারিজাত।
তোমাকে না দিল, তাঁরে দিল জগন্নাথ ॥
কুলে-শীলে বড় সত্রাজিত নরপতি।
তাঁহার তনয়া তুমি রূপেতে পার্ব্বতী ॥
তোমারে না দিয়া তারে দিল গদাধর।
তোমারে নিষ্ঠুর এত ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥
কহ ত' আমারে দেবী স্বরূপ উত্তর।
কত দিন নির্দ্দয় তোমারে গদাধর ॥
শুনিয়া নারদের বোলে কাঁপিলা অন্তরে।
প্রণাম করিয়া কিছু বলে ধীরে ধীরে ॥
চরণে পড়হোঁ ঋষি, স্বরূপ কহো বাত।
সত্য রুক্মিণীকে দিল পুষ্প পারিজাত?
মুনি বলে মোরে কি পুছিল সত্যভামা।
রুক্মিণীর বড় কৃষ্ণ বাড়াইল মহিমা ॥
স্বরূপে পাইল মালা দেবী সে রুক্মিণী।
তোমাকে নির্দ্দয় ইথে দেখি চক্রপাণি।
শুনিয়া মূর্চ্ছিতা দেবী পড়িলা ধরণী ॥
সখী সব আসি তাঁর মুখে দিল পানি ॥
চেতন পাইয়া, দূরে ফেলে আভরণ।
রক্ত-ছটা পড়ে দেহে, যেন রক্ত চন্দন ॥
খাট সিংহাসন ছাড়ি পড়িলা ধরণী।
আছয়ে শুতিয়া দেবী তেজি অন্ন পানি ॥
সত্বরে কৃষ্ণের ঠাই গেলা মুনিবর।
সত্যভামার দুঃখ যত করিল গোচর ॥
তোমার বিরহে দেবী তেজি অন্নপানি।
জীয়ন্ত দেখিবে যবে চল চক্রপাণি ॥

নারদের বচন শুনি ব্যস্ত গদাধর।
রুক্মিণী সহিত আইলা দ্বারকা-নগর॥
শান্ত করি রুক্মিণীরে পাঠাইল ঘরে।
সত্যভামার ঘর গেলা দেব গদাধরে॥

সত্যভামার মানভঙ্গ

দেখিলা ত' সত্যভামা ভূমের উপর।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে আছয়ে স্বতন্তর॥
চারিদিকে সখীগণ বিরস বদন।
দাণ্ডায়ে সতীর মুখ করে নিরীক্ষণ॥
ধীরে ধীরে গোবিন্দাই সখী পাশে গিয়া।
নিষেধিল সখীগণে হাত-সান দিয়া॥
মোর আগমন যেন সতী নাহি জানে।
বিরহ-সন্তাপে প্রিয়া আছে অভিমানে॥
সখীর হাতের বিউনি লইল কাড়িয়ে।
সত্যভামায় বিউনি করে সখী-আড় হয়ে॥
কৃষ্ণের আমোদ গন্ধে ঘর আমোদিত।
পাইয়া আমোদ গন্ধ দেবী চমকিত॥
সত্বর হইয়া দেবী চারিদিকে চাই।
আজি কেন সখীরে আমোদ-গন্ধ পাই॥
উঠিয়া বসিলা সতী ক্রোধ করি মনে।
গোবিন্দে চাহেন সতী তেড়ছ নয়নে॥
লাজে কোপ বসি সতী দেখে গদাধর।
সখী লক্ষ্য করি বলে সক্রোধ উত্তর॥
রুক্মিণীর পতি কৃষ্ণ, বিদিত ভুবনে।
কপট করিয়া হেথা আইল কি কারণে॥
রূপে গুণে সোহাগিনী তোমার রুক্মিণী।
তাহা লয়ে রৈবতকে ফিরহ চক্রপাণি॥
পুড়য়ে শরীর কৃষ্ণ তোমা দরশনে।
সাজাহ অগ্নির কুণ্ড তেজিব জীবনে॥
বলিতে বলিতে দেবী করয়ে ক্রন্দন।
পুনরপি পড়ে সেই, হরিয়ে চেতন॥
হার ছিঁড়ি, বস্ত্র চিরি লোটায় ভূমিতলে।
সত্বরেতে কৃষ্ণ সত্যভামা কৈল কোলে॥
তুলিয়া মুছিল মুখ দেব চক্রপাণি।
শান্ত করি ধীরে ধীরে কৈল প্রিয়বাণী॥
কি কারণে প্রিয়ে কোপ করহ আমারে।
তোমাকে অধিক মোর নাহিক সংসারে॥
সত্যভামার দাস কৃষ্ণ সর্ব্বলোকে জানি।
অকারণে ক্রোধ মোরে করহ ভাবিনী॥
এতেক বিনয় যবে কৈল গদাধর।
মনে চিন্তি সত্যভামা দিলেক উত্তর॥
আরাধিয়া গৌরী পাইনু তোমার চরণ।
বড় ভাগ্যে আমি পাইনু কমললোচন॥
বিভা কাল হইতে দয়া করিলে আমারে।
তোমার বড় প্রিয়া আমি, জানয়ে সংসারে॥
দয়া করি নিদয় মোরে হইলে কি কারণে।
পাড়িব শরীর আজি তোমা বিদ্যমানে॥
পৃথিবী-দুর্ল্লভ বড় পুষ্প পারিজাত।
আমা এড়ি রুক্মিণীকে দিলে জগন্নাথ॥
ছাড়িলে আমারে দয়া, নারদ মুখে শুনি।
ছাড়িব জীবন আজি, ত্যজিব পরাণী॥
বলিতে বলিতে রামা করয়ে ক্রন্দন।
কোলে করি শান্তাইল শ্রীমধুসূদন॥
সত্য সত্য বলি আমি, শুন সত্যভামা।
প্রাণের বল্লভা কেহ নহে তোমা সমা॥
তোমার ক্রন্দনে মোর পুড়য়ে শরীর।
বিষাদ ছাড়িয়া রামা, মন কর স্থির॥
এক গোটা পুষ্পমালা পাইলা রুক্মিণী।
বৃক্ষ সমেৎ পারিজাত দিব তোমায় আনি॥
হরির মহিমা বড় জানে সত্যভামা।
ত্রিভুবনে দিতে নাহি তাহার উপমা॥
কৃষ্ণের বচন শুনি হাসে মনে মনে।
সত্য ভঙ্গ না করিহ, পড়হু চরণে॥

পুনরপি সত্য বলি দিল আলিঙ্গন।
পারিজাত আনি দিব, বলিল বচন॥
গায়ের ধুলা কৃষ্ণ হাতেতে ঝাড়িয়া।
বসাইলা বাম উরে কোলেতে করিয়া॥
প্রণতি করিয়া সতী গোবিন্দ-চরণে।
হাতে ধরি গদাধরে বসাইল আসনে॥

মানভঞ্জনান্তে সত্যভামার শ্রীকৃষ্ণ-পরিচর্য্যা

সখীরে আদেশ কৈল জল আনিবারে।
গোবিন্দের দুই পা পাখালিল ঘরে॥
গন্ধ নারায়ণ তৈল উদ্বর্ত্তন কৈল।
জল তুলি সত্যভামা স্নান করাইল॥
পরিতে উত্তম বস্ত্র দিল গদাধরে।
সুগন্ধ চন্দন আনি লেপিল শরীরে॥
উত্তম আসন আনি কৃষ্ণে বসাইল।
মিষ্ট-অন্ন-ব্যঞ্জন সতী আপনি রান্ধিল॥
ভোজন করায়ে তবে শ্রীমধুসূদন।
বিচিত্র পালঙ্কে লয়ে করাইল শয়ন॥
পদতলে গিয়া সতী বসিল আপনি।
পতিপদ জাঁতি সুখী কৈল চক্রপাণি॥

ইন্দ্রালয়ে নারদের গমন

হেনমতে নানা সুখে বঞ্চে গদাধরে।
প্রভাতে ডাকিল কৃষ্ণ নারদ মুনিরে॥
প্রণাম করিয়া তাঁরে বসাইল আসনে।
দূত হয়ে চল তুমি ইন্দ্রের ভবনে॥
ইন্দ্রেরে বলিহ মোর বিনয় বিস্তর।
তোমার কনিষ্ঠ কৃষ্ণ শুন সুরেশ্বর॥
বিস্তর বিনয় করি পাঠাল আমারে।
দেহ ত' তাঁহারে পারিজাত তরুবরে॥
তোমার বচনে যদি না দেন তরুবর।
দৃঢ় করি বলিহ তুমি আমার উত্তর॥
যদি স্যাৎ কৃষ্ণকে নাহি দেহ পারিজাত।
তোমার বসতি নাহি হবে সুরনাথ॥
যদ্যপি না দিবে পারিজাত তরুবর।
যুঝিতে সত্বর তুমি হও পুরন্দর॥
শচী-আলিঙ্গন-স্থান হৃদয়-উপরে।
গদা মারি অবশ্য আনিব তরুবরে॥
এতেক কৃষ্ণের বোল শুনি সাবধানে।
কহিল নারদ গিয়া ইন্দ্র বিদ্যমানে॥
প্রত্যক্ষে সকল কথা কহিল মুনিবর।
যত বলি পাঠাইল দেব গদাধর॥
নারদ বোলে তবে দেব পুরন্দর।
কি কথা কহিব গিয়া কৃষ্ণের গোচর॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ত' করিনু গোচর।
আজ্ঞা কর দেবরাজ নড়িব সত্বর॥
নারদ বচনে তবে রুষিল সুরেশ্বর।
তোমার কারণে আজি সহি মুনিবর॥
আপনা না জানে কৃষ্ণ মনুষ্য শরীরে।
পারিজাত লাগি চাহে যুদ্ধ করিবারে॥
কোথাহ না শুনি দেব মনুষ্যে বিবাদ।
বোল বলি খণ্ডে কৃষ্ণ মুখের অবসাদ॥
চল চল মুনিবর করো নমস্কার।
আসুন যুঝিতে হেথা গোবিন্দ তোমার॥
এত শুনি বিরসে চলিলা মুনিবর।
কহিলা সকল কথা গোবিন্দ গোচর॥
তোমার বচনে প্রভু গেলাম সুরপুরী।
কহিনু বিনয়ে গিয়া ইন্দ্র বরাবরি॥
বিস্তর বড়াই তোমার কৈল পুরন্দরে।
মানুষ হইয়া পারিজাত চাহে মোরে॥
তুমি ত' নারদ মুনি তে-কারণে সই।
অন্য জন হলে পাঠাতাম যম ঠাঁই॥
সত্যভামা সহিত কৃষ্ণ শুনি এত বাণী।
হাসিতে হাসিতে কৈল দেব চক্রপাণি॥

আগে আগে চল মুনি যুদ্ধ দেখিবারে।
ইন্দ্র জিনি আনি পারিজাত তরুবরে॥
এত বলি কৃষ্ণ তবে সত্যভামা লয়ে।
নড়িলেন ইন্দ্রপুরী গরুড় চাপিয়ে॥
বড় দুর্গে আছে তরু, রাখে গন্ধর্ব্বগণে।
তার সন্নিকটে পুরী নির্ম্মিত কাঞ্চনে॥
শচী লয়ে ইন্দ্র তথা থাকে সর্ব্বক্ষণ।
তার সন্নিকটে গেলা দেব নারায়ণ॥
দ্বারের সমীপে শোভে পুষ্প পারিজাত।
গরুড়ে চাপিয়া তথা গেলা জগন্নাথ॥

শ্রীকৃষ্ণের পারিজাত হরণ

রক্ষকেরে ডাক দিয়া বলে গদাধরে।
ইন্দ্রে কহ গিয়া, কৃষ্ণ পারিজাত হরে॥
এতেক বলিয়া তরু উপাড়ে বাম হাতে।
গরুড় উপরে থুয়ে নড়িলা জগন্নাথে॥
রক্ষকের মুখে কথা শুনি পুরন্দর।
সহস্র-প্রলয় ক্রোধে চলিলা সত্বর॥
ঐরাবতে চড়ি বজ্র লয়ে সুরপতি।
যুদ্ধ দেখিতে যায় শচীর সংহতি॥
শীঘ্রগতি ইন্দ্র কৃষ্ণের পাছে গিয়ে।
ডাক দিয়া বলে, কৃষ্ণ না যাহ পলায়ে॥
ইন্দ্রের বাক্যে নেউটিয়া রহিল গদাধর।
নানা অস্ত্র বরিষণ কৈল পুরন্দর॥
অস্ত্র বরিষয়ে ইন্দ্র, কৃষ্ণ নাহি গুণি।
চক্রে কাটি খানি খানি কৈলা চক্রপাণি॥
ক্রোধে নানা অস্ত্র বরিষয়ে পুরন্দর।
অস্ত্র কাটে সতী সঙ্গে হাসে গদাধর॥
অধিক বাড়িল ক্রোধ ইন্দ্রের শরীরে।
বজ্র তুলি হাতে লৈল দেব পুরন্দরে॥
বজ্র দেখি চক্র লইলা শ্রীমধুসূদন।
মুনির মুষ্টিক-বজ্র করিল স্মরণ॥
বজ্র ব্যর্থ হৈলে হয় মুনির লঙ্ঘন।
এক পাখা এড়ি দিল বিনতা-নন্দন॥
সেই পাখা ঠেকি ইন্দ্রের বজ্র ব্যর্থ হৈল।
চক্র লৈয়া কৃষ্ণচন্দ্র পাছে খেদাইল॥
চক্র দেখি সুরপতি রণে স্থির নয়।
রণ সহিতে নারে ইন্দ্র, পলাইয়া যায়॥
তা' দেখিয়া সত্যভামা উপহাস কৈল।
শচীর স্বামী হয়ে কেনে রণে ভঙ্গ দিল॥
এত বলি সত্যভামা উপহাস করি।
পারিজাত পুষ্প লয়ে চলিল শ্রীহরি॥
হাসিতে হাসিতে পথে গোবিন্দের সঙ্গে।
পারিজাত পেয়ে দেবী বড় পাইল রঙ্গে॥
আসিয়া রোপিল পুষ্প দ্বারের সমীপে।
একে ত' সুন্দরী, পুষ্পে দ্বিগুণ হৈলা রূপে॥
নাহি রোগ, নাহি শোক পুষ্পের পরশে।
কৃষ্ণ সঙ্গে ক্রীড়া করে রজনী দিবসে॥
নানা সুখে লোক সব দ্বারকাতে বৈসে।
নৃত্যগীত আনন্দিত সর্ব্বলোক ঘোষে॥
পারিজাত হরণ কথা অদ্ভুত সংসারে।
এক চিত্তে শুনিলে যায় বৈকুণ্ঠ-নগরে॥
অদ্ভুত অমৃত কথা শুন সাবধানে।
গুণরাজ খাঁন বলে গোবিন্দ-চরণে॥

শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীর প্রতি ছলোক্তি

হেনমতে নারায়ণ দ্বারকাতে বৈসে।
আনন্দিত সর্ব্বলোক রজনী দিবসে॥
ষোল সহস্র এক শত অষ্ট রমণী।
একেশ্বর ক্রীড়া করেন দেব চক্রপাণি॥
একদিন রুক্মিণীর ঘরেতে শ্রীহরি।
পালঙ্ক উপরে বসি নানা ক্রীড়া করি॥
সুবর্ণ-বীজনি বায়ু করে সখীগণে।
দেখিয়া কৌতুক বড় গোবিন্দের মনে॥

সিংহাসন হৈতে দেবী নামিয়া সত্বরে।
সখীর হাতের বীজনি নিল নিজ করে॥
একচিত্তে সুন্দরী কৃষ্ণকে বায়ু করে।
হাসিয়া সরস কৃষ্ণ বলে রুক্মিণীরে॥
তোমার বিবাহে দেবী, সব নৃপবর।
অতি বড় যোদ্ধাপতি সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর॥
নানা অস্ত্র-শাস্ত্র জানে, গুণে মহাগুণি।
ভুবনে কন্দর্প রূপে কামদেব জিনি॥
নানা রত্ন অশ্ব হস্তী রথ মনোহর।
মধ্যদেশে বৈসে রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর॥
হেন নৃপবর সব না ইচ্ছিলে মনে।
নির্ধন পুরুষ আমা বরিলে কি কারণে॥
রাজ্যপদ নাহি মোর, নহোঁ নৃপবর।
অন্ত্যজ বসতি করোঁ, সমুদ্রকূলে ঘর॥
মিছা মায়া করি আমি ভাণ্ডিল তোমারে।
রাজা সব ছাড়ি তুমি ভজিলে আমারে॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তুমি লক্ষ্মী অবতারে।
আমাধিক নাহি অধম সংসারে॥
উত্তমে-অধমে নহে বিভার মিলন।
আমি সে অধম, তুমি উত্তম জন॥
আমাকে বরিলে কেনে রাজার কুমারী।
মহারাজা সব তুমি কৈলে পরিহরি॥
বিশেষতঃ শিশুপাল তোমার কারণে।
অধিবাস করি মোহ গেল কামবাণে॥
পাইলে অধম বড় শুনহ রুক্মিণী।
কেনে তেয়াগিলে শিশুপাল নৃপমণি॥
নির্গুণ পুরুষ আমা বরিলে কি কারণে।
এতেক রভস যবে বৈল নারায়ণে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রুক্মিণী-সুন্দরী।
পদাঙ্গুলি ভূমে লেখি হেঁট মাথা করি॥
কেন হেন বৈলে প্রভু মনে মনে গণি।
ত্রাসে ক্ষীণ তনু অতি হইল রুক্মিণী॥
অচেতন হৈয়া দেবী পড়ে ভূমিতলে।
কদলীর গাছ যেন অল্প ঝড়ে পড়ে॥
মূর্চ্ছিতা হইল রামা হরিয়া চেতন।
ব্যস্ত হৈয়া কোল তারে দিল নারায়ণ॥
দুই হাতে মুখ তার মুছিল চক্রপাণি।
আর দুই হাতে তারে কোলে করি আনি॥
খট্বাতে আনিয়া তারে বৈল মধুর বচন।
এতেক সঙ্কট প্রিয়া ভাব কি কারণ॥
রভসে বঞ্চিল আমি কৌতুক বচনে।
এত পরমাদ প্রিয়া ভাব কি কারণে॥

শ্রীরুক্মিণীদেবীকে সান্ত্বনা-দান

ত্রাস পাইয়া নিজ কান্তে বলে উচ্চৈঃস্বরে।
তোমাতে অধিক প্রিয়া নাহিক সংসারে॥
তে-কারণে হেনবোল বলিল তোমারে।
মনের ছাড়হ শঙ্কা, দেহ ত' উত্তরে॥
প্রভুর প্রিয় বোল এত শুনিয়া সুন্দরী।
না ছাড়িব প্রভু মোরে দৃঢ় মন করি॥

শ্রীকৃষ্ণের বঞ্চনাবাক্য খণ্ডন

হৃদে মনে এক করি যুড়ি দুই হাত।
কান্দিতে কান্দিতে বলে শুন জগন্নাথ॥
নির্ধন পুরুষ তুমি কৈলে কি কারণ।
পাদ-রজ হৈতে কোটি লক্ষ্মীর জনম॥
কোটি কোটি লক্ষ্মী তোমার চরণারবিন্দে।
গঙ্গার জনম পাদপদ্ম-মকরন্দে॥
তুমি ত' নির্ধন যদি, ধনী কোন্ জনে।
লাখ লক্ষ্মী বৈসে প্রভু তোমার চরণে॥
আর বোল বৈলে, মোর নাহি অধিকার।
তার বোল শুনি গোসাঞী সংসারের সার॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুমি হও রাজা।
তোমার পদ সেবি ইন্দ্র ত্রিজগতের রাজা॥

দেবের দেবতা জিহোঁ দেব প্রজাপতি।
তিহোঁ ত' তোমার দাস মানুষ অল্পমতি॥
যখন চিন্তিল আমি তোমার চরণ।
তৃণ তুল্য দেখিনু সকল রাজাগণ॥
আর বোল বৈলে তুমি, আমি অন্তে বৈসি।
আদি-অন্ত-মধ্যে তুমি সর্ব্বস্থানবাসী॥
যে আর বৈলে তুমি, রাজাদি ভয় করি।
সংগ্রাম পাইলে যুদ্ধ সহিতে না পারি॥
সেই কথা কহি আমি তোমার চরণে।
কটাক্ষে সবারে বধ, যুঝিবে কি কারণে॥
হেলায়ে না কর যুদ্ধ, শুনহ শ্রীহরি।
মহা মহা বীর মারিলে শিশু ক্রীড়া করি॥
আপনাকে নির্গুণ বলি বলিলে বচন।
তাহার উত্তর দিব, শুন নারায়ণ॥
নির্গুণ, নির্লেপ তুমি সংসারের সার।
লোকহিত কারণে করহ অবতার॥
সহজে নির্গুণ তুমি পুরুষ নিরঞ্জন।
ত্রিভুবনে তোমারে জানিব কোন্ জন॥
কোটি কোটি জন্ম তপ পূজি হরগৌরী।
তারফলে তোমার পাদপদ্ম-সেবা করি॥
পশুসম দেখিল সকল রাজাগণ।
তোমার চরণ-পদ্মে লইনু শরণ॥
তবে কেন ছল মোরে ত্রিদশ-অধিকারী।
সাজাহ অনল সখী! আমি তাহে মরি॥
এতেক বলিয়া দেবী পড়ে ভূমিতলে।
কান্দিতে কান্দিতে তিতে নয়নের জলে॥
তবে দেব চক্রপাণি দিয়া আলিঙ্গন।
রুক্মিণীরে শত শত দিলেন চুম্বন॥
ক্রন্দন ঘুচায়ে তুলি পালঙ্ক উপরে।
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে ক্রীড়া করে দামোদরে॥
অদ্ভুত চরিত্র শুন কৃষ্ণ-অবতারে।
গুণরাজ খাঁন বলে বন্দিয়া গদাধরে॥

বাণরাজার পরিচয়

(ধানসী-রাগ)

দ্বারকায়ে নানা রঙ্গে বৈসে বনমালী।
পুত্র-পৌত্র লৈয়া সুখে করে নানা কেলি॥
শোণিতপুরের রাজা বাণ মহামতি।
তার কথা শুন লোক করি অবগতি॥
জয়-বিজয় দুই, গোবিন্দ অনুচর।
সনকের সাপে জন্ম সংসার-ভিতর॥
হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু দুই জনে।
প্রচণ্ড-প্রতাপ যার বিখ্যাত ভুবনে॥
মায়া করি মারে তারে দেব নারায়ণ।
মুক্ত করে পাঠাইল বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
তার পুত্র প্রহ্লাদ পরমভাগবত।
কে কহিতে পারে যত তাঁহার মহত্ত্ব॥
তাঁর পুত্র বিরোচন ত্রিভুবনে রাজা।
তাঁর পুত্র বলি কৈল বামনের পূজা॥
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী দিল নারায়ণে।
শত পুত্র জন্মাইয়া গেলা পাতাল ভুবনে॥
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বাণ নাম পৃথিবী ভিতরে।
নিরাহারে তপ করি আরাধে শঙ্করে॥
অধিষ্ঠান হৈয়া বর দিল ত্রিলোচনে।
সহস্রেক বাহু তার অজয় ত্রিভুবনে॥
জিনিল সংসার সেই নিজ বাহুবলে।
ত্রিভুবন বশ করি আছে কুতূহলে॥
তপ ফলে হরগৌরী বৈসে তার পুরে।
শূল হস্তে আপনি কার্ত্তিক রক্ষে তারে॥

একদিন মহাদেব-সঙ্গতি বসিয়া।
বলে বাণ-নরপতি দর্প সে করিয়া॥
তোমার বরদানে মুঞি অজয় ত্রিভুবনে।
তোমা বই মোর সম নাহি কোন জনে॥
সহস্রেক বাহু মোর হৃদয়-ভিতরে।
বিনি যুদ্ধে মহা-ভার হইল আমারে॥
এ বোল শুনিয়া তারে বলিল শঙ্করে।
পাইবে ত' মহা রণ শুন নৃপবরে॥
আচম্বিতে রথ-ধ্বজ ভাঙ্গিব যখন।
আমিও সহায় হব পাবে মহারণ॥
এত বলি মহাদেব চলে নিজ-স্থানে।
আবোধিয়া বাণ-রাজা হর্ষ কৈল মনে॥

উষার বর প্রাপ্তি

হেনকালে তার কন্যা উষা নাম ধরি।
জগত-মোহিনী কন্যা জিনি বিদ্যাধরী॥
হেথা গৌরী পূজে কন্যা হৈয়া একমতি।
সাক্ষাৎ হইয়া বর দিলেন পার্ব্বতী॥
বর মাগ উষা, তুমি সুদৃঢ় করিয়া।
যে বর মাগহ তাই দিব অমর এড়িয়া॥
এতেক শুনিয়া উষা বলিল তখন।
শুন শুন ঠাকুরাণী আমার বচন॥
তোমার প্রসাদে মাতা আছি সর্ব্বসুখে।
পরম কৌতুকে আছি নাহি কোন দুঃখে॥
যৌবনের দশা হৈল সকল শরীরে।
কোন্ কালে কোন্ স্বামী মিলিবে আমারে॥
শুনিয়া উষার বোল হাসিয়া ভবানী।
মিলিবে উত্তম স্বামী শুনহ রমণী॥
শুক্লা-দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে।
স্বপনে বরিব তোমা উত্তম পুরুষে॥
সেই হব তোর পতি শুন উষাবতী।
বলিয়া চলিলা দেবী অন্তরীক্ষ গতি॥
তবে ত' সুন্দরী উষা হরষিত মনে।
বাস-ঘরে গিয়া করে দিবস-গণনে॥
দৈবের ঘটন তার খণ্ডন না যায়।
সেইদিনে পালঙ্কেতে সুখে নিদ্রা যায়॥

স্বপ্নযোগে শ্রীঅনিরুদ্ধের উষাসহ মিলন

নিশাকালে আসি এক পুরুষ রতনে।
নানাবিধ শৃঙ্গার করে উষা সনে॥
চিয়াইয়া উষা, পাশে কাহে না দেখিল।
মূর্চ্ছিতা হইয়া উষা ভূমিতে পড়িল॥
মুখে জল দিয়া তারে তুলিলা সখীগণ।
কোন্ কাজে কাঁদ উষা কহ বিবরণ॥
না কান্দ, না কান্দ উষা, স্থির কর মতি।
কি করিতে পারে হেথা কাহার শকতি॥
না শুনে বচন কার, নাহিক চেতন।
সঘন নিশ্বাস ছাড়ে করেন রোদন॥
চিত্রলেখা সখী তার প্রভাতে আসিয়া।
তুলিয়া চেতন কৈল মুখে জল দিয়া॥
না কর বিষাদ, মোরে স্বরূপে কহ কথা।
কি কারণে পাহ সখী এতেক অবস্থা॥
তাহার বচনে উষা স্থির করি মন।
রজনীর কথা কহে করয়ে রোদন॥
দুই প্রহর রাত্রে সখী পালঙ্ক উপরে।
সুখে শুইয়া নিদ্রা আমি যাই বাস-ঘরে॥
হেনকালে পুরুষ এক শ্যামল সুন্দর।
দেবতা, গন্ধর্ব্ব কিম্বা অপ্সর, কিন্নর॥
আমা সনে শৃঙ্গার করি বিভুঞ্জি নানা-সুখে।
সকল লক্ষণ অঙ্গে দেখ পরতেকে॥
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে চাই, নাহি প্রাণনাথ।
না দেখি তাহারে, সখি! না পাই সোয়াস্ত॥
সর্ব্বাঙ্গ পোড়য়ে মোর দুঃসহ কামানলে।
অঙ্গ শীতল নহে লোটাইলে ভূতলে॥

কোন্ বুদ্ধি করো সখী, পড়হুঁ চরণে।
কোথা গেলে পাব সখী, পুরুষ-রতনে॥
মদন জিনিয়া রূপ পঙ্কজ-নয়ন।
চন্দ্র জিনিয়া মুখ, ভ্রু কামের কামান॥
ঊষার ক্রন্দন শুনি কুম্ভাণ্ড-নন্দিনী।
হাতে ধরি বসাইয়া বৈল প্রিয়বাণী॥
ক্রন্দন সম্বর ঊষা স্থির কর মতি।
কেনে পাসরিলে যত কৈল ভগবতী॥
স্বপনে আসিয়া যেই ভুঞ্জিব শৃঙ্গার।
সেই ত' হইব স্বামী স্বরূপে তোমার॥
দেবীর আদেশ সখী, হৈল পরতেক।
সর্ব্বাঙ্গে সম্ভোগচিহ্ন, কুচে নখরেখ॥
চিত্রলেখার বচন শুনিয়া ঊষাবতী।
পূর্ব্বকথা স্মরণে স্থির কৈল মতি॥
পুনরপি বলে ঊষা, শুন চিত্রলেখা।
সে পুরুষ সনে মোর কেমনে হয় দেখা॥
শ্যামল-সুন্দর-বর প্রথম যৌবনে।
তাহা ভিন্ন সখী মোর, অন্য নাহি মনে॥
কেমনেতে পাই সখী, পড়হুঁ চরণে।
প্রাণ দান দেহ সখী, করাহ মিলনে॥

চিত্রলেখা কর্ত্তৃক পট লেখন

না কাঁদ, না কাঁদ ঊষা, ছাড়হ চরণ।
তার সনে আমি তোর করাব মিলন॥
মুনি-বরে সখী, মোর ত্রিভুবনে গতি।
সংসার লিখিতে মোর আছয়ে শকতি॥
পটে লিখি আনি দিব সকল সংসার।
মনুষ্য, কিন্নর, যক্ষ, দেবতা-কুমার॥
তিন দিনে লিখিব সখী, এ তিন ভুবন।
তাবত্ থাকিহ সখী, স্থির করি মন॥
এত বলি চিত্রলেখা করিল গমন।
স্বর্গে লিখিলেক গিয়া যত দেবগণ॥
পাতালের নাগলোক লিখিল কৌতুকে।
মর্ত্ত্যে যত আছে নর, লিখি একে একে॥
তিন দিনে লিখিল পট, অনেক শকতি।
ঊষাকে ত' দিয়া বলে, চিন নিজ পতি॥

ঊষার প্রিয়তম নিরূপণার্থ চিত্র-দর্শন

সম্ভ্রমে উঠিয়া তবে রাজার কুমারী।
পট নিরীক্ষয়ে ঊষা লজ্জা পরিহরি॥
এক পটে দেখিলা দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।
না দেখিল চোর, ঊষা তাহার ভিতর॥
পাতালের পটে দেখে সুন্দর নাগলোক।
না দেখিয়া চোর, তাহা পাইল বড় শোক॥
তবে আর পট-খান চাহিল সুন্দরী।
না দেখিয়া চোর, ঊষা আপনা পাসরী।
উত্তর পশ্চিম দিক্ চাহিল সকল।
না দেখিয়া চোর, ঊষা কান্দিয়া বিকল॥
স্থির হৈয়া দক্ষিণ দিক্ চাহিল সুন্দরী।
দেখিল পুরুষবর, যে করিল চুরি॥
অঙ্গুলি দিয়া বলে শুন, সখী চিত্রলেখা।
এই জন রতি চোর, ঝাট করাহ দেখা॥
কাহার তনয় চোর, বৈসে কোন্ দেশে।
কোন্ বংশে জন্ম সখী, কহ না বিশেষে॥
শুনিয়া ঊষার বোল, বৈল হাসিতে।
তোর সম ভাগবতী নাহি ত্রিজগতে॥
ভারাবতারণে আইলা সংসারের সার।
দুষ্ট দৈত্য মারিতে কৃষ্ণ কৈল অবতার॥
তাঁর পুত্র প্রদ্যুম্ন, সে কাম-অবতার।
তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ, স্বামী সে তোমার॥
ক্ষত্রিকুলে জন্ম তাঁর দ্বারিকা-নিলয়ে।
বড় পুণ্যে পাইলে স্বামী, কহিল তোমায়ে॥
চিত্রলেখার বচন শুনিয়া ঊষাবতী।
ঝাট আনি দেহ সখী, মোর নিজ পতি॥

সর্ব্ব কলা জ্ঞান তুমি, কামচার-গতি।
বিলম্ব না কর, ঝাট চল দ্বারাবতী॥
ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ মোর দহে কামানলে।
নইলে তোমার শ্রম হইবে বিফলে॥

চিত্রলেখার দ্বারকা গমন

চল ঝাট চিত্রলেখা, দ্বারকা-নগরে।
নহে স্ত্রী-বধ দিব তোমার উপরে॥
ঊষার ব্যগ্রতা দেখি চিত্রলেখা যায়ে।
সত্বরে ত' গিয়া তবে দ্বারকাপুরী পায়ে॥
হেথা অনিরুদ্ধ-দেব কামের কুমার।
স্বপনে যুবতী সঙ্গে ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার॥
কামে হত চিত্ত হৈয়া স্থির নহে মতি।
কেমতে পাইব সেই সুন্দরী যুবতী॥
ছাড়িয়া ত' খাট পাট আর নারীগণ।
বিরস বদনে মনে চিন্তে সর্ব্বক্ষণ॥
হেনই সময়ে হেথা গেল চিত্রলেখা।
নিভৃতে সে অনিরুদ্ধে গিয়া দিল দেখা॥

অনিরুদ্ধ সমীপে চিত্রলেখার আত্মপরিচয় ও ঊষার অবস্থা কথন

চিত্রলেখা দেখিয়া অনিরুদ্ধ বিস্মিত।
দেব-গন্ধর্ব্ব-কন্যা কিবা আইলা আচম্বিত॥
কার কন্যা, কার নারী, স্বরূপ কহ মোরে।
কেমতে লঙ্ঘিয়া দুর্গ আইলা অভ্যন্তরে॥
অনিরুদ্ধের বোল শুনি বলে বিদ্যাধরী।
দূত হৈয়া আইলাম তোমার নগরী॥
পৃথিবী মণ্ডলে বড় বাণ-নরপতি।
তার কন্যা ঊষাবতী রূপেতে পার্ব্বতী॥
তার সখী চিত্রলেখা নাম সে আমারে।
মুনির বরে সর্ব্বত্র গতি কহিল তোমারে॥
তে-কারণে দুর্গ লঙ্ঘিয়া আইনু হেথারে।
ঊষার সম্বাদ কিছু করাই গোচরে॥
স্বপনে হইয়া চোর গেলা তার পুরী।
ভুঞ্জিলে শৃঙ্গার-রস নানা রঙ্গ করি॥
নিদ্রা হৈতে উঠি চায় কেহ নাহি পাশে।
মূর্চ্ছিতা হইল ঊষা তোমার হাইবাশে॥
চেতন করিয়া আমি তুলিনু তাহারে।
তুমি চোর যত কৈলে, কহিল আমারে॥
নূতন সঙ্গম তার প্রথম যৌবন।
তোমা ভিন্ন প্রাণ তার করয়ে কেমন॥
তবে তারে আমরা অন্য বর চিন্তিল।
শুনিয়া সুন্দরী ঊষা ক্রোধ বড় কৈল॥
কেনে হেন বল সখী, অযোগ্য বচন।
সতী-খ্যাতি ধর্ম্ম মোর করিবে লঙ্ঘন॥
স্বপনে আমার সহিত যে কৈল শৃঙ্গার।
সেই সে আমার স্বামী, আমি পত্নী তার॥
আনিয়া আমারে দেহ, সেই প্রাণনাথে।
নহে স্ত্রী-বধ আমি দিব যে তোমাতে॥
তার বোলে ত্রিভুবন পটেতে লিখিয়া।
দিয়া কৈনু নিজ স্বামী লহ ত' চিনিয়া॥
একে একে ত্রিভুবন চাহিল সকলে।
তোমা দেখি মূর্চ্ছা হৈয়া পড়ে ভূমিতলে॥
কান্দিয়া বলিল এই পুরুষ-রতন।
আনিয়া সত্বর সখী রাখহ জীবন॥
চিত্রলেখা কহিল ঊষার বিবরণ।
কথা শুনি অনিরুদ্ধ হরিল চেতন॥
চিত্তস্থির করি পুন উঠিলা সত্বরে।
চিত্রলেখার হাতে ধরি বলিল মধুরে॥
শুন চিত্রলেখা বলি লজ্জা পরিহরি।
স্বপনে ছলিল মোরে সেই ত' সুন্দরী॥
সেই হৈতে অন্য মোর নাহি পায় মনে।
তেজিয়াছি অন্ন পানি তাহার ধেয়ানে॥

এড়িয়া ত' ঝাট আর নারীগণ।
রাত্রি দিনে সেই মনে পড়ে সর্ব্বক্ষণ॥
প্রাণ রাখ চিত্রলেখা পড়হুঁ চরণে।
তার সনে ঝাট মোর করাহ মিলনে॥

চিত্রলেখার সহিত অনিরুদ্ধের উষা সমীপে গমন

অনিরুদ্ধের বচন শুনিয়া চিত্ররেখা।
ঝাট চড়হ রথে, করাও লৈয়া দেখা॥
কামে অচেতন হৈয়া কিছু না গণিল।
চিত্রলেখা সঙ্গে রথে চড়িয়া নড়িল॥
কার সনে কোথা যাই ছাড়ি নারীগণে।
পরিণাম না গুণিয়া যায় অচেতনে॥
কামচারী রথ খান সেই কামচারী।
সত্বরে পাইল গিয়া উষার নগরী॥
নিশাভাগ রাত্রে গেলা উষার অভ্যন্তরে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে, আছয়ে সত্বরে॥
তার পাশে গিয়া তবে বলে চিত্রলেখা।
আনিল তোমার স্বামী, ঝাট কর দেখা॥

উষা-অনিরুদ্ধের বিবাহ

সম্ভ্রমে উঠিয়া উষা পাইল চেতন।
দেখিল সুন্দর-বর অভিনব মদন॥
মূর্চ্ছিত হইল উষা পাদ্য-অর্ঘ্য লঞা।
চেতন করায় সখী মুখে জল দিয়া॥
কামে অচেতন উষা দৃঢ় করি হিয়া।
সখীগণ মেলি দিল গন্ধর্ব্বমতে বিয়া॥
পালঙ্ক উপরে দোঁহে করিল শয়ন।
গাঢ় আলিঙ্গন কত রসের চুম্বন॥
চির অনুরাগে হৈল দোঁহেতে মিলন।
সখীরে না কৈল লাজ, কামে অচেতন॥
লাজে চিত্রলেখা কৈল বাহিরে গমন।
বিনোদ-মন্দিরে দোঁহে করিল রমণ॥

বিদ্বান্ পুরুষবর, বিদূষী কুমারী।
ভুঞ্জিল শৃঙ্গার দোঁহে নানা সুখ করি॥
উদয়াস্ত জ্ঞান নাহি দিবস-রজনী।
সুন্দর পুরুষ, উষা নূতন যৌবনী॥
হেনমতে তার সঙ্গে কতদিন গেল।
পুরুষ সঙ্গমে উষা গর্ভ সে ধরিল॥
যত অনুচর সব প্রমাদ দেখিয়া।
সত্বরে রাজার ঠাঁই জানাইল গিয়া॥
শুন শুন মহারাজ প্রমাদ বচন।
অন্তরীক্ষে উষার ঘরে আইসে একজন॥
শ্যামল-সুন্দর রূপ প্রথম-বয়সে।
উষা-সঙ্গে ক্রীড়া করে রজনী-দিবসে॥
বড় ভাগ্যে পাইল উষা পুরুষ-রতন।
তার সেবা করি মানে সফল জীবন॥
অপেক্ষা না করে কারে শঙ্কা নাহি করে।
বুঝিয়া ত' তত্ত্ব লহ, করিনু গোচরে॥
শুনিয়া কুপিল রাজা বাণ মহাশয়।
বন্দী করিবারে তারে সৈন্য পাঠায়॥
চারি সেনাপতি পাঁচে উষার মন্দিরে।
বেড়িয়া মারহ ঝাট, ধরি দুষ্ট চোরে॥
হেনই সময়ে সেই পুরুষ-রতন।
উষা সঙ্গে পাশা খেলে আনন্দিত মন॥

অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক বাণের সেনাপতিগণের নিধন

বেড়িলেক সেনাগণ নাহি করে ডর।
সবারে পাঠায়ে দিব যম বরাবর॥
এত বলি পাশা এড়ি সম্ভ্রমে উঠিয়া।
তার অস্ত্র কাড়ি নিল চাপড় মারিয়া॥
সেই অস্ত্র লয়ে বীর করে মহারণ।
কাটিয়া ফেলিল সব সেনাপতিগণ॥
পাড়িয়া বাণের সৈন্য উষার সংহতি।
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে দোঁহে কৌতুক করন্তি॥

সেনাপতি পড়িল, চিন্তিত বাণ-নৃপবর।
সিংহাসন হৈতে উঠি ডাকিল সত্বর॥
আর চারি সেনাপতি সম্মুখে দেখিয়া।
অনিরুদ্ধে মারিতে সাজে হস্তী ঘোড়া দিয়া॥
বাণ রাজা বলে, শুন চারি সেনাপতি।
চোর ধরিতে নার যদি অনেক শকতি॥
খাঁড়াতে কাটিয়া তার লইও জীবন।
শুভক্ষণ করি সবে করহ গমন॥
রাজার আদেশে চারি সেনাপতি যায়।
শীঘ্রগতি তারা উষার মন্দির পায়॥
সৈন্য দেখি অনিরুদ্ধ পালঙ্ক ছাড়িয়া।
যুদ্ধ করিবারে যায় নানা অস্ত্র লৈয়া॥
চারি সেনাপতি লৈয়া সংগ্রাম বিস্তর।
বড় বড় বীরে কাটে কামের কোঙর॥
সিংহনাদ ছাড়ি যায় সংগ্রাম-ভিতরে।
চারি বীর মারিয়া পাঠায় যম ঘরে॥
শুনিয়া সক্রোধে কাঁপে বাণ-নৃপবর।
হাতে অস্ত্র করি বেড়ে উষার সেই ঘর॥

অনিরুদ্ধ সহিত বাণরাজার যুদ্ধ

দেখিয়া সুন্দরী উষা কম্পিত অন্তরে।
বাপ হয়ে স্বামী বধ করয়ে আমারে॥
অনিরুদ্ধের বস্ত্র ধরি কাঁদে লোটাইয়া।
না করহ যুদ্ধ প্রভু যাহ ত' ফিরিয়া॥
উষারে বলয়ে অনিরুদ্ধ মহাশয়।
না কর ক্রন্দন উষা কারে কর ভয়॥
গোবিন্দের পৌত্র আমি কামের নন্দন।
আমাকে জিনিতে নারে এ তিন ভুবন॥
ত্রাস ছাড়, যুদ্ধ দেখ, বসি সিংহাসনে।
একলা মারিব সবা দেখ বিদ্যমানে॥
বীরদাপ ছাড়ে তবে সংগ্রাম ভিতরে।
দেখিয়া ত' বাণ রাজা ডাকে উচ্চৈস্বরে॥
হের দেখ, শিশু গোটা প্রথম যৌবন।
মরিবার তরে আইসে করিবারে রণ॥
মার মার করি ডাকে বাণ-নরপতি।
চারিদিকে নানা অস্ত্র যুড়ে যোদ্ধাপতি॥
একেশ্বর অনিরুদ্ধ ধনুর্ব্বাণ লয়ে।
কাটিল সকল অস্ত্র আকর্ণ পূরিয়ে॥
আর বাণ লয়ে করে বাণ বরিষণ।
বড় বড় সেনাপতি কাটি করে রণ॥
সেনাপতিগণ পড়ে. রোষে নৃপবর।
হাতে শূল করি যায় সংগ্রাম-ভিতর॥
এড়িলেক বাণ শূল নাহিক বাখান।
শূল মুখে অনল জ্বলয়ে খান খান॥
শূল দেখিয়া উষার উড়িল পরাণ।
বাণে কাটি অনিরুদ্ধ কৈল খান খান॥
শূল ব্যর্থ গেল, রোষে বলির নন্দন।
সহস্রেক হাতে করে বাণ বরিষণ॥
সব বাণ কাটি কুমার ফেলিল আকাশে।
দেখিয়া ত' বাণ-রাজা পাইল তরাসে॥

অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন দর্শনে উষার বিলাপ

মোর বাণ ব্যর্থ করে নাহি ত্রিভুবনে।
ছাওয়াল হইয়া বেটা এত করে রণে॥
ক্রোধে বাণ-রাজা করে বাণ বরিষণ।
নাগপাশে অনিরুদ্ধে করিল বন্ধন॥
নাগপাশ খণ্ডিবারে না জানে উপায়।
বন্দী হৈলা অনিরুদ্ধ নাগপাশের ঘায়॥
যুদ্ধ স্থানে বন্দী করি এড়িল নৃপবর।
হরষিত হইয়া চলিলা নিজ ঘর॥
নাগপাশ বন্ধনে বীর মূর্চ্ছিত ঘনে ঘন।
তার পাশে গিয়া উষা করয়ে ক্রন্দন॥
হার ছিঁড়ি, বস্ত্র ফেলি, লোটায় ভূমিতলে।
গা আছাড়িয়া কান্দে স্বামী করি কোলে॥

তখনি বলিনু প্রভু যাহ পলাইয়া।
বুঝিবারে গেলে মোর বচন লঙ্ঘিয়া॥
শিবের বরে বাপ মোর অজয় ত্রিভুবনে।
হেন জন সনে প্রভু একা কৈলে রণে॥
একলা করিলে রণ নাহিক দোসর।
মায়াযুদ্ধে বান্ধে তোমা বাণ-নৃপবর॥
কেহ না জানিল তোমার পিতৃ-মাতৃকুলে।
দৈবদোষে বিধি তোমায় ধরিলেক ছলে॥
বাপ হয়ে বাণ-রাজা দিল মোরে তাপ।
অনলে প্রবেশিয়া আজি দিব তারে শাপ॥
ভূমিতে লোটায়ে ঊষা কাঁদিয়া ব্যাকুলে।
ধূলায় ধূসর হয়ে গড়াগড়ি বুলে॥
পূজিলাম হরগৌরী একমন-চিত্তে।
বর দিলা পার্ব্বতী হাসিতে হাসিতে॥
পাইবে উত্তম বর পুরুষ-রতন।
হইল সফল পাইনু কন্দর্প-নন্দন॥
তবে কেন দেবী মোরে অতুষ্ট আমারে।
ছাড়য়ে পরাণ প্রভু সংগ্রাম-ভিতরে॥

অনিরুদ্ধের চণ্ডিকা-স্মরণ

এত বলি কাঁদে ঊষা মহী লোটাইয়া।
হেনকালে নারদ ঋষি মিলিলা আসিয়া॥
না কর ক্রন্দন ঊষা স্থির কর মতি।
এখন চেতন পাবে তোমার নিজ পতি॥
অনিরুদ্ধ-পাশেতে বলে নারদ-মুনিবর।
আপনা পাশর কেন কামের কোঙর॥
স্থিরমতি হয়ে চিন্ত চণ্ডীর চরণ।
বল না করিব নাগপাশের বন্ধন॥
নারদের বচন শুনি স্থির মন করি।
একচিত্তে অনিরুদ্ধ চণ্ডিকারে স্মরি॥
তুমি দেবী নারায়ণী চণ্ডিকা-ভবানী।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী তুমি সৃষ্টির পালনী॥
তুমি জল, তুমি স্থল, পবন, হুতাশ।
তুমি মেরু-মন্দর, তুমি ত' কৈলাস॥
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য দিবস-রজনী।
সবার কারণ তুমি দুর্গতি-নাশিনী॥
দুষ্ট মারিয়া তুমি রাখিলে দেবগণ।
সংসারের সার তুমি বিপদের বন্ধুজন॥
বিষম বিষের জালে দগধে পরাণি।
প্রাণ দান দেহ মাতা চণ্ডিকা-ভবানী॥
বিবিধ বিধানে বিস্তর স্তুতি কৈল।
হাসিতে হাসিতে দেবী সাক্ষাৎ হইল॥
বর মাগ অনিরুদ্ধ চিন্তা নাহি আর।
ত্রিদশের নাথ আসি করিবে উদ্ধার॥
দেবীর বচনে অনিরুদ্ধ স্থির হৈল।
সকল শরীরে যেন অমৃত সিঞ্চিল॥
পুনরপি বলে তারে যুড়ি দুই করে।
বিষজালে প্রাণ যায় রক্ষা কর মোরে।
অনিরুদ্ধের দুঃখ দেখি বৈল ভগবতী।
না করিবে বিষ বল স্থির কর মতি॥
বলিয়া ত' ভগবতী গেলা নিজ-স্থানে।
সুখে নিবসয়ে নাগপাশের বন্ধনে॥
হেথা পুরী মধ্যে নাহি কামের নন্দন।
না পাইয়া উদ্দেশ তার উঠিল ক্রন্দন॥
পালঙ্কেতে ছিল পুত্র সুখেতে শুতিয়া।
কোথা গেল কেবা নিল পুরী প্রবেশিয়া॥
পুত্র না পাইয়া কাম চিন্তে মনে মনে।
সত্বরে জানাইল গিয়া গোবিন্দ-চরণে॥
শুন শুন গোসাঞী, ত্রিদশ-অধিকারী।
কে হরিয়া নিল পুত্র আসি মোর পুরী॥
কামের বচনে কৃষ্ণ গুণে মনে মনে।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল প্রভু গুণিলা মনে মনে॥
জানিল হরিয়া নিল ঊষা-অনুচরী।
রথে তুলি লয়ে গেলা বাণের নগরী॥

গুপ্ত বিভা করিয়াছে উষার ভবনে।
বাঁধিয়াছে বাণ-রাজা অনেক যতনে॥
তাহার উদ্ধার চিন্তিলা গদাধর।
উদ্দেশ করিতে লোক পাঠাইল বিস্তর॥

অনিরুদ্ধের বন্ধন-শ্রবণে কৃষ্ণের যুদ্ধ-সজ্জা

সর্ব্বত্র চলিল লোক উদ্দেশ করিবারে।
হেনবেলা আইলা নারদ-মুনিবরে॥
নারদে দেখিয়া কৃষ্ণ উঠিলা সত্বরে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া কৈল বিস্তর পুরস্কারে॥
সুস্থ হয়ে বলে মুনি, শুন গোবিন্দাই!
মুখ্য মুখ্য জন প্রভু আনহ হেথাই॥
নারদ বচনে কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া।
বলভদ্র আদি যত আনিল ডাকিয়া॥
নারদ কহেন কথা সভার ভিতরে।
যেমনে বান্ধিল অনিরুদ্ধে বাণ-নৃপবরে॥
বাণ-অনিরুদ্ধে যুদ্ধ অদ্ভুত এ কথা।
নাগপাশ বন্ধনে বীর দুঃখ পায় তথা॥
একেশ্বর অনিরুদ্ধ সংগ্রাম-ভিতরে।
যুদ্ধ করিবারে সৈন্য আইলা বিস্তরে॥
মায়াযুদ্ধ করি তবে বাণ-নৃপবরে।
অবশেষে নাগপাশে বাঁধিল তাহারে॥
নারদ বচন শুনি উঠে গদাধর।
সাজ বলিয়া ঘোষণা দিল ত' সত্বর॥
উগ্রসেন মহারাজা পুরেতে রাখিয়া।
নড়িলা ত' নারায়ণ সব সৈন্য লৈয়া॥
সত্বরে পাইল গিয়া গরুড় সংহতি।
বেড়িলা বাণের পুরী লয়ে সেনাপতি॥
জ্বলন্ত অনল দুর্গ বড় ঘোরতর।
চৌদিকে বেড়িয়া গড় দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
মনুষ্য, দেবতা, পক্ষী প্রবেশিতে নারে।
কেমনে প্রবেশি পুরী চিন্তিল গদাধরে॥

অগ্নির পরীখা দেখি গুণে মনে মনে।
কেমনে তরিয়া অগ্নি করিব গমনে॥
মহাতেজ প্রচণ্ড অগ্নি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
পক্ষী প্রবেশিতে নারে পুরীর ভিতর॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া হরি বরুণেরে বৈল।
নির্ব্বাণ করিতে অগ্নি তোমায় ভার দিল॥
কৃষ্ণের বচনে বরুণ শতমুখী হয়ে।
ফেলিল বিস্তর জল স্বর্গ-গঙ্গা দিয়ে॥
উগারিয়া ফেলে জল অগ্নির উপরে।
নিবাইল অগ্নি সব দেখি গদাধরে॥
হরষিত হয়ে প্রভু সব সৈন্য লঞা।
প্রবেশে বাণের পুরী জয় জয় দিয়া॥
বাণ-নৃপবরে দূত সকল কহিল।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই পুরী প্রবেশিল॥

হরি-হরের যুদ্ধ

দূত মুখে কথা শুনি হাসি নৃপবর।
মরিতে আইলা গোপ আমার নগর॥
পুরী প্রবেশিতে দ্বার দেহ ত' ছাড়িয়া।
সহস্রেক হাতে সবা ফেলিব কাটিয়া॥
সফল হইল বর দিল ত্রিলোচন।
অনেক দিবসে আজি পাইলাম রণ॥
এত বলি বাণ-রাজা হর্ষ মনে করি।
সহস্রেক বাহু নাচায় আকাশ উপরি॥
বার অক্ষৌহিণী সেনা আইল গদাধরে।
সব সৈন্যে যায় রাজা যুদ্ধ করিবারে॥
হাতে শূল মহাদেব বাণে আগুলিয়া।
কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে কার্ত্তিক লইয়া॥
শূল দেখি চক্র লইলা দেব গদাধর।
দুই জনে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর॥
কল্পান্তরে হয় যেন ঘোর দরশন।
দেখিয়া কম্পিত হৈলা সব দেবগণ॥

সাত্যকির সঙ্গে যুঝে বাণ-নরপতি।
প্রত্যুম্ন সহিত যুঝে কার্ত্তিক সেনাপতি॥
কুম্ভাণ্ড, কূপকর্ণ দুই সহোদর।
দুজনার সঙ্গে যুঝে একা হলধর॥
গদ, সাম্ব-আদি করি যত মহারথি।
অন্যান্য করয়ে যুদ্ধ সারথি সারথি॥
কৃষ্ণ-মহাদেবে যুদ্ধ অদ্ভুত হইল।
প্রলয়কালেতে যেন সংসার মজিল॥
হরি-হরে যুদ্ধ, মহা-অগ্নি উপজিল।
সহিতে না পারি, হর রণে ভঙ্গ দিল॥
মহাদেব ছাড়ি কৃষ্ণ ধাইল সত্বরে।
হাতে চক্র যায় কৃষ্ণ বাণ কাটিবারে॥
পুত্রের মরণ দেখি দেবী মহেশ্বরী।
উলঙ্গ হয়ে দাণ্ডাইল লজ্জা পরিহরি॥
দিগম্বরী দেখি কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া।
এড়িল হাতের চক্র বিমুখ হইয়া॥
দেবীর প্রসাদে প্রাণ পেয়ে গেল ঘরে।
মহেশ্বর 'জ্বর' পাঠায় যুদ্ধ করিবারে॥
আসিয়া ত' জ্বর তবে গোবিন্দে বেড়িল।
জ্বরের ব্যথাতে কৃষ্ণ সংমোহ পাইল॥
ক্ষণেক থাকিয়া কৃষ্ণ পাইল চেতন।
বৈষ্ণব-জ্বর কৃষ্ণ করিল সৃজন॥
দুইজনে যুদ্ধ হৈল দেখিয়া তরাস।
জিনিয়া বৈষ্ণব-জ্বর করে উপহাস॥
তব জ্বর গোবিন্দেরে করিল প্রণতি।
প্রাণ রাখ, প্রাণ রাখ ত্রিদশ-অধিপতি॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর।
অষ্ট লোকপাল তুমি, তুমি পুরন্দর॥
সৃজিলে সকল সৃষ্টি, তুমি অধিকারী।
সৃজিয়া ত' কেন মোর প্রাণ হিংসা করি॥
তোমার প্রতাপ গোসাঞী, কার প্রাণে সহি।
অনেক প্রকারে স্তুতি সেই জ্বর কহি॥
জ্বরের এতেক যবে প্রণতি শুনিল।
হাসিয়া ত' দেব হরি জ্বরেরে বলিল॥
না করিহ চিন্তা কিছু না করিহ ভয়।
এই জ্বর-বিবরণ যেইজন কয়॥
এই বিবরণ যেবা সংসারে শুনয়ে।
তোমার শকতি কিছু নহিব তাহায়ে॥
এতেক আদেশ জ্বর প্রভুর শুনিয়া।
বাণ ঠাঞী গেলা, কৃষ্ণ প্রণাম করিয়া॥
জ্বর ব্যথ গেলা, বাণ রুষিলা অন্তরে।
হাতে শূল করি যায় যুদ্ধ করিবারে॥
নানা-অস্ত্র এড়ে বাণ অতি ঘোরতর।
চক্রে কাটি খান খান কৈল গদাধর॥
পুনরপি বাণ-রাজা শূল লৈল হাতে।
শূল দেখি চক্র নিল দেব-জগন্নাথে॥
দশদিক্ দীপ্ত চক্র করিল আকাশে।
চক্র দেখি বাণ-রাজা পাইল তরাসে॥

শ্রীকৃষ্ণহস্তে বাণের বাহুচ্ছেদ

হেনকালে মহাদেব বাণের আগে গিয়া।
যোড়হাতে স্তুতি করে গোবিন্দ দেখিয়া॥
তোমার প্রসাদে মোকে সকল-সংসারে।
মহাদেব বলি লোক বলয়ে আমারে॥
মোর বর-পুত্র গোসাঞী, বাণ নৃপবরে।
তুমি প্রাণ নিলে আমি বলিব কাহারে॥
একবার ক্ষম দোষ, শুন গদাধরে।
অনেক মহিমা তোমার ঘুষিব সংসারে॥
মহাদেবের বাক্য শুনি হাস্য উপজিল।
না নিব বাণের প্রাণ, স্বরূপ বলিল॥
পূর্ব্বে প্রহ্লাদে আমি দিয়াছি যে বর।
কাহো না মারিব তোর বংশের ভিতর॥
বিশেষত তুষ্ট হৈয়া তুমি দিলে বর।
না নিব পরাণ উহার শুন মহেশ্বর॥

সহস্রেক বাহু উহার শরীর ভিতরে।
বাহু-মদে মত্ত হৈয়া হিংসয়ে সবারে॥
তাহার কারণে আজি কাটিব বাহুগণ।
চারিখান রাখিব হাত তোমার কারণ॥
একথা শুনিয়া হর অনুমতি দিল।
চক্র দিয়া বাণের বাহু সকলি কাটিল॥
দেখিয়া ত' মহাদেব কোলেতে করিয়া।
আনিলা ত' কৃষ্ণ ঠাঁই সদয় হইয়া॥
পদ্মহস্ত দেহ প্রভু ইহার শরীরে।
চক্রাঘাতে কাতর বড় বাণ-নৃপবরে॥
হাসিয়া ত' গোবিন্দাই পরশন করে।
চারি বাহু সনে হৈলা দ্বিগুণ সুন্দরে॥

বাণ-কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধের বন্ধন-মোচন ও স্বীয় কন্যাদান

তবে বাণ-নরপতি প্রণাম করিয়া।
ঘরকে আনিল কৃষ্ণে মহাদেব লৈয়া॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিল আর দিব্য সিংহাসন।
নানা-আভরণ দিয়া করিল ভূষণ॥
সম্ভ্রমে ত' গিয়া রাজা উষার মন্দিরে।
বন্দী ছোড়াইয়া আনি অনিরুদ্ধ বীরে॥
কৃষ্ণ স্থানে আনি তারে কৈল সন্নিধান।
নানা রত্ন দিয়া কৈল উষা-কন্যা দান॥
হস্তী ঘোড়া রথ দিল যৌতুক করিয়া।
দাস-দাসীগণ দিল রতনে ভূষিয়া॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বিচিত্র-সিংহাসন।
নানা রত্নে অনিরুদ্ধে করিল ভূষণ॥
নড়িলা ত' গদাধর হরষিত হৈয়া।
উষা-অনিরুদ্ধে যায় রথেতে চড়িয়া॥
দ্বারকা আসিয়া কৃষ্ণ মহোৎসব করি।
আনন্দিত সর্ব্বলোক দ্বারকা-নগরী॥
হেন অদ্ভুত কথা শুন এক মনে।
কৃষ্ণের বিক্রমে হৈল উষার হরণে॥
শুনিলে মুকতি হয় নাহিক বিস্ময়।
গুণরাজ খাঁন কহে গোবিন্দ-বিজয়॥

নৃগরাজের কৃকলাস-জন্ম

কৃকলাসোপাখ্যান

(ধানসী-রাগ)

একদিন কৃষ্ণ সব লইয়া কুমার।
প্রদ্যুম্নাদি সঙ্গে যায় করিতে বিহার॥
প্রভাস নিকটে রম্য কানন-ভিতরে।
নানা রঙ্গে ঢঙ্গে ক্রীড়া করয়ে বিস্তরে॥
ক্রীড়াশ্রমে রৌদ্রে সবে তৃষ্ণায় বিকল।
সকল অরণ্য ভ্রমি না পাইল জল॥
এক গোটা কূপ সবে দেখি কতদূরে।
সব যদুগণে তথা নড়িলা সত্বরে॥
দেখিলা ত' কাঁকলাস অতি মহাকায়।
অধোমুখে কূপ মধ্যে পড়িয়া আছয়॥
কূপের চারিভিতে তার পূরিল শরীরে।
জল পিতে নাহি পায় উঠিতে না পারে॥
সব যদুবংশ মেলি টানাটানি কৈল।
বড় পরিশ্রম করি নাড়িতে নারিল॥
তুলিতে নারিয়া তবে সব যদুগণে।
সত্বরে জানাইল গিয়া গোবিন্দ-চরণে॥
শুন শুন গোবিন্দাই অদ্ভুত-কাহিনী।
এক গোটা কাঁকলাস পিতে গেল পানি॥
নির্জ্জল কূপেতে পড়ি ছাড়য়ে পরাণী।
সবে মিলি আমরা করিনু টানাটানি॥
তবু ত' তুলিতে নারি সেই মহাকায়ে।
প্রাণ ছাড়ে কাঁকলাস কহিনু তোমায়ে॥

পুত্রের শুনিয়া কথা হাসে গদাধর।
মনেতে জানিয়া তত্ত্ব চলিলা সত্বর॥
কূপে গিয়া দেখি কৃষ্ণ সেই মহাকায়ে।
বামহাতে দু-অঙ্গুলে ধরিয়া ফেলায়ে॥
কৃষ্ণের পরশ হৈতে সেই মহাকায়ে।
কাঁকলাস তনু ছাড়ি বিদ্যাধর হয়ে॥
যোড়হাতে স্তুতি করে গোবিন্দ-চরণে।
তোমার প্রসাদে হৈল শাপ বিমোচনে॥
তুমি দেব নারায়ণ সংসারের সার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তোমার অধিকার॥
তোমার স্মরণে লোক পায় ত' মুকতি।
করে পরশিলে আমায় দেব শ্রীপতি॥
আমার ভাগ্যের সীমা বলিতে না পারি।
আজ্ঞা কৈলে ধর্ম্ম গিয়া ভুঞ্জি যে শ্রীহরি॥
শুনিয়া তাহার বোল হাসিতে হাসিতে।
জানিয়া তাঁহার তত্ত্ব লাগিল কহিতে॥
কিবা জাতি, কিবা নাম, কহ সব কথা।
কি কারণে ভুঞ্জিলে তুমি এতেক অবস্থা॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তুমি দেব অবতার।
কাঁকলাস যোনিতে কেন জনম তোমার॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য করিয়া যোড়হাতে।
সকল বৃত্তান্ত কথা কহিল জগন্নাথে॥
আপন ধর্ম্ম আপনাকে কহিতে না যুয়ায়।
তুমি জিজ্ঞাসিলে তেঞি কহি তব পায়॥
ইক্ষ্বাকুর পুত্র আমি নৃগ নাম ধরি।
চক্রবর্ত্তী রাজা আমি শুনহ শ্রীহরি॥
নিজ বাহু বলে আমি ত্রিভুবন জিনি।
সব রাজা জিনি আমি হইলাম নৃপমণি॥
নানা যজ্ঞ নানা দান কৈনু হরষিতে।
বৎসর শতেক কেহ না পারে গণিতে॥
বৃষ্টির ধারা যত, আকাশের তারাগণ।
পৃথিবীর রেণু যত, শুন নারায়ণ॥
সুরভি সমান গাভী অসংখ্য বাছিয়া।
হেম-শৃঙ্গ, রৌপ্য-ক্ষুর, রত্ন গলে দিয়া॥
দুগ্ধবতী অরোগিণী উচিতে কিনিয়া।
প্রতিদিন বিশিষ্ট বিপ্রে দিনু ত' পূজিয়া॥
হেনমতে শৃঙ্গীদান প্রতিদিন কৈল।
অসংখ্য গোধন সংখ্যা করিতে নারিল॥
একদিন এক শৃঙ্গী হারাল দ্বিজবর।
দৈবে সান্ধাইল মোর গোষ্ঠের ভিতর।
আর দিন সেই শৃঙ্গী আমি দিনু দ্বিজে।
না জানিয়া দিল দান শৃঙ্গীর সমাজে॥
দান লৈয়া দ্বিজ পথে যাইতে যাইতে।
চিনিয়া পূর্ব্বের দ্বিজ আইল লইতে॥

নৃগরাজার উপাখ্যান

(গুর্জ্জরী-রাগ)

কালি দান পাই মুঞি, চুরি সে করিয়া।
আপন ধেনুর মাঝে লয়ে যাইস্ হরিয়া।
এত বলি ধেনু লৈল সক্রোধ হইয়া।
ঘরকে চলিল দ্বিজ সেই ধেনু লৈয়া॥
বিপ্র বলে, আজি আমি ধেনু দান নিল।
এত বলি দুই দ্বিজে কোন্দল বাজিল॥
কেহ ত' না ছাড়ে ধেনু দোঁহে ত' ধরিয়া।
আইলা আমার ঠাঁই সেই ধেনু লৈয়া॥
আসিয়া আমারে কৈল বিস্তর কুবাণী।
এক ধেনু দু'জনারে দেহ নৃপমণি॥
ইহা বলি সেই ধেনু দোঁহে নাহি এড়ি।
সহস্র সহিল, তবু কেহ নাহি ছাড়ি॥
অনেক মিনতি কৈল দ্বিজের চরণে।
দশ সহস্র দিয়ে গাভী একের কারণে।
আরবার মিনতি করি পড়িয়া চরণে।
এক লক্ষ ধেনু দিয়ে শুনহ ব্রাহ্মণে॥
কেহ না রাখিল বোল, শুন গদাধর।
যেই শক্ত হৈল, সেই ধেনু নিল ঘর॥

তবে কত দিনে মৃত্যু হইল আমার।
যমদূত লৈয়া গেল যমের দুয়ার॥
তবে জিজ্ঞাসিল মোরে ধর্ম্ম অধিকারী।
তোমার ধর্ম্মের সংখ্যা বলিতে না পারি॥
নানা যজ্ঞ, নানা দান, কৈলে নরপতি।
উচিতে পালিলে প্রজা, রাখিলে সুখ্যাতি॥
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে কভু নাহি দিলে মন।
অজ্ঞাতে এ সব পাপ করিলে রাজন॥
দুই দ্বিজে শৃঙ্গীহেতু কোন্দল করিয়া।
আইল তোমার ঠাঁই সেই ধেনু লৈয়া॥
না করিলে প্রতিকার শুন নৃপবর।
সেই পাপ আছে তোমার শরীর ভিতর॥
অল্প অধর্ম্ম, ধর্ম্ম কহিতে না পারি।
ভুঞ্জিবে ত' কোন্ ভোগ, বল শীঘ্রকরি॥
যমের বচন শুনি মনেতে গুণিয়া।
বলিল, অধর্ম্ম আগে ভুঞ্জিব ত' গিয়া॥
ইহা শুনি যম মোরে বলিল বচনে।
কাঁকলাস হৈয়া তুমি থাক গিয়া বনে॥
অধোমুখে ঊর্দ্ধ পায় নির্জ্জল সে কূপে।
পড়িয়া ত' গদাধর ভুঞ্জি সেই পাপে॥
বড় ভাগ্যে পরশিলে কমললোচন।
খণ্ডিল সকল পাপ, শুন নারায়ণ॥
বলিতে বলিতে রথ পাঠাল পুরন্দর।
রথে চড়ি স্বর্গে যায় নৃগ-নৃপবর॥

যদুকুমারগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

দেখিয়া শুনিয়া কথা কৃষ্ণের কুমার।
ত্রাস লাগিল মনে, পাইল চমৎকার॥
তবে গোবিন্দাই সব কুমারকে আনি।
শুনিলে কুমার সব, নৃগরাজ-বাণী?
বিষ হৈতে বিষম ব্রহ্মস্ব, শুন পুত্রগণ।
ব্রহ্মস্বে সবংশ-নাশ, বিষে একজন॥
অজ্ঞাতে ব্রহ্মস্ব হরে, তিন পুরুষ সংহরে।
জ্ঞাত হৈলে, একবিংশ পুরুষ নাশ করে॥
আত্মবুদ্ধ্যে পর বুদ্ধ্যে ব্রহ্মস্ব যেই হরে।
কোটি কোটি জন্ম পচে নরক ভিতরে॥
সাবধান হইও পুত্র, বলিল সবায়।
ব্রহ্মস্ব নিকটে কেহ কভু পাছে যায়॥
এই বলি সবা লৈয়া গেলা গদাধর।
গুণরাজ খাঁন কহে হরির কিঙ্কর॥

লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর

(শ্রীরাগ)

বলের বিক্রম নর, শুন একমনে।
দুর্য্যোধনের কন্যা, শাম্ব পাইল যেমনে॥
একদিন দুর্য্যোধন কন্যাকে দেখিয়া।
যোগ্যা কন্যা হৈল, কারে বিভা দিব ইহা॥
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী কন্যা লক্ষ্মী-অবতারে।
যৌবনের দশা হৈল সকল শরীরে॥
পাত্র-মিত্র লৈয়া রাজা মন্ত্রণা করিয়া।
লক্ষ্মণার বিভা দিব স্বয়ম্বর রচিয়া॥
চারিদিক যায় দূত রাজা আনিবারে।
নানা শোভা কৈল পুরী আনন্দ ঘরে ঘরে॥
লক্ষ্মীর সমান রূপ সবে ত' শুনিয়া।
আইলা সকল রাজা কামে হত হৈয়া॥
জাম্বুবতীর তনয় শাম্ব, কৃষ্ণের কুমার।
বিবাহ দেখিতে তাঁর হৈল আগুসার॥
বসিলা সকল রাজা বিচিত্র সিংহাসনে।
মালা লৈয়া আইল কন্যা করিতে বরণে॥

শ্যামা সুকেশী রামা উন্নত পয়োভার।
চন্দ্র জিনি মুখ শোভা, তুলনা নাহি তার॥
কম্বুকণ্ঠ, মাজাক্ষীণ, নিতম্ব বিশালা।
সভা শোভা কৈল, যেন চন্দ্র ষোলকলা॥
হরিল চেতন রাজা, দেখিল যে তারে।
হেনবেলা উঠে শাম্ব কন্যা হরিবারে॥
সভার ভিতরে গিয়া কন্যার হাতে ধরি।
রথে তুলি লৈয়া যায় আপনার পুরী॥
দেখিয়া সকল রাজা হা হা! সে করিয়া।
উঠিয়া করয়ে যুদ্ধ নানা অস্ত্র লৈয়া॥
কোথা যাইস্, কোথা যাইস্, হরি পরনারী।
চোর বংশে জন্ম তোর, আসি কৈলে চুরি॥
কন্যার হরণ দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
হাতে অস্ত্র করি ধায়ে ভাই শত জন॥
যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন পঞ্চ সহোদর।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ধাইলা সত্বর॥
সব মহারথি গিয়া বেড়িল তাহারে।
একলা যুঝয়ে শাম্ব সংগ্রাম ভিতরে॥
সব রাজা সনে যুঝে ক্ষণেক নাহি শ্রম।
হস্তিগণ মধ্যে যেন সিংহের বিক্রম॥
যত যত বাণ এড়ে, যত নৃপবর।
সব বাণ কাটি পাড়ে, শাম্ব ধনুর্দ্ধর॥
কোন প্রকারেতে তারে জিনিতে না পারি।
মন্ত্রণা করিয়া তবে ক্রীড়া-যুদ্ধ করি॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা মহারথি লৈয়া।
মায়া যুদ্ধে শাম্ব-বীরে আনিল বাঁধিয়া॥
ঘরে লৈয়া নাগপাশে বান্ধিল তাহারে।
পায়েতে নিগড় দিয়া থুইল কারাগারে॥
এ সকল কথা কৃষ্ণ দ্বারকায় শুনিল।
চতুরঙ্গ বলে সৈন্য সাজন করিল॥
কোপে লাজে যায় কৃষ্ণ, দেখি হলধর।
হাতে ধরি রাখি, তাঁরে বুঝাইল সত্বর॥
মান্য কুটুম্ব হয় রাজা-দুর্য্যোধন।
এত বড় ক্রোধ তারে কর কি কারণ॥
ছাওয়াল শাম্ব কর্ম্ম কৈল শিশুমতি।
বলে গিয়া হরে তার কন্যা রূপবতী॥
দোষ-অনুরূপ শাস্তি কৈল নৃপবর।
রোষ-যোগ্য-স্থান নহে শুন গদাধর॥
আজ্ঞা কর যদি, আমি যাই সেই ঠাঁই।
কন্যাসনে শাম্ববীরে আনিয়ে এথাই॥
এত বলি বলভদ্র রাখি গদাধরে।
এক রথে হস্তিনাপুরে নড়িলা সত্বরে॥
প্রবেশিয়া পুরী বল রহে একস্থানে।
জানাইতে পাঠায় দূত রাজা-দুর্য্যোধনে॥
শুনিয়া ত' দুর্য্যোধন বন্ধুজন লৈয়া।
বলদেবে লৈয়া যায় ষড়ঙ্গে পূজিয়া॥
বিনয় করিল রাজা যুড়ি দুই কর।
কেন আগুসার গোসাঞী, যদুবংশেশ্বর॥
শুনিয়া ত' বলভদ্র কহে দুর্য্যোধনে।
দূত হৈয়া আসিয়াছি তোমার সদনে॥
উগ্রসেন মহারাজা পৃথিবী-ভিতরে।
তাহান যতেক আজ্ঞা কহিব তোমারে॥
আমি দ্বারকার রাজা সংসারে সে জানে।
সর্ব্বরাজা জিনিয়া বসি নৃপাসনে॥
কন্যা-বিভা দিবে তুমি, কৈলে স্বয়ম্বর।
শুনিয়া আইল শাম্ব তোমার নগর॥
আমার বিক্রম সেই তেজ ধরি মনে।
সভামধ্যে কন্যা হরি করিলা গমনে॥
ক্ষত্রী হৈয়া ক্ষত্রিধর্ম্ম না কর বিচারে।
অন্যায়-যুদ্ধেতে তুমি বান্ধিলে তাহারে॥
ন্যায়-যুদ্ধে জিনে তারে হেন বীর নাঞি।
অন্যায়-যুদ্ধে বান্ধি তারে করহ বড়াই॥
দোষ কৈলে কুটুম্ব, দোষ ক্ষমিল তোমারে।
কন্যাসনে শাম্ববীরে, আনি দেহ মোরে।

নহে বা স্ব-সৈন্য লৈয়া থাকহ সত্বরে।
আপনি আসিব রাজা যুদ্ধ করিবারে॥
পালহ তাহার আজ্ঞা—বলিল তোমারে।
কন্যা আনি দেহ, আমি নড়িব সত্বরে॥
বলভদ্র বাক্য শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
ক্রোধেতে কাঁপিয়া নিশ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন॥
বলের শরীর-পানে ঘন-দৃষ্টি পাড়ে।
অজগর সর্প যেন ঘন শ্বাস ছাড়ে॥
আজি তুমি বলদেব তে-কারণে সহি।
অন্য জন হৈলে, যম ঘরে ত' পাঠাই॥
অনেক কাল জীল বিস্তর কথা শুনি।
উগ্রসেন আপনাকে মহারাজা মানি॥
কেবা উগ্রসেন, তারে কেবা জানয়ে সংসারে।
সেহ যদি অল্প-জ্ঞান করিল আমারে॥
এ কথা শুনিয়া নারি প্রাণ ধরিবারে।
পায়ের পাদুকা চায়ে শিরে উঠিবারে॥
তাহাতে আইলে তুমি, অভাগ্য আমারে।
গুরু-জ্ঞানে কিছু আমি না বৈল তোমারে॥
চল ঘর আপনার, কহিহ তাহারে।
আসে যেন উগ্রসেন যুদ্ধ করিবারে॥
ইহা শুনি বলদেব বলে ক্রোধ করি।
একা আমি তোমা সবা জিনিবারে পারি॥
পৃথিবীতে আছে যত বড় বড় রাজা।
তুমি অল্প-জ্ঞান কৈলে, সবে করে পূজা॥
শুনিয়া বলাইর বোল অধিক কোপ করে।
মন্দ বলিতে বলিতে সান্ধাইল ঘরে॥
অপমান গুণি বলাই হল হাথে করি।
গঙ্গায় ফেলাব আজি হস্তিনা-নগরী॥
প্রলয়কালের হেন প্রতাপ করিয়া।
পুরীর দক্ষিণে হাল দিল ত' আনিয়া॥
বলের বিক্রমে মহী কাঁপিয়া অন্তরে।
উল্‌টাইয়া আসে পুরী গঙ্গায় পড়িবারে॥
দেখিয়া সকল লোকে ত্রাস পাইল মনে।
বাল বৃদ্ধ বলে, বলাই করিল নিধনে॥
শুন দ্রোণ, শুন কর্ণ, ভীষ্ম মহাশয়।
পুরী নাশ কৈল বলাই, চিন্তহ উপায়॥
মহা কলরব হৈল সকল নগরে।
একত্র হইয়া চিন্তে বড় বড় বীরে॥
ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য লৈয়া।
এক মনে স্তুতি করে বলাই দেখিয়া॥
তুমি দেব নারায়ণ জগত-ঈশ্বর।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমি সর্ব্বেশ্বর॥
যত দেখি, তুমি সব জগত-সংসার।
ভারাবতারণে গোসাঞি, কৈলে অবতার॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুমি সে গোঁসাই।
একখান পুরী নাশি কি তোর বড়াই॥
না জানিয়া দুর্য্যোধন বৈল অব্যবহার।
শাপ হৈল, বর দেহ, করি পরিহার॥
তোমার ঈষৎ কোপে সংসার-নিধন।
কোন ছার লোক হয়ে রাজা দুর্য্যোধন॥
এত স্তুতিবাণী যবে সবার শুনিল।
হাসিয়া ত' বলদেব লাঙ্গল তুলিল॥
রক্ষা কৈল পুরীখান হস্তিনা-নগরে।
এখন ত' গঙ্গামুখে দেখিয়ে তাহারে॥
দক্ষিণে হইল উচু, উত্তরে হৈল নীচ।
টের্‌ছে রহিল পুরী লাঙ্গলের চির॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা সম্ভ্রমে আসিয়া।
ঘরকে আনিল তাঁরে চরণে ধরিয়া॥
নানা গন্ধে করাইয়া স্নান, বসাইল আসনে।
মিষ্টান্ন পান দিয়া করাইল ভোজনে॥
বন্দী মুক্ত করি, শাম্ব আনি সেই স্থানে।
লক্ষ্মণারে বিভা দিল, বলের বচনে॥
দাসদাসীগণ দিল অশ্ব হস্তিগণে।
দুই শত কন্যা দিল ভূষিয়া রতনে॥

নড়িলা ত' বলদেব হরষিত হৈয়া।
রথে চড়ি কন্যাবর সঙ্গতি করিয়া॥
অনুব্রজি যায়ে রাজা লইয়া বন্ধুজনে।
দুহিতার মোহে কান্দে রাজা দুর্য্যোধনে॥
তবে বলদেব গেলা দ্বারকা-নগরে।
জয় জয় শব্দ হৈল সকল সংসারে॥
পুত্রবধূ লৈয়া দিলা গোবিন্দের ঠাঁই।
জাম্ববতী-সঙ্গে রঙ্গে হর্ষ গোবিন্দাই॥
হেনক অদ্ভুত কথা শুন একমনে।
বলের বিক্রম গুণরাজ খাঁন ভণে॥

শ্রীবলদেবের রাস ও দ্বিবিদ-বানর বধ

(মল্লার-রাগ)

হেন মতে দ্বারকায়ে বৈসে বনমালী।
বান্ধব সহিত সুখে করে নানা কেলি॥
আচম্বিতে বলদেব দ্বারকা-নগরে।
গোকুল স্মরণ করি নড়িলা সত্বরে॥
এক রথে গিয়া তবে সেই বৃন্দাবনে।
নন্দঘোষ যশোদার বন্দিল চরণে॥
দেখিয়া সকল লোক বড় কুতূহলে।
গোপী লৈয়া ক্রীড়া করি যমুনার কূলে॥
মদে মত্ত বলদেব তৃষ্ণায় আকুলে।
যমুনাকে ডাকি বলে, আনি দেহ জলে॥
যমুনা না শুনে বোল কোপে হলধর।
ক্রোধেতে লাঙ্গল লৈয়া নড়িলা সত্বর॥
জলেতে লাঙ্গল দিয়া মারি এক টানে।
কূল ভাঙ্গিয়া যমুনা, গেল সেই স্থানে॥
দেখিয়া বলাইর ক্রোধ যমুনা কাঁপিল।
বৃন্দাবন-মুখ হৈয়া যমুনা রহিল॥
জলপান করিলেন দেব হলধরে।
গোপী লৈয়া জলক্রীড়া সেইখানে করে॥
আরদিন বলদেব কানন-ভিতরে।
নারীগণ সঙ্গে করি নানা ক্রীড়া করে॥
সেই বনে নিবসয়ে দ্বিবিদ-বানরে।
ঋষির তপ ভঙ্গ করে দুষ্ট নিশাচরে॥
বলদেব আগে, গোপী সম্মুখে আসিয়া।
উপহাস করে, রাঙ্গা গুহ্য দেখাইয়া॥
মদে মত্ত বলদেব রুষিলা তাহারে।
হাতে অস্ত্র ধায় বলাই অরণ্য-ভিতরে॥
দেখিয়া ত' বলদেব দ্বিবিদ-বানর।
গাছ ভাঙ্গি হাথে করি ধাইল সত্বর॥
দুই জনে যুদ্ধ হৈল অদ্ভুত রণ।
বলদেবের ঘায়ে বানর হৈল অচেতন॥
ধরিয়া লইল প্রাণ বল মহাশয়।
দেবগণ ঋষিগণ দিল জয় জয়॥
দ্বিবিদ-বানর বধ করিল বলাই।
গুণরাজ খাঁন বলে বন্দিয়া গোবিন্দাই॥

শ্রীনারদের শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক বিচিত্র-বিলাস দর্শন

(বসন্ত-রাগ)

পুত্র-পৌত্র লৈয়া কৃষ্ণ দ্বারকা-নগরে।
নানা রঙ্গে ক্রীড়া করে প্রতি ঘরে ঘরে॥
হেনকালে নারদ মুনি আইলা তথাই।
ঘরে ঘরে ক্রীড়া কর দেব গোবিন্দাই॥
এক ঘরে দেখি কৃষ্ণ রুক্মিণী-সংহতি।
স্নান করি ধ্যান ধরি বসিছে শ্রীপতি॥
তাহা দেখি গেলা মুনি সত্যভামার ঘর।
হরষিতে বসি তথা আছে দামোদর॥
সত্যভামার তনয়, কৃষ্ণ কোলেতে করিয়া।
তা' সনে করয়ে ক্রীড়া পালঙ্কে বসিয়া॥
তবে যায়ে মুনিবর যথা জাম্বুবতী।
জাম্বুবতীর ঘরে ভোজন করয়ে শ্রীপতি॥
তা' দেখিয়া গেলা মুনি কালিন্দী-ভবনে।
শয়ন করিয়া তথা আছে নারায়ণে॥
তবে মিত্রবিন্দার ঘর গেলা মুনিবর।
দেখিলা ত' পাশা তথা খেলে গদাধর॥
দেখিয়া হরিষ বড় নারদের মনে।
ভদ্রাবতীর ঘর মুনি করিল গমনে॥
তথা দেব গদাধর পুত্র-পৌত্র সঙ্গে।
নর্ত্তকীর নৃত্যগীত দেখিছেন রঙ্গে॥
দেখিয়া হরিষ বড় নারদ-তপোধন।
লক্ষ্মণার ঘরে মুনি করিল গমন॥
লক্ষ্মণার ঘর গিয়া দেখিল নারায়ণ।
লক্ষ্মণা লেপিছে গায়ে অগুরু-চন্দন॥
তা' দেখি গেলা মুনি নাগ্নজিতীর ঘর।
নিদ্রা যায়ে গদাধর খট্টার উপর॥
ঘরে ঘরে কৃষ্ণকে দেখিয়া বুলে মুনি।
ষোল সহস্র এক শত অষ্ট রমণী॥
সবাকার ঘরে দেখি বুলে মুনিবর।
কার্ ঘরে কোন্ রঙ্গে আছে গদাধর॥
ঘরে ঘরে নানা-রূপে দেখি নারায়ণ।
দেখিল অনেক বিষ্ণু নারদ-তপোধন॥
আপনাকে ধন্য করি মানে মুনিবরে।
দেখিল অনেক বিষ্ণু চক্ষুর গোচরে॥
হরিষে পুলক তনু, চক্ষে ঝরে জল।
নারদ বলে, আজি মোর জীবন সফল॥
কৃষ্ণের চরিত্র নর শুন এক মনে।
গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ-চরণে॥

শৃগাল-বাসুদেব-রাজার বধ

(মায়ূর-রাগ)

একদিন উগ্রসেন আদি সবা লৈয়া।
সুধর্ম্ম-সভায়ে কৃষ্ণ আছেন বসিয়া॥
দ্বারী আসি সম্মুখে করিল সুবেশ।
দূত পাঠাইয়াছে গোসাঞি শৃগাল-বাসুদেব॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে বলে গদাধর।
আসিতে বলহ দূত সবার-ভিতর॥
আসিয়া দাণ্ডায়ে দূত করপুট করি।
রাজার বচন কহি, শুনহ শ্রীহরি॥
মোরে বাসুদেব বলি, বলে সর্ব্বজন।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম আমার ভূষণ॥

আমি চক্রবর্ত্তী রাজা জগত ভিতরে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধরি চারি করে॥
মোর চিহ্ন ধর তুমি কোন্ অহঙ্কারে।
অন্ত্যজ বসতি কর সমুদ্রের তীরে॥
করহ মনের সাধ মোর চিহ্ন লৈয়া।
ছাড়হ আমার চিহ্ন আপনা চিনিয়া॥
দূত-হাতে অস্ত্র মোর দেহ পাঠাইয়া।
না রাখিলে মোর বোল, বধিমু সে গিয়া॥
দূত মুখে বোল শুনি হাসে গদাধর।
বল্ গিয়া তোর্ রাজা আসুক্ সত্বর॥
তার চিহ্ন সব আমি ধরিয়াছি কৌতুকে।
তাঁহার সম্মুখে ছাড়ি দিব একে একে॥
ইহা শুনি নড়ে দূত পৌণ্ড্রক-নগরে।
কহিল যতেক কথা, কৈল গদাধরে॥
শুনিয়া কুপিল রাজা দূতের বচনে।
কাশীরাজে সঙ্গে করি করিল গমনে॥
নানা অস্ত্র, অশ্ব, রথ সাজন করিয়া।
আপনার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম লৈয়া॥
চতুরঙ্গ সাজি গেলা দ্বারকা-নগরে।
শুনিয়া ত' এক রথে আইলা গদাধরে॥
দুই জনে যুদ্ধ হৈল অদ্ভুত কথন।
ডাকিয়া রাজারে কৃষ্ণ কহিল বচন॥
তোর চিহ্ন এড়িতে বৈলে দূত পাঠাইয়া।
সেই চিহ্ন এড়ি এই লেহ ত' চিনিয়া॥
এত বলি গদাধর চক্র এড়ি দিল।
চক্র গোটা গিয়া রাজার মস্তক কাটিল॥
প্রাণ ছাড়ি পড়ে রাজা পৃথিবী উপরে।
কাশীরাজা আইল তবে যুদ্ধ করিবারে॥
দেখিয়া ত' গদাধরে কৌতুক বাড়িল।
বিপরীতভাবে তারে বধিতে চিন্তিল॥
চক্র লৈয়া উঠি তবে দেব চক্রপাণি।
চক্রে কাটিয়া তারে কৈল খানি খানি॥
স্কন্ধ-গোটা পড়িল তার পৃথিবী উপরে।
মস্তক পড়িল গিয়া রাজার অভ্যন্তরে॥
স্ত্রী-পুত্র যেই ঠাঁই আছয়ে বসিয়া।
চক্রে মুণ্ড-গোটা তথা ফেলিলেক লৈয়া॥
হাস্য-পরিহাসে সবে আছিলা কৌতুকে।
হেনবেলা আসি পড়ে রাজার মস্তকে॥
মুণ্ড-গোটা দেখি সবে তুলিয়া চাহিল।
রাজার মস্তক দেখি ক্রন্দন উঠিল॥
করিয়া অনেক শোক রাজার কুমারে।
সাজিয়া দ্বারকা যায়ে যুদ্ধ করিবারে॥
দেখিয়া ত' গদাধর হাতে চক্র লৈয়া।
মারিতে আইলা তারে গেল পলাইয়া॥
কাশীরাজার পুত্র তবে মন্ত্রণা করিল।
কঠোর করিয়া যজ্ঞ মহাদেবে তুষ্ট কৈল॥
অধিষ্ঠান হৈয়া বৈল দেব মহেশ্বর।
যেই বর মাগ রাজা দিব সেই বর॥
শুনিয়া বলয়ে রাজা করি যোড়হাতে।
বাপ যে মারিল তারে জিনিব কেমতে॥
কৃত্যা এক অগ্নি দেহ জগত-ঈশ্বর।
তোমার প্রসাদে জিনি দ্বারকা-নগর॥
সেই বর মহাদেব দিল ত' তাহারে।
উঠিল পুরুষ এক অগ্নির ভিতরে॥
সর্ব্বাঙ্গে অনল জ্বলে হাতে শূল লৈয়া।
দ্বারকার মুখে অগ্নি আইল ধাইয়া॥
জ্বলন্ত অনল দেখি ত্রাসে সর্ব্বজন।
রক্ষ রক্ষ কৃষ্ণ, বলি লইল স্মরণ॥
লোকের রোদন শুনি জগত-ঈশ্বর।
সবারে অভয় দান দিল গদাধর॥
না করিহ ভয় কেহ, বৈল প্রিয়বাণী।
হাতে চক্র করি ধায়ে দেব চক্রপাণি॥
কৃত্যা-অগ্নি আসি পোড়ে দ্বারকা-নগর॥
চক্র এড়ি দিল কৃষ্ণ তাহার উপর॥

প্রবল চক্রের তেজ সহিতে না পারি।
ত্রাসে পলায় কৃত্যা-অগ্নি ভয়ে কাশীপুরী॥
না পোড়ালে অগ্নি কভু শান্ত নহে।
কৃত্যা-অগ্নি গিয়া সেই কাশীপুরী দহে॥
কাশীপুরী দহিল মইল কাশীরাজা।
দ্বারকার লোক মেলি কৈল কৃষ্ণের পূজা॥
অদ্ভূত লাগিল তবে সবাকার মনে।
গোবিন্দ-বিজয় গুণরাজ খাঁন ভণে॥

শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ নরপতি-লীলা

(পটমঞ্জরী-রাগ)

দ্বারকায়ে গদাধর বন্ধুজন সঙ্গে।
পুত্র, পৌত্র, নারীগণ লৈয়া নানারঙ্গে॥
নিত্যকর্ম্ম করি কৃষ্ণ বেদের বিধানে।
ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত করি বসিলা ধেয়ানে॥
বস্ত্র এড়ি নিত্যকর্ম্ম করিল আসিয়া।
আপনা আপনি চিন্তে যোগেতে বসিয়া॥
দন্তধাবন করি করিল মার্জ্জনে।
স্নান, তর্পণ কৈল বেদের বিধানে॥
ঘরে আসি গুরুজন করিল বন্দন।
সবাকার চিত্ত কৃষ্ণ করিল রঞ্জন॥
দারুক আনিয়া রথ যোগায় তখন।
বাহির বিজয় কৈল দেব নারায়ণ॥
আশে-পাশে, সম্মুখে তাঁর নর্ত্তকী নাচয়ে।
নানা-যন্ত্র বাজাইয়া গুণিজন গায়ে॥
হাত তুলি ভট্টগণ পড়ে রায়বার।
চৌদিকে হইল ধ্বনি জয়-জয়কার॥
দিব্য দিব্য নারীগণ পুষ্পাঞ্জলি লইয়া।
গোসাঞীর গায়ে মারে ফেলিয়া ফেলিয়া॥
সভার ভিতরে আইলা রথেতে চড়িয়া।
সভা-মধ্যে বসি কৃষ্ণ বন্ধুজন লৈয়া॥
সভাতে বসিয়া কৃষ্ণ সবারে রঞ্জিল।
ধর্ম্ম-চর্চ্চা, রাজ-চর্চ্চা একে একে কৈল॥
হেনকালে দূত সব আসি সেই ঠাঁই।
প্রণমিয়া বলে দূত, শুন গোবিন্দাই॥
জরাসন্ধ সনে গোসাঞী যখন কৈল রণ।
তা-সনে যুঝিতে না আইলা যে যে রাজাগণ॥
সেই সব রাজা সঙ্গে যুদ্ধ সে করিয়া।
রাজাগণ জিনি ঘরে বন্দী কৈল লৈয়া॥
লৌহ-পাশ নিগড়ে বন্দী সব রাজাগণ।
একভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ॥
উদ্ধার করহ গোসাঞী, কমললোচন।
তুমি না উদ্ধারিলে উদ্ধারিবে কোন্ জন॥
কহিল রাজার কথা, করহ আদেশ।
বন্দিশালে রাজাগণ পায়ে বড় ক্লেশ॥

নারদ যুধিষ্ঠিরের আলাপ

হেনবেলা নারদ মুনি আইলা সেই ঠাঁই।
দেখি, সর্ব্বজন সঙ্গে উঠে গোবিন্দাই॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাঁর পাখালি চরণ।
করপুট করি হরি পুছিল বচন॥
কি কারণে মুনিবর কৈলে আগমন।
কহিবার যোগ্য হয়, কহ ত' কথন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি নারদ-তপোধন।
দূত হৈয়া আইলাম তোমার সদন॥
ইন্দ্রপুরে দেখিনু আমি পাণ্ডু-মহাশয়ে।
বাহির দুয়ারে রাজা বসিয়া আছয়ে॥
জিজ্ঞাসিল বাহিরে কেনে তুমি মহারাজ।
ইন্দ্র-সভা না যাও কেনে দেবের সমাজ॥

উঠিয়া সম্ভ্রমে রাজা বলিল আমারে।
তত পুণ্য নাহি করি সংসার ভিতরে॥
ভাল হৈল, দেখিল, ঋষি তোমার চরণ।
কহিও আমার কথা, যথা পুত্রগণ॥
এক এক পুত্র আমার সংসার জিনিতে পারে।
তবু প্রবেশিতে আমি নারি স্বর্গপুরে॥
রাজসূয়-যজ্ঞ যদি পুত্র করে তথা।
ইন্দ্র-সনে বসিতে আমি তবে পাই হেথা॥
শুনিয়া পাণ্ডুর কথা চিত্তে দুঃখ হৈল।
জীব যত দুঃখ তাঁর পুত্রকে কহিল॥
বাপের দুঃখের কথা পুত্রে ত' শুনিল।
মূর্চ্ছা পাইয়া যুধিষ্ঠির ভূমেতে পড়িল॥
কেমতে হইবে যজ্ঞ বল মুনিবর।
পিতৃ-ঋণ কেমতে শুধিব সত্বর॥
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া মুনি বড়ই বিকল।
স্থির চিত্ত করি তারে কহিল সকল।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাভিক্ষা

সংসারের সার গোসাঞী, কমললোচন।
ভারাবতারণে প্রভু পৃথিবীতে আগমন॥
সেই প্রভু তব পক্ষে বড়ই সদয়ে।
স্নেহ করি তোমাকে সেই কুটুম্ব বলয়ে॥
সে-জন সহায়ে যদি হয়ে ত' তোমারে।
ত্রিভুবন জিনিতে পার তাঁহার দোসরে॥
এ বোল শুনিয়া রাজা সচেতন হৈয়া।
আমা পাঠাইল হেথা মিনতি করিয়া॥
যেই মতে যজ্ঞ হয়ে, গোচর তোমাতে।
বিলম্ব না কর গোসাঞী, চলহ ত্বরিতে॥
শুনিয়া নারদের বাণী উদ্ধবেরে আনি।
কোন্ বুদ্ধি করিব বল যুক্তি পরমাণি॥
গোসাঞীর বচনে উদ্ধব যুড়ি দুই হাত।
ভাল বোল বৈলে গোসাঞী শুন জগন্নাথ॥
যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে রাজাগণের মোক্ষণ।
জরাসন্ধ-বধ হয়, দুই প্রয়োজন॥
যাত্রা করি লড় তুমি হস্তিনা-নগরী।
জরাসন্ধ-বধ উপায় শুনহ শ্রীহরি॥
বিস্তর সেনা যে আছে জরাসন্ধ মহাশয়ে।
বিশেষে তোমার বধ্য সহজে সে নহে॥
ভীম, অর্জ্জুন, তুমি তিন জনায় গিয়া।
সন্ন্যাসীর বেশে তার পুরী প্রবেশিয়া॥
ভিক্ষা ছলে যুদ্ধ মাগি মার নৃপবর।
এই সে উপায়ে ভাল দেখি গদাধর॥
উদ্ধব বলিল, হেন যুক্তি পরমাণি।
হাতে ধরি কোল তারে দিল চক্রপাণি॥

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় গমন ও যুধিষ্ঠির সহ মিলন

ঘোষণা ত' দিল হরি সকল নগরে।
যাত্রা করিয়া যায়ে দেব গদাধরে॥
বলভদ্র আদি সবারে বৈল নারায়ণ।
সবে মেলি দ্বারাবতী করহ রক্ষণ॥
এক রথে হস্তিনা পুরী নড়িলা চক্রপাণি।
সঙ্গতি করিয়া নিল অষ্ট সে রমণী॥
নড়িলা ত' হরষিতে দেব গদাধর।
হাতে ধরি নারদ তুলি রথের উপর॥
নানা রাজ্য, নানা নদী এড়িলা সত্বর।
দিন অবশেষে গেলা হস্তিনা-নগর॥
কৃষ্ণের গমন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
বন্ধুজন লৈয়া হৈলা গড়ের বাহির॥
পুরী নিরমাণ কৈল বিচিত্র সুবেশে।
প্রতি চালে শোভাকরে সুবর্ণ-কলসে॥
পুষ্পাঞ্জলি ফেলিয়া মারে সব নারীগণ।
জয় জয় শব্দ হৈল মঙ্গল-ঘোষণ॥
কতদূরে যুধিষ্ঠিরে দেখি নারায়ণ।
সম্ভ্রমে উলিয়া কৈল চরণ-বন্দন॥

ভীমসেনে নমস্কার, অর্জ্জুনে কোল দিল।
নকুল, সহদেবে আশীষ দিয়া সে তুষিল॥
অভ্যন্তরে গিয়া তবে দেব শ্রীহরি।
কুন্তীর চরণ বন্দি, দ্রৌপদী নমস্করি॥
ভ্রাতৃ-পুত্র দেখি কুন্তী আনন্দিত-মনে।
হরিষে গলয়ে অশ্রু, দুই সে নয়নে॥
রুক্মিণী, সত্যভামা আদি অষ্ট সে যুবতী।
কুন্তী, দ্রৌপদীরে তাঁরা করিল প্রণতি॥
আদর-গৌরব করি বিস্তর যতনে।
আনিল সে কুন্তী দেবী আপন-সদনে॥
স্নান-দান করাইয়া করান ভোজন।
সবার অঙ্গে পরাইল নানা আভরণ॥
নানা-সুখে নৃত্য-গীতে বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে বলিলা রাজা বন্ধুজন আনি॥

রাজসূয়-যজ্ঞের উদ্যোগ

আপন বৃত্তান্ত কথা সভাতে বসিয়া।
কহিল গোবিন্দের ঠাঁই দুঃখিত হৈয়া॥
তোমার প্রসাদে গোসাঞী সকল আমারে।
রাজসূয় হৈলে হয় পিতার উদ্ধারে॥
আমার সহায় তুমি ত্রিদশ-ঈশ্বর।
তুমি সহায় হৈলে যজ্ঞ হয় দ্রুততর॥
নহে ত' ছাড়িব প্রাণ তোমার বিদ্যমানে।
হইব উত্তম গতি শুন নারায়ণে॥
এতেক বিনয় যদি যুধিষ্ঠির বৈল।
হাতে ধরি গদাধর উত্তর তাঁরে দিল॥
কেন হেন বল রাজা, তুমি মহাশয়ে।
এক এক ভাই তোমার পৃথিবী জিতে পারে॥
রাজসূয় সম্পূর্ণ হবে, শুন নৃপবর।
চারিদিকে চারি ভাই পাঠাও সত্বর॥
ধন-জন আন গিয়া, সব রাজা জিনি।
আপনে আরম্ভ যজ্ঞ কর নৃপমণি॥

কৃষ্ণের বচনে রাজা ভীমকে আনিয়া।
পাঠাল পশ্চিম দিক্, কত সৈন্য দিয়া॥
উত্তরে অর্জ্জুন, পূর্ব্বে সহদেব যায়।
দক্ষিণে নকুল গিয়া জিনিল সবায়॥
চারিদিক জিনিঞা আনিল ধন-জন।
দেখি হরষিত হইল যুধিষ্ঠিরের মন॥

বন্দীরাজগণের উদ্ধারার্থ শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় মন্ত্রণা

আর একদিনে গোবিন্দাই মন্ত্রণা করিয়া।
নিভৃতে করিল যুক্তি যুধিষ্ঠির লৈয়া॥
রাজসূয়-যজ্ঞ. রাজাগণ বিনা নহে।
রাজাগণ আনিতে এক আছয় উপায়ে॥
কুড়িসহস্র অষ্টশত জিনি নৃপবরে।
একত্রে বাঁধিয়াছে মগধ-ঈশ্বরে॥
তাকে মারি, রাজা সব আমার হইব।
আনিয়া সকল রাজা সেবক করিব॥
অনেক সৈন্যেতে আছে মগধ-ঈশ্বর।
সম্মুখ রণে কেহ তার নহে ত' সোসর॥
উপায় করিয়া আমি মারিব নৃপবরে।
ভীম, অর্জ্জুন দেহ নড়িব সত্বরে॥
তিন জনে গিয়া আমি জিনিব তাহারে।
আনিব সকল রাজা করিয়া উদ্ধারে॥
কৃষ্ণের বচন শুনি যুধিষ্ঠির রাজা।
শুনিনু তোমার বাক্য করিয়া সে পূজা॥
ভীম অর্জ্জুন দুই মোর প্রাণের দোসর।
এই দুই ভাই হইতে আমি বলী নৃপবর॥
এই দুই ভাই হইতে মোর পরিত্রাণ।
ইহার বিপদে আমি তাজিব পরাণ॥
মহারাজা জরাসন্ধ সবল সাধনে।
একাকী রণে তারে জিনিব কেমনে॥
তার পুরী প্রবেশিতে শুনিতে লাগে ভয়।
বোলে-চালে কৈলে নহে তাকে পরাজয়॥

তিন জনে যাবে, মনে করি যে সংশয়।
আমি কি বলিব, যে তোমার চিত্তে লয়॥
শুনিয়া রাজার বোল হাসে গদাধর।
আমি সঙ্গে থাকিতে কাহাকে কর ডর॥
দুই ভাই সঙ্গে দেহ, কিছু নাহি ডর।
মারিয়া ত' জরাসন্ধ আসিব সত্বর॥
এতেক কৃষ্ণের বাক্য শুনি নরপতি।
আমি কি বলিব যাতে তোমার সম্মতি॥
রাজার আদেশ পাঞা প্রদক্ষিণ হৈয়া।
তিন জনে চলিলা তার চরণ বন্দিয়া॥
রাজ-চিহ্ন বস্ত্র এড়ি কৌপিন পরিল।
সন্ন্যাসী হইয়া দণ্ড কমণ্ডলু নিল॥
ভগ্ন ছত্র শিরে, জীর্ণ পাতুকা পরিল।
সন্ন্যাসীর বেশে তিন মগধ চলিল॥
কৌতুকে কৌতুকে তিন যান ধীরে ধীরে।
ভীম বলে, জরাসন্ধ নাম কেনে তারে॥

জরাসন্ধের জন্মকথা

ভীমের বচন শুনি বলেন নারায়ণ।
জরাসন্ধ নামের ভীম শুনহ কারণ॥
তার বাপ বৃহদ্রথ মগধ-নরপতি।
অনেক বয়সে তার নহিল সন্ততি॥
নানা-যজ্ঞ, নানা-দান কৈল নৃপবর।
নহিল সন্ততি তার সংসার-ভিতর॥
আচম্বিতে দুর্ব্বাসা আইল তার ঘরে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল বিস্তরে॥
তুষ্ট হইয়া বলে মুনি মাগ রাজা বর।
কোন্ বর মাগিব বলি যুড়ি দুই কর॥
তোমার প্রসাদে মুনি সব আছে ঘরে।
অপুত্রক বলি লোক বলয় আমারে॥
তবে বৃহদ্রথ বলে চরণে পড়িয়া।
কেমতে আমার পুত্র হইবে আসিয়া॥
রাজার কাকুতি শুনি সদয় মুনিবর।
পুত্র হবে, উপায় রাজা করহ সত্বর॥
এক যজ্ঞ কর যদি সংযম করিয়া।
অচিরে বিশিষ্ট পুত্র হইবে আসিয়া॥
মুনির বচনে রাজা শুভক্ষণ কৈল।
ব্রাহ্মণ আনিয়া রাজা যজ্ঞ আরম্ভিল॥
যজ্ঞ পূর্ণ-দিন, পূর্ণা দিল রাজা কঠোর করিয়া।
যজ্ঞ শেষে ফল মুনি দিলেন আনিয়া॥
ধর্ম্মপত্নী-প্রতি দেহ ফল খাইবারে।
হইবে বিশিষ্ট পুত্র শুন নৃপবরে॥
বলিয়া নড়িল মুনি আপনার ঘরে।
ফল হাতে করি রাজা অনুমান করে॥
একভাবে দুই নারী কারে ফল দিব।
এক জনে দিলে আর জন নাহি জীব॥
অনুমান করি ফল দুই ভাগ করি।
দোঁহাকারে দৈল, খাও সম্বরণ করি॥
হরষিত হৈল দোঁহে দু'ভাগ পাইয়া।
স্বামী বাক্যে ফল দোঁহে খাইলেন গিয়া॥
দৈব-নিবন্ধ কভু খণ্ডন না যায়ে।
এককালে দুই জন গর্ব্ভকেতু পায়ে॥
হইল সম্পূর্ণ গর্ভ পূর্ণ দশ মাস।
শুভক্ষণে প্রসবে দোঁহে একই দিবস॥
ভূমিষ্ঠ হইতে গর্ভ দেখি বিপরীত।
অর্দ্ধকায় তার দেহ দেখিতে কুৎসিত॥
এক চক্ষু, অর্দ্ধ নাক, এক বাহু পদে।
এক রূপ দুই খান দেখি পরমাদে॥
বিপরীত দেখি তবে মগধ-ঈশ্বর।
ফেল লইয়া কুৎসিত পাপ, চলহ সত্বর॥
পূর্ব্বাপর,—গর্ভপাত যত তথা হয়ে।
চুপ্‌ড়িতে করি বাঁশবনেতে ফেলায়ে॥
বাঁশ বনে দাসী লইয়া তাহারে ফেলিল।
না খাইল কেহ তারে,গোসাঞী রাখিল॥

জরা-নামে রাক্ষসী আছয়ে নগরে।
যত গর্ব্ভপাত হয়ে, তাহা ভরয় উদরে॥
ধাইয়া খাইতে আইল গর্ভ দুইখান।
বিপরীত দেখি জরা করে অনুমান॥
হেন বিপরীত আমি কভু না দেখিল।
অৰ্দ্ধ-অৰ্দ্ধ কায়ে যেন কাটিয়া ফেলিল॥
উলটি-পালটি চাহে কাটা গর্ব্ভ নহে।
দুই হাতে দুইখান একত্র করয়ে॥
পরশিতে দুইখান হইল মিলন।
ওয়াচুণ্ডা করি শিশু করয়ে ক্রন্দন।
অদ্ভুত দেখিয়া জরা মনে মনে গুণি।
হেন বিপরীত কভু নাহি দেখি শুনি॥
লাখে লাখে গর্ব্ভপাত আমি হেথা খাইল।
এই শিশু না খাইব মনেতে চিন্তিল॥
অপুত্রক রাজার কত যত্নে হৈল।
পুত্র হইল এবে তারে বিধি বিড়ম্বিল॥
আমা হৈতে পুত্র এই পাইল জীবন।
না করিমু মুঞি এই বালক ভক্ষণ॥
এতেক চিন্তিয়া জরা লইল কুমারে।
হরষিত হৈয়া গেল রাজার দুয়ারে॥
সব কথা কহে জরা রাজার গোচরে।
গর্ব্ভপাত খাই বসি তোমার নগরে॥
গর্ব্ভপাত রাজ ঘরে আজি ত' শুনিয়া।
খাইতে আইনু বাঁশবনে প্রবেশিয়া॥
অৰ্দ্ধকায় দেখি তার কৌতুক হইল।
দুই হাতে দুইখান একত্র করিল॥
পরশিতে ধরে যোড়, জীবন পাইল।
দেখিয়া ত' মোর মনে দয়া উপজিল॥
না খাইনু পুত্র তব, আনিনু সত্বর।
লহ ত' আপন পুত্র, শুন নরবর॥
রাক্ষসীর বচন শুনি বৃহদ্রথ রাজা।
পুত্র পাইয়া রাক্ষসীর বড় কৈল পূজা॥

রাক্ষসীরে অনুগ্রহ করিল রাজন্।
নানা উপহার দিল করিতে ভক্ষণ॥
যাবত্ থাকিস্ জরা, আমার নগরে।
নানা উপহার আসি খাইস্ মোর ঘরে॥
আনন্দিত সর্ব্ব-লোক মগধ-নগরে।
দুই মহাদেবীরে দিল পুত্র পুষিবারে॥
সমভাবে দুইজন করয় পালন।
দুই মাতা, এক পুত্র দৈবের লিখন॥
জরা-নিশাচরী যেই যুড়িল তাহারে।
জরাসন্ধ তেঞি ঘোষয় সংসারে॥
মহারাজা হইয়া এবে সংসার জিনয়ে।
জরাসন্ধ নাম তত্ত্ব কহিনু তোমায়ে॥

শ্রীকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-বেশে জরাসন্ধ সমীপে এক দান-ভিক্ষা

হেনমতে কথা-শেষে গেলা তার পুরী।
ভীমার্জ্জুন সঙ্গে করি দেব শ্রীহরি॥
দিন দুই চারি থাকি পুরী উতরিল।
বৈষ্ণব দাতা রাজা সকল জানিল॥
বৈষ্ণব রাজা সে একাদশী-ব্রত করে।
সর্ব্বধর্ম্ম যুক্ত রাজা পুণ্য কলেবরে॥
একাদশীর প্রভাতে পারণার দিনে।
ভিক্ষা করিবারে যাই কৃষ্ণ তিন জনে॥
খিড়কী-দ্বারের পথে বাড়ী প্রবেশিয়া।
দাণ্ডাইয়া রাজার পাশে অভ্যন্তরে গিয়া॥
উদ্বর্ত্তন করে রাজা, হেনই সময়।
সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা করিল বিনয়॥
বসিতে আসন দিল পাদ্য-অর্ঘ্য আনি।
কেনে আগমন আজ্ঞা কর দ্বিজমণি॥
শুনিয়া রাজার বোল মধুর সুবাণী।
কপট করিয়া তারে বলে চক্রপাণি॥

দাতা বড় রাজা তুঞি, প্রশংসা শুনিয়া।
আইনু তোমার ঠাঁই করিতে যাচঞা॥
আমি ত' বিদেশী দ্বিজ, দুঃখ পাই মনে।
তোরে দাতা বলি বলে সকল ভুবনে॥
জরাসন্ধ মহারাজা দানে অকাতরে।
যেই যাহা মাগয়ে তাহা দেয় ত' সত্বরে॥
মহিমা শুনিয়া তিনে করিল গমনে।
সত্য করিলে রাজা মাগি এক দানে॥
পূর্ব্বে অবন্তী-রাজা পৃথিবী দান কৈল।
অদ্যাপি তাহার কীর্ত্তি জগৎ ঘুষিল॥
সন্ন্যাসীর বচনে রাজা বিস্ময় পাইয়া।
সবার শরীর চায় একদৃষ্টি হইয়া॥
ব্রাহ্মণের বেশ, যেন ক্ষত্রিয়-শরীর।
অস্ত্রঘাত অঙ্গে দেখি, তিন মহাবীর॥
পূর্ব্বেতে দেখিয়াছি হেন লয় মনে।
রণ করিয়াছি কিবা ইহা সবার সনে॥
সন্ন্যাসী না হইবে কেহ, মনে ত' জানিল।
মায়া পাতি কিবা মোরে ছলিতে আইল॥
দ্বিজ হউক্, ক্ষত্রি হউক্, করাইমু সুখ।
রাজ্য চাউক্, প্রাণ চাউক্, নহিমু বিমুখ॥
যত চক্রবর্ত্তী রাজা সত্যে দান দিল।
অদ্যাপি তাহার কীর্ত্তি জগতে ঘুষিল॥
যেবা বলি মহারাজা বিখ্যাত ভুবনে।
তারে ছলি বিষ্ণুরূপ ধরি নারায়ণে॥
শুক্র পুরোহিত তারে দিতে নিষেধিল।
ত্রিভুবন দান দিয়া পাতাল চলিল॥
সেই পুণ্যে মহারাজা পাতাল ভুবনে।
সুখে নিবসয়ে, যশ ঘোষে সর্ব্বজনে॥
এত অনুমানি বৈল সন্ন্যাসী তিন জনে।
যেই চাহ, তাই দিব হরষিত মনে॥
রাজার বচন শুনি হাসে গদাধর।
একাকী যুদ্ধ আজি দিবে নৃপবর॥
দিব দিব বলি রাজা উঠিল সত্বরে।
কেবা তুমি তিন জন, সত্য কহ মোরে॥
পুনরপি বলে কৃষ্ণ, শুন নরপতি।
ইনি ভীমসেন, ইনি অর্জ্জুন মহামতি॥
মাতুল-সম্বন্ধে ভাই ইহার হই আমি।
কৃষ্ণ নাম, শত্রু তোমার, পাসরিলে তুমি॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য উৎকট হাসি।
মরিতে আইলা কেন হইয়া সন্ন্যাসী॥
পলাইয়া গেলা কৃষ্ণ, লাজ নাহি মুখে।
ক্ষত্রি-সঙ্গে যুদ্ধ তুমি চাহ কোন্ মুখে॥
কোন্ অধঃ ক্ষত্রি আছে সংসার-ভিতরে।
তোমা সনে যাবে সেই যুদ্ধ করিবারে॥
যে হের অর্জ্জুন, দেখি শিশু অল্প বয়স।
সমকক্ষ নহিলে যুদ্ধ ক্ষত্রধর্ম্ম নয়॥
যদি বা আছয়ে মন যুঝিতে উহার।
কিছু ভীমসেনে সম হয়ে বা আমার॥
নেউটিয়া যাহ ঘর, না কর সাহস।
তোমা শিশু বধি, মোর হবে কোন্ যশ॥

ভীম ও জরাসন্ধের যুদ্ধ

এত শুনি গদাধর ক্রোধেতে হাসিয়া।
বৈল, ভীম যুঝিবেক একাএকী হৈয়া॥
ইহা শুনি অস্ত্র গৃহে ঢুকি নৃপবর।
দুই গোটা গদা লৈয়া আইলা সত্বর॥
এক গদা আপনে, এক ভীমসেনে দিল।
বাহির হইয়া তিনে শীঘ্রগতি গেল॥
সংগ্রামের মধ্যস্থান গেলা দুইজন।
দুই বীরে দুই গদা করিল বন্ধন॥
আইল সকল লোক অদ্ভুত শুনিয়া।
রহিল যে চারিদিকে লোক দাণ্ডাইয়া॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ কৌতুকে রহিল।
দুই বীরে গদাযুদ্ধ অদ্ভুত হইল॥

ডাহিন পাকে, বাম পাকে বুলে দুই বীরে।
শত সংখ্যা ভাঙ্গে গদা দোঁহার উপরে॥
পায়ে পায়ে যুদ্ধ করি মুঠ্‌কা-মুঠ্‌কি।
বুকে বুকে যুদ্ধ করি হইয়া কৌতুকী॥
কেহ কারে জিনিতে নারে হৈল মহারণ।
পুনরপি গদা তবে লৈল দুই জন॥
গদাযুদ্ধে ন্যায় আছে, নাভির উপরে।
নাভি-হেঠে গদা কেহ না এড়ে কোন বীরে॥

জরাসন্ধ-বধ

সেই সময়ে কৃষ্ণ ডাকিয়া বলিল।
জরাসন্ধ-নাম কেনে ভীম পাসরিল?
জরা-নামে রাক্ষসী যুড়িল উহারে।
কেনে পাসরিলে ভীম হও ত' সত্বরে॥
উপায় বলিল কৃষ্ণ ভীম না বুঝিল।
যুদ্ধ-বশে ভীমসেন চিন্তাতুর হৈল॥
এক গাছা বেণা, কৃষ্ণ হাতে ছিঁড়ি লৈল।
নখে চিরি দুইখান ভীমে দেখাইল॥
তা' দেখিয়া বুঝিল মনে ভীম মহাশয়।
গদাযুদ্ধ ছাড়ি তার ধরি দুই পায়॥
অসম্বরী ছিল রাজা গদাযুদ্ধ জিনি।
চিত হৈয়া পড়ে জরাসন্ধ নৃপমণি॥
তবে ভীমসেন বীর আপনা সম্বরি।
দুই হাতে দুই পদ দৃঢ় করি ধরি॥
মারিলেক টান এক, বীর বৃকোদরে।
দুইখানা করি চিরে মগধ-ঈশ্বরে॥
হাহাকার শব্দ হৈল সকল-নগরে।
হরিষে নাচন্তি কৃষ্ণ সভার ভিতরে॥
হরিষেতে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবগণ।
জয় জয় শব্দ হৈল জগতে ঘোষণ॥
মইল যে জরাসন্ধ পরাণ ছাড়িয়া।
ঘর গেলা দেবগণ আনন্দিত হৈয়া॥

সাহস করিয়া যুদ্ধ কৈল নৃপবর।
বিশেষে সম্মুখে তার দেব গদাধর॥
প্রাণ ছাড়িলেক রাজা দেখি নারায়ণ।
চতুর্ভুজ হৈয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
তবে গদাধর তার পুত্রের দুই হাতে ধরি।
আশ্বাসিয়া রাজ্য দিয়া অভিষেক করি॥
'সহদেব' নাম তার মগধে রাজা কৈল।
বন্দিশালে গিয়া সব রাজা ছাড়াইল॥
রাজাগণ দেখিল যে দেব নারায়ণে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম কৌস্তুভ ভূষণে॥
চতুর্ভুজ রূপ দেখি সফল মানিল।
যোড়হাতে রাজাগণ স্তুতি বড় কৈল॥
ভাল হৈল জরাসন্ধ বাঁধিল আমারে।
তাহার প্রসাদে সবে দেখিল তোমারে॥
রাজ্য মদে মত্ত হয়ে তোমা না চিনিল।
কতেক জন্মের পুণ্যে তোমাকে দেখিল॥
খণ্ডিল বন্ধন যত কোটি জনমে ছিল।
মুক্তিবর দেহ গোঁসাই প্রণতি করিল॥
সহদেবে গদাধর ডাক দিয়া আনি।
স্নান করাইয়া নৃপে দেহ নানা মণি॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা মগধ-ঈশ্বর।
গন্ধ-মাল্য-রত্ন দিয়া তুষিল নৃপবর॥
আনিয়া ত' গদাধর সব রাজাগণে।
রথ দিয়া নিজ রাজ্যে করাইল গমনে॥
যুধিষ্ঠির মহারাজা করিব রাজসূই।
জানাইল সবারে আমি, আসিতে তথাই॥
এত বলি বিদায় তবে দিল গদাধর।
জরাসন্ধের রথে চড়ি চলিল সত্বর॥
জরাসন্ধের পুত্রে কৃষ্ণ বৈল হাতে ধরি।
পালিহ বাপের রাজ্য কৈল অধিকারী॥
প্রজারে পালিহ, রাজ্য করিহ সাবধানে।
যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে করিহ গমনে॥

সহদেব বন্দিলেক কৃষ্ণের চরণে।
রথে চড়ি হর্ষে তিনে করিল গমনে॥
নগর নিকটে গিয়া দিল সিংহনাদ।
জয় জয় শব্দ শুনি খণ্ডিল বিষাদ॥
আনন্দিত যুধিষ্ঠির বাহির হইয়া।
কোলে কৈল তিন জনায় আশীর্ব্বাদ দিয়া॥
রথ হৈতে উলি তিনে পরণাম করি।
মারিল ত' জরাসন্ধ বলিল শ্রীহরি॥
যেমতে মারিল তারে যেমত বিধান্।
পাঠাইল রাজগণে করিয়া ছোড়ান॥
শুনিয়া সকল কথা হর্ষ পাইল মনে।
যজ্ঞ সিদ্ধ হৈল বলি বলে সর্ব্বজনে॥
হেনক অদ্ভুত কথা শুন সর্ব্বলোকে।
খণ্ডিবে বিষাদ, যত থাকে দুঃখ শোকে॥
গুণরাজ খাঁন কহে গোবিন্দ চরণে।
জরাসন্ধ বধ, কৃষ্ণ করিল যেমনে॥

রাজসূয়-যজ্ঞারম্ভ

বঙ্গালবরাড়ী-রাগ

কৃষ্ণ-ভীমার্জ্জুন লৈয়া যুধিষ্ঠির রাজা।
ময়দানব আনিয়া করিল তার পূজা॥
পূর্ব্বে সত্য করিয়াছ, তাহার সময়ে।
বিচিত্র রচিয়া সভা দেহ ত' আমায়ে॥
শুনিয়া রাজার বোল দানব মহামতি।
রচিল বিচিত্র সভা জিনি সুরপতি॥
শুভক্ষণ করি রাজা কৃষ্ণ আগে লৈয়া।
বসিলা ত' সভামধ্যে বন্ধুবর্গে গিয়া॥
হেনকালে দুর্য্যোধন রাজা আসি সেই ঠাঁই।
জলে স্থল-জ্ঞান করি পড়িল তথাই॥
স্থলে জল-জ্ঞান করি তুলিল বসন।
দেখিয়া দ্রৌপদী আদি হাসে নারীগণ॥
নিশ্বাস ছাড়ি দুর্য্যোধন মরণ মানিল।
হাতে ধরি ভীমসেন তুলি বসাইল॥
শান্ত করি যুধিষ্ঠির কোলেতে চাপিয়া।
রত্নবাস পরাইল তারে বস্ত্র বদলিয়া॥
আর দিন যুধিষ্ঠির সভায়ে বসিয়া।
শুভক্ষণে আরম্ভিল যজ্ঞ দৈবজ্ঞ আনিয়া॥
বরণ করিতে সব ঋষিগণে আনি।
পরাশর, শুক, ব্যাস বড় বড় মুনি॥
অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, ধৌম্য, রেণুকা-নন্দন।
দুর্ব্বাসা, কৌণ্ডিল্য, নারদ তপোধন॥
আত্রেয়, সূত-আদি যত মুনিগণ।
শিষ্য উপশিষ্যে সব করিল বরণ॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ আর ধৃতরাষ্ট্র রাজা।
দুর্য্যোধন শত ভাই আনি কৈল পূজা॥
শিশুপাল, শাল্ব, শৈল্য করুষাধিপতি।
কাশী-মৎস্যরাজ আর কর্ণ নরপতি॥
উত্তম, মধ্যম, অধম যতেক বসয়ে।
ত্রিবিধ মত কৈল পূজা যেমত যার হয়ে॥
বরিয়া বসিলা রাজা যজ্ঞ করিবারে।
সব রাজাগণ ভক্তি করিল তাহারে॥
ভাণ্ডারি হইলা যজ্ঞের, রাজা দুর্য্যোধন।
দান দিতে নিয়োজিল, কর্ণ মহাজন॥
ভীমসেন চলিল, রন্ধন করিবারে।
সহদেবে দিল সব রাজা পূজিবারে॥
একে একে নিয়োজিল সব রাজাগণ।
যজ্ঞে বসিলা রাজা করিয়া শুভক্ষণ॥
যজ্ঞ করে পুরোহিত বিবিধ বিধানে।
যথোচিত পূজা কৈল সকল ব্রাহ্মণে॥
যত যত আইল রাজা সভার ভিতরে।
নানা রত্নে ভূষিল সবার কলেবরে॥

যোগ্য পূজা-পাত্র-নির্ব্বাচন

সভামধ্যে আনি রাজা রত্ন আভরণ।
বলিল, কাহারে আগে করিব বরণ॥

শুনিয়া সকল রাজা মৌন সে করিল।
নিরপেক্ষ সহদেব উঠিয়া বলিল॥
আছে যে পূজার যোগ্য ত্রিদশ-ঈশ্বর।
সংসারের সার গোসাঞী দেব গদাধর॥
যাঁহার প্রসাদে তরি এ ভব-সাগরে।
তাহা বিদ্যমানে আগে বরিবে কাহারে॥
না কর বিস্ময় রাজা, পাদ্য-অর্ঘ্য লৈয়া।
করহ কৃষ্ণের পূজা একচিত্ত হৈয়া॥
সহদেবের বাক্য শুনি ভীম মহাজন।
সহদেব যত বৈল, মোর মনের বচন॥
ধ্যান করি চিন্তি যেই প্রভুর চরণ।
সাক্ষাতে ত' সেই প্রভু, করহ অর্চ্চন॥
ভারাবতারণে গোসাঞী আপনে অবতার।
ত্রৈলোক্যের নাথ গোসাঞী সংসারের সার॥
যাঁহার প্রসাদে তরি এ-ভব-সাগরে।
সাক্ষাতে থাকিতে সেই, পূজিবে কাহারে॥
তোমার ভাগ্যের সীমা বলিতে না পারি।
তোমার প্রসাদে মুক্ত হস্তিনা-নগরী॥
হস্তিনা-নগর হৈল বৈকুণ্ঠ-পুরী।
বিষ্ণু-সভা মধ্যে এই বসিয়াছে হরি॥
শুনিয়া ভীমের বোল পাদ্য-অর্ঘ্য লইয়া।
কৃষ্ণকে পূজিল রাজা চরণে ধরিয়া॥
পীতবাস-যোগ্য দিল নানা আভরণ।
নানাবিধ রত্নে কৈল সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ॥
পাদোদক লইয়া রাজা বড় কুতূহলে।
সবংশে মস্তকে নিল মানিয়া সফলে॥

শিশুপালের কৃষ্ণ নিন্দা

এতেক কৃষ্ণের পূজা দেখি শিশুপাল।
অভিমানে কোপ তার বাড়িল বিশাল॥
আসন ছাড়িয়া রাজা বলে কটুবাণী।
যত মন্দ বলে, তাহা দু'কানে না শুনি॥
মিথ্যা-কাজে হেন সভা করিল গমন।
নপুংসকের বোলে করে সেবক-পূজন॥
বড় বড় রাজা আছে বড় যোদ্ধাপতি।
অধমের পূজা হইল, কাহার সম্মতি॥
কিবা গোপ, কিবা ক্ষত্র, বলিতে না পারি।
জাতির নির্ণয় নাহি, তারে আগে বরি॥
রাজার বসতি স্থান তাহা ত' ছাড়িয়া।
অন্ত্যজ বসতি করে সমুদ্র কূলে গিয়া॥
শিশুকাল হৈতে হরে বান্ধবের নারী।
বড় বড় রাজা সব ক্রীড়া করি মারি॥
নরক-নামে মহারাজা পৃথিবী ভিতরে।
কপটে মারিল তারে, জানয়ে সংসারে॥
একত্রে করিতে বিভা আনিলেক নারী।
দেশে দেশে যত মহারাজার কুমারী॥
তারে মারি তার সব নারীগণ লৈয়া।
তাহা লৈয়া ঘর করে, বলেতে হরিয়া॥
জরাসন্ধ-মহারাজার প্রবেশিয়া পুরী।
কপট সন্ন্যাসী বেশে তার প্রাণ হরি॥
সম্মুখে তাহার রণ সহিতে না পারে।
মথুরা ছাড়িয়া পলাইল তার ডরে॥
যবন-রাজার সঙ্গে যুদ্ধ সে করিয়া।
রথ ছাড়ি পলাইল শৃগাল হইয়া॥
মুচুকুন্দ নিদ্রা ভাঙ্গে সে কালযবন।
তার নিদ্রা ভাঙ্গি হৈল তাহার মরণ॥
আপনি সে কোন কর্ম্ম করিতে না পারে।
মহা মহা রাজা সব ক্রীড়া করি মারে॥
কংসের সেবক হৈয়া তার প্রাণ হরে।
সেবকে মারিব বলি নহিল সত্বরে॥
অপ্রমাণ নাহি কহি সভার ভিতরে।
নপুংসকের বোলে রাজা তারে আগে বরে॥
শুন শাল্ব, দন্তবক্র, শুন কাশীরাজা।
সভা হৈতে চল সবে না লইব পূজা॥

এত বলি ক্রোধ করি উঠে ঘন ঘন।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে করয়ে তর্জ্জন॥
এতেক কৃষ্ণের নিন্দা ভর্ৎসনা শুনিয়া।
উঠিলা ত' ভীমার্জ্জুন হাতে অস্ত্র লৈয়া॥
নকুল, সহদেব যত যুধিষ্ঠিরের গণ।
উঠিলা সে শিশুপালের লইতে জীবন॥
এত দেখি শিশুপাল হাতে অস্ত্র লইয়া।
তার পক্ষ রাজা উঠে, তার সঙ্গ হইয়া॥
দুই জনে যুদ্ধ হয়ে, দেখি চক্রপাণি।
উঠিয়া নিষেধ করি কহে কিছু বাণী॥

শিশুপালের শতদোষ-মার্জ্জন তথ্য

শুন ভীমার্জ্জুন তুমি স্থির হৈয়া রহ।
যুদ্ধ না করিহ মোর বচন শুনহ॥
আমার বধ্য উহা, আমি বধিব এখন।
উহাতে তোমাতে যুদ্ধ নাহি প্রয়োজন॥
উহার মায়ের স্থানে সত্যে হব পার।
তে-কারণে সহি, যত বলে বার বার॥
যখন জন্মিল এই বাপের ভবনে।
চতুর্ভুজ দেখি সবে ত্রাস পাইল মনে॥
হেনকালে নারদ মুনি কৈল আগমন।
ত্রাস না করিহ, মুনি বলিল বচন॥
মহাসুর মহারাজা হব মহীতলে।
বিষাদ তেজিয়া সবে কর কুতূহলে॥
দ্বিভুজ হইব এই যার দরশনে।
সেই ত' ইহার রিপু, বধিবে পরাণে॥
বলিয়া নারদ গেলা আপনার স্থানে।
তবে উহার বাপ মায়ে কৈল অনুমানে॥
উৎসব করিয়া সব বান্ধব আনিব।
সবাকে দেখাইয়া পুত্রের শত্রুকে চিনিব॥
দূত পাঠাইয়া তবে আনি সর্ব্বজনে।
পিতৃ-মাতৃ সঙ্গে আমি করিল গমনে॥
আমার বাপের ভগ্নী উহার মাতা হয়ে।
এই সম্বন্ধে গেলাম উহার নিলয়ে॥
আমা দরশনে হৈল দ্বিভুজ কুমার।
দেখিয়া সে পিতৃস্বসা কৈল পরিহার॥
নারদের বাক্য আজি স্বরূপে জানিল।
তোমার বৈরি আমার পুত্র জনমিল॥
কিন্তু এক বোল বলি, করি পরিহার।
একশত দোষ পুতা, না লবে ইহার॥
তাহার বচনে আমি অনুমতি দিল।
তে-কারণে গালি সব কর্ণপাতি নিল॥
সত্য করিয়াছি উহার মাতা বিদ্যমানে।
তে-কারণে সহি আমি এত অপমানে॥
অপরাধ গুণি আমি হেট মাথা করি।
শতের অধিক হৈলে, পাঠাব যমপুরী॥
শতের অধিক হৈল, দেখ বিদ্যমানে।
এখনে ইহার আমি লইমু পরাণে॥

শিশুপাল বধ

এত বলি চক্র ছাড়ি দিল গদাধর।
উঠিল সে চক্র-গোটা আকাশ উপর॥
সূর্য্য জিনি চক্রের তেজ ত্বরিত গমনে।
কাটিল মস্তক তার সবা-বিদ্যমানে॥
হাহাকার হৈল তবে রাজার সমাজে।
হরষিতে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবরাজে॥
শিশুপালের তেজ উড়িয়া সত্বরে।
সর্ব্বজন দেখে সান্ধায়ে কৃষ্ণের কলেবরে॥
শিশুপাল কাটি চক্র হস্তকে আইল।
দেখিয়া সকল লোকে চমৎকার হৈল॥
সর্ব্বজন সঙ্গে রাজা বিস্ময় হৈল মনে।
নারদে পুছেন, কহ ইহার কারণে॥

শিশুপালের জন্ম বৃত্তান্ত

নারদ কহেন কথা, শুনে নৃপবরে।
জয়-বিজয় নামে দ্বারী বৈকুণ্ঠপুরে॥
সনকাদি মুনি যায় গোসাঞী দেখিতে।
রহাইয়া দ্বারে তাতে বলে বিপরীতে॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া সনকাদি শাপিল তাহারে।
মনুষ্য হইয়া জন্ম গিয়া সংসার-ভিতরে॥
শাপ হৈতে পাত হয়ে দেখি দুই জন।
দন্তে তৃণ করি বলে কাকুতি বচন॥
শাপের শাপান্ত কর মুনি মহাশয়।
কেমনে গমন মোর ঝাট হেথা হয়॥
স্তুতি শুনি দয়া তাঁর হৈল আরবার।
শত্রুভাবে চিন্তি বিষ্ণু পাইবে নিস্তার॥
সেই শাপে জন্মে আসি দুই সহোদর।
হিরণ্যাক্ষ. হিরণ্যকশিপু দৈত্যেশ্বর॥
বরাহরূপে গোসাঞী পৃথিবী উদ্ধারে।
বরাহ আকারে গোসাঞী হিরণ্যাক্ষ মারে॥
হিরণ্যকশিপু মারিল নরসিংহ হৈয়া।
পুনরপি জন্ম দোঁহে করিল আসিয়া॥
বিশ্বশ্রবার বীর্য্যে, নিকষা উদরে।
রাবণ, কুম্ভকর্ণ হৈল দুই সহোদরে॥
শ্রীরামরূপে গোঁসাঞী লইল জীবন।
পুনরপি জন্ম দুঁহে লভিলা এখন॥
শিশু, দন্তবক্র নাম দুঁহাকার।
এখন গোঁসাই-চক্রে মরণ তাহার॥
তিন অবতারে গোঁসাই আপনে মারিয়া।
নিলেক বৈকুণ্ঠপুরী মুক্তিপদ দিয়া॥

কহিল সকল কথা, শুন নৃপবরে।
দেখিলে প্রবেশ হৈলা কৃষ্ণ-কলেবরে॥

বড় ভাগ্যবান্ তুমি সংসার ভিতরে।
হেন প্রভু কুটুম্ব বলি, বলয়ে তোমারে॥

হরিষে যুধিষ্ঠির রাজা আপনা পাসরি।
সবান্ধবে আসিয়া কৃষ্ণে দণ্ডবৎ করি॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কথা অদ্ভুত সংসারে।
যা শুনিলে যায় লোক বৈকুণ্ঠপুরে॥

ভাবিলে মুকতি হয়ে, নাহিক বিস্ময়।
গুণরাজ খাঁন কহে শ্রীকৃষ্ণবিজয়॥

শাল্ব-রাজার যুদ্ধ

(হিল্লোল-রাগ)

শাল্বরাজার যুদ্ধ শুন অদ্ভুত কাহিনী।
আপনা পাসরি যাতে দেব চক্রপাণি॥
রুক্মিণীর স্বয়ম্বরে যবে যুদ্ধ হৈল।
সেই যুদ্ধে শাল্বরাজা পরাভব পাইল॥
ঘর নাই গেল রাজা তপ করিবারে।
গোবিন্দ জিনিব বলি আরাধি শঙ্করে॥
ঊর্দ্ধপাদে, নিরাহারে দ্বাদশ-বৎসর।
কায়মনবাক্যে রাজা আরাধে শঙ্কর॥
অল্পে সন্তোষ শিব মায়া ত' পাতিয়া।
বর মাগ, বৈল তারে অধিষ্ঠান হইয়া॥
শিবের বাক্যে রাজা তবে চেতন পাইয়া।
প্রণতি করিয়া বলে হরকে দেখিয়া॥
নরপতির স্তুতি শুনি হর তুষ্ট হৈয়া।
বর মাগি লহ রাজা অমর এড়িয়া॥
মহেশের বচন শুনি লোমাঞ্চিত গায়ে।
বর মাগে রাজা, শিবের ধরিয়া দুই পায়ে॥
মানুষে জিনিতে মোরে নারিবে সংসারে।
হেন বর দেহ মোরে বলিনু তোমারে॥
অন্তরীক্ষে ভ্রমিব মায়াপুরী সে রচিয়া।
তথায় করিব যুদ্ধ নানা অস্ত্র লৈয়া॥

সেইমত বর তারে দিল ত্রিলোচন।
মায়াপুরী, নানা অস্ত্র পাইল তখন ॥
সেই মতে গেল রাজা দ্বারকা-নগরে।
অন্তরীক্ষে আচ্ছাদিল আকাশ উপরে ॥
দ্বারকার ঘর ভাঙ্গে নানা অস্ত্র লৈয়া।
চিন্তিয়া আকুল লোক কি হৈল আসিয়া ॥
বিশেষ নাহিক লোক দ্বারকা-নগরে।
যুধিষ্ঠিরের ঘরে গেলা যজ্ঞ করিবারে ॥
নাহি তথা বলদেব, শূন্য সে দেখিয়া।
অধিক ত্রাসিত লোক বড় ভয় পাইয়া ॥
হেনকালে প্রদ্যুম্ন বীর কলরব শুনি।
রথে চড়ি অস্ত্র লৈয়া চলিলা আপনি ॥
শাম্ব-অনিরুদ্ধ-আদি যতেক কুমার।
গদ-সাত্যকি-আদি বীর যত আছে আর ॥
দেখিয়া ত' শাল্ব রাজা সম্মুখে আসিয়া।
বীরদর্প করি কিছু বলে ত' হাসিয়া ॥
ছাওয়াল, পতঙ্গ-সম আইস কি কারণে।
তোমারে মারিলে যশ নাহি ত্রিভুবনে ॥
আসুক তোদের কৃষ্ণ, যুদ্ধ করিবারে।
যাহাকে মারিলে যশ ঘুষিব সংসারে ॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধে কৃষ্ণের নন্দন।
বীরদর্পে উচ্চৈঃস্বরে বলিল বচন ॥
মোর বাণে যাবি আজি যমের সদন।
কোন্ কার্য্যে কৃষ্ণ তোর বধিবে জীবন ॥
হেনমতে দুই জনে হৈল মহারণ।
অনেক দিবস যুদ্ধ করে দুইজন ॥
কেহ ত' করিতে নারি কাহার লঙ্ঘন।
নিত্য নিত্য দুই জনে করে মহারণ ॥
হেথা সে হস্তিনাপুরে দেব শ্রীহরি।
যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বসি যজ্ঞ সিদ্ধ করি ॥
উৎপাত দেখিয়া মনে চিন্তি চক্রপাণি।
দ্বারকা-বিনাশ করে শাল্ব নৃপমণি ॥
যুধিষ্ঠিরে বলিলেন দৈবকী-নন্দন।
দ্বারকা লঙ্ঘয়ে কেহ, লয় মোর মন ॥
মেলানি মাগিয়া কৃষ্ণ চড়ি নিজ-রথে।
অষ্ট-রমণী সঙ্গে চলিলা জগন্নাথে ॥
হেথা দ্বারকার মধ্যে অনেক দিবসে।
অনেক করিল যুদ্ধ কাম অনায়াসে ॥
দ্যুমান্-নামে বীর শাল্বের পাত্রবর।
যুদ্ধ করিবারে আইলা সংগ্রাম-ভিতর ॥
আসিয়া প্রদ্যুম্ন-সঙ্গে করে মহারণ।
বাণ বৃষ্টি আচ্ছাদিল রবির কিরণ ॥
রুষিয়া ত' কামদেব ধনুর্ব্বাণ লইয়া।
কাটিল সকল অস্ত্র সন্ধান পূরিয়া ॥
পুনঃ অস্ত্রে আচ্ছাদিল অশেষ মায়ায়ে।
তাহা ত' কাটিল কাম ঈষৎ লীলায়ে ॥
পুনরপি রুষি সেই হাতে শেল লৈয়া।
মারিলেক প্রদ্যুম্নের হৃদয় চাপিয়া ॥
শেল-ঘায়ে মোহ গেলা কৃষ্ণের নন্দন।
রথ লৈয়া দারুক-পুত্র কৈল পলায়ন ॥
ক্ষণেক রহিয়া কাম চেতন পাইয়া।
সারথিকে বলে কিছু রুষ্ট সে করিয়া ॥
কেনে হেন কৈলি পাপ, কুলের খাঁখার।
যুদ্ধে ভঙ্গ, অপযশ ঘুষিব সংসার ॥
যদুবংশে যত যত রাজা উপজিল।
যুদ্ধে পলায়ন কভু কার না শুনিল ॥
যোড়হাতে সারথি বলে, শুন মহাশয়।
শাস্ত্রমত কর্ম্ম কৈলে দোষ কিছু নয় ॥
অস্ত্র-ঘায়ে রথি যবে হয়ে অচেতন।
সারথি করয় রথ লৈয়া পলায়ন ॥
পুনরপি চেতন পায়ে রণ মধ্যে গিয়া।
জিনয়ে বিপক্ষ-রণ যুদ্ধে প্রবেশিয়া ॥
ক্রোধ সম্বরিয়া যাহ যুদ্ধ করিবারে।
মারহ বিপক্ষ, যশ ঘুষিব সংসারে ॥

দ্যুমান্-নিধন

মধুপান করি কাম সিংহনাদ করে।
বাণ বরিষণ করে দ্যুমান্ উপরে॥
পুনরপি দ্যুমান্ করে বাণ বরিষণ।
কাটিল সকল অস্ত্র কৃষ্ণের নন্দন॥
হাসিয়া ত' কামদেব চক্র নিল হাতে।
কৃষ্ণ বলি এড়ে চক্র দ্যুমানের মাথে॥
সূর্য্য হেন অস্ত্র-তেজ আকাশে উঠিল।
দ্যুমানের মাথা কাটি পুনরপি আইল॥
দ্যুমান্ পড়িল দেখে কৃষ্ণের কুমারে।
সিংহনাদ ছাড়ি বোলে সংগ্রাম ভিতরে॥
কুপিল সে শাল্ব রাজা দ্যুমান্ মরণে।
প্রদ্যুম্ন উপরে করে বাণ-বরিষণে॥

শাল্বরাজার শ্রীকৃষ্ণসহ মায়ারণ

হেনকালে গোবিন্দাই আসিয়া সত্বরে।
প্রিয়া সব এড়ি গেল যুদ্ধ করিবারে॥
বাণ বরিষেণ কৃষ্ণ শাল্বের উপরে।
অতি ঘোরতর যুদ্ধ নারি সহিবারে॥
মায়া করি অন্তরীক্ষে উঠিল আকাশে।
নানা অস্ত্র বরিষয়ে নাহিক প্রকাশে॥
চারিদিকে অস্ত্র এড়ি দেখিতে না পাই।
অস্ত্রেতে জর্জ্জর হৈলা দেব গোবিন্দাই॥
তবে কতক্ষণে রাজা রথের উপরে।
বসুদেবের চুলে ধরি বলে গদাধরে॥
শুন শুন গোবিন্দাই কি কর বড়াই।
তোর বাপে কাটি পাঠাইব যম ঠাঁই॥
এত বলি মুণ্ড তার কাটিল সত্বরে।
ফেলাইল স্কন্ধ গোটা ভূমির উপরে॥
তবে ত' দৈবকী-দেবী আউদর চুলে।
সংগ্রামে পশিয়া কান্দে স্বামী করি কোলে॥
অনেক বিলাপ করি ক্রন্দন করিল।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু গোবিন্দেরে বৈল॥
তোর বিদ্যমানে তোর পিতার মরণ।
সাজাহ অনল-কুণ্ড, ছাড়িব জীবন॥
হতাশয়ে গোবিন্দাই শোকাকুল হৈয়া।
মা-বাপ দেখিয়া কান্দে অস্ত্র সে ছাড়িয়া॥
এত অপযশ মোর রহিল ঘোষণ।
আমা বিদ্যমানে হৈল পিতার মরণ॥
শোকে ব্যাকুল কৃষ্ণ সংগ্রাম-ভিতরে।
ডাক দিয়া বলে শাল্ব, করি উচ্চৈঃস্বরে॥
বড় বড় রাজা-সঙ্গে মায়া-যুদ্ধ করি।
সবারে কপটে মারি বৈস দ্বারকা-পূরী॥
আজি ত' আমার ঠাঁই মরণ তোমার।
ভাঙ্গিয়া দ্বারকা, আজি করো ছারখার॥
যত কুটুম্বের মোর বধিল জীবন।
তোর রক্তে করিমু আজি তাহার তর্পণ॥
এতেক বিরূপ বলে, সংগ্রাম-ভিতরে।
হেট মাথা করি, কৃষ্ণ না দিল উত্তরে॥
চিন্তিতে চিন্তিতে মনে হইল স্মরণ।
কপট করিয়া শাল্বরাজা করে রণ॥
নাহি মরে বাপ মোর, এ নহে ত' দৈবকী।
মায়া সব জানি, কৃষ্ণ হইলা কৌতুকী॥

মায়া-নিরাশ ও শাল্ব বধ

হস্ত পদ পাখালিয়া, আচমন করি।
অস্ত্র লৈয়া উঠে কৃষ্ণ রথের উপরি॥
ডাক দিয়া বলে কৃষ্ণ, শুন নরপতি।
মায়া রণ কৈলে যত, দেখিনু শকতি॥
এখন হইল মায়া কৃষ্ণের গোচর।
এক বাণে কাটি, তোরে পাঠাই যম ঘর॥
এতবলি গোবিন্দাই এড়ে দশ বাণ।
কাটিয়া শাল্বের মাথা কৈল খান খান॥
কাটিল সকল মায়া, আকাশে যত ছিল।
সব সেনাগণ কাটি সিংহনাদ কৈল॥

জয়-শব্দে পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবগণ।
যুদ্ধ জিনি ঘরে আইলা দেব নারায়ণ॥
অদ্ভুত শাল্বের যুদ্ধ কৃষ্ণের মোহন।
গুণরাজ খাঁন কহে বন্দি নারায়ণ॥

অনিরুদ্ধের বিবাহ

(রামকিরী-রাগ)

দ্বারকায়ে নানা সুখে বৈসে নারায়ণ।
পৌত্র অনিরুদ্ধ দেখি, হরষিত মন॥
হেনবেলা রুক্মিণী-দেবী যোড়হাত করি।
মোর বোলে অবগতি করহ শ্রীহরি॥
মোর ভাই দোষ কৈল, পড়হুঁ চরণে।
তার দোষ ক্ষম প্রভু, কমললোচনে॥
অনিরুদ্ধে বিভা দিতে ভাই ইচ্ছা কৈল।
আপনার পৌত্রী দিতে বলিয়া পাঠাইল॥
আজ্ঞা কর যদি, গোসাঞী শ্রীমধুসূদন।
বর লৈয়া আপনে তথা করহ গমন॥
এতেক বিনয় বৈল, যোড়হাত করি।
করাব পৌত্রের বিভা, বলিল শ্রীহরি॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ নড়িলা সত্বর।
ভোজকট রাজ্যে গেলা রুক্মী রাজার ঘর॥
প্রদ্যুম্ন নড়িলা বলদেব মহাশয়।
রুক্মিণী সহিত গেলা রুক্মীর নিলয়॥
কৃষ্ণের গমনে হরষিত রুক্মী রাজা।
ঘরে আনি সবাকারে কৈল বড় পূজা॥
মিষ্টান্ন পান দিয়া করাইল ভোজনে।
নানা রঙ্গ ঢঙ্গ করি গোসাঞীর সনে॥
যোড়হাতে কৃষ্ণ স্থানে লৈল অনুমতি।
অনিরুদ্ধে বিভা দিতে কন্যা চারুমতী॥
রুক্মীর বিনয়ে তুষ্ট হৈল গদাধর।
আজ্ঞা দিল দেহ বিভা শুন নৃপবর॥
নানা বাদ্যে নৃত্যগীতে মঙ্গল করিয়া।
অনিরুদ্ধে চারুমতী দিল বিভা দিয়া॥
দন্তবক্র আদি অনেক রাজা লইয়া।
নানা ক্রীড়া করি বোলে হরষিত হৈয়া॥
তবে একদিন রুক্মী দন্তবক্র সঙ্গে।
কোন্ ছলে জিনি কৃষ্ণ, করিল প্রসঙ্গে॥
তবে দন্তবক্র বলে শুন মহাশয়ে।
বলি বড় বলভদ্র, জিনিল কভু নয়ে॥
রাজক্রীড়া নাহি জানে, গোকুলে বসয়।
পাশাছলে ক্রীড়া করি জিনিব উহায়॥
এত যুক্তি করি গেলা কৃষ্ণ বরাবরে।
হাসিয়া তরঙ্গে ঢঙ্গে নানা ঢৌল করে॥
বলভদ্রের হাতে ধরি পরিহাস করে।
রাজক্রীড়া কিছু তোমার নহিল শরীরে॥
রাজক্রীড়া না জানিলে, বনের ভিতরে।
গরু রাখি দৃঢ়মাত্রে কৈলে কলেবরে॥
রুক্মীর বাক্যে বলদেব সক্রোধ হইল।
সর্ব্বখেলা জানি বলি, রুক্মীরে বলিল॥
পুনরপি রুক্মীরাজা পরিহাস করি।
রাজক্রীড়া জান যবে, খেল পাশা-সারি॥
এত বলি দুই বীরে বসিল তথাই।
রুক্মী সঙ্গে পাশা তবে খেলেন বলাই।
সহস্রেক পণ কৈল ঢালের উপরে।
জিনি বলদেবে রুক্মী পরিহাস করে॥
পুনরপি অযুত পণ বলদেব কৈল।
সেইবার রুক্মী রাজা পাশা যে জিনিল॥
আর বার বলদেব লক্ষ পণ কৈল।
পাশা জিনি বলদেব হাসিতে লাগিল॥

হাসিয়া ত' রুক্মী রাজা বড় লজ্জা পাইল।
দন্তবক্রের চিত্তে তবে দুঃখ জনমিল॥

রুক্মী বধ

তবে দন্তবক্র বলে মিথ্যা ত' করিয়া।
বলাই হারিল, বলি হাসে দন্ত দেখাইয়া॥
তবে বলদেব বলায় সাক্ষিগণ।
অন্তরীক্ষে অকাশ-বাণী হইল তখন॥
এইবার বলদেব পাশা যে জিনিল।
কি কারণে দন্তবক্র মিথ্যা সাক্ষী দিল?
আকাশ-বাণী শুনি বলাই উঠিল সত্বরে।
মুঠ্‌কি মারিল তার দন্তের উপরে॥
দন্ত ভাঙ্গি পড়ে তার ভূমির উপরে।
দেখিয়া সে রুক্মী রাজা ক্রোধ বড় করে॥
বলদেবে ধরি ছান্দে মল্লের বন্ধনে।
আপনা ছাড়য়ে বলাই অনেক যতনে॥
আছাড়িয়া বলাই তারে ফেলাইল দূরে।
মাজা ধরি বৈসে তার বুকের উপরে॥
বাম হাত দিয়া তবে গলা চাপি ধরি।
দৃঢ়মুষ্টি মুঠ্‌কি তার মুখ মধ্যে মারি॥
মুখে নাকে রক্ত পড়ে ঘোর দরশন।
সেই ঘায়ে গেল রুক্মী যমের সদন॥
হাহাকার শব্দ হৈল রাজার সমাজে।
ভাই দেখি কৃষ্ণ কিছু না বইল লাজে॥
শুনিয়া রুক্মিণী-দেবী সম্ভ্রমে আসিয়া।
না বইল দেবী কিছু ভাসুর দেখিয়া॥
তার পুত্র কৃতবর্ম্মা, কৃষ্ণ সে আনিয়া।
দিলেন বাপের রাজ্য আশ্বাস করিয়া॥
সর্ব্বজন লইয়া নড়িলা গদাধর।
কন্যা-বর সঙ্গে আইলা দ্বারকা-নগর॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা সব বন্ধুজন।
অনুব্রজি আনিবারে করিল গমন॥
একমনে চিন্তে লোক গোবিন্দ-চরণ।
গুণরাজ খাঁন বলে সংসার-তারণ॥

দন্তবক্র-বধ

(কর্ণাট-রাগ)

রুক্মী বধ কৈল কৃষ্ণ, লোক মুখে শুনি।
শুনিয়া রুষিল দন্তবক্র নৃপমণি॥
রুক্মী বধ শুনি রাজা ক্রোধে অচেতনে।
সর্ব্ব সৈন্য সাজে, কৃষ্ণ মারিবার মনে॥
গদা হাতে পদব্রজে ধাইল সত্বরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সান্ধায়ে দ্বারকা-নগরে॥
ত্রাসে গিয়া কহে দূত, শুন গদাধর।
সৈন্য লৈয়া দন্তবক্র বেড়িল নগর॥
শুনিয়া ত' গদাধর শঙ্খ-চক্র লৈয়া।
আইলা কত সৈন্যে পদব্রজ হৈয়া॥
কৃষ্ণ দেখি বলে, মোরে দিলে দরশন।
তোর রক্তে করিব আজি রুক্মীর তর্পণ॥
ইহা বলি উচ্চৈঃস্বরে করে সিংহনাদ।
দ্বারকার লোক বলে, হৈল পরমাদ॥
হাসিয়া তাহারে বলে শ্রীমধুসূদন।
রুক্মী সম্ভাষিতে তোরে পাঠামু এখন॥
কোন্ অস্ত্র এড়িবি তুই, ওরে পাপাশয়।
তোর ঘা সহিয়া তোরে পাঠাব যমালয়॥
কৃষ্ণের বচন শুনি সেই নৃপবরে।
এড়িলেক গদা-গোটা কৃষ্ণের উপরে॥
নূতন মেঘ যেন মহাশব্দ করে।
আইসে ত' গদা-গোটা কৃষ্ণে মারিবারে॥

গদার প্রতাপ দেখি হাসে চক্রপাণি।
চক্র এড়ি গদা তার কৈল খানি খানি॥
তবে গদাধর আপন গদা লৈয়া।
মারিল রাজার বুকে সক্রোধ হইয়া॥
সেই ঘায়ে পড়ে রাজা পৃথিবী উপরে।
হাত পাও আছাড়িয়া পড়িল শরীরে॥
ব্রহ্মশাপে মুক্ত তারে কৈলা গদাধরে।
মুক্তিপদ পাইয়া গেল বৈকুণ্ঠপুরে॥
হেনক অদ্ভুত কথা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে।
তিন জন্মে মুক্তি পাইল জয়-বিজয়ে॥
তার ভাই বিদূরথ সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া।
পড়িল কৃষ্ণের ঠাই সংগ্রাম করিয়া॥
অদ্ভুত অমৃত কথা শুনিলে না মরি।
গুণরাজ খাঁন বলে বন্দিয়া শ্রীহরি॥

বজ্রনাভের বৃত্তান্ত

বজ্রনাভের তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি

(কল্যাণী রাগ)

বজ্রনাভ-বধকথা অদ্ভুত সংসারে।
যাহা শুনি' লোক শোক-সাগর পাসরে॥
পূরবে সুমেরু-মূলে বজ্রনাভ-পুরী।
সংসার-দুর্ল্লভ কেহ লঙ্ঘিতে না পারি॥
সুবর্ণের ঘর সব, রত্নের প্রাচীর।
নানা জাতি বৈসে তথা, নর্ম্মদার তীর॥
তথায় দিতির সুত নামে বজ্রনাভ।
বজ্রপুরী-অধিপতি, তামস-স্বভাব॥
ত্রৈলোক্য জিনিতে মন করিল দুর্ম্মতি।
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া তপস্যা করন্তি॥
নানাবিধ তপস্যায়ে শরীর শুষিল।
দেবমানে সহস্র বৎসর তপ কৈল॥
তবে তুষ্ট হৈয়া তারে দেব প্রজাপতি।
মাগ বর বৈল তারে হইয়া উপস্থিতি॥
বর মাগে বজ্রনাভ একচিত্ত মনে।
যোড়হাত করি বলে ব্রহ্মার চরণে॥
চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু আর যত জীবগণে।
মোর পুরী না যাইবে মোর আজ্ঞা বিনে॥
দেবের অবধ্য হব, এ বর মাগিল।
তুষ্ট হইয়া প্রজাপতি সব বর দিল॥
বর পাইয়া পুরীকে আইল দৈত্যরাজ।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া আছে বজ্রপুরী মাঝ॥
শঙ্কর সেবিয়া পাইল কন্যা মনোরমা।
নানা-রূপে-গুণে সে ভুবনে অনুপমা॥
তাহার বর্ণনা কেবা বলিবারে পারে।
ত্রিভুবনে দিতে নাই উপমা তাহারে॥
হেনমতে তথায় অসুররাজ থাকি।
সুরপুরী জিনিবারে হইল কৌতুকী॥
এক দূত পাঠাইল পুরন্দরের স্থানে।
সুরপুরে রাজ্য তুমি ভুঞ্জ চিরদিনে॥
কশ্যপের পুত্র তিঁহো আমি দুই জনে।
সুরপুরী-রাজ্য ইন্দ্র ছাড়ুক এক্ষণে॥
সুরপুর গেল দূত সত্বর গমনে।
কহিল সকল কথা পুরন্দরের স্থানে॥
শুনি হাসে পুরন্দর দূতের বচনে।
দেবের অবধ্য দৈত্য চিন্তি মনে মনে॥
বৃহস্পতি আনিয়া ইন্দ্র করিল যুকতি।
এসব সময়ে হরি ভিন্ন নাহি গতি॥
দূত প্রবোধিয়া যাহ দ্বারকা-নগরে।
কৃষ্ণ স্থানে নিবেদিয়া মারহ অসুরে॥
এত অনুমানি ইন্দ্র দূতেরে বলিল।
কশ্যপ দোহার পিতা যজ্ঞ আরম্ভিল॥

যজ্ঞ-শেষে তাঁর ঠাঁই দোঁহে নিবেদিব।
পিতৃ-আজ্ঞা যেই হয়ে, তাহা ত' পালিব॥
এত বলি দূত ইন্দ্র পাঠাইল সত্বরে।
সত্বরে চলিলা ইন্দ্র দ্বারকা-নগরে॥
কৃষ্ণ স্থানে সব কথা নিবেদন কৈল।
বজ্রনাভ দৈত্য যত বলিয়া পাঠাইল॥
ইন্দ্রের বচন শুনি দেব গদাধর।
ক্ষণেক চিন্তিয়া তাঁরে দিলেন উত্তর॥

শ্রীকৃষ্ণের বজ্রনাভ বধোপায় কথন

ভালই সময় কৈলে শুন সুরপতি।
দৈত্য বধিবার তরে করিব যুকতি॥
দেবের অবধ্য দৈত্য প্রজাপতির বরে।
কেহ নাহি পারে বজ্রপুরী লঙ্ঘিবারে॥
প্রদ্যুম্ন কুমার মোর তথা পাঠাইব।
উপায় সৃজিয়া বজ্রপুরে প্রবেশিব॥
গদ, শাম্ব দুই বীর সঙ্গতি করিব।
যুদ্ধ করি বজ্রনাভ অসুর মারিব॥
পুরী প্রবেশিতে তার করিব উপায়।
রাজহংসীগণ আনি করিব সহায়॥
প্রভাবতী-প্রদ্যুম্ন-সঙ্গম করাইতে।
ব্রহ্মার বাহন হংস পাঠাহ ত্বরিতে॥
প্রভাবতী-নামে আছে দৈত্যরাজ-সুতা।
পরমা সুন্দরী রূপে গুণে অবহিতা॥
মহাদেবের বরে সেই প্রভাবতী-কন্যা।
রূপে গুণে অনুপমা ত্রিভুবনে ধন্যা॥
প্রভবতী স্থানে গিয়া রাজহংসীগণ।
কুমারের গুণ কহি হরুক তার মন॥
কন্যার আরতিতে প্রবেশিবেক কুমার।
মারিব অসুর—শুন যুকতি আমার॥
ঝাট গিয়া হংসী তথা পাঠাহ সত্বরে।
এতেক আশ্বাস কৃষ্ণ দিল পুরন্দরে॥

প্রভাবতীর রাজহংসী দর্শন

সত্বরে আসিয়া ইন্দ্র আপন নগরে।
রাজহংসীগণ ডাকি আনিল সত্বরে॥
কৃষ্ণের যতেক কথা তাহারে কহিল।
বজ্রপুরী পাঠাইতে সম্বিধান দিল॥
ব্রহ্মার বাহন হংসকুলে উৎপত্তি।
সুবর্ণের পাখা সব সুন্দর মূরতি॥
প্রবাল গঠিত চক্ষু, চরণ তাহার।
মনুষ্যের বাণী কহে জিনি সুধাসার॥
ইন্দ্রের আদেশে তারা গিয়া বজ্রপুরে।
পুরীর নিকটে রহে এক সরোবরে॥
বিকচ কুসুম, পদ্ম সুগন্ধি বহুলে।
নানাবিধ জলচর বিমল সলিলে॥
তার মাঝে বসিয়াছে রাজহংসী-মেলা।
ভুঞ্জিয়া মৃণাল-দণ্ড করে নানা খেলা॥
দেখিতে বিচিত্র রূপ, লীলা মনোহর।
সকল লোকের চিত্তে কৌতুক বিস্তর॥
তা' দেখিয়া দাসীগণ কুতূহল মনে।
সত্বরে জানা'ল গিয়া প্রভাবতী-স্থানে॥
শুনিয়া দাসীর কথা প্রভাবতী বালা।
হংসীকে দেখিতে চিত্ত অতিশয় লোলা॥
কত সখীগণ সঙ্গে চলিল সত্বরে।
সেই হংসীগণ আছে যেই সরোবরে॥
সব হংসীগণ করে সলিল বিহার।
তীরে উঠি ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমি চারিধার॥
তা' সবা দেখিয়া তথা প্রভাবতী বালা।
হংসীরে ধরিতে চিত্ত হইল বড় লোলা॥
কন্যা দেখি হংসীগণ করে নানা লীলা।
তা' সবার লীলা দেখি প্রভাবতী সে উঠিলা॥
ধীরে ধীরে হংসীগণের সম্মুখে আসিয়া।
উপবন মাঝে বুলে কৌতুকে ভ্রমিয়া॥

তা' দেখিয়া প্রভাবতী হইল চঞ্চলা।
হংসীরে ধরিতে যায় প্রভাবতী বালা॥
তার মন বুঝিয়া সে রাজহংসীগণ।
হাতে লাগ পাই, হেন করিল গমন॥
একলা কন্যাকে দেখি নিভৃত স্থানে।
কন্যা সনে কহে কথা মধুর বচনে॥
অন্তরীক্ষে চলি আমি কামচর গতি।
আমাকে ধরিতে তোর কেমন শকতি॥
শৈশব গেল তোর, যৌবন পরবেশ।
তবু ত' নহিল তোর কোন বুদ্ধি লেশ॥
তোমাকে বুঝাব তেঞি আইলাম এখানে।
ধরা দিব আমি, তুমি রাখিহ যতনে॥
শুনিয়া হংসীর বাণী বোলয়ে সুন্দরী।
দেও ধরা তুমি, আমি রাখিব যত্ন করি॥
হংসীর বচনে কন্যা বিচলিত মন।
কেমতে ধরিব হংসী করয়ে যতন॥
কত দূরে গিয়া তবে ধরে এক হংসী।
গায় হাত বুলাইয়া হংসীকে প্রশংসী॥
এমন অপূর্ব্ব রূপ কোথা না দেখিল।
বিধাতা যে কোন্ রত্ন আনি মিলাইল॥
ক্ষণে হাতে, ক্ষণে কোলে, ক্ষণেক আঁচলে।
কোথায় থুইতে মন নহিল তাহারে॥
শুচিমুখী-নামে হংসী তথাই রহিল।
আর যত হংসীগণ স্বর্গেতে চলিল॥
হেথা শুচিমুখী হংসী প্রভাবতী সঙ্গে।
চিরকাল সঙ্গে থাকি বাড়াইল রঙ্গে॥
নানাবিধ পরকারে কন্যার মন মোহি।
শুচিমুখী হৈল তার প্রধান প্রিয়সখী॥
ত্রৈলোক্যের আছে যত অদ্ভুত কথা।
নিতি নিতি কন্যা সনে বসি কহে কথা॥
নগর-নাগর যত আছে গুণিজন।
সকল কহিয়া হরে প্রভাবতীর মন॥

প্রভাবতী সমীপে প্রদ্যুম্নের গুণ বর্ণন

একদিন প্রসঙ্গে বুঝিতে তার হিয়া।
প্রভাবতীর আগে কহে প্রবন্ধ করিয়া॥
ব্রহ্মার বাহন, হংসকুলেতে উৎপত্তি।
তাঁর বরে ত্রিভুবনে অব্যাহত গতি॥
ইন্দ্র-বরুণাদি, কুবের, পশুপতি।
নৈঋর্ত, হুতাশ, যম, যত দিক্‌পতি॥
ব্রহ্মা, অনন্ত, আর যত দেবগণ।
একে একে ভ্রমিলাম সকল ভুবন॥
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে যতেক আছে পুরী।
সকল দেখিল আমি, বরে কামচরী॥
সমুদ্রের মধ্যে এক পুরী মনোহর।
ত্রিভুবনে না দেখিল তেমন সুন্দর॥
যত যত দেখিনু পুরী, সে পুরী রতন।
তা' দেখিতে বাড়য়ে বাঞ্ছা, না টুটে মন॥
রত্নাকরে যত রত্ন ছিল চিরকাল।
তা' দিয়া রচিল সেই নগর বিশাল॥
মৃত্তিকার লেশ নাই, সব রত্নময়।
রজত, কাঞ্চন, যত মণির নিচয়॥
সংসারে দুর্ল্লভ পুরী দ্বারাবতী-নাম।
দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুরী অতি অনুপাম॥
তাহার ঈশ্বর কৃষ্ণ, ত্রিজগতের নাথ।
যাঁহার প্রসাদে সব দেবের সোয়াস্ত॥
যাঁর ভুজ অসুরগণের কাল-দণ্ড।
ত্রৈলোক্য-প্রদীপ, যাঁর প্রতাপ প্রচণ্ড॥
তা' দেখিতে আমি তথা বসি চিরকাল।
ভিতরে বাহিরে পুরী দেখিতে সে ভাল॥
তাঁহার সমান বীর তাঁহার কুমার।
ত্রিভুবন জিনি রূপ কাম-অবতার॥
শিবের কোপানলে কাম যবে ভস্ম হৈল।
স্বামীর বিয়োগে রতি স্তুতি বড় কৈল।

রতির করুণা দেখি শিব দিল বরে।
তোর স্বামী জনমিব রুক্মিণী উদরে॥
মহাদেবের শাপে কাম তেজিয়া জীবন।
কৃষ্ণের ঔরসে পুনঃ লভিল জনম॥
প্রদ্যুম্ন তাঁহার নাম, রুক্মিণী-তনয়।
সবার প্রধান তিঁহো গুণের নিলয়॥
তাঁহাকে দেখিয়া আমি সব পাশরিল।
ইন্দ্রের সভায় তেমন-রূপে কাহে না দেখিল॥
কি কহিব রূপ, গুণ, অঙ্গরাগ-লোভে।
দেব-কন্যাগণ আসি নিতি নিতি সেবে॥
হেনমতে নানা কথা কহিয়া তাহারে।
বিরলে কহিল কন্যার মন বুঝিবারে॥
সবাকে মোহিয়া হংসী রহিল তথাতে।
গুণরাজ খাঁন কহে পরিপদ চিত্তে॥

কুমার আনয়নার্থ হংসীর প্রতি প্রভাবতীর অনুরোধ

(পাহিড়া-রাগ)

হংসীর বচন শুনি, প্রভাবতী মনে গুণি,
যৌবন প্রবেশে কামে হতা।
কুমার কৃষ্ণের সুত, রূপে গুণে অদ্‌ভুত,
হেন বুঝি অনুকূল বিধাতা॥
কর্ম্মের বৈভব-ফলে, দুর্ল্লভ আসিয়া মেলে,
অঘটন করায়ে ঘটন।
শুনিয়া কুমারের গুণ, কন্যার বাড়িল মন,
উৎকণ্ঠিতা হইল তখন॥
মনে ভাবি প্রভাবতী, হংসীরে করে কাকুতি,
কহ পুনঃ কুমার-বারতা।
বচন-চাতুরী তোর, হৃদয়ে তুষিল মোর,
বিশেষতঃ সুজনের কথা॥
যত আছে বৈদেশিকে, শুনিলু তোমার মুখে,
তোর বোলে পরতীত মোর।
দৈবের ঘটন-হেতু, বাড়িল মদন-কেতু,
চরণে ধরিয়া বলি তোর॥
ধনী তুমি গুণমণি, হংসী হৈয়া কহ বাণী,
দৈবে আনি মিলাইল তোমা।
তোরে নাহি ভিন্ন ভাব, কহ নিজ স্বভাব,
কুমার আনিয়া জীয়া আমা॥
কন্যার বচন শুনি, শুচিমুখী মনে গুণি,
ইন্দ্র-কার্য্য অভিমুখ হইল।
প্রশংসি ত' নিরন্তর, গুণ কহে বিস্তর,
কন্যার মন অধিক মজিল॥
সে কুমার মহাজন, দুই কুলেরি তর্পণ,
বাপ তার ত্রিভুবন নাথে।
তার রূপ গুণ যশে, ত্রিভুবন হৈল বশে,
কোন্ শক্তি তাহাকে আনিতে॥
সে কুমার পঞ্চবাণ, বাপ-মায়ের পরাণ,
নয়নের আড় নাহি করে।
মহা-মন্ত্রী, মহা-ধীর, বাপের সমান বীর,
আশে-পাশে রক্ষক তাহারে॥
থাকিমু তাহার পাশে, করিমু নানা প্রয়াসে,
আনিবারে করিমু শকতি।
তোমার পুণ্যের ফলে, যদি আসে মোর বোলে,
পুরী প্রবেশি কেমন যুকতি॥
তোর বাপ দৈত্যপতি, দুর্নিবার তার মতি,
পুরী প্রবেশিতে কেহ নারে।
তো কন্যা বাপের বশ, কেমনে পাইবি যশ,
যোগ হব কোন্ পরকারে॥
হংসীর বাক্য শুনি কাণে, বলে কন্যা কামবাণে,
তোমার অসাধ্য নাহি কর্ম্ম।
দৈত্যরাজ অগোচরে, বরমাল্য দিব তারে,
গন্ধর্ব্ব-বিভায় বড় ধর্ম্ম॥
এড়িয়া চাতুরী কথা, সত্বরে চলহ তথা,
আনহ কুমার হেথাকারে।

যাবৎ মদন-শরে, প্রাণ মোর নাহি হরে,
ধর্ম্ম দেখি জীয়াও আমারে ॥
কন্যার কাকুতি বচনে, হংসী ব্যথিত মনে,
হাসি কহে বচন রচিয়া।
বিদগ্ধ যেই হয়ে, এতেক তরল নহে,
সুস্থ কর আপনার হিয়া ॥
কুমার আনিমু হেথা, ঘুচামু মনের ব্যথা,
ক্ষিতিতলে নাহি তার সমা।
তো-হেন নাগরী, সে-হেন বর-কেশরী,
দোঁহার রূপের নাহি সীমা ॥

হংসীর সুরপুরে গমন

এত বলি রাজহংসী, আকাশের পথে বসি,
চলিল বাড়ায়ে চমৎকার।
কিবা দেখি স্বপ্নবৎ, কিবা সিদ্ধি মনোরথ,
কিবা মায়া হৈল দেবতার ॥
হেথা প্রভাবতী বালা, হৈয়া থাকে নিশ্চলা,
যাবৎ হংসীর গতি দেখি।
দিবা-রাত্রি অন্য কথা, ভাবে মনে নাহি তথা,
যাবৎ না আইসে শুচিমুখী ॥
হংসী গিয়া সুরপুরে, সব কহে পুরন্দরে,
প্রসাদ পাইল ইন্দ্র-স্থানে।
ইন্দ্রের প্রসাদ পাইয়া, দ্বারকা-নগরে গিয়া,
জানাইল কমললোচনে ॥
হংসীর বচন শুনি, কার্য্য-সিদ্ধি মনে গুণি,
প্রত্যুম্নে আনিয়া কিছু বৈল।
বজ্রনাভ মহাসুরে, ইন্দ্রপুরী লভিবারে,
দুষ্টমতি আকাঙ্ক্ষা করিল ॥
দুর্লজ্ঘ্য সে দৈত্যপুরী, দুর্জ্জয় দৈত্য কেশরী,
প্রজাপতির বরে বলবন্ত।
তোমার সে বধ্য হয়, মনে না করিহ বিস্ময়,
যশ তোর বাড়িব অনন্ত ॥

এত তারে বুঝাইয়া, হংসীরে বলিল আনিয়া,
ভদ্রনট আনহ সত্বর।
গোবিন্দ-চরণ মনে, গুণরাজ খাঁন ভণে,
পাঁচালী-প্রবন্ধ মনোহর ॥

ভদ্রনটের বৃত্তান্ত

(শ্রীরাগ)

কশ্যপ-মুনির যজ্ঞ প্রভাসেতে হয়ে।
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মুনি আইলা তথায়ে ॥
নর, দৈত্য, অসুর জগতে যত বৈসে।
ঋষি, তপস্বী, যত আইলা তার পাশে ॥
হেনকালে ভদ্রনট-নামে একজন।
কশ্যপের যজ্ঞ স্থানে হইল উপসন ॥
নানাবিধ রাগ-গীত পঞ্চতাল-যোগে।
নৃত্য অনুবন্ধ কৈল মুনিজন আগে ॥
বিবিধ সঙ্গীত তাল-রস-অনুবন্ধে।
দেখিতে সবার চিত্তে বাড়িল আনন্দে ॥
তুষ্ট হৈয়া কশ্যপ-মুনি জগতের তাত।
যত মনে কৈল, বর দিলেন তাহাত ॥
যত আছে নৃত্যকলা, সকল জানিবে।
যেইরূপ বাঞ্ছা কর সেইরূপ পাবে ॥
অবিরতি-গতি তোর হব ক্ষিতিতলে।
যার স্থানে যাবে, তারে মোহিবে সকলে।
এত বর দিল তারে কশ্যপ-তপোধন।
বর পাইয়া আছে তথা নট-মহাজন ॥
তথাকারে চল তুমি সত্বর গমনে।
মোর নাম করি তারে আনহ এখানে।
তার সনে নট-বেশে প্রত্যুম্ন পাঠাব।
বজ্রপুরী গিয়া বজ্রনাভকে মারিব ॥
শুচিমুখী গেল তথা কৃষ্ণের বচনে।
ভদ্রনটবরে গিয়া আনিল তখনে ॥

কৃষ্ণ-স্থানে আসিয়া ত' ভদ্রনটবরে।
নানা নৃত্য করিয়া সন্তোষ কৈল তাঁরে ॥
তুষ্ট হৈয়া কৃষ্ণ তারে দিলা নানা ধন।
প্রসাদ করিয়া বৈল, শুন নটজন ॥
বজ্রনাভ অসুর লভিতে ইন্দ্রস্থান।
ইন্দ্র খেদি স্বর্গ নিতে কৈল অনুমান ॥
আমায় আসিয়া ইন্দ্র গোচর করিল।
তে-কারণে যত্ন করি তোমারে আনিল ॥
প্রদ্যুম্ন কুমার মোর মারিব তাহাতে।
ব্রহ্মার বরে পুরী তার, দুর্গম যাইতে ॥
তোমা সঙ্গে নটবেশ ধরিয়া কুমার।
প্রবেশ করিব গিয়া পুরীতে তাহার ॥
গদ, শাম্ব দুই বীর সঙ্গেতে করিয়া।
মারিব অসুর তিনে পুরী প্রবেশিয়া ॥
তবে ত' ইন্দ্রের দুঃখ হইব খণ্ডন।
তোমার প্রতিষ্ঠা হব জগতে ঘোষণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ভদ্রনট ও প্রদ্যুম্নের প্রতি উপদেশ

এতেক কহিয়া কৃষ্ণ ভদ্রনটবরে।
গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন দিল সঙ্গতি তিন বীরে ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম শুন পুত্র, ক্ষত্রিয়-লক্ষণ।
আর্ত্তজন-পরিত্রাণ, প্রজার পালন ॥
আর্ত্ত হৈয়া ইন্দ্র আসি লৈল শরণ।
তাহার রক্ষার হেতু করহ যতন ॥
এতেক স্বধর্ম্ম রক্ষা, আর দেবকাজ।
মঙ্গল করিব সব দেবের সমাজ।
দুষ্টের বিনাশ হব সুজনের হিত।
ইহা বই অন্য কার্য্যে নহে মোর চিত ॥
তবে গোবিন্দাই বৈল সবা বুঝাইয়া।
করিহ সকল কর্ম্ম সাবধান্ হৈয়া ॥
তবে তথা নটরূপে কতদিন থাকি।
উপায় করিহ, যেন দৈত্য নাহি দেখি ॥

শুচিমুখী-সহযোগে কন্যা প্রভাবতী।
প্রদ্যুম্নে করিয়া আছে অনেক আরতি ॥
পরম সুন্দরী কন্যা ত্রিভুবনে সার।
প্রবন্ধে তাহার ঘর যাইব কুমার ॥
গন্ধর্ব্ব-বিবাহ করি থাকিহ কৌতুকে।
হংসী দিয়া সমাচার পাঠাইহ মোকে ॥
বজ্রনাভের কনিষ্ঠ সুনাভ-দৈত্যপতি।
তার দুই কন্যা চন্দ্রপ্রভা, গুণবতী ॥
গদ, শাম্ব দুই বীরে দেহ সেই বালা।
উপায়ে সংযোগে পাতিয়া নানা কলা ॥
চলহ সত্বরে তিনে ভদ্রনট-সনে।
বিলম্ব না কর, বিস্ময় না করহ মনে ॥
গোসাঞীর আদেশ শুনি প্রদ্যুম্ন কুমার।
প্রণাম করিয়া বৈল যে আজ্ঞা তোমার ॥
তবে ভদ্রনট-সনে তিনজনে থাকি।
ভদ্রনট-স্থানে তিনে নটকলা শিখি ॥
দিন কত নট-সঙ্গে আলাপ করিল।
তার যত নৃত্যকলা সকল শিখিল ॥
এই সব কার্য্য তবে শুচিমুখী দেখি।
সর্ব্ব-কার্য্য সিদ্ধ হব হেন মনে লাগি ॥
ভদ্রনটে বৈল হরি প্রসাদ করিয়া।
মন্ত্রণা রাখিহ সবে একচিত্ত হৈয়া ॥
এতবলি হাতে হাতে তিনে সমর্পিল।
গোবিন্দেরে ভদ্রনট প্রণাম করিল ॥
কৃষ্ণের চরণ বন্দি তিন মহাবীরে।
শুভক্ষণে যাত্রা করি নড়িলা সত্বরে ॥
পরম সন্তোষে কৃষ্ণ আশীর্ব্বাদ দিল।
জয় জয় মঙ্গল ধ্বনি সর্ব্বত্র হইল ॥
নট-সঙ্গে গিয়া কৃষ্ণ-পুত্র তিন জনে।
হংসীকে পাঠাইয়া দিল প্রভাবতী স্থানে ॥
ভদ্রনট-সনে তিন কুমার চলিলা।
বজ্রপুরী নিকটে কতদূরে সে রহিলা ॥

বজ্রনাভের আজ্ঞা বিনে প্রবেশিতে নারি।
বাহিরে রহিলা শুচিমুখী-অনুসারী॥
তথা শুচিমুখী গিয়া পুরন্দরের স্থানে।
কৃষ্ণের যতেক কথা কহিল তখনে॥
শুনি পুরন্দর তারে শীঘ্র পাঠাইল।
সত্বরে ত' শুচিমুখী বজ্রপুরী গেল॥
বাহির উদ্যান মধ্যে সরোবর-তীরে।
তথা রহি দেখে প্রভাবতীর সখীরে॥
সেই সখী জানাইল গিয়া প্রভাবতী।
কত দূর বলি ঊর্দ্ধমুখেতে চাহন্তি॥
যেনক কৃষক রহে দেখি অনাবৃষ্টি।
মেঘের শবদে যেন চাহে ঊর্দ্ধদৃষ্টি॥
আনন্দ হইল অঙ্গে পুলক বিকার।
না পারিল পুনঃ তারে উত্তর দিবার॥
আইলা কুমার, তুমি শুনহ ত' বাণী।
কেমনে প্রবেশে পুরী সেই গুণমণি॥
তোর বাপের আজ্ঞা বিনে কার শক্তি নাহি।
তার আজ্ঞা করাইতে উপায় তোরে কহি॥
তোর বাপ সনে মোরে করাহ দরশন।
প্রবন্ধে তাঁহার ঠাঁই করামু বচন॥
তার মন রঞ্জিব মোর বচন শুনিতে।
উপায় করিব যুক্তি কুমার আনিতে॥

হংসী-বজ্রনাভের সাক্ষাৎ

শুচিমুখীর বোলে কন্যা চলিলা ত্বরিতে।
চলিল বাপের ঠাঁই হাসিতে হাসিতে॥
সখীগণ সঙ্গে করি শুচিমুখী লইয়া।
বাপের সম্মুখে কন্যা উত্তরিল গিয়া॥
পিতাকে প্রণাম করি রহে এক পাশে।
অপরূপ হংসী দেখি দৈত্যরাজে হাসে॥
সুবর্ণের বিহঙ্গম কে তোরে মিলাইল।
প্রভাবতী বলে, তোমার পুণ্যে পাইল॥
ব্রহ্মার বাহন হংসী গুণে বিশারদ।
ত্রৈলোক্য-মোহন হংসী মনুষ্য-শবদ॥
তোমাকে সেবিতে হংসী আইল এই স্থানে।
এতকাল পোষি মুঞী আনিনু এখানে॥
হংসী দেখি পুছে রাজা মধুর উত্তরে।
এতকাল আছ হেথা, না সম্ভাষ মোরে॥
তোর রূপ-গুণ দেখি বাড়িল কৌতুকে।
কিবা দিব তোরে বল, কিসে তোর সুখে॥
বজ্রনাভের বচন শুনিয়া শুচিমুখী।
নিকট হইয়া বলে অন্তরে কৌতুকী॥
ব্রহ্মার সদনে থাকি, সংসার ভ্রমিয়ে।
ত্রিভুবনের বার্ত্তা আমি সকল জানিয়ে॥
যথা তথা যাই, তথা শুনি তব নাম।
ত্রিভুবন-ব্যাপিত তব যশ অনুপাম॥
তোমাকে দেখিতে বাঞ্ছা বাড়ে নিতি নিতি।
হেথাকে আসিতে মোর কেমন শকতি॥
দেব ইচ্ছা করে তোর পদ লভিবারে।
নানা যত্ন করি তবে বলয়ে ব্রহ্মারে॥
ব্রহ্মাকে সাধিল দেব, করিয়া বিনয়ে।
তোমাকে দেখিল ব্রহ্মা বড়ই প্রণয়ে॥
তোমা হেন মহারাজ না দেখিল কোথা।
তোমা দেখি ঘুচিল মোর মনের যত ব্যথা।
তোমাকে দেখিতে নিতি সেবি প্রভাবতী।
সফল হইল আজি শুন মহামতি॥
আজ্ঞা কর, মহারাজা, যাব নিজ-স্থানে।
কি কথা কহিব গিয়া ব্রহ্মার সন্নিধানে।
মধুর বচন তার শুনি দৈত্যপতি।
হংসীরে বলয়ে কিছু করিয়া পিরীতি॥
ত্রৈলোক্যে না দেখিনু তোমা হেন রূপ
তো হেন না শুনিনু কার বচন-সরস।
পক্ষিজাতি হৈয়া তুই মোহিলি উত্তরে।
তোমার বিচ্ছেদ-দুঃখ না সহে অন্তরে।

হেথা থাক, তোমার পূরিব সব আশা।
যেই বাঞ্ছ, তাই দিব, খণ্ডাব ক্ষুধা-তৃষা॥
নানা রাজ্যের বৃত্তান্ত, যতেক গুণি-জন।
সব কথা শুনিতে রাজার হৈল মন॥
এতেক বচন তবে শুনি রাজহংসী।
তথা থাকি নিতি নিতি রাজাকে প্রশংসী॥
নানা দেশের বৃত্তান্ত সব কহে কথা।
প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ কহে গুণিজন-কথা॥
একদিন কহে ভদ্রনটের বৃত্তান্ত।
কত গুণ কহে তার, নাহি পাই যে অন্ত॥
ব্রহ্মার স্থানে দেখিল তেন নৃত্যকলা।
ত্রৈলোক্যে কে কহিতে পারে তার গুণ লীলা॥
একে একে তার গুণ দৈত্য স্থানে বৈল।
তা' দেখিতে দৈত্যরাজ ইচ্ছা বড় কৈল॥

ভদ্রনট আনিতে হংসীর গমন

নটের বৃত্তান্ত শুনি দৈত্যের ঈশ্বর।
নট আনিবারে হংসী পাঠাইল সত্বর॥
অনেক প্রসাদ করি পাঠাইল হংসীরে।
সত্বরে আনিয়া নট দেখাহ আমারে॥
দৈত্যের আদেশ পাইয়া আসি শুচিমুখী।
প্রভাবতীর স্থানে বৈল, শুন প্রিয়সখী॥
তোমার পুণ্যের সীমা বলিতে না পারি।
যে উপায় চিন্তি, সব কার্য্যসিদ্ধি করি॥
ভদ্রনট সঙ্গে হেথা আসিব কুমার।
পূর্ণ মনোরথ সখী, হইব তোমার॥
দৈত্যরাজের আগে নট প্রসঙ্গ করিয়া।
নর্ত্তক আনিতে যাই রাজ আজ্ঞা পাইয়া॥
তার সঙ্গে কুমার আসিব নটবেশে।
ছাড়হ বিষাদ, যাই নটের উদ্দেশে॥
এতবলি রাজহংসী গেল নট স্থানে।
বজ্রপুরী আগমন কর নটগণে॥

প্রদ্যুম্নে কহিল সব প্রভাবতীর কথা।
তোমার বিরহে দুঃখী দৈত্যরাজ-সুতা॥
জগৎ দুর্ল্লভা সেই প্রভাবতী রামা।
যেন তুমি, তেন সেই, নাহিক উপমা॥
শুচিমুখীর বচন শুনিয়া নটগণ।
দেবকার্য্য সাধিবারে হরষিত মন॥
কোলাহল করিয়া চলিল সর্ব্বজনে।
গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ-চরণে॥

বজ্রনাভ সমীপে নটগণের নৃত্যারম্ভ

(বসন্ত-রাগ)

শুচিমুখী-হংসী-সঙ্গে, চলিলা ত' নানা রঙ্গে,
সব নটে করি এক মেলা।
একে একে প্রতিদিনে, নগরের নানা স্থানে,
রচিল সে নানা নৃত্যকলা॥
দৈত্যরাজের সখা যত, সম্ভাষিল শত শত,
সবায়ে লাগিল নৃত্যরস।
তা' সবার বিদ্যমানে, প্রকাশিল নিজ গুণে,
সবাকার মন কৈল বশ॥
কৌতুকে ত' দৈত্যগণ, দিল তারে নানা ধন,
ভাণ্ডারে ত' যতেক আছিল।
রড়ারড়ি সবে দিয়া, রাজার সম্মুখে গিয়া,
নর্ত্তকের গুণ প্রকাশিল॥
লোকমুখে কথা শুনি, হেনবেলা নৃপমণি,
সম্মুখে দেখিল রাজহংসী।
কহ কথা অকপট, আনিলে কি ভদ্রনট,
সরস সম্ভাষি কৈল হাসি॥
দৈত্যরাজ কৌতুকী, দেখিয়া সে শুচিমুখী,
বৈল তারে মধুর সুবাণী।
তোমার যে আজ্ঞা পেয়ে, সকল ভুবন চেয়ে,
প্রভাসে পাইনু নটমণি॥
কশ্যপের যজ্ঞ-স্থানে, দেব, ঋষি, মুনিগণে,
সংসারে আছয়ে যত লোক।

তুষিয়া সবার মন, পাইলেক নানা ধন,
নট দেখি ঘুচে সব শোক ॥
তোর মহত্ত্ব শুনিয়া, কহিনু বুঝাইয়া,
যত্ন করি আনিনু হেথারে।
আপনি সে আজ্ঞা দিয়া, আন লোক পাঠাইয়া,
ইচ্ছা যদি নৃত্য দেখিবারে ॥
শুনিয়া লোকের মুখে, বাড়িল বড় কৌতুকে,
বিশেষে কহিল শুচিমুখী।
রাজার সে আজ্ঞা হৈল, নট আনিবারে বৈল,
নৃত্য দেখিতে হইল কৌতুকী ॥
আসিয়া সকল নটে, বসিলা নৃপ নিকটে,
রাজাকে করিয়া নমস্কার।
প্রভাবতী আছে যথা, শুচীমুখী গিয়া তথা,
কহিল কুমার আগুসার ॥
শুনিয়া হংসীর বোল, তেঞি তারে দিল কোল,
সুস্থির হইল প্রভাবতী।
কুমারসংযোগ হেতু, বাড়িল মদন-কেতু,
না জানি যে কিবা দিবা রাতি ॥
হেথা সব নটগণে, দৈত্যরাজ বিদ্যমানে,
আরম্ভিল নানা নৃত্যকলা।
প্রদ্যুম্নে নায়ক কৈল, গদ বিদূষক হৈল,
শাম্ববীর হইল বৃহন্নলা ॥
আর সে নর্ত্তক যত, তারা হইল নানা মত,
বেশ ধরি বিবিধ বিধানে।
বহুবিধ রূপ ধরে, অভিনব কলেবরে,
কশ্যপমুনির বরদানে ॥
নটগণ দরশনে, মোহ গেল দৈত্যগণে,
ভাবিনু না পড়ে আন মনে।
সতত সে নৃত্যকলা, তাহে চিত্ত রহি গেলা,
অহর্নিশি রহয়ে স্বপনে ॥
রাজা দিল আমন্ত্রণ, নাচ নট রামায়ণ,
অনুমতি দৈত্যের সমাজে।
গোবিন্দের চরণ, হৃদে করি স্মরণ,
ভণিলেক খাঁন গুণরাজে ॥

বজ্রনাভের সভায় নটগণের রামায়ণ অভিনয়

(ভূপালী-রাগ)

দশরথ-রূপে এক নট পরবেশে।
কৌশল্যা, কেকয়ী, কেহ সুমিত্রার বেশে ॥
অপুত্রক রাজা, পুত্র-হেতু যজ্ঞ কৈল।
বিষ্ণু অংশে চারি চরু তাহাতে পাইল ॥
চারি ভাগ করিয়া খাইল তিন নারী।
চারি অংশে অবতার করিল শ্রীহরি ॥
কৌশল্যা তনয় হইলা গোসাঞী শ্রীরাম।
সর্ব্বগুণে সম্পূর্ণ, রূপে অনুপাম ॥
কেকয়ীর পুত্র হইলা ভরত সুমতি।
লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন প্রসবিলা সুমিত্রা-যুবতী ॥
চারি ভাই এক ভাব বিষ্ণু অবতার।
রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন কুমার ॥
বিশ্বামিত্র রূপে কেহ আসি সেই স্থানে।
রাম লক্ষ্মণ লইয়া করিল গমনে ॥
সুবাহু মাইল রাম, তাড়কা-রাক্ষসী।
যজ্ঞ রক্ষা কৈল রাম, মুনির ঘর আসি ॥
জনকের ঘরে রাম, কার্ম্মুক ভাঙ্গিল।
চারি ভাই চারি কন্যা বিবাহ করিল ॥
সীতা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি।
চারি ভাই বিভা কৈল এ চারি যুবতী ॥
কেহ পরশুরাম-রূপে পথে দেখা দিল।
শিশু হইয়া রাম তারে লীলায় জিনিল ॥
পরশুরাম জিনি আইলা অযোধ্যা-নগরে।
রামে রাজ্য দিতে বাপ উদ্যোগ সে করে ॥
অধিবাস কৈল রামে রাজা দশরথ।
কুব্জার মন্ত্রণায় কেকয়ী পাতিল অনর্থ ॥
কেকয়ীর সত্যে রাজ্য দিল সে ভরতে।
রাম-লক্ষ্মণ-সীতা তিনে চলিলা বনেতে ॥

বৃক্ষ ছাল পরিধান, শিরে জটা ধরি।
পদব্রজে যায় রাম ধনু হাতে করি॥
শুনিয়া চণ্ডাল গুহ আইল ধাইয়া।
মিতালি করিল রাম তারে কোল দিয়া॥
রাম পিছু, আগে গুহ যায় ত' চলিয়া।
দণ্ডক-অরণ্যে তিনে থুইলেক লৈয়া॥
চলিতে না পারে সীতা, রক্ত পড়ে ধারে।
শ্রীরামেরে পুছে সীতা, বন কত দূরে॥
সীতার পায়ে রক্ত পড়ে, কান্দেন শ্রীরাম।
রাজ্যনাশ, বলনাশ, বিধি হৈল বাম॥
হেথা দশরথ পুত্রে বনে পাঠাইয়া।
শরীর ছাড়িল রাজা শোকাকুল হৈয়া॥
রামের বিচ্ছেদে হইল বাপের মরণ।
ভরত রূপে করে কেহ মায়েরে গঞ্জন॥
বনে গিয়া পায় প্রজা রামের চরণে।
বিস্তর ক্রন্দন কৈল ভরতের সনে॥
বাপের মরণ কথা রামেরে কহিল।
শুনিয়া বিষাদে তিনে ধরণী পড়িল॥
সুস্থ হইয়া রামচন্দ্র শাস্ত্রের বিধানে।
বন ভূমে বাপের কৈল শ্রাদ্ধ-তর্পণে॥
অযোধ্যা যাইতে রাম বৈল ভরতেরে।
রামের চরণ ধরি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
রামের পায় পড়িয়া বলে ভরত সুমতি।
দেশ আইস রাম করহুঁ কাকুতি॥
না গেলা রাজ্যেতে রাম, ভরত চলিলা।
রামের পাদুকা শিরে করি মুণ্ডমালা॥
হেথায়ে লক্ষ্মণ আর জানকী রূপসী।
দণ্ডক-অরণ্যে বুলি হইয়া তপস্বী॥
শূর্পণখা হইয়া কেহ আইলা নিকটে।
লক্ষ্মণ হইয়া তার কেহ নাক কান কাটে॥
খরদূষণ হইয়া কেহ যুঝিতে আইল।
চৌদ্দসহস্র রাক্ষস এক রামে মাইল॥

প্রাণ রাখ, লক্ষ্মণ ভাই, মারীচ ডাকিল।
শূন্যঘরে রহিলা সীতা লক্ষ্মণ চলিল॥
রাবণের রূপে কেহ তপস্বী হইয়া।
রথে চড়ি লইয়া যায়ে সীতাকে হরিয়া॥
মারীচ মারিয়া রাম, লক্ষ্মণ-সংহতি।
আশ্রমে আসিয়া নাহি দেখিল যুবতী॥
বিরহে আকুল রাম করেন রোদন।
ক্ষণে উঠি, ক্ষণে বসি, হরিল চেতন॥
সীতা না দেখিয়া রামের শূন্য তিনলোক।
বনে বনে ভ্রমিতে রামের বাড়ে শোক॥
প্রতি তরু, প্রতি লতা, প্রতি গিরি চাহি।
কোথাও না পাইল সীতা ত' বৈদেহী॥
আকাশ নেহালে রাম হরিয়া চেতন।
চলিতে না দেখে পথ, সতত ক্রন্দন॥
কোথা যাব, কোথা পাব, কোথা সে দেখিব।
সীতা না দেখিয়া প্রাণ কেমনে ধরিব॥
যথা যথা ছিল সীতা তা' দেখি বিলাপ।
লক্ষ্মণ প্রবোধে, রামের না ঘুচে সন্তাপ॥
হেনমতে দুই ভাই কাননে ভ্রমিতে।
জটায়ু পক্ষীরাজ দেখিল আচম্বিতে॥
সীতাকে হরিয়া রাবণ যাইতে পথমাঝে।
সীতা রহাইতে পক্ষীরাজ রাবণ-সনে যুঝে॥
দেবযোনি পক্ষীরাজ কৈল বড় রণ।
বরদানে দেবের সে অবধ্য রাবণ॥
পক্ষীরাজ মারি গেল রাক্ষসের রাজ।
সীতাকে থুইল লইয়া অশোক বনের মাঝ॥
খর-শ্বাস বহে, পক্ষীরাজ আছে যথা।
বিরহে আকুল রাম মিলিলা ত' তথা॥
সীতার উদ্দেশ পক্ষী শ্রীরামে কহিয়া।
পক্ষীরাজ স্বর্গ গেলা শরীর তেজিয়া॥
জটায়ুর শ্রাদ্ধ-শান্তি কৈল রঘুপতি।
পিতৃতুল্য কর্ম্ম কৈল, পক্ষীর মুক্তি॥

সীতার উদ্দেশ পাইয়া পক্ষী-দরশনে।
লঙ্কা-মুখে দুই ভাই করিল গমনে ॥
হাতে গণ্ডি-বাণ দোঁহে চলে বনে বনে।
কতদূরে ঋষ্যমূক দেখিল দুইজনে ॥
পর্ব্বতে উঠিলা রাম-লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে।
দূরে থাকি হনুমান দেখি দুইবীরে ॥
শ্রীরামে দেখিয়া বানর করিল বিনয়।
সুগ্রীব-সনে রামের করাইল পরিচয় ॥
বালী, সুগ্রীব দুই ভাই বানরের রাজা।
কিষ্কিন্ধ্যানগরে দোঁহে পালেন পরজা ॥
সুগ্রীবে খেদাইয়া বালী হৈল অধিকারী।
ভাই ঘুচাইয়া বালী নিল তার নারী ॥
বালীর ভয়ে সুগ্রীব বানর পাঁচ সঙ্গে।
পলাইয়া রহিল ঋষ্যমূক পর্ব্বতের শৃঙ্গে ॥
শ্রীরাম, সুগ্রীব দোঁহে স্ত্রী হারাইয়া।
সমদুঃখে রহেন দোঁহে মিতালি করিয়া ॥
সুগ্রীবে ত' প্রতিজ্ঞা করি বলে রঘুনাথ।
বালী মারিয়া তোমাকে করিব সোয়াস্ত ॥
সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা কৈল, সীতার উদ্ধারে।
সপ্ততাল পর্ব্বত ভেদিল রঘুবীরে ॥
এক বাণে মারিল রাম, বালী বানরে।
সুগ্রীবেরে রাজা কৈল কিষ্কিন্ধ্যানগরে ॥
বর্ষা পশ্চাতে সীতার উদ্ধার কারণে।
চারিদিক পাঠাইল সব বানরগণে ॥
দক্ষিণ-সমুদ্র গেলা অঙ্গদ যুবরাজ।
লঙ্কা-পাঠাইতে দূত আলোচিল কাজ ॥
হনুমান পাঠাইল সাগর তরিবারে।
সাগর তরিতে উঠে পর্ব্বত-শিখরে ॥
মহাপরাক্রম বীর পবননন্দন।
লম্ফে যায় সমুদ্র শতেক যোজন ॥
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া লঙ্কাপুরী প্রবেশিল।
সীতা সম্ভাষিয়া অশোকবন সে ভাঙ্গিল ॥
অক্ষয়কুমার আদি রাক্ষস মারিল।
ইন্দ্রজিৎ আসি হনুমানে সে বান্ধিল ॥
রাবণের আগে বিস্তর বিরূপ বলিল।
ক্রোধে লঙ্কেশ্বর তার লেজে অগ্নি দিল ॥
লম্ফ দিয়া হনুমান প্রাচীরে উঠিয়া।
লেজের অগ্নিতে লঙ্কা ফেলিল পুড়াইয়া ॥
লঙ্কা পুড়াইয়া আইল লঙ্ঘিয়া সাগরে।
কহিল সকল কথা রামের গোচরে ॥
যেমতে দেখিল সীতা লঙ্কার ভিতরে।
রাবণের চেড়ি সীতার অপমান করে ॥
অক্ষয়কুমার মাইনু, কৈনু বড় রণ।
লঙ্কা পোড়াইয়া মাইনু, রাক্ষসের গণ ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন যত রাবণকে বৈল।
সব কথা কহিয়া সীতার মাথার মণি দিল।
মণি পাইয়া রঘুনাথ কান্দিয়া হতাশ।
হিয়ার উপর থুইয়া মণি, ছাড়িল নিশ্বাস ॥
সীতার উদ্দেশ পাইয়া সবে হরষিত।
হনুমানের বিক্রম দেখি রাম হরষিত ॥
হেনমতে নানারূপে নাচে নটগণ।
হরিষে করিল রাম লঙ্কায়ে গমন ॥
কেহ বিভীষণ-রূপে রাবণ-সহোদর।
ভাইরে বুঝাইল ধর্ম্ম, সদৃশ উত্তর ॥
না শুনিল বোল তার কৈল অপমান।
অপমান পাইয়া আইল শ্রীরামের স্থান ॥
রামের আসি বিভীষণ লইল শরণ।
বুঝিয়া শ্রীরাম তার করিল রক্ষণ ॥
নানাদেশের বানর আসি হইল এক ঠাঞী।
লঙ্কা জিনিবার তরে সবে সমুদ্র-কূল যাই।
নল, নীল, অঙ্গদ, সুষেণ, জাম্ববান।
সরভ, গবাক্ষ, গয়, বীর-হনুমান ॥
মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, কেশরী সেনাপতি।
অসংখ্য বানর আইল অসংখ্য আকৃতি।

সুগ্রীব প্রধান যত বানরের মুখ্য।
কোটী কোটী বানর, সেনাপতি লক্ষ লক্ষ॥
সমুদ্রের তীরে গিয়া শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
বিভীষণ-সুগ্রীবেরে বলিল বচন॥
সমুদ্র দুর্গম দেখি অনেক বিস্তার।
কেমনে যাইব লঙ্কা সমুদ্রের পার॥
সবে অনুমান করি কৈল রামেরে।
সমুদ্র বান্ধিয়া গোসাঞী সৈন্য কর পারে॥
চতুর্দ্দিক চলিল তবে সকল বানর।
সেতুবন্ধ বান্ধিতে আনে পর্ব্বত পাথর॥
পার হইয়া চলিল বানর লঙ্কাপুরী।
গাছ পাথরে বানর রাক্ষস সব মারি॥
যত যত রাবণের সৈন্য সেনাপতি।
যত যত রাবণের ছিল পুত্র নাতি॥
বানরের রণে সব রাক্ষস মইল।
কোপে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ করিতে আইল॥
মায়া যুদ্ধ করি বানর-কটক মারিল।
নাগপাশ-মায়ায় রাম-লক্ষ্মণ বান্ধিল॥
জয় জয় শব্দে ইন্দ্রজিৎ ঘর যায়ে।
নাগপাশ বন্ধনে দুই ভাই মূর্চ্ছা পায়ে॥
সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান, হনুমানে।
বেড়িয়া বসিলা সবে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
পবন আসিয়া কহে শ্রীরামের কানে।
গরুড় স্মরণ রাম কৈল মনে মনে॥
আসিয়া গরুড় বৈসে শ্রীরামের পাশে।
গরুড় দেখিয়া নাগ পলায়ে তরাসে॥
বন্ধনে হইলা মুক্ত শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
হরিষে কোলাকুলি কৈল বানরগণ॥
তা' শুনিয়া মনে ব্যথা পাইল রাবণ।
ত্রাসে চিন্তিত হইয়া রণে পাঠায়ে কুম্ভকর্ণ॥
রণ স্থলে আসি কুম্ভকর্ণ মহাবল।
গরাসে গরাসে গেলে বানর সকল॥
নখে বিদারিয়া কাহে ঠেলায়ে মারিল।
কাহারে মুঠ্কি, কারে চাপিয়া বধিল॥
সকল বানর গণ ভয়ে পলাইল।
সুগ্রীব বানর রাজ যুঝিতে আইল॥
কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবের গলা চাপি ধরি।
সংগ্রাম জিনিয়া রঙ্গে যায়ে লঙ্কাপুরী॥
কোলে থাকি সুগ্রীব রাজা চেতন পাইল।
কুম্ভকর্ণের নাক কান কামড়ে ছিঁড়িল॥
আস্তে-ব্যস্তে কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবে ফেলিল।
লম্ফ দিয়া সুগ্রীব আসি কটকে সান্ধাইল॥
নাক কান নাই কুম্ভকর্ণে মহালাজ।
কোন্ লাজে ভেটিমু লঙ্কার মহারাজ॥
নেউটিয়া রণে আইসে কুম্ভকর্ণ মহাবীর।
দেখিয়া বানরগণ রণে নহে স্থির॥
পলায়ে বানরগণ দেখিল শ্রীরাম।
ধনুক সহায় করি রাম করিল সংগ্রাম॥
দুইহাত, দুইপা কাটিল একে একে।
আর বাণে কাটিল কুম্ভকর্ণের মস্তকে॥
সেই কোপে আসিয়া রাবণ কৈল রণ।
শেল মারি লক্ষ্মণের লইল জীবন॥
লক্ষ্মণে দেখিয়া তবে পবন-নন্দন।
ঔষধ আনিতে গেলা গিরি গন্ধমাদন॥
গন্ধ-কালি কুম্ভীরিণী তথায় মারিয়া।
তিনকোটী গন্ধর্ব্ব মারি একেশ্বর হইয়া॥
পর্ব্বত-শিখর আনি দিল সুষেণেরে।
ঔষধ দিয়া জীয়াইল লক্ষ্মণ মহাবীরে॥
জয় জয় শব্দ হৈল বানর-কটকে।
দেবগণ আশীর্ব্বাদ করিল কৌতুকে॥
ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ-স্থান লক্ষ্মণ চলিল।
হনুমান, বিভীষণ সঙ্গেতে নড়িল॥
ইন্দ্রজিৎ সঙ্গে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর॥

আনন্দিত হইয়া নাচে দেব পুরন্দর।
পুষ্প-বৃষ্টি কৈল ইন্দ্র, লক্ষ্মণ-উপর॥
পুত্র শোকে যুঝিবারে আইলা রাবণ।
রাম রাবণে তবে হৈল মহারণ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র যুড়ি রাম বধিল রাবণে।
জয় জয় শব্দ হইল এ তিন ভুবনে॥
রাবণ মারিয়া বিভীষণে রাজ্য দিল।
অশোক বন হইতে রাম সীতা উদ্ধারিল॥
আনিয়া পরীক্ষায় রাম সীতায় শুধিল।
দেবগণ আসিয়া রামে স্তুতি বড় কৈল॥
রামের বচনে তবে দেব পুরন্দর।
অমৃত-বৃষ্টো জীয়াইল সকল বানর॥
রাবণ মারিয়া রাম সীতা উদ্ধারিল।
চড়িয়া পুষ্পক রথে দেশেরে চলিল॥
অযোধ্যা আইলা রাম, ভরত শুনিয়া।
পাদুকা মাথায় যায়, প্রজাগণ লৈয়া॥
রামের চরণে গিয়া ভৃত্য ব্যবহারে।
পাদুকা যোগায়ে পায়ে, দণ্ডবৎ করে॥
রাম রাজা হইলা আসি অযোধ্যা-নগরে।
রোগ শোক জরা মৃত্যু নহিল প্রজারে॥
লোক-পরিবাদে পুনঃ সীতার বনবাস।
কান্দিয়া বিকল রাম ভাবিয়া হতাশ॥
লব, কুশ দুই পুত্র সীতা প্রসবিল।
অশ্ব-হেতু পিতা-পুত্রে যুদ্ধ বড় হইল॥
শত্রুঘ্ন মারিলা গিয়া লবণ-অসুরে।
পুনরপি পরীক্ষায়ে আনিব সীতারে॥
লাজে প্রবেশিলা সীতা পৃথিবী ভিতরে।
সীতার শোকে রঘুনাথ জর্জ্জর-অন্তরে॥
কতকালে যজ্ঞ দান বিস্তর করিয়া।
বৈকুণ্ঠ চলিয়া লব-কুশে রাজ্য দিয়া॥
কাল-পুরুষ আসি কৈল লক্ষ্মণ বর্জ্জন।
সরযূর জলে লক্ষ্মণ তেজিল জীবন॥
ব্যাকুল হইলা রাম লক্ষ্মণের শোকে।
প্রবোধিতে নারে কেহ অযোধ্যার লোকে॥
সরযূতে রঘুনাথ তেজিল জীবন।
সেই জলে প্রবেশিলা ভরত, শত্রুঘ্ন॥
পাত্র-মিত্র ঝাঁপ দিল সরযূর জলে।
রাণী সব দগ্ধ হইলা শোকের অনলে॥
সরযূতে ঝাঁপ দিল সব রাজ-রাণী।
জীবন তেজিল যত অযোধ্যার প্রাণী॥
রাজা-সনে কৈল রাম স্বর্গ-আরোহণ।
নাচিয়া নর্ত্তক সব মোহিলা দৈত্যগণ॥
হেন রাম-চরিত্র বিবিধ সময়ে।
রাম-রাম-স্মরণে লোক মুক্ত হয়ে॥
হেন রামায়ণ-নাট নাচিল নর্ত্তকে।
মোহিত কৈল নটে সকল দৈত্যকে॥
এক নাট নাচিয়া নর্ত্তক নাচে আর।
অজ-ইন্দুমতী-কথা গঙ্গা-অবতার॥
দ্রুপদ-পাঞ্চাল নাট, দাক্ষিণাত্য যত।
যত নাট নাচে সে বলিব আর কত॥
অসুর মোহিয়া তথা রহে নটগণে।
গুণরাজ খাঁন ভণে গোবিন্দ-চরণে॥

প্রদ্যুম্নের ভ্রমর-রূপ ধারণ

(কেদার-রাগ)

হেনমতে সে তিন কুমার নট সঙ্গে।
আপনা ঢাকিয়া তথা আছে নানা-রঙ্গে॥
শুচিমুখী হংসী গিয়া প্রভাবতীর স্থানে।
প্রদ্যুম্নের কথা কহে, আইলা যেমনে॥
কুমার নিকট আইল নট-রূপ ধরি।
শুনিয়া বড় হরিষ হৈল দৈত্যের কুমারী॥
হংসীকে কাকুতি করি বিনয় বিস্তর।
হেথাকে আনহ ঝাট কৃষ্ণের কোঙর॥
দূরে যবে শুনিয়াছিলাম তাঁর নাম।
বিরহ-সাগরে দুঃখ ভুঞ্জিল অবিরাম॥

এখন নিকটে আইল শুন প্রাণ-সখী।
কেমনে ধরিব প্রাণ তাঁহাকে না দেখি॥
ঝাট চল, সখী, তাঁরে আনহ হেথারে।
তোমার প্রসাদে প্রাণ রহুক আমারে॥
এতেক আরতি কন্যার শুনি রাজহংসী।
প্রদ্যুম্নকে বলে নট সমাজে আসি॥
প্রভাবতীর আরতি শুনিয়া কৃষ্ণ-সুত।
বিদগ্ধ নাগরী আরতি অদ্ভুত॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে হংসীরে বলয়ে।
দৈত্যরাজের অভ্যন্তরে কেমতে যাইয়ে॥
শুনিয়া তাঁহার বোল রাজহংসী বৈল।
মায়ার নিধান তুমি মায়া করি চল॥
ভ্রমরের রূপধরি কুসুমে পড়িয়া।
যখন মালিনী যায় যোগান লইয়া॥
মালিনীর সঙ্গে তুমি ভ্রমর হইয়া।
পুষ্পের সাজিতে তুমি পড়িহ উড়িয়া॥
মালিনী থাকিবে সেই বাহির দুয়ারে।
কন্যার আসিবে সখী পুষ্প লইবারে।
সখী হাতে পুষ্প দিয়া মালিনী আসিবে।
ভ্রমরের রূপে তুমি তথাই থাকিবে॥
এবোল বলিয়া হংসী সত্বরে চলিল।
সময় অপেক্ষা করি কুমার রহিল॥
বরুণের দেশ তবে গেলা দিবাকর।
দিনকর দীপ্ত হইল লোহিত অম্বর॥
ক্রমে ক্রমে তিমির রুদ্ধিল দিগান্তর।
আকাশে ফুটিল ফুল নক্ষত্র সকল॥
পাকিল নারেঙ্গ হেন চাঁদের মণ্ডল।
দেখিয়া কৌরব-পুষ্প বিকশে সকল॥
হেনকালে মালিনী যায় সেই পথ দিয়া।
প্রভাবতীর যোগানের পুষ্প সব লইয়া॥
পুষ্প গন্ধে মধুকর পাছু পাছু ধায়ে।
ভৃঙ্গ-রূপে প্রদ্যুম্ন তার পাছু যায়ে॥

প্রভাবতীর আগে গিয়া শুচিমুখী বলে।
আজি হেথা কুমার আসিব কোন ছলে॥
থাকহ সুসজ্জে সবে যে হয় উচিত।
গন্ধর্ব্ব-বিভার কার্য্য কর উপস্থিত॥
প্রভাবতীর স্থানে এত বৈল শুচিমুখী।
শুনি প্রভাবতী বলে, শুন সব সখী॥

প্রভাবতীর গন্ধর্ব্ব-বিবাহের উদ্যোগ

আজি এথা আসিবে এক দেবতা-কুমার।
এই সব কথা যেন নহে পরচার॥
এ মোর গুপ্তকথা যেবা ব্যক্ত করিব।
দেবতা-কুমার স্থানে সেই ভস্ম হব॥
ইহা জানি সখী-সব কর দেবকাজ।
যেমনে নাহয়ে ভস্ম, নহে মোর লাজ॥
শুনিয়া সবার মনে ত্রাস উপজিল।
গন্ধর্ব্ব-বিভার কার্য্য সব সখী কৈল॥
যোগানের পুষ্প লইয়া সব সখী যায়ে।
তার সঙ্গে ভৃঙ্গি সব পুষ্প গন্ধে ধায়ে॥
সন্ধ্যাকালে যায়ে ভৃঙ্গ, যার যে নিলয়ে।
সব ভৃঙ্গ চলি গেল, এক ভৃঙ্গ রয়ে॥
সবে নানা দিক গেলা, একলা কুমারে।
লুকাইলা কন্যার কর্ণে ফুলের ভিতরে॥
কর্ণ-অবতংসে কন্যা যে ফুল পরিল।
ক্ষুদ্র ভৃঙ্গ-রূপে কাম তাহাতে রহিল॥
মদনের মায়া কেবা বুঝিবারে পারি।
কর্ণে থাকি বিড়ম্বে সে দৈত্যের কুমারী॥

প্রদ্যুম্ন দর্শনার্থ প্রভাবতীর আর্ত্তি ও উৎকণ্ঠাময়ী চেষ্টা

উৎকণ্ঠিতা প্রভাবতী রজনী দিবসে।
অনুক্ষণ দৃষ্টি দিয়া রহে দ্বারদেশে॥
এখন আসিব কুমার, এখনি দেখিব।
কেমন বিধানে তাঁর সেবন করিব॥

সাক্ষাত হইলে আমি কি কহিব বাত।
মনে মনে প্রভাবতী গুণে পাঁচ সাত॥
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বসে, সোয়াস্ত নাঞ্জি পায়।
ক্ষণে ঘরে ঢুকে, ক্ষণে বাহিরকে যায়॥
আপনা আপনি কত করে মন কথা।
ক্ষুদ্র ভৃঙ্গ-রূপে কাম সব দেখে তথা॥
প্রভাবতীর আরতি দেখি মনে মনে হাসে।
হংসী-মুখে শুনিল যত, বসিয়া দেখে পাশে॥
কন্যা বলে, শুচিমুখী পড়হুঁ চরণে।
কপট না কহিয়, কহ স্বরূপ-বচনে॥
স্বরূপে এথাকে আজি আসিব কুমার?
মাথে হাথ দিয়া দেখি, বলহ আমার॥
স্বরূপে আমারে যদি বিধি অনুকূল।
সিদ্ধকার্য্যে তবে কেনে নহে অনুকূল॥
আন চান করে প্রাণ স্থির নাহি রয়।
কেমনে কুমার সনে দরশন হয়॥
কপটে বল যদি, খাও মোর মাথা।
স্বরূপে কুমার আজি আসিবেন হেথা?

প্রদ্যুম্ন-প্রভাবতীর সাক্ষাৎ ও গন্ধর্ব্ব-বিবাহ

কন্যার আরতি দেখি কৃষ্ণের কুমার।
ভৃঙ্গরূপ ছাড়ি তনু ধরিল আপনার॥
কুমার দেখিয়া কন্যা লাজে হেট-মুখা।
কি করিব, কি বলিব, কি কহিব কথা॥
শুচিমুখী বলে, সত্য এই সে কুমার।
রুক্মিণী জননী, কৃষ্ণ জনক যাঁহার॥
যদুকুলে প্রদীপ, ভুবনে এক বীর।
যা-দেখিলে দেব-কন্যা নাহি বান্ধে স্থির॥
আনিনু হেথায়ে মুঞি তোর পুণ্যভাগে।
সাবধানে রাখিহ সখী, আপন গুণযোগে॥
সবসখীগণ তবে আসিয়া সমীপে।
গন্ধর্ব্ব-বিভার সজ্জা রতন-প্রদীপে॥
দুজনারে বসাইল কাঞ্চন-আসনে।
সুগন্ধি শীতল-জলে করাইল স্নানে॥
বিচিত্র বসন দিল, যে হয় উচিত।
গন্ধ রতন-ভূষণ সে অতি সুচরিত॥
তবে রত্নসিংহাসনে দোঁহা বসাইল।
প্রদ্যুম্নের গলে মালা প্রভাবতী দিল॥
প্রদীপ অনল সাক্ষী, যত দেবগণ।
আজি হৈতে তুমি মোর ভুঞ্জিবে যৌবন॥
আজি হৈতে তুমি মোর প্রাণের ঈশ্বর।
তোমার চরণে সমর্পিনু কলেবর॥
এতেক বলিয়া দোঁহে হৈল এক-যোগ।
নানাবিধ প্রবন্ধ, নানা উপভোগ॥
দিবসে নটের স্থানে থাকে নটবেশে।
রজনীতে নিজবেশে কুমারীর পাশে॥
নানাবিধে রতি কলা দোঁহে বিদগ্দ।
হেন বুঝি মদনের বাড়িল সম্পদ॥
হেনমতে কত কাল তথাই বঞ্চিল।
সম্ভোগ-লক্ষণ প্রভাবতীর ব্যক্ত হইল॥
গুণবতী, চন্দ্রপ্রভা—সুনাভের সুতা।
প্রভাবতী সম্ভাষিতে দোঁহে আইল তথা॥
শুন প্রভাবতী দিদি, কি তোর ব্যবস্থা।
সর্ব্বাঙ্গে দেখি যে তোর সম্ভোগ-অবস্থা॥
নিরন্তর অলসনে সতত মুদিত।
নখ-রেখ কুচ-আগে, নয়ন লোহিত॥

প্রভাবতীর চাতুরী

শুনিয়া প্রমাদ হেতু প্রভাবতী নারী।
দুই ভগ্নীরে কহে বচন-চাতুরী॥
এক ঋষি মোর ঘর আইল আচম্বিতে।
তাঁর সেবা কৈনু মুঞি কায়মনচিতে॥
তুষ্ট হইয়া ঋষি মন্ত্র কহিল আমারে।
মন্ত্র স্মঙরিলে আসে দেবতা-কুমারে॥

শুদ্ধ মন্ত্র দিয়া মোরে গেলা মুনিজন।
পরীক্ষিতে মন্ত্র মুঞি কৈনু স্মঙরণ॥
মন্ত্র স্মঙরিতে এক দেবতাকুমার॥
বলে আসি করে মোরে মদন-বিকার॥
তার রূপ-যৌবন সে অতি অনুপম।
আমা সনে আসি করে মদন-সংগ্রাম॥
দেবের সম্ভোগ পাই কত পুণ্য-ভাগে।
দেব-নারী হৈলে বলি দোষ নাহি লাগে॥
অনেক দিবস আমি করিয়াছি চিতে।
সেই মন্ত্র তোরা দুজনাকে দিতে॥
ভাল হইল, দুই জনে আজি আইলি হেথা।
মোর মনে ছিল তোরে কহিব একথা॥
তোমরা করহ মনে দেবতা বরিতে।
ভাল নাঞি দেখি, বলি অসুর-চরিতে॥
নিতি নিতি দেব, যজ্ঞ, সুজন হিংসয়ে।
হেন বুঝি অচিরে অসুর-কুল ক্ষয়ে॥
এতেক কহিয়া দুই ভগ্নী ভাঙ্গাইল।
দেব-পুত্র বরিবায়ে দোঁহারে বলিল॥
শুনি হরষিত দুই ভগিনী হইল।
যত বোল বৈলা দিদি সব মনে লৈল॥
আমরা দোঁহারে কহ সেই মন্ত্রনিধি।
তাহা জপি করি যেন মনোরথ-সিদ্ধি॥
কালি কহিব তোরে মন্ত্রচূড়ামণি।
ইহা বলি পাঠাইল সে দুই ভগিনী॥
রাত্রিযোগে কামদেব আইলা তথায়ে।
ভগিনীর যত কথা কহিল তাঁহারে॥
শুনিয়া প্রদ্যুম্ন বৈল, ভাল বইলে।
মন্ত্র ছলি ভগিনীরে সম্মত করিলে॥
কালি ত' আসিব দুই কুমার-রতন।
যেমতে স্বরূপ হয়, তোমার বচন॥
প্রভাতে প্রদ্যুম্ন উঠি গেলা নট স্থানে।
সেই দুই ভগিনী আসে প্রভাবতীর স্থানে॥
মিথ্যা মন্ত্র এক তারে রচিয়া কহিল।
মহাভক্তি করি তারা দুজনে জপিল॥
মন্ত্র-বল দেখাবারে দুজনা রাখিল।
নিশা-কালে তিন জনে একত্রে শুতিল॥
তথা সে প্রদ্যুম্ন গিয়া গদ-শাম্বে বৈল।
প্রভাবতী ভগিনীকে যেমত কহিল॥
বজ্র-সুতা কহিলেন আমাকে নিভৃতে।
সুনাভের কন্যা চাহে তোমা দুজনা বরিতে॥
সুনাভের দুই কন্যা তোমরা দুই জনে।
প্রভাবতী হৈতে হইল দৈবের ঘটনে॥
হংসীর বচনে আমি ভৃঙ্গরূপ ধরি।
প্রভাবতী সঙ্গে থাকি নিত্য ক্রীড়া করি॥
আইস তিনে ভৃঙ্গরূপে তথাকারে যাই।
বিরহ-সন্তাপ-দুঃখ সবায় ঘুচাই॥
এত অনুমানি তিনে রজনীর মুখে।
কন্যাপুরে ভৃঙ্গরূপে নড়িলা কৌতুকে॥

সুনাভের কন্যাদ্বয়ের বিবাহ

হেথা প্রভাবতী-কন্যা পাতিয়া চাতুরী।
পূজা-বিধি সজ্জা করি মন্ত্রকে স্মঙরি॥
হেনই সময়ে গিয়া সে তিন কুমার।
দিব্য মূর্ত্তিধরি রহে সম্মুখে তাহার॥
প্রদ্যুম্ন-কুমার গেলা প্রভাবতী পাশে।
আর দুই কন্যা দুই বীরের উদ্দেশে॥
দুই জনে দুই কন্যা গন্ধর্ব্ব-বিভা কৈল।
দোঁহার গলায় দোঁহে বরমাল্য দিল॥
রতন-প্রদীপ জালি কন্যা প্রভাবতী।
দু-ভগিনী বিভা দিল হরষিত মতি॥
তিন বীর পাইল তথা তিন কন্যা যোগ।
তিন বিদগ্ধ-সনে তিন রসবতীর সম্ভোগ॥
তথা শুচিমুখী গিয়া কেশবের স্থানে।
কহিল সকল কথা মিলন ছয় জনে॥

বজ্রনাভের প্রতি মুনিবরের উপদেশ

হেনবেলা কশ্যপের যজ্ঞ শেষ হইল।
ইন্দ্র-আদি দেবগণ তথাকে আইল॥
বজ্রনাভ দৈত্যরাজ আইল তথাকারে।
মুনিকে প্রণাম করি বলিল ইন্দ্রেরে॥
দূত পাঠাইয়া রাজ্য চাহিল তোমায়ে।
যজ্ঞের অবধি তুমি করিলে সময়ে॥
কশ্যপের যজ্ঞ এবে সম্পূর্ণ হইল।
রাজ্য ছাড়ি দেহ ইন্দ্র, পিরীতে বলিল॥
মুনি-স্থানে নিবেদিয়া রাজ্য দেহ মোরে।
শুনহ বচন মোর বলে বারে বারে॥
দৈত্যের বচন শুনি বলে মুনিবর।
সুরপুরী-রাজ্য তোরে নহে দৈত্যেশ্বর॥
যার যাতে অধিকার সেই তাতে থাকে।
দেব-ভিন্ন কেহ কারে না পারে দিবাকে॥
ধর্ম্মবান্ পুরন্দর স্বর্গের পালক।
যক্ষ-রক্ষ-ঋষি-রাখে কৃষ্ণের ভাবক॥
আপন-চরিত্র তুমি জান ভালমতে।
সুখে রাজ্য কর তুমি নিজ-নগরেতে॥
এতেক বুঝাইয়া মুনি দৈত্য পাঠাইল।
মুনি প্রণমিয়া ইন্দ্র স্বর্গকে চলিল॥
তথা তিন বীর থাকে দৈত্যের ভবনে।
মোহিল নর্ত্তক-বেশে সর্ব্ব দৈত্যগণে॥
বর্ষা-শরত দুই সময় গোঙাইল।
কন্যাপুরে সুখে বসি কেহ না জানিল॥
তিন কন্যা গর্ত্ত ধরি থাকি নিজ ঘরে।
সেই কথা হংসী গিয়া কহিল কৃষ্ণেরে॥
মুনি-স্থানে অপমান পাইয়া দৈত্যপতি।
ঘরে আসি ইন্দ্র-সনে যুদ্ধে কৈল মতি॥
তাহার চরিত্র দেখি দেব পুরন্দর।
গোবিন্দের ঠাঁই গেলা দ্বারকা-নগর॥
যতেক দৈত্যের কথা কহিল কৃষ্ণেরে।
উপায় মাগিল নিজ-রাজ্য রাখিবারে॥
তবে দোঁহে অনুমানি হংসীরে বলিল।
বজ্রপুরী যাইবারে তারে আদেশিল॥

হংসীদ্বারা দৈত্যরাজ-বধাদেশ প্রেরণ

শীঘ্রগতি বল গিয়া সে তিন কুমারে।
যুদ্ধ করি ঝাট মারুক অসুরে॥
যে তোমার তিন নারী তিন গর্ত্ত ধরে।
এক মাসে প্রসবিবে দেবতার বরে॥
জন্ম-মাত্রে যৌবন পাবে অস্ত্রশস্ত্র-যুত।
মহাবীর হইবে তিনের তিন সুত॥
আমি ত' যাইব তথা যুদ্ধ দেখিবারে।
জয়ন্ত পাঠায়ে দিব সহায় তাহারে॥
চিন্তা না করিহ তুমি মারিতে অসুরে।
চল হংসী, ঝাট কহ সে তিন কুমারে॥
ইন্দ্র-কৃষ্ণের বোলে তথা গিয়া শুচিমুখী।
তিন কন্যা লয়ে তিন কুমারকে দেখি॥
কহিল দোঁহার কথা যুদ্ধ করিবারে।
দৈত্যবধের অঙ্গীকার কৈল তিন বীরে॥
ইন্দ্র-কৃষ্ণের বরে তথা সে তিন কুমারী।
তিন পুত্র প্রসবিল মাসেক গর্ত্তধরি॥
জন্মিতে যৌবন পাইল অস্ত্রশস্ত্র-যুত।
দেববরে অস্ত্রশাস্ত্র জানিল তিন সুত॥
দুর্জ্জয় বলবান্ হইল সেই তিন বীর।
অসমসাহস তিনে নির্ভয় শরীর॥
চন্দ্রপ্রভ, গুণবন্ত, হংসকেতু নাম।
বাপের সমান বীর রূপ অনুপাম॥
তথা ইন্দ্র জিনিবারে দৈত্যের ঈশ্বর।
চতুরঙ্গ-বলে সাজে সৈন্যের সাগর॥
হস্তী, ঘোড়া, পদাতিক, রথ, রথিগণ।
বৎসর-শতেকে সৈন্য না যায়ে গণন॥

হেনকালে কন্যাপুরে রক্ষক-সকল।
কন্যাপুরে কুমার দেখি হইল বিকল॥
তিন পুত্র সঙ্গে করি দেখি তিন নারী।
দেখিয়া সঙ্কট ভাবে সকল দুয়ারী॥
ধাইয়া গিয়া ব্রজনাভে গোচর করিল।
কন্যাপুরে কুমার কোথা হৈতে আইল॥
প্রভাবতীর বাক্য রাজা শুনি কুব্যবহার।
ক্রোধে লাজে ব্যাকুল, বলে মার মার॥

তালজঙ্ঘের সহিত কুমারগণের যুদ্ধ

তালজঙ্ঘ সেনাপতি সম্মুখে দেখিয়া।
তারে আদেশিল আন কুমারে ধরিয়া॥
না পার ধরিতে যদি মারহ তাহারে।
কুলের কলঙ্ক মোর ঘুচাহ সত্বরে॥
এতবলি প্রসাদ বিস্তর দিল তারে।
পাঠাইল সৈন্য কন্যাপুরের ভিতরে॥
তালজঙ্ঘ-সেনাপতি কটক সাথে করি।
সত্বরে বেড়িল গিয়া সেই কন্যাপুরী॥
বিষম কটক দেখি সেই তিন নারী।
মূর্চ্ছা পাইয়া পড়ে তিনে আপনা পাসরি॥
ক্ষণেক রহিয়া প্রভাবতী পাইল সম্বিত।
কুমার আনিতে হংসী পাঠাইল ত্বরিত॥
নটের সমাজে হংসী চলিল সত্বরে।
আনিল প্রদ্যুম্ন, গদ, শাম্ব তিন বীরে॥
আসিয়া ত' তিন-পুত্র-সঙ্গে তিন বীর।
আশ্বাসিয়া তিন কন্যা করিল সুস্থির॥
ঘরে হইতে বাহির হইলা ছয় জনা।
অস্ত্র লইয়া বেড়িলেক তালজঙ্ঘ সেনা॥
খড়্গ লইয়া খণ্ড খণ্ড করে সর্ব্ব-সৈন্য।
কেহ মরে, কেহ পলায়, কেহ করে দৈন্য॥
ছয়-জনার বিক্রমে সৈন্য দিল ভঙ্গ।
আপনি যুঝিতে উঠে বীর তালজঙ্ঘ॥
রথে চড়ি ছয় জনা বাণে আচ্ছাদিল।
খড়্গ লইয়া কামদেব সকল কাটিল॥
যত যত বাণ এড়ে দৈত্য-সেনাপতি।
ছয়বীরে খণ্ড খণ্ড সকল করন্তি॥
অনেক সংগ্রাম হইল দেখিতে ভয়ঙ্কর।
রথ, রথী, ঘোড়া, হাতী পড়িল বিস্তর॥
খড়্গে কাটি প্রদ্যুম্ন বীর খণ্ড খণ্ড করি।
খড়্গ ফেলাইয়া দোঁহে দোঁহাকারে ধরি॥

তালজঙ্ঘ বধ

মল্ল যুদ্ধ করে দোঁহে অতি ঘোরতর।
কেহ কারে জিনিতে নারে একই সোসর॥
হাতা-হাতি, মাথা-মাথি, চরণে-চরণে।
মুঠকা-মুঠকি, বুকে-বুকে করি রণে॥
তবে কোপে তালজঙ্ঘ মুঠকি মারিল।
মুঠকির ঘায়ে কাম অচেতন হইল॥
ক্ষণেকে চেতন পাইয়া ক্রোধ বল বাড়ে।
চরণে ধরিয়া দৈত্য ভূমিতে আছাড়ে॥
তার বুকে বসি মারে মুঠকির ঘায়।
কণ্ঠে হাটু চাপিলেক, দৈত্যের প্রাণ যায়॥
তালজঙ্ঘ বীর মৈল বজ্রনাভ শুনি।
হাহাকার শব্দে প্রমাদ মনে গণি॥
সর্ব্ব সেনা সাজিয়া চলিল দৈত্যরাজ।
হরির চরণে কহে খাঁন গুণরাজ॥

দেবগণের সহিত বজ্রনাভের যুদ্ধ ও বজ্রনাভ বধ

(সারঙ্গ-রাগ)

তালজঙ্ঘ পড়িল শুনিয়া দৈত্যরাজ।
মনে মনে আলোচে, হইল কেন্ কাজ॥
তিন গোটা ছাওয়াল প্রবেশি কন্যাপুরে।
কুলের খাঁখার মোর করিল প্রচুরে॥

থাকুক জিনিবার মোর ইন্দ্র দেবরাজ।
কেমনে চাহিব লোকমুখ, এহ বড় লাজ ॥
এতেক বলিয়া সব দৈত্য আদেশিল।
ছয়গোটা ছাওয়াল মারিতে বলিল ॥
যত সৈন্য ইন্দ্র জিনিতে কৈল সাজ।
তাহা লইয়া আপনে চলিলা দৈত্যরাজ ॥
নানা উৎপাত তখন হইল বজ্রপুরে।
অদ্ভুত অমঙ্গল হৈল প্রতি ঘরে ঘরে ॥
অলক্ষণ দেখিয়া সে দৈত্য না গুণিল।
কোপে দৈত্যরাজ কন্যাপুরীকে চলিল ॥
ব্যস্তে গিয়া শুচিমুখী ইন্দ্র-কৃষ্ণ-স্থানে।
দোঁহারে কহিল তালজঙ্ঘের মরণে ॥
আপনি সে বজ্রনাভ যুদ্ধে কৈল মন।
সত্বরে তথাকে চল তোমরা দুইজন ॥
তার বোলে গরুড়ে চড়িলা শ্রীহরি।
দেবগণ লইয়া নড়ে ইন্দ্র অধিকারী ॥
বজ্রপুরী নিকটে আকাশে ভর করি।
তেত্রিশ-কোটি দেবগণ রহিলা সারি সারি ॥
অষ্ট লোকপাল আইল যুদ্ধ দেখিবারে।
আকাশ মণ্ডলে দেব রহে থরে থরে ॥
জয়ন্ত ইন্দ্রের পুত্র, পুরব-ব্রাহ্মণ।
যুদ্ধের সহায় তাঁরে পাঠাইল দুজন ॥
মাতলি-সারথি দিয়া পাঠাইল রথ।
যুদ্ধ করিবারে কামের বাড়িল মহত্ত্ব ॥
দেব, দ্বিজ, যজ্ঞ, সুজন হিংসা কৈল।
এই পাপে বজ্রপুরে সবে প্রবেশিল ॥
পাপের প্রবল হৈলে পুণ্য পায় ক্ষয়ে।
তে-কারণে জয়ন্ত পুরে প্রবেশয়ে ॥
জয়ন্ত-পুরব-রথ বজ্রপুরী আইল।
শুচিমুখী গিয়া সব প্রদ্যুম্নে কহিল ॥
নির্ভয়ে করহ রণ, প্রদ্যুম্ন কোঙর।
ইন্দ্র-কৃষ্ণ আইল, দেখ মস্তক উপর ॥
গরুড়ে চাপিয়া আকাশে আছে হরি।
তেত্রিশ-কোটি দেবগণ, দেখ সারি সারি ॥
জয়ন্ত, সারথি, রথ, পুরব-ব্রাহ্মণ।
ইহা সবা সঙ্গে করি মারহ দৈত্যগণ ॥
হেনকালে দৈত্য-সেনা বেড়িল চারিভিতে।
মার মার শব্দেতে আইল আচম্বিতে ॥
শেল, জাঠা, মুষল বরিষে সেনাগণে।
পুরী আচ্ছাদিল দৈত্য বাণ-বরিষণে ॥
ধর ধর, মার মার শব্দ উপজিল।
ধুলায়ে আচ্ছাদি সূর্য্য অন্ধকার হৈল ॥
তা দেখি তরাসে কাঁপে নারী তিন জন।
তিন পুত্র দিল, তারে করিতে রক্ষণ ॥
যত যত বীর আইল সেই কন্যাপুরে।
তারে মারি তারা তিনে পাঠায় যমঘরে।
মাতলি-সারথি, রথী, প্রদ্যুম্ন-মহাবীরে।
গদ-শাম্ব সঙ্গে যায় যুদ্ধ করিবারে ॥
মায়া-রথে গদ-শাম্ব করি আরোহণ।
জয়ন্ত-পুরব সঙ্গে চলিলা পঞ্চজন ॥
সেই ঠাঞি মহারণ করিল পঞ্চজনা।
শরজালে কাটিলেক দৈত্যরাজ-সেনা ॥
হাতী, ঘোড়া কাটিল অনেক রথ, রথী।
যাইতে না পাই পথ, অসুর বিরথী ॥
যত যত বান এড়ে দৈত্য-সেনাগণ।
তাহার দ্বিগুণ বাণে কাটে ততক্ষণ ॥
রক্তে বহিল নদী নাহি স্থলকূল।
তথি ভাসে দৈত্য-স্কন্ধ শরীর বহুল ॥
সেনা কাটিয়া বাহির হৈল পঞ্চবীর।
পঞ্চবীর দেখি কেহ রণে নহে স্থির ॥
সেনা-ভঙ্গ দেখি রুষিলা সেনাপতি।
যুদ্ধ করিবারে আইল করিয়া যুকতি।
একচাপে শরজালে ছাইল পঞ্চজনা।
রথী, সারথি কার না পাইল চেতনা।

কোপে বাণ বরিষয় কৃষ্ণের নন্দন।
দেখিয়া কম্পিত হৈল যত দৈত্যগণ॥
অস্ত্র-বরিষণে সর্ব্ব সৈন্য গেল ক্ষয়।
অন্ধকার ভেদি যেন সূর্য্যের উদয়॥
কোপে কাটি পাড়ে সব সেনাপতি।
রথী মৈল, রথ এড়ি পলায় সারথি॥
ঘোড়া এড়ি রাউত পলায় পায়ে পায়ে।
মাতঙ্গ পড়িল ভূমে, মাহুত পলায়ে॥
পাছু নাহি চাহে কেহ পলায়ে রড়ারড়ি।
স্কন্ধে লুকাইয়া কেহ পলায় গুড়ি-গুড়ি॥
অসুর রকতে নদী-কন্দর বহিল।
রক্তের কর্দ্দমে কেহ পড়িয়া মরিল॥
বাপ বাপ স্মরে, কেহ স্মরে ভাই ভাই।
পঞ্চবীর রহে, কেহ দেখিতে না পাই॥
রণে ভঙ্গ দিয়া পলায় সেনাপতিগণ।
বজ্রনাভ, সুনাভ করিতে আইল রণ॥
সুনাভের সঙ্গে যুঝে শাম্ব মহাবীর।
গদ সঙ্গে বজ্রদন্ত কঠিন-শরীর॥
পুরব-ব্রাহ্মণ সঙ্গে দুর্ম্মুখ দুরন্ত।
দীর্ঘদন্ত সঙ্গে যুদ্ধ করেন জয়ন্ত॥
বজ্রনাভ-সঙ্গে যুঝে প্রদ্যুম্ন-কুমার।
হেন অদ্ভুত যুদ্ধ কেহ না করিল আর॥
রাম রাবণের যেন পূর্ব্বে রণ হৈল।
চণ্ডিকা যুঝিয়া যেন অসুর ক্ষয় কৈল॥
পাঁচজনে রণ কৈল কৃষ্ণের কোঙর।
এত সৈন্যে দৈত্যরাজ নহিল সোসর॥
দুর্জ্জয় দৈত্যের বল মহাবলবান্।
তথাপি নহিল পঞ্চ বীরের সমান॥
রণ-পণ্ডিত দৈত্যসব রণে প্রবেশিল।
কৃষ্ণের কুমার সনে মহারণ কৈল॥
বড় বড় বাণ এড়ে সুনাভ মহাবীর।
ততবাণ সব কাটে শাম্ব মহাবীর॥
সুনাভের ধনু কাটে তিন গোটা বাণে।
আর বাণে ধ্বজ কাটি পাড়ে ততক্ষণে॥
সাধু সাধু বলিয়া ডাকিছে দেবগণ।
ধন্য ধন্য শাম্ব, তোর ধন্য এ জীবন॥
সুনাভের ধনু কাটি তিন গোটা বাণে।
রুষিয়া সুনাভ বীর সান্ধাইল রণে।
যুঝয় সুনাভ বীর আর ধনু লৈয়া।
বিন্ধিলেক শাম্ববীরে আকর্ণ পূরিয়া॥
মূর্চ্ছা পাইয়া শাম্ব আপনা পাসরিল।
ক্ষণেক রহিয়া বীর সত্বরে উঠিল॥
এক বাণে ধনুক কাটি চারি ঘোড়া পাড়ে।
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণ বীর ধনুকেতে যোড়ে॥
এড়িলেক বাণ শাম্ব কি কহিব কথা।
কুণ্ডল-সনে কাটিয়া পাড়ে সুনাভের মাথা॥
পড়িল সুনাভ-বীর দেবের আনন্দ।
বজ্রদন্ত মারিতে গদ করিল প্রবন্ধ॥
বজ্রদন্ত সনে গদ মহারণ কৈল।
দেখিয়া ত' দেবগণে চমৎকার হৈল॥
পশুপতি-বাণ এড়ে গদ মহাবীর।
সংগ্রামের মাঝে কাটে বজ্রদন্তের শির॥
বজ্রদন্ত পড়িল হরিষ দেবগণ।
বিস্তর বলিল গদে প্রশংসা-বচন॥
দীর্ঘদন্ত-জয়ন্তে হইল মহারণ।
অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘোর দরশন॥
এড়িলেক বাণ জয়ন্ত কি কহিব কথা।
বরুণ-বাণে কাটি পাড়ে দীর্ঘদন্তের মাথা॥
মহাবীর পুরব- দুর্ম্মুখ-সনে রণে।
দুর্ম্মুখের কাটিল বাণে পুরব-ব্রাহ্মণে॥
পুরবের বাণ-সব অতি খরসান।
দুর্ম্মুখের বাণ কাটি কৈল খান খান॥
কোপে পুরব-বীর অগ্নি বাণ এড়ে।
কাটিল দুর্ম্মুখের মাথা ভূমিতলে পড়ে॥

পড়িল সে চারি বীর দেবের দুর্জ্জয়।
নানা অস্ত্রে কৈল সব দৈত্য-কুল ক্ষয়॥
ভাই, সৈন্য, অমাত্য, পড়িল সেনাপতি।
সর্ব্ব পড়িল, একা যুঝে দৈত্যপতি॥
অন্তরে বাড়িল শোক-দুঃখ নিরন্তর।
কোপে-তাপে যুদ্ধ করে দৈত্যের ঈশ্বর॥
শত শত বাণ এড়ে প্রদ্যুম্ন উপরে।
কত মিথ্যা করে কাম, কত কাটে শরে॥
দশবাণ এড়ে দৈত্য আকর্ণ পূরিয়া।
দশ-গোটা সর্প যেন আইসে ধাইয়া॥
কুড়ি বাণে কাম তাহা কৈল খান খান।
তা দেখিয়া দৈত্যরাজ এড়ে কুড়ি বাণ॥
আস্তে-ব্যস্তে কাম দৈত্যের কাটে ধনু।
সে ধনু কাটিল, ধনু যুড়িলেক পুন॥
যত ধনু যোড়ে দৈত্য, সকল কাটিল।
কোপে শেল-পাট দৈত্য কামেরে এড়িল॥
সেই শেলে দৈত্যরাজ জিনিল ত্রিভুবন।
যারে বাজে শেল, তার অবশ্য মরণ॥
হেন শেল লাফ দিয়া ধরিল মদন।
তা দেখিয়া সাধু সাধু, বলে দেবগণ॥
তবে দিব্য-অস্ত্র দৈত্য সন্ধান করিল।
দিব্য অস্ত্র দেখি কাম চিন্তান্বিত হৈল॥
দিব্য-অস্ত্র দেখি কাম দিব্য অস্ত্র লৈল।
দুই অস্ত্রে আকাশেতে মহারণ হৈল॥
অস্ত্র দেখি চিন্তে দোঁহে আপন-কল্যাণ।
দুই অস্ত্র যুঝিয়া হইল নির্ব্বাণ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র যোড়ে কাম ইন্দ্র-পাশুপত।
আগ্নেয়-বায়ব অস্ত্র বরুণ-পর্ব্বত॥
সর্ব্ব অস্ত্র ক্ষয় গেল চিন্তিত অসুর।
গুণিতে গুণিতে চিন্তা বাড়িল প্রচুর॥
মায়ার নিধান দৈত্য মায়ারণ করে।
রথের সহিত উঠে আকাশ-উপরে॥
মায়াতে লুকায়ে দৈত্য করে বাণ-বৃষ্টি।
চন্দ্র-সূর্য্য আচ্ছাদিল না পরশে দৃষ্টি॥
প্রদ্যুম্নের রথ কাটি কৈল খান খান।
ভূমিতে রহিলা কাম বীরের প্রধান॥
দৈত্যের মায়া দেখি কাম নিজ মায়া ধরে।
লক্ষ লক্ষ কাটে বাণ কৃষ্ণের কোঙরে॥
ভূমিতে নামিল দৈত্য শেল হাতে লৈয়া।
প্রদ্যুম্নের বুকে শেল মারিল ধাইয়া॥
সেই ঘায়ে মোহ গিয়া পড়িল কুমারে।
জয়ন্ত আসিয়া রক্ষা করিল তাহারে॥
মূর্চ্ছিত হইল কাম, ইন্দ্র-নারায়ণে।
প্রদ্যুম্ন উপরে কৈল অমৃতবর্ষণে॥
চেতন পাইয়া কাম ঊর্দ্ধ মাথা করি।
আশ্বাস করিল তাঁরে পুরন্দর-হরি॥
দোঁহার আশ্বাসে বল বাড়িল বিস্তর।
কৃষ্ণে নমস্কার কৈল প্রদ্যুম্ন-কুমার॥
ডকিয়া বলিল কৃষ্ণ, মার দৈত্যরাজে।
ত্রিভুবন জিনিতে পার, দৈত্য কোন্ কাজে॥
ইহা শুনি বলে কাম, শুন দৈত্যেশ্বর।
তুমি দৈত্যরাজ, আমি কাম পঞ্চশর॥
লুকাইয়া দৈত্য তুমি কৈলে মহারণ।
সব মায়া করোঁ, এবে পাইনু দরশন॥
পড়িলি সে মোর হাতে, আজি যাবি কোথা।
আঁখি অনিমিশে তোর কাটিয়া পাড়ো মাথা॥
ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি করি কৃষ্ণের চরণ বন্দিল।
দিব্য অস্ত্র এড়ি বীর অর্দ্ধচন্দ্র নিল॥
ত্রিভুবনে হৈল আলো আকাশ আইসে বাণ।
বাণের মুখে অগ্নি নিকলে খান খান॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া কাম বাণ-গোটা এড়ে।
কাটিল দৈত্যের মাথা, ভূমিতলে পড়ে॥
বজ্রনাভ মৈল দেখিয়া দৈত্যগণ।
পাতাল প্রবেশে, কেহ পর্ব্বত-কানন॥

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে, পুষ্প বৃষ্টি হৈল।
বজ্রনাভের নারীগণ সংগ্রামে আইল ॥
দেবলোকের আনন্দ বাড়িল বিস্তর।
গুণরাজ বলে ইহা হরির কিঙ্কর ॥

বজ্রনাভ-পত্নীগণের ক্রন্দন
(করুণাশ্রী-রাগ)

দৈত্যের যে নারীগণ, বহু করিল ক্রন্দন,
ভূমিতলে পড়ে ঘনে ঘন।
আউদর মাথার চুল, নারী সব ব্যাকুল,
মাথে করি বলয়া ভঞ্জন ॥
কর্ণ-মূলে কুণ্ডল, সিঁথে সিন্দুর মণ্ডল,
মলিন বদন সরোরুহে।
করাঘাতে জর জর, তা সবার কলেবর,
নয়ন-কজ্জল মোছে লোহে ॥
অধরে ঘুচিল রাগ, মলিন সে রাণী-ভাগ,
অতিশয় মনে পাইল ব্যথা।
উথতু (উন্মত্ত) পাগল মনে, নিজ পতি দরশনে,
ধাইয়া যায় রণ-ভূমি যথা ॥
করিয়া বহু বিলাপ, হৃদে বাড়ে মনস্তাপ,
লাথে লাথে ধায় পুরনারী।
উদ্দাম বুকের বাস, মুকল সে কেশ পাশ,
ধায় রণ-ভূমি অনুসারি ॥
না সম্বরে কেহ বাস, অতি দীর্ঘ নিশ্বাস,
ধায় নারীগণ অচেতনে।
দু'হাত হৃদয়ে হানি, কান্দিতে কান্দিতে রাণী,
শীঘ্রগতি আইল রণ-স্থানে ॥
না পাইয়া প্রাণনাথ, চিত্তে নাহি সোয়াস্ত,
নৃপতি-লক্ষণ অনুমানি।
উকটিল কত ঠাঁই, খুজি লাগ নাহি পাই,
রাজার উদ্দেশে বুলে রাণী ॥
লাথে লাথে উঠে স্কন্ধ, নাচিবার পরিবন্ধ,
করতালি দিয়া যোগিনী।
ছাড়িল জীবন-আশ, দেখিয়া পাইল ত্রাস,
চমকিত রাজার রমণী ॥
বিপরীত রণের কথা, গড়াগড়ি বোলে মাথা,
যতেক পড়িল ক্ষিতি-তলে।
স্কন্ধে-মুণ্ডে যোড়াইয়া, রাজাকে বোলে চাহিয়া,
না পাইয়া রাণী ব্যাকুলে ॥
মাংস-রুধির পাইয়া, শৃগালী বুলে ধাইয়া,
হাড়-মাংস মড়-মড়ি খায়ে।
কোথাও সে কাক-পক্ষী, মড়ার সে খায় আঁখি,
তা দেখিয়া রাণী ত্রাস পায়ে ॥
কিলি কিলি ধ্বনি শুনি, রুধির পিয়ে শকুনী,
গৃধিনীর সঙ্গে এক মিলি।
রক্তে যায় নদী বহি, তাহার দুই দিকে রহি,
প্রেত-পিশাচ করে কেলি ॥
সাহস করিয়া রাণী, মনে ভয় নাহি মানি,
করিয়া অনেক পরিবন্ধ।
চিত্তের ঘুচায়ে ধন্ধ, উকটিয়া বোলে স্কন্ধ,
রাজা পাইয়া কিনা যে আনন্দ ॥
মনে অনুমান করি, পুনঃ পুনঃ বিচারি,
হাথে পায় রাজার লক্ষণে।
অনেক ভ্রমণ করি, রাজার প্রধান নারী,
স্বামী পাইল অনেক যতনে ॥
লোটাইয়া স্বামীর পায়, কান্দে রাণী উভরায়,
ঘনে ঘনে নেহালে বদন।
শোকে ব্যাকুল হইয়া, কত আলিঙ্গন দিয়া,
মুখে মুখ করয়ে মিলন ॥
রাণী হৈল অচেতন, রাজাকে দিয়া আলিঙ্গন,
ঘন ঘন করয়ে চুম্বন।
হা হা! হের দৈবগতি, ভূমিতলে দৈত্যপতি,
পুষ্পশয্যা ছাড়িল শয়ন ॥
সুগন্ধি কুসুম যত, তার শয্যা মনোমত,
হেন জন ভূমিতে লোটায়ে।

সুরভি চন্দন-গন্ধ, অভিনয় পূর্ণচন্দ্র,
সুরনারী তোমারে ইচ্ছয়ে ॥
মুখ তোর শশধর, খণ্ড খণ্ড কলেবর,
শৃগালির দন্তের আঘাতে।
দেখিয়া তোহার মুখ, বিদারিয়া যার বুক,
হেন দুঃখ কহিব কাহাতে ॥
হের, তোর বক্ষ-তট, যুবতী-সন্তোষ কপাট,
যাতে ছিল সরস-চন্দন।
যাতে ছিল দিব্য হার, তাতে বহে রক্ত ধার,
দেখি দুঃখ না যায় সহন ॥
আকুল হৃদয় হইয়া, স্বামীর মুখ চাহিয়া,
বলে রাণী করুণ ভাবিয়া।
নরপতিবর হইয়া, আমা সবা ছাড়িয়া,
কোথা যাহ নিদারুণ হইয়া ॥
যে তোমার প্রসাদে, না দেখিল সূর্য্য-চাঁদে,
সে হের, আইলা এতদূর।
আপন-বিক্রম-বলে, নাহি কর প্রতিফলে,
কেন হৈয়া থাকিলে নিষ্ঠুর ॥
থাকে যবে মোর দোষ, তবে কেনে অভিরোষ,
শাস্তি দেহ করিয়া বিচার।
না দেহ উত্তর কেনি, না দেখহ পাটরাণী,
এবা কোন্ রাজার ব্যবহার ॥
শত শত নারী তোর, বেষ্টিয়া কান্দিছে হের,
কার সনে নাহি কহ বাত।
আমরা ক্রন্দন করি, তুমি আছ মন ধরি,
চিত্ত তোর না করে অসোয়াস্ত ॥
হেনকালে বিকটাল, আইল তথা শৃগাল,
মহামাংস খাইবার তরে।
তা দেখি বাড়িল ধান্ধা, রাণী ত' যোজন-গন্ধা,
বলয়ের ঘাত হানে তারে ॥
শৃগালে ভক্ষিল মুখ, দেখিয়া বাড়িল দুঃখ,
মুখ হৈল অর্দ্ধচন্দ্র সমে।
সুনাভ তোহার ভাই, পড়ি গেল এই ঠাঁই,
হের দেখ বিষম-সংগ্রামে ॥
ধরণী যুবতী কোল, পাইয়া প্রভু হইলা ভোল,
তেজ্রি তুমি না সন্তোষ আমা।
প্রধান নারীর প্রেম, না টুটয়ে মহাজন,
হেন কেবা না বুঝাইল তোমা ॥
হের, তোর ভ্রাতৃ-নারী, বহু ত' বিলাপ করি,
কান্দয়ে সুনাভ করি কোলে।
তোরি বিনা নাহি আন, কেমনে ধরিব প্রাণ,
বারেক প্রবোধ প্রিয় বোলে ॥
এত ভাবি বিলাপ, তরুণী করে সন্তাপ,
লোহেতে ভিজায়ে সব-দেহ।
তা শুনি গুরুতর, বাড়িল করুণ ডর,
অন্তরীক্ষে ইন্দ্র-কৃষ্ণ চাহে ॥

দৈত্য-নারীগণের প্রতি প্রবোধ

মৈল বজ্রনাভ দৈত্য, দেবগণে হরষিত,
ইন্দ্র-কৃষ্ণ করি অনুমানে।
দেখিতে সে বজ্রপুরী, এক রথে দোঁহে চড়ি,
পাছু আসি সব দেবগণে ॥
নারীগণ সন্নিধানে, আসিয়া করুণ-মনে,
মধুর বচনে পরবোধি।
না কর করুণ-বাণী, শুনহ, রাজার রাণী,
সেই হয় যাহা করে বিধি ॥
তোর পতি অতি ভোল, না শুনে সুজন বোল,
কৈল তিন লোকের লঙ্ঘন।
তাহার ধরিল ফলে, স্বর্গ গেল মহাবলে,
মিছা তুমি করহ ক্রন্দন ॥
যেনমত আছে ধর্ম্ম, রাজার কর প্রেতকর্ম্ম,
বুঝি দেখ সংসার অসার।
চিতায়ে তুলি রাজায়ে, কান্দে রাণী উভরায়ে,
প্রেতকর্ম্ম করিল রাজার ॥

তবে আসি বজ্রপুরে,　　রাজার ধন প্রচুরে,
　　দ্বারকারে পাঠাই শকটে।
হরষিত হইয়া হরি,　　রাজ্য চারিভাগ করি,
　　কুমারকে দিল অকপটে॥
'হংসকেতু', 'গুণবন্ত',　　'বিজয়' জয়ন্ত-সুত,
　　'চন্দ্রপ্রভ'-এ চারি কুমার।
আপনার গুণ-যোগে,　　ভুঞ্জিল বিবিধ-ভোগে,
　　পালিবারে দিল রাজ্য ভার॥
দ্বারকায়ে নারায়ণ,　　ত্বরিতে কৈল গমন,
　　তিন পুত্র, বধু-সব লৈয়া।
গুণরাজ খাঁন ভণে,　　সজ্জন-চিত্ররঞ্জনে,
　　কৃষ্ণপাদপদ্মে মন দিয়া॥

শ্রীসুদামাবিপ্রের উপাখ্যান

(বরাড়ী-রাগ)

কৃষ্ণ-কথা শুন, নর, এক চিত্ত মনে।
ভক্তি-মুক্তি দ্বিজবর পাইল যেমনে॥
সুদাম-নামেতে দ্বিজ দুঃখী সর্ব্বজনে জানি।
অবন্তীনগরে ঘর সঙ্গেতে গৃহিণী॥
হরিমন দ্বিজবর হরিপদ গতি।
ভিক্ষা করি হরি চিন্তে, অন্য নাহি মতি॥
নানা দুঃখে রহে দ্বিজ দোঁহে সহ্য করি।
অধর্ম্ম নাহিক চিত্তে স্মঙরে শ্রীহরি॥
অতি দুঃখে একদিন তাঁহার ব্রাহ্মণী।
ধীরে ধীরে করপুটে বলে কিছু বাণী॥
পূর্ব্বে কহিলা মোরে শুন দ্বিজবর।
তোমার সে সখা কৃষ্ণ ত্রিদশ-ঈশ্বর॥
দ্বারকাতে রাজা তিঁহো, তিনি সর্ব্বরাজা।
নানা ধনে ধনী তিঁহ, ইন্দ্র করে পূজা॥
অবশ্য তাঁহার ঠাঁই যাইতে যুয়ায়ে।
তাঁহার ঈষৎদানে দারিদ্র পলায়ে॥
মোর বোল শুনি তুমি করহ গমন।
মাগিয়া তাঁহার ঠাঁই আন কিছু ধন॥
স্ত্রী-জাতি কত দুঃখ পরাণে সহয়ে।
দুঃখেতে মরিলে লোক ধর্ম্ম নাহি পায়ে॥
এত দুঃখে তাঁর পদে ব্রাহ্মণী বলিল।
ব্রাহ্মণীর কথা দ্বিজ হৃদয়ে ভাবিল॥
দ্বারকা যাইতে মোরে প্রিয়া যুক্তি দিল।
সংসারের সার গোসাই স্মরণ হৈল॥
ভারাবতারণে হৈল কৃষ্ণরূপ তাঁর।
আসিয়া গোসাঞী তবে কৈল অবতার॥
দেখিব ত' গিয়া তথা তাঁহার চরণ।
পরশিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম করিব খণ্ডন॥
এত মনে চিন্তি বৈল ব্রাহ্মণীর ঠাঁই।
ভাল বৈলে, যাব তথা যথা গোবিন্দাই॥
অনেক দিনে করি তা-সনে দরশন।
সন্দেশ হইলে কিছু করিয়ে গমন॥
স্বামীর বচন শুনি, সব ঘর চাই।
অনেক যতনে তবে ক্ষুদ মুড়ি পাই॥
অতি কাল কানি-খানি আনিল চাহিয়া।
লইল সকল ক্ষুদ তাহাতে বাঁধিয়া॥
নড়িলা হরিষে দ্বিজ কৃষ্ণ অনুসারি।
নানা দুর্গ এড়াইয়া পাইলা সে নগরী॥
ব্রাহ্মণে বিরোধ নাই গোসাঞী-নগরী।
অভ্যন্তর গেলা যথা আছেন শ্রীহরি॥
হরিষে ত' প্রিয়া-সঙ্গে পালঙ্ক-উপরে।
রুক্মিণীকে বৈল কৃষ্ণ জল আনিবারে॥
প্রভুর বচনে জল আনিল রুক্মিণী।
ব্রাহ্মণের পাশে আইলা দেব চক্রপাণি॥

দুই পায়ে ধরিয়া আপনি গদাধরে।
বিপ্র-পাদপ্রক্ষালণ কৈল সেই ঘরে॥
গন্ধ-নারায়ণ-তৈল উদ্বর্ত্তন কৈল।
জল দিয়া সেইখানে স্নান করাইল॥
মিষ্টান্ন পান দিয়া করাইল ভোজন।
পালঙ্কেতে লৈয়া তাঁরে করাইল শয়ন॥
পদতলে গিয়া হরি আপনি বসিয়া।
পায় জাঁতি জিজ্ঞাসিল পূর্ব্ব স্মঙরিয়া॥
মনে পড়ে দ্বিজবর সেই গুরু ঘরে।
তোমা সনে পড়িনু অবন্তীনগরে॥
কত দুঃখে সর্ব্বশাস্ত্র পড়িল শিশুকালে।
একত্রে পড়িল সব অনেক ছাওয়ালে॥
একদিন গুরুপত্নী বৈল সবাকারে।
সব শিষ্য যাহ আজ কাষ্ঠ আনিবারে॥
সব শিশু গেলাম অরণ্য-ভিতরে।
কাষ্ঠ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গেলাম বহুদূরে॥
বোঝা বাঁধি সব শিষ্য মস্তকে করিয়া।
হেনবেলে মহাবৃষ্টি হইল আসিয়া॥
মহাশব্দে ঘোর বৃষ্টি হৈল অন্ধকার।
মুষলধারে হৈল বৃষ্টি নাই বলিবার॥
কেহ কারে নাই দেখে, গেল নানা ঠাঞি।
বাপ-মা বলিয়া কাঁদি, স্মঙরি গোঁসাঞী॥
হেনই সময় হইল রাত্রি ঘোরতর।
সব শিষ্যে রহিলাম অরণ্য-ভিতর॥
আরদিনে গুরু তবে চিন্তা বড় পাইয়া।
সবার উদ্দেশে আইলা ব্রাহ্মণী ভর্ৎসিয়া॥
নানা দুঃখে আছি তথা দেখি দ্বিজবর।
পুত্র পুত্র ধরি গুরু ডাকিল বিস্তর॥
কুশলে আছহ পুছে সকরুণ-বাণী।
কেমনে কাননে বাছা বঞ্চিলে রজনী॥
এবোল বলিয়া গুরু সবা কোল দিয়া।
সবারে পাঠাইল ঘরে, ভাত খাও গিয়া॥
পূর্ব্বকথা কহিতে লোহ ঝরয় নয়নে।
হরিষেতে কোলাকুলি কৈল দুই জনে॥
হেনমতে নানা কথা কৈল গদাধর।
ব্রাহ্মণে পুছিল কিছু ঘরের উত্তর॥
বিভা করিয়াছ যারে, সে নারী কেমন।
ভক্তি করি বলে কিবা মধুর বচন॥
লজ্জার সহিত দ্বিজ না দিলেন উত্তর।
শুনিয়া মুচ্‌কি হাসি রহে দ্বিজবর॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভক্ত বিপ্রের ক্ষুদ ভক্ষণ

কৃষ্ণের বৈভব দেখি চিন্তিল অন্তরে।
কেমতে দিব ক্ষুদ এমন ঈশ্বরে॥
কৃষ্ণের লাগিয়া যেই ক্ষুদ ছিল।
কক্ষতলি-মাঝে ক্ষুদ চাপিয়া থুইল॥
অন্তর্যামি গোঁসাই সকল জানিয়া।
হাসিতে হাসিতে বলে রভস করিয়া॥
ঘরের সন্দেশ আনি না দিলে আমারে।
রিক্ত-হস্তে আসিয়াছ আমা দেখিবারে॥
অবশ্য সন্দেশ আছে, হয় মোর মনে।
আনিয়া সন্দেশ সখা দেহ না কি কারণে॥
ভক্তি করি অল্পদিলে অমৃত-সমান।
অভক্তিতে বিস্তর দিলে সেহ অপমান॥
এতবলি বিপ্রের কক্ষতলি উট্‌কিল।
এলাইয়া এক মুষ্টি ভক্ষণ করিল॥
আর পোঁটলা এলাইয়া দেখে শ্রীহরি।
এক মুষ্টি ক্ষুদ তার মুখে লয়ে ভরি॥
আর এক মুষ্টি হাতে লয় গদাধরে।
হেনকালে রুক্মিণী দেবী তাঁর হাত ধরে॥
কৃষ্ণের হাতের ক্ষুদ ফেলিল ঝাড়িয়া।
যোড়হাতে বলে দেবী সম্মুখে দাঁড়াইয়া॥
খাইলে বিপ্রের ক্ষুদ ত্রিদশ-অধিকারী।
কতকাল আমা বন্দী করিলে শ্রীহরি॥

ইহা বলি ফেলি ক্ষুদ হাতে যত ছিল।
বিপ্রের সহিত কৃষ্ণ একত্রে শুতিল ॥
নানা-রঙ্গে নানা-কথায় রজনী বঞ্চিয়া।
প্রভাতে বিদায় দিল কিছু নাহি দিয়া ॥
পথেতে চলিতে মনে গুণে দ্বিজবর।
ভেটীনু ত্রিদশনাথ দেব-গদাধর ॥
করিলেন বড় পূজা জ্যেষ্ঠভাই জ্ঞানে।
কিছু নাহি দিলেন ধন মোরে কি কারণে ॥
কেমনে প্রিয়ার চিত্ত করিব রঞ্জন।
পুনরপি বিপ্র তবে চিন্তে মনে মন ॥
ভাল হৈল কৃষ্ণ মোরে নাহি দিল ধন।
ধন মদে পাসরিমু গোবিন্দ-চরণ ॥
এত বলি হরি চিন্তি আসি ধীরে ধীরে।
গ্রামের নিকটে আইলা অবন্তীনগরে ॥

সুদামের রত্নপুরী দর্শনে বিস্ময় প্রাপ্তি

না দেখিয়া ঘর দ্বিজ অন্তরে চিন্তিত।
কে ভাঙ্গিল ঘর, প্রিয়া গেল কোন্ ভিত ॥
হতাশ ভাবিয়া দ্বিজ বিস্মিত-হৃদয়ে।
এই পুরী দেখি যেন ইন্দ্রের নিলয়ে ॥
নানা রত্নময় ঘর সুবর্ণ কলসে।
রত্নের প্রাচীর সব আকাশে পরশে ॥
ফটিকে রচিত কক্ষ, বিচিত্র আঙ্গিনা।
প্রবালে বিচিত্র চাল, মুক্তার থোপনা ॥
দীঘী-সরোবর শোভে তার চারি পাশে।
উদ্যানে ত' নানা বৃক্ষ বসন্ত প্রকাশে ॥
পুরীমধ্যে শোভাকরে রত্ন-সিংহাসন।
সুকোমল শয্যা তাহে রত্নের গঠন ॥
হীরা-মণি-মানিক কত দেখে রাশি রাশি।
সুবর্ণে ভূষিত দেখে শত শত দাসী ॥
অশ্ব, হস্তী দেখিয়া সে ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
কার পুরী-মাঝে আমি আইলাম আচম্বিত ॥
কোন্ দিক্‌পাল কৈল পুরী নিরমাণ।
কিবা ইন্দ্র কৈল হেথা পুরীর উদ্যান ॥
গুঞ্জরে ভ্রমর-সব বিপ্র চিন্তে মনে।
পুরী হৈতে বাহির হৈল দিব্য নারীগণে ॥
নানা রত্নে ভূষিতা দেখি শত শত নারী।
তার মাঝে ব্রাহ্মণী তার পরম সুন্দরী ॥
স্বামী দেখি বিপ্র-নারী পাদ্য-অর্ঘ্য লৈয়া।
ঘরকে আনিল স্বামী ষড়ঙ্গে পূজিয়া ॥
স্নান করাইল দিব্য বস্ত্র পরাইল।
ভোজন করাইয়া স্বামীরে পালঙ্কে শোয়াইল ॥
দেখিয়া বৈভব দ্বিজ গুণে মনে মনে।
এতেক বৈভব মোরে দিল নারায়ণে ॥
ছলিল গোসাঞী মোরে মায়া ত' পাতিয়া।
ভুঞ্জিল সকল ভোগ হরি চিত্ত হইয়া ॥
না ভুঞ্জহোঁ ভোগ মুক্তি সকল তাঁহার।
কৃষ্ণ বিনা অন্য মনে নাহিক আমার ॥
তুষ্ট হৈয়া মুক্তি তারে দিল নারায়ণে।
অদ্ভুত অমৃত কথা গুনরাজ ভণে ॥

সপরিকরে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাসতীর্থে গমন

(আশাবরী-রাগ)

একদিন শ্রীহরি দ্বারকা-নগরে।
হরিয়া ভূমির ভার নানা ক্রীড়া করে॥
সূর্য্য-উপরাগ শুনিয়া সর্ব্বজনে।
রাজ্য-সমেতে লোক কৈল প্রভাস গমনে॥
মহাপুণ্যস্থল সেই উপরাগ-কালে।
পরশুরাম তপ তথা করিল বিশালে॥
জানিয়া শ্রীহরি সব পরিবার লৈয়া।
স্ত্রী-পুত্র-সহিত তথা উত্তরিল গিয়া॥
স্যমন্তপঞ্চকে লোক যতেক আছিল।
স্ত্রী-পুরুষে লোক সর্ব্ব তথাকে আইল॥
যুধিষ্ঠির-আদি যতেক গুরুগণ।
নিজ নিজ স্ত্রী-পুত্রে করিল গমন॥
নন্দঘোষ-আদি যত বৈসে বৃন্দাবনে।
আইলা ত' সেই ঠাঞি গোপ-গোপীগণে॥
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে যতেক বৈসে রাজা।
রাজ্য-সমেত আসি সবে কৈল তীর্থপূজা॥
নানা দান তর্পণ করিল সেই জলে।
অন্যান্য কৌতুক বড় হৈল কুতূহলে॥
তবে কুন্তী-বসুদেবে হৈল দরশন।
ভাই ভাই করি কুন্তী করিল ক্রন্দন॥
রাম কৃষ্ণ দেখি ছাড়ে ঘন ঘন শ্বাস।
না কৈলে উদ্দেশ, যবে কৈলু বনবাস॥
পঞ্চ পুত্র লৈয়া বনে বড় দুঃখ পাইল।
তোমার প্রসাদে ভাই, গোসাঞী রাখিল॥
তবে বসুদেব বলে, শুনহ ভগিনী।
তোমার যতেক দুঃখ লোক-মুখে শুনি॥
পাপিষ্ঠ কংস রাজা বান্ধিল আমারে।
তে-কারণে উদ্দেশ না কৈল তোমারে॥
যদি বা সবংশে কৃষ্ণ কংসেরে মারিল।
তবে জরাসন্ধ আসি দুঃখ বড় দিল॥
তার ডরে পলাইয়া গেলাম নানা ঠাঞি।
দুর্গ করি দ্বারকায় রাখিল গোবিন্দাই॥
ভাই ভগিনী কান্দে কোলাকুলি করি।
কান্দিতে কান্দিতে বলে শুনহ শ্রীহরি॥
তবে নন্দ-যশোদা, যতেক গোপীগণ।
রাম কৃষ্ণ বলি সবে করয় ক্রন্দন॥
তবে উঠি যশোদা কৃষ্ণ কোলে করি।
রোদন করিয়া বলে, শুনহ শ্রীহরি॥
কেন-মতে পাসরিলে সেই বৃন্দাবন।
কেন-মতে পাসরিলে গোপ-গোপীগণ॥
কেন-মতে পাসরিলে গোকুল-নগরী।
কেন-মতে পাসরিলে গোবর্দ্ধন-গিরি॥
এত বলি যশোদা কান্দে কৃষ্ণ করি কোলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল তাঁর দুই আঁখির জলে॥
তবে গোপীগণ গোবিন্দ-পাশে আসি।
দেখিতে দেখিতে গোপী না নিমেষে আঁখি॥
তবে ত' শ্রীহরি ভাঙ্গি মায়া ত' পাতিয়া।
প্রিয়বাক্যে এড়িল সবা অমৃত সিঞ্চিয়া॥
সকল গোসাঞীর মায়া, শুন বন্ধুজন।
সংযোগ-বিয়োগ করে সেই নারায়ণ॥
এত বলি শ্রীহরি মোহি সর্ব্বজনে।
অন্যোন্যে কহন্তি কথা হরষিত মনে॥
তথা সে রুক্মিণী-দেবী দ্রৌপদী পাইয়া।
বেড়িয়া বসিলা সব সতিনী লইয়া॥

দ্রৌপদীর স্ববিবাহ বার্ত্তা-কথন

তবে সে রুক্মিণী-দেবী ঈষৎ হাসিয়া।
দ্রৌপদীকে পুছে কথা রভস করিয়া॥

একেশ্বরী নারী তুমি, স্বামী পঞ্চজন।
কেমনে রঞ্জিলে তুমি সবাকার মন॥
কেমনে হইল বিভা, কহ একে একে।
শুনিতে তোমার কথা বাড়িল কৌতুকে॥
শুনিয়া রুক্মিণীর কথা দ্রৌপদী সুন্দরী।
কহিল সকল কথা লজ্জা পরিহরি॥
আমার স্বয়ম্বরে আইলা সব নরপতি।
'রাধাচক্র' বিন্ধিবারে কার না হল শকতি॥
তপস্যার বেশে গিয়া অর্জ্জুন মহাশয়।
বাণে কাটিলেন মৎস্য ঈষৎ-লীলায়॥
তবে রাজাগণ যুদ্ধ সে করিল।
সবে জিনি আমা লৈয়া বনে প্রবেশিল॥
পঞ্চ ভাই মিলি তবে কুন্তীরে কহিল।
অদ্ভুত এক বস্তু জিনিয়া আনিল॥
পাঁচ ভাই মেলি ভোগ কর একচিত্তে।
কন্যার শুনিয়া নাম গুণে বিপরীতে॥
মায়ের বচন কেহ লঙ্ঘিতে নারিল।
হেনবেলা ব্যাস মুনি তথাকে আইল॥
পঞ্চ ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব তবে ভাঙ্গিয়া কহিল।
পাঞ্চালী আমার নাম শাস্ত্রেতে লিখিল॥
বিভা করি পঞ্চ জন লইয়া নিজঘরে।
নির্ব্বন্ধ করিয়া দিল নারদ-মুনিবরে॥
মুনি-পরিমিত আমি সেবা ত' করিয়া।
রঞ্জিল সবার মন এক চিত্ত হৈয়া॥
কহিল সকল কথা, শুনহ রুক্মিণী।
কেমতে তোমারে বিভা কৈল চক্রপাণি?

রুক্মিণী ও অন্যান্য স্ত্রীগণের বিবাহ-বার্ত্তা

শুনিয়া দ্রৌপদী-কথা রুক্মিণী সুন্দরী।
স্বয়ম্বরে আমা হরি আনিল শ্রীহরি॥
কৃষ্ণে বিভা দিব বলি বাপের মনে ছিল।
রুক্মী যে আমার ভাই কুমন্ত্র করিল॥
শিশুপালে বিভা দিতে বাপেরে বলিল।
এ যুক্তি শুনিঞা আমি চেতন হরিল॥
বিপ্র পাঠাইয়া দিল দ্বারকা-নগরে।
গোবিন্দ আসিয়া আমা হরিল স্বয়ম্বরে॥
সব রাজাগণ তবে মহা যুদ্ধ করি।
একলা জিনিল সবা দেব শ্রীহরি॥
দ্বারকা আসিয়া বিভা কৈল নারায়ণ।
বাপ আসি কৈল মোরে কন্যা সমর্পণ॥
সমর্পিয়া বাপ মোর করিল গমন।
দাসী হইয়া সেবি মুঞী গোবিন্দ-চরণ॥
তা শুনি দ্রৌপদী সত্যভামাকে কহিল।
কেনমতে গোবিন্দাই তোমা বিভা কৈল?
তবে সত্যভামা বলে হাসিয়া বচনে।
যেমতে করিল বিভা শ্রীমধুসূদনে॥
আমার বাপের ভাই অরণ্যে মইল।
না জানিয়া বাপ মোর গোবিন্দে দুষিল॥
পাতালেতে ত' গিয়া প্রভু জাম্ববান জিনি।
আনিয়া বাপেরে দিল স্যমন্তক মণি॥
মণি পাইয়া বাপ মোর চিন্তিত হইয়া।
মোরে বিভা দিল কৃষ্ণে সেই মণি দিয়া॥
সেই নারায়ণ আমি চিন্তি সর্ব্বক্ষণ।
জন্মে জন্মে পাই যেন তাঁহার চরণ॥
তবে ত' দ্রৌপদী বলে শুন জাম্ববতী।
কেমতে তোমাকে বিভা করিল শ্রীপতি॥
তবে জাম্ববতী বলে শুনহ যাজ্ঞসেনী।
যেমতে পাইল আমা দেব-চক্রপাণি॥
মণি-হেতু প্রবেশিলা পাতাল ভিতরে।
কাড়িয়া লইল মণি বাপের মন্দিরে॥
ধাইয়া আমার বাপ ধরিল তাঁহারে।
তিন-নব-দিবস যুদ্ধ কৃষ্ণ-সনে করে॥
তবে জাম্ববানে জিনি গদাধরে।
রাম-অবতার-মূর্ত্তি দেখাইল তাহারে॥

তবে ত' আমার বাপ যুদ্ধ সম্বরিল।
ঘরে আনি গোবিন্দের পূজা বড় কৈল॥
দাসী করি দিল আমা রতনে ভূষিয়া।
স্যমন্তকমণি দিল যৌতুক করিয়া॥
সেই হৈতে নারায়ণ সেবি সর্ব্বক্ষণ।
জন্মে জন্মে পাই যেন তাঁহার চরণ॥
তবে ত' দ্রৌপদী কালিন্দীরে জিজ্ঞাসিল।
কেমত প্রকারে তোমা গোবিন্দ বিভা কৈল?
তবে ত' কালিন্দী বলে করি যোড়হাত।
যেমত প্রকারে আমি পাইনু জগন্নাথ॥
আমার যৌবন দেখি পিতাকে বলিল।
ভারাবতারণে হরি পৃথিবী আইল॥
সেই ত' আমার যোগ্য বর ত্রিভুবনে।
তপস্যা করিলে পাবে সেই নারায়ণে॥
বাপের বচনে আমি হস্তিনা-নগরে।
একচিত্তে তপ করি সেই গঙ্গাতীরে॥
অন্তর্য্যামী গোসাঞী জানিয়া অন্তরে।
অর্জ্জুন-সহিত গেলা আমা আনিবারে॥
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা উৎসব করিল।
পুরে আনি গোবিন্দেরে আমা বিভা দিল॥
হেন নারায়ণ প্রভু চিন্তি সর্ব্বক্ষণে।
জন্মে জন্মে পাই যেন তাঁহার-চরণে॥
তবে মিত্রবিন্দা প্রতি বলিল বচন।
কেমতে পাইলে তুমি শ্রীমধুসূদন?
মিত্রবিন্দা বলে, শুনহ পাঞ্চালী॥
যেমতে পাইনু আমি দেব বনবালী।
কোটী কোটী জন্ম কত তপ করি মরি।
তার ফলে পাইনু আমি দেব শ্রীহরি॥
বৈষ্ণব পিতা মোর কৃষ্ণচিত্ত হইয়া।
কৃষ্ণে বিভা দিব আমা একান্ত করিয়া॥
বিন্দ, অনুবিন্দ ভাই কৃষ্ণের শত্রু হইয়া।
স্বয়ম্বর কৈল তারা বাপে বিরোধিয়া॥
অন্যেরে বীভা দিবে সুদৃঢ় জানিল।
ব্রত উপবাসে আমি গৌরী আরাধিল॥
জানিয়া শ্রীহরি তবে রথেতে চড়িয়া।
হরিয়া করিল বিভা সবারে জিনিয়া॥
সেই নারায়ণ আমি সেবি সর্ব্বক্ষণ।
জন্মে জন্মে পাই যেন তাঁহার চরণ॥
ভদ্রায় জিজ্ঞাসিল তবে দেবী যাজ্ঞসেনী।
কেমতে তোমাকে বিভা কৈল চক্রপাণি?
তবে ভদ্রা বলে, শুন দ্রৌপদী সুন্দরী।
সম্বন্ধে মাতুল ভাই আমার শ্রীহরি॥
বৈষ্ণব বাপ মোর চিন্তি মনে মনে।
ভারাবতারণে আইলা দেব নারায়ণে॥
দ্বারকা পাঠাইয়া পুত্রে অনেক যতনে।
যুক্তি করি ঘরে আনি কমললোচনে॥
বিনয় করিয়া আমা দিল ধনে জনে।
দাসী হৈয়া সেবা কর গোবিন্দ-চরণে॥
কি কহিব কথা শুন দ্রুপদ-নন্দিনী।
বর ভাগ্যে স্বামী পাইনু দেব-চক্রপাণি॥
নাগ্নজিতী দেখি তবে দ্রৌপদী বলিল।
কেমত প্রকারে কৃষ্ণ তোমা বিভা কৈল?
নাগ্নজিতী বলে, শুন রাজার কুমারী।
বড় পুণ্যে পাইলা স্বামী দেব শ্রীহরি॥
ভাগ্যবান্ বাপ মোর মনেতে চিন্তিয়া।
বিষম প্রতিজ্ঞা কৈল মন্ত্রণা করিয়া॥
তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ সপ্ত বৃষ যে বান্ধে একবারে।
তারে বিভা দিব কন্যা বলিল সবারে॥
এক গোটা বৃষ বান্ধিতে নারে কোন বীরে।
নারিল বান্ধিতে কেহ শুনি গদাধরে॥
বৃষ বান্ধি সবা জিনি শ্রীমধুসূদন।
আমা বিভা করি কৈল দ্বারকা গমন॥
জন্মে জন্মে আরাধিনু গোবিন্দ-চরণ।
তার ফলে পাইল স্বামী কমললোচন॥

তবে ত' দ্রৌপদী দেবী লক্ষ্মণারে কৈল।
শুনিঞা লক্ষ্মণা দেবী কহিতে লাগিল॥
তোমার বিভায় যেন রাধাচক্র হৈল।
তাহাতে অধিক মোর বাপে উচ্চ কৈল॥
নারিলে বিন্ধিতে চক্র কোন মহাবীরে।
অর্জ্জুন পারিল মাত্র পরশ করিবারে॥
লজ্জা পাইয়া অর্জ্জুন ধনুক ছাড়িল।
ঈষৎ লীলায়ে কৃষ্ণ চক্র সে কাটিল॥
তবে পিতা মোর কৃষ্ণ আনি নিজ ঘরে।
বিস্তর দান দিয়া আমা বিভা দিল তাঁরে॥
সেই নারায়ণ প্রভু হৃদয়ে ধরিয়া।
পরম আনন্দে আমি তাঁহারে সেবিয়া॥
তবে ত' দ্রৌপদী বলে যোড়হাত করি।
একবারে কহ সব রাজার কুমারী॥
ষোল-সহস্র একশত কন্যা একবারে।
কেমতে করিল বিভা কৃষ্ণ একেশ্বরে?
বলিতে লাগিলা সব রাজার কুমারী।
যেমতে করিল বিভা দেব শ্রীহরি॥
পাপিষ্ঠ নরক রাজা জিনি ত্রিভুবন।
হরিয়া আনিল পুরে সব কন্যাগণ॥
সবাকার চিত্তে তবে ত্রাস উপজিল।
এক মন চিত্তে সবে কৃষ্ণকে চিন্তিল॥
সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী গোসাঞী জানিল।
গরুড়ে চড়িয়া আসি রাজাকে মারিল॥
সবংশে নরক রাজা গোবিন্দ মারিল।
অভ্যন্তরে আসিয়া আমা সবাকে দেখিল॥
'কৃষ্ণ' স্বামী করি সব কন্যা যে মানিল।
না করিব বিভা, হেন কেহ না বলিল॥
আমা সবা পাইয়া কৃষ্ণ হৈলা সদয়।
কারে নাঞি টুটা-বাড়া, সমান হৃদয়॥
সবারে সমান ভাব গোবিন্দ করিল।
সফল জীবন করি আমরা মানিল॥
হেন অদ্ভুত লীলা, কৃষ্ণের চরিত।
কহিতে হইলা সবে আপনা বিস্মৃত॥
তা সবার কথা-শুনি দ্রৌপদী-সুন্দরী।
আনন্দে বিহ্বল দেবী আপনা পাসরি॥
দ্রৌপদী বলেন, কৃষ্ণ তোমা সবার পতি।
তোমার মহিমা বলি কাহার শকতি॥
হেনমতে কথা রসে দিবস বঞ্চিয়া।
সবে যাই নিজ-দেশ পরিবার লৈয়া॥
হেন অদ্ভুত কথা শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।
শুনিতে অমৃত-রসে শরীর সিঞ্চয়॥
গুণরাজ খাঁন কহে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে।
মরণ সময়ে যেন স্মৃতি হয় নারায়ণে॥

শ্রীবসুদেবের যজ্ঞানুষ্ঠান

(পঠমঞ্জরী-রাগ)

বসুদেবের যজ্ঞকথা শুন এক মনে।
যেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান দেবনারায়ণে॥
প্রভাসে আইলা যত যত মুনিজন।
বসুদেবের ঘরে গেলা দেখিতে নারায়ণ॥
মুনিগণ দেখি বসুদেব গুণনিধি।
পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমনে কৈল পূজা বিধি॥
সবাই বসিলা পূজা লইয়া তাঁহার।
রাম-নারায়ণ দেখি সন্তোষ অপার॥
গোসাঞী দেখিয়া সবাকার অভ্যন্তরে।
ভক্তি-শ্রদ্ধা-আনন্দ সে বাড়িল বিস্তরে॥
হেনকালে বসুদেব সব মুনিস্থানে।
নানাবিধ ধর্ম্মকথা জিজ্ঞাসি তখনে॥

কোন্ ধর্ম্মে গৃহস্থ সংসার তরিব।
কোন্ ধর্ম্মে থাকিব, কেমত আচরিব॥
এত তাঁর বচন শুনিয়া মুনিগণ।
এক মুনির পানে চাহে আর জন॥
যার ঘরে সাক্ষাত ব্রহ্মের অবতার।
সেজন করয়ে প্রশ্ন, ধর্ম্মের বিচার॥
সর্ব্বধর্ম্ম অধিষ্ঠান যাঁর সঙরণে।
মুক্তিপদ পায় লোকে যাঁহার ভাবনে॥
হেন জন পুত্র, তাঁরে দেখে সর্ব্বক্ষণ।
তথাপি পুছয়ে ধর্ম্ম, না বুঝি কারণ॥
নিকটে থাকিলে ভক্তি না থাকে বিস্তর।
গঙ্গা এড়ি লোক যেন যায় তীর্থান্তর॥
এত অনুমানি সবে নারদেরে বৈল।
তিহোঁ বসুদেবে কিছু প্রত্যুত্তর দিল॥
ভাল জিজ্ঞাসিলে বসুদেব মহাশয়।
না দেখিলে পরম-ব্রহ্ম আপন-নিলয়॥
জপ, তপ, আরাধন করিয়া নানা বিধি।
যম, নিয়ম, আসন, ধেয়ান, সমাধি॥
সনক-সনাতন-আদি, কার্ত্তিক, শঙ্কর।
যোগ-সমাধিয়ে যাঁরে ভাবে নিরন্তর॥
নানাবিধি-বিধানে ইহারা ভাবিয়া।
বুঝিতে নারিলে কেহ প্রভুর সে মায়া॥
ভক্তজনে কৃপা-করি দেহ ধরি।
তোমার তনয় হৈয়া অবতার করি॥
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহিক সংসারে।
অখিল-ব্রহ্মাণ্ডনাথ তোমার যে ঘরে॥
ইহা দেখ, ইহা ভজ, ইহাতে কর প্রীতি।
ইহাকে ভজিলে হয় পরম-মুকতি॥
রাম-কৃষ্ণ পরমব্রহ্ম তোমার নন্দন।
তথাপি পুছহ ধর্ম্ম, না বুঝি কারণ॥
তথাপি বলি যে ধর্ম্ম, শুন বসুদেব।
গৃহস্থ-আচারে কর যজ্ঞ সুখে সব॥
যজ্ঞহেতু মনুষ্য সৃজিল প্রজাপতি।
যজ্ঞ-নাশ কৈলে, নহে দেবের পিরীতি॥
গোসাঞীর আদেশ-ধর্ম্ম তোমাকে বুঝাই।
যজ্ঞ-ধর্ম্ম না পালিলে দোষ এতে পাই॥
এতশুনি বসুদেব মনেতে গুণিল।
ব্রহ্মরূপ রামকৃষ্ণ সাক্ষাতে দেখিল॥
রামকৃষ্ণ বসুদেব করে নিরীক্ষণে।
হাসিয়া জন্মাইল হরি বাপের মোহনে॥
হাস্যরূপে নিজ-মায়া প্রকাশ করিয়া।
পিতৃ-আগে কহে কথা সঙ্কুচিত হৈয়া॥
ভাল বৈল নারদ, আমার মনে লয়ে।
সাংসারিক ধর্ম্ম, যজ্ঞ করিতে জুয়'য়ে॥
যজ্ঞ করিবার দ্রব্য আছে বিদ্যমান।
রহিব সকল মুনি, আছে রম্যস্থান॥
যত যত মুনিগণ প্রভাসকে আইল।
গৌরব করিয়া কৃষ্ণ সবাকে রাখিল॥
ভক্ষ্য-ভোজ্য যেই যার হয় অভিলাষ।
ততক্ষণে তাঁহাকে দেই শ্রীনিবাস॥
ঘৃত-মধু পঞ্চশস্য লয়ে ভারে ভার।
নানা-পুষ্প, নানা-ফল বিবিধ প্রকার॥
সুবর্ণ-হালে যজ্ঞভূমি তথাই চষিল।
মুনিগণ গিয়া তথি কুণ্ড নির্ম্মাইল॥
ব্যাস, বশিষ্ঠ, পরাশর-তপোধন।
ধৌম্য-আদি, বিশ্বামিত্র, ভৃগু মহাজন॥
আর যত মহাজন শিষ্যগণ সঙ্গে।
আইলা সে যজ্ঞ-স্থানে নানাবিধ-রঙ্গে॥
অন্যোন্য বিবাদ করি কোলাহল কৈল।
নানাবিধ উপহার তা সবে পাইল॥
সবে শুদ্ধাশয়, সর্ব্ব কার্য্যেতে কর্ম্মঠ।
পবিত্র করিল তবে সেই যজ্ঞমঠ॥
সবে ত' সুবুদ্ধি, শুক্ল দশন-বসন।
অঙ্গের কিরণ কিবা, মধুর বচন॥

গোঁসাইর আদেশে নৃপ আইল তথাই।
পঞ্চপাণ্ডব, দুর্য্যোধন শত ভাই॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, রাজা-জয়দ্রথ।
ক্রথ, কৌশিক রাজা, সাত্য, মহাসাত্য॥
শতানীক, বৃহদ্রথ, ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাজন।
ধৃষ্টকেতু, বিদুর—যতেক নৃপগণ॥
সহদেব, বসুদেব, কেতু, চন্দ্রকেতু।
সবে ত' বসিলা বসুদেব-যজ্ঞহেতু॥
রাজযোগ্য উপহার, সুবর্ণ-সিংহাসন।
বস্ত্র, অলঙ্কার, রত্ন, বিচিত্র-ভূষণ॥
সবাকারে দিয়া কৃষ্ণ বসিলা তথাই।
অন্তরীক্ষে দেবগণ আইলা সেই ঠাঞী॥
যেই সেই রাজার দিব্যরত্ন ছিল।
সেই রত্ন দিয়া রাজা যজ্ঞ-পূজা কৈল॥
মধ্যদেশে যত যত মহারাজা বৈসে।
নানা রত্ন দিয়া সবে বসিলা হরিষে॥
উদ্ধব, অক্রুর, কৃতবর্ম্মা-আদি যত।
যদুকুলে রাজা সব আইলা বহুত॥

শ্রীবসুদেবের যজ্ঞারম্ভ

শুভদিনে শুভক্ষণে যজ্ঞ আরম্ভিল।
সব মুনিগণে স্বস্তি-বাচন করিল॥
সুবর্ণের যজ্ঞভূমি, সুবর্ণ-ভাজন।
সুবর্ণের পাত্র সব, বিচিত্র গঠন॥
নানারত্ন প্রকাশ হইল সেই ঠাঞী।
হেমগিরি শৃঙ্গ কিবা আনিল তথাই॥
গন্ধ, মাল্য, নানারত্ন, বিচিত্র ভূষণে।
অধিবাস কৈল, সব ব্রাহ্মণ বরণে॥
মণ্ডল করিয়া কৈল ব্রাহ্মণ-পূজন।
ঋষিগণে মন্ত্রে মন্ত্রে কৈল অগ্নির স্থাপন॥
নিরন্তর ঘৃতধারা, বহ্নি সে জ্বলিল।
যার যে উচিত, তথা আহুতি রচিল॥
লেহ্য-পেয়-চোষ্য-চর্ব্ব্য, অনুপান ব্যঞ্জন।
বড় ছোট সবাকারে দেই নারায়ণ॥
খাহ, পিহ, লেহ, দেহ এই মাত্র শুনি।
ইহা বই কার মুখে নাহি অন্য-বাণী॥
দীনজনে দান করে, পূরি অভিলাষে।
নানাবিধ দানে সবা তোষে শ্রীনিবাসে॥
অসংখ্য তুরগ, গজ, দেই দাস দাসী।
স্বর্গ বিদ্যাধরী দিল মহারাজে আসি॥
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ আসি সেই স্থানে।
সাক্ষাৎ হইয়া কৈল আহুতি ভক্ষণে॥
যজ্ঞ-সিদ্ধি করি দেব গোবিন্দ বন্দিয়া।
সর্ব্ব দেবগণে গেল যজ্ঞ প্রশংসিয়া॥
আগে গেলা দেবগণ পিতৃ-ঋষিগণে।
নানারত্ন দক্ষিণা দিল সকল ব্রাহ্মণে॥
যজ্ঞের সুগন্ধি গন্ধে মহী আমোদিত।
বসুদেবের যজ্ঞ দেব-নরে প্রশংসিত॥

শ্রীবসুদেবের যজ্ঞে-পূর্ণাহুতি

পূর্ণি দিয়া বসুদেব যজ্ঞ সমাপিল।
যার যেনমত বিধি, দক্ষিণা সে দিল॥
পরম-সন্তোষ পাইয়া যায় মুনিগণে।
নানারত্ন দক্ষিণা দিল, যতেক ব্রাহ্মণে॥
তবে বসুদেব নৃপগণে পূজা করি।
পাঠাইয়া দিল সব রাজার যে পুরী॥
এমন অদ্ভুত যজ্ঞ কেহ না করিল।
দেশে দেশে সর্ব্বলোক এ বোল ঘুষিল॥
হেনমতে সবাকার মনোরথ-সিদ্ধি।
গোবিন্দ করাইল বসুদেব-যজ্ঞ-বিধি॥
বসুদেবের যজ্ঞ-কথা ঘুষয়ে সংসারে।
গুণরাজ খাঁন কহে কৃষ্ণ-অবতারে॥

শ্রীভৃগু-উপাখ্যান

(গৌরী-রাগ)

একদিন নৈমিষতীর্থে সর্ব্ব মুনিগণ।
বশিষ্ঠ, ভৃগু-আদি যতেক তপোধন॥
সত্ত্ব-রজ-তম গোসাঞী তিন গুণ ধরি।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর আপনে হৈলা হরি॥
তিন গুণে তিন দেব, বড় কোন্ জন।
অন্যোন্যে বিবাদ কৈল সব মুনিগণ॥
সবে মেলি ভৃগুকে ত' বইল বচন।
সবাকার ঠাঁই তুমি করহ গমন॥
দম্ভ করি তিন ঠাঞী বলিহ উত্তর।
কোন্ গুণে কোন্ দেব, জানিব সত্বর॥
মুনির বাক্যে ভৃগু গেলা কৈলাস-শিখরে।
পার্ব্বতী-সহিত তথা আছেন শঙ্করে॥
ভৃগু দেখি মহাদেব সম্ভ্রমে উঠিয়া।
ভাই বলি কোল দিতে আইল ধাইয়া॥
তবে মুনিবর বলে অন্তরে রহিয়া।
পরশ না করিহ মোরে, বলে ক্রুদ্ধ হইয়া॥
প্রেত, পিশাচ, ভূত তোর সঙ্গে বৈসে।
ব্রাহ্মণ ছুঁইতে আইস কেমন ভরসে?
শুনিয়া ত' ক্রোধে শিব হাতে শূল নিল।
খেদিয়া শঙ্কর আইসে, ভৃগু পলাইল॥
পলাইয়া গেল ভৃগু ব্রহ্মার সদনে।
সভাতে বসিয়া আছে লৈয়া দেবগণে॥
না কৈল প্রণাম ব্রহ্মা দেখিয়া আমারে।
ক্রোধ করিয়া মন্দ বলিল ব্রহ্মারে॥
অতিথি হইয়া আইনু তোঁহার সদনে।
না কৈলি পূজা মোর ব্রহ্মা-অভিমানে?
সহজে তোহার পূজা লৈতে না জুয়ায়ে।
দুহিতার প্রত্যবায় আছয়ে তোমায়ে॥
এত শুনি ধায় ব্রহ্মা ভৃগু মারিবারে।
তথা হৈতে পলাইয়া নড়িল সত্বরে॥
তবে গেলা মুনিবর কৃষ্ণের সদন।
শুইয়া নিদ্রা যায় ঘরে কমললোচন॥
তবে মুনিবর যুক্তি মনেতে চিন্তিল।
বুকে লাথি মারি ভৃগু কৃষ্ণকে চিয়াইল॥
উঠিয়া সে শ্রীহরি পরিহার করে।
অপরাধ হইয়াছে, দোষ ক্ষমহ আমারে॥
অতিথি হইয়া তুমি করিলে গমন।
ইহা না জানিয়া আমি করিয়াছি শয়ন॥
একবার কৈল দোষ তোমার চরণে।
পায় পাছে পাইল ব্যথা, ত্রাস পাইল মনে॥
তোমার চরণাঘাত হৃদয়ে বাজিল।
হৃদয়ের দোষ যত সকল ঘুচিল॥
যোড়হাতে স্তুতি করি রহে স্থির হৈয়া।
বিস্তর প্রণতি কৈল চরণে ধরিয়া॥
পুনরপি নৈমিষে আসি সবারে বলিল।
সকল মুনির চিত্তে বিস্ময় ঘুচিল॥
সত্ত্বগুণ ভগবান্ চিন্তে মুনিগণে।
গোবিন্দ-বিজয় খাঁন গুণরাজ ভণে॥

বৃকাসুর-বধ

(ধানসী-রাগ)

বৃকাসুর কর্তৃক বর প্রার্থনা

হরির চরিত্র শুন সকল সংসারে।
যেমত প্রকারে আসি মাইল বৃকাসুরে॥
শকুনির পুত্র বৃক বিদিত ভুবনে।
জিনিলেক সব পৃথ্বী, যত দেবগণে॥
একদিন গেল সেই মুনির তপোবন।
ভৃগু-আদি তপ-জপ করে ঋষিগণ॥
প্রণতি করিয়া বলে সবার চরণে।
একবোল কহ মোরে অকপট-মনে॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর দেব ত্রিজগতে।
আরাধিলে ঝাট বর পাই কাহা হৈতে॥
চিন্তিয়া বলিল তবে সব ঋষিগণ।
ঝাট বর পায়, যেই চিন্তে ত্রিলোচন॥
ঋষির বচনে বৃক সন্তোষ পাইয়া।
একভাবে পূজে হর কঠোর করিয়া॥
কুণ্ড করি যজ্ঞ করে নানা-বস্তুদানে।
কাটিয়া গায়ের মাংস ঘৃত দিয়া হুনে॥
এত পরকারে হর অধিষ্ঠান নয়ে।
মস্তক কাটিতে খড়্গ হাতে করি লয়ে॥
এত দেখি অগ্নি হৈতে উঠি মহেশ্বর।
হাথে ধরি বৈল হর, বৃক মাগ বর॥
বৃকাসুর সদাশিবের সাক্ষাত পাইয়া।
একচিত্তে করে স্তুতি হরষিত হৈঞা॥
এক বর মাগিব হর, তোমার চরণে।
সত্য করি বল মোরে, না করিবে আনে॥
তবে মহাদেব বৈল হাসিতে হাসিতে।
যে বর মাগহ তুমি, তাই চাই দিতে॥
শুনিয়া শিবের বোল যুড়ি দুই হাত।
এক বর মাগি, মোরে দেহ, বিশ্বনাথ॥
যাহার মাথায় হাত দিব মো যখনে।
ভস্মরাশি হব সেই মোর বিদ্যমানে॥
সেইবর দিল হর, না করিল আন।
বর পাইয়া বলে বৃক শিবের বিদ্যমান॥
অকপটে বর যদি দিলে মহেশ্বর।
তোমার মাথায় হাত দিয়া পরীক্ষিব বর॥
সম্ভ্রমে পলায়ে যায় দেব-মহেশ্বর।
শিবের পশ্চাৎ বৃক ধাইল সত্বর॥
পলাইয়া সদাশিব যায় নিজপুর।
পশ্চাৎ খেদিয়া তথা গেলা বৃকাসুর॥
বৃক দেখি সদাশিব পলাইয়া যায় দূর।
ত্বরিত-গমনে শিব গেলা ইন্দ্রপুর॥
ইন্দ্রপুরী গেল বৃক খেদি মহেশ্বরে।
পলাইয়া গেল তবে দ্বারকা-নগরে॥
শুনি গোবিন্দাই তবে ঈষৎ হাসিয়া।
নগর বাহির হৈলা বটুরূপ হৈয়া॥
কত দূরে যাই বৃক ধাইতে ধাইতে।
বটুরূপ রহে কৃষ্ণ তাহাকে ছলিতে॥
শকুনির পুত্র বৃক, আইস কোথা হৈতে।
কিবা কাজ, কোথা যাহ, এতই ত্বরিতে॥
শুনিয়া মধুর বোল সন্তোষ পাইল চিত্তে।
বটু হৈয়া মোর বাপে জানিল কিমতে॥
বসিলা ত' সেই ঠাঁই শ্রমযুক্ত হৈয়া।
পুনরপি বলে কৃষ্ণ মধুর করিয়া॥
কহ কহ, মহাবীর, কোথাকে গমন।
কাহার উদ্দেশে যাহ কহ ত' কারণ॥
তবে ত' সকল কথা কহে বৃকাসুরে।
মিথ্যা বর দিয়া মোরে ভাণ্ডিল শঙ্করে॥
স্বরূপে জানিতে তার মাথে হাত দিয়া।

বেড়াই তাহার পাছু, বুলে পলাইয়া ॥
শুনিয়া তাহার বোল মধুর উত্তরে।
হাসিতে হাসিতে তারে বলে গদাধরে ॥
বুদ্ধিমান হও তুমি, গুণ মনে মনে।
পাগলের বোলে দুঃখ পাও কি কারণে ॥

বৃকাসুর ভস্ম

তাহার বোল যদি সত্য করি মান।
আপনার মাথে হাত দিয়া নাহি জান কেন ?
হরির বচনে অসুর চিন্তিল অন্তরে।
ছাওয়ালের বুদ্ধি মোর নহিল অন্তরে ॥
বর শাপ দিতে যদি পারে সেই জনে।
পলাইয়া তবে কেন করিল গমনে ॥
দুষ্ট মুনিগণ মোরে কপট করিল।
মিথ্যা কাজে আপন শরীরে দুঃখ দিল ॥
তবে ত' জানিতে তাঁর কপট তাঁহারে।
ভাল ভাল বোল বড় বলিল আমারে ॥
এতবলি হাত দিলা আপন মস্তকে।
ভস্ম হৈল পাপ দুষ্ট, দেখে সর্ব্বলোকে ॥
আপনার মূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণ গেলা নিজ-পুরী।
শুনিয়া শঙ্কর করপুটে স্তুতি করি ॥

শ্রীশিবের শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি

তুমি দেব নারায়ণ, সংসার-কারণ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তোমার সৃজন ॥
আপনার দোষে আমি পাইল সঙ্কটে।
নিমেষেকে মারিলে তুমি করিয়া কপটে ॥
তোমার মায়া আমি বুঝিতে না পারি।
খণ্ডাহ আমার মায়া দেব শ্রীহরি ॥
এতেক শুনিয়া তাঁহার বিনয়-বচন।
অকপট করি কোল দিলা নারায়ণ ॥
তোমায়-আমায় ভিন্ন নাহি কলেবরে।
যেই হরি, সেই হর—বলয়ে সংসারে ॥
তোমায়-আমায় ভিন্ন নাহিক সংসারে।
এতবলি দোঁহে গেলা আপনার ঘরে ॥
হরির সম্যক্ কথা অদ্ভুত সংসারে।
গুণরাজ খাঁন বলে বন্দি হরি-হরে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দ্বারকাবাসী বিপ্রের মৃত পুত্রগণের উদ্ধার

(সিন্ধুড়া-রাগ)

দ্বারকায় সুখে আছেন দেব-বনমালী।
পুত্র-পৌত্র লৈয়া বেড়ান ক্রীড়া করি ॥
নগর-ভিতরে বিপ্রদেব-নাম ধরে।
যুবতী-সংহতি দ্বিজ বৈসে সেই পুরে ॥
হইল প্রথম গর্ভ, হরষিত-মনে।
পুত্র প্রসবিলা সেই, স্বামি-বিদ্যমানে ॥
ভূমিষ্ঠে মরিল পুত্র হরিয়ে চেতন।
কোলে করি দম্পতী করিল ক্রন্দন ॥
তার দ্বিজবর বলে ধরি নিজ-নারী।
তোর পাপে অকালে আমার পুত্র মরি ॥
কাঁদিয়া বলেন তিঁহো স্বামীর চরণে।
অল্পমাত্র পাপ আমি না করি স্বপনে ॥
তবে ত' ব্রাহ্মণ চিন্তিল মনে মনে।
অল্পমাত্র পাপ নহে শরীরের স্থানে ॥
কেমনে মরিল মোর অকালে কুমার।
পুত্র লয়ে দ্বিজ গেলা কৃষ্ণের দুয়ার ॥
শুন শুন গোবিন্দাই জগত-ঈশ্বর।
তোমার পাপে মরিল মোর অকালে কুমার।
ফেলাইয়া আইলা পুত্র দ্বারে দ্বিজবরে।
আস্তে-ব্যস্তে গোবিন্দাই জগত-ঈশ্বরে ॥

শুন দ্বিজবর, কেন বল অব্যবহার।
মোর পাপে নাহি মরে তোমার কুমার॥
আর গর্ত্ত ধরে যদি তোমার ব্রাহ্মণী।
রাখিব তোমার পুত্র প্রত্যুম্ন আপনি॥
শান্ত করি দ্বিজবরে পাঠাইলা ঘরে।
কতকালে সেই নারী আর গর্ত্ত ধরে॥
প্রসবিল, মৈল পুত্র প্রত্যুম্ন-বিদ্যমানে।
কাঁদিতে কাঁদিতে দ্বিজ বলে ক্রোধ-মনে॥
ধিক্ ধিক্ প্রত্যুম্ন, কি বলিব তোমারে।
তোর বিদ্যমানে মৈল আমার কুমারে॥
লাজ নাহি তোর মুখে, করিলি বড়াই।
মৃতপুত্র কোলে করি গেলা কৃষ্ণ ঠাঁই॥
মরিল দ্বিতীয় পুত্র, শুন গদাধর।
দুই ব্রহ্ম-বধ হৈল তোমার উপর॥
হাতে ধরি গদাধর বলিল তাহারে।
সাম্ববীর এইবার রাখিব কুমারে॥
তৃতীয় গর্ত্ত তবে সেই ব্রাহ্মণী ধরিল।
প্রসবিতে পুত্র তার তখনি মরিল॥
হায়! হায়! বলি সাম্বে বলে দ্বিজবর।
কেন ত' জন্মিলা তুমি সংসার-ভিতর॥
ইহা বলি পুত্র লয়ে যায় দ্বিজবরে।
ফেলিলেক মৃত-পুত্র কৃষ্ণের দুয়ারে॥
দেখিয়া ত' গদাধর বিস্ময় পাইল মনে।
সাত্যকিকে ডাকি কৃষ্ণ আনিল ততক্ষণে॥
স্তুতি করি পুনরপি বলে দ্বিজবরে।
রাখিব তোমার পুত্র ইহ এইবারে॥
তবে ত' চতুর্থ গর্ত্ত ব্রাহ্মণী ধরিল।
প্রসবিতে পুত্র তার তখনি মইল॥
সাত্যকিরে তিরস্করি ব্রাহ্মণ চলিল।
গোবিন্দেরে গিয়া মন্দ বিস্তর বলিল॥
চারি ব্রহ্ম-বধ হৈল তোমার উপরে।
উঠিয়া ত' গদাধর বিপ্রের পদে ধরে॥

অনিরুদ্ধ বীর যাবে রাখিতে কুমার।
পাঠাইল ঘরে দ্বিজ করি পরিহার॥
ধরিল পঞ্চম গর্ত্ত সেই দ্বিজনারী।
ভূমিষ্ঠে মরিল পুত্র, কেবা নিল হরি॥
বিস্তর বিলাপ কৈল ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
অনিরুদ্ধ ভর্ৎসি বৈল বিস্তর কু-বাণী॥
মৃত পুত্র লৈয়া গেল কৃষ্ণের দুয়ারে।
গোবিন্দেরে মন্দ বিপ্র বৈল আর-বারে॥
সর্ব্বদুঃখ এই বার কর পরিহার।
গদবীর রাখিবেন এবার কুমার॥
গদ লয়ে গেলা বিপ্র আপনার বাস।
ধরিল ব্রাহ্মণী গর্ত্ত পূর্ণ দশমাস॥
প্রসবিয়া মরে পুত্র দেখি দ্বিজবরে।
কান্দয়ে ব্রাহ্মণ, গদে তিরস্কার করে॥
গদেরে ভর্ৎসিয়া বিপ্র চলিল সত্বরে।
মৃত পুত্র ফেলিলেক কৃষ্ণের দুয়ারে॥
ছয় পুত্র মৈল মোর, বৈল দ্বিজবরে।
ব্রহ্ম-বধিয়া বলি, লোক বলিবেক তোরে॥
অপরাধ ক্ষম বিপ্র, করি পরিহার।
উদ্ধব রাখিব গিয়া কুমার তোমার॥
কত দিনে আর গর্ত্ত ধরে দ্বিজনারী।
প্রসবিতে মৈল পুত্র উদ্ধব বরাবরি॥
উদ্ধবেরে গালি দিয়া ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া।
গোবিন্দের দুয়ারেতে ফেলিলেক লৈয়া॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে বিপ্র করয় ক্রন্দন।
বিস্তর বিনয় কৈল কমললোচন॥
যে হৈল সে হৈল বিপ্র না কাঁদিহ আর।
আপনি উগ্রসেন গিয়া রাখিব কুমার॥
রাজা হয়ে উগ্রসেন গেলা তার ঘরে।
জন্মমাত্র মৈল পুত্র অষ্টম কুমারে॥
মৃত পুত্র দেখি কাঁদে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
উগ্রসেনে ভর্ৎসিয়া ত' কহে নানা-বাণী॥

ধিক্ ধিক্ উগ্রসেন, তোর অধিকারে।
মোর পুত্র মরে রাজা তোর অব্যবহারে ॥
না থাকিব তোর দেশে, শুন পাপমতি।
তোর পাপে নষ্ট হৈল রাজ্য দ্বারাবতী ॥
এত বলি যায় বিপ্র গোবিন্দের ঠাঁই।
হেনকালে অর্জ্জুন-বীর আইল তথাই ॥
মৃত পুত্র এড়ি বিপ্র গোবিন্দ-গোচরে।
বৈরাগ্যে চলিল বিপ্র তীর্থ-তীর্থান্তরে ॥
সন্তোষ করিল হরি চরণে ধরিয়া।
আপনি তোমার পুত্র রাখিব ত' গিয়া ॥
তবে ত' অর্জ্জুন বলে, শুন দ্বিজবরে।
রাখিতে নারিল কেহ ধনুর্দ্ধরে ॥
অকালে মরয়ে দ্বিজ তোমার কুমারে।
নারিল রাখিতে কেহ দ্বারকা-ভিতরে ॥
আর বার যদি তোর পুত্র হইব।
শরজাল আমি করি গৃহেতে রাখিব ॥
শুনিয়া প্রতিজ্ঞা দ্বিজ ক্রোধেতে হাসিয়া।
আর সবে কৈল বড় প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥
কুমার রাখিতে মোর নারে কোন জনা।
প্রতিজ্ঞা করিয়া কেনে চিনাও আপনা ॥
শুন শুন, ওহে দ্বিজ! না চিন আমারে।
আমার মহত্ত্ব জানে ত্রিভুবন-ভিতরে ॥
আমি শিশু কাম নহি, সাত্যা অল্পমতি।
নহি গদ, উদ্ধব, উগ্রসেন নরপতি ॥
গাণ্ডিব ধনুক মোর বিদিত সংসারে।
যমেরে জিনিয়া দিব তোমার কুমারে ॥
উপহাস করি দ্বিজ বলেন আমারে।
তুমি থাকহ অর্জ্জুন, ছাড় অহঙ্কারে ॥
তোমার শকতি নাহি রাখি ব্রাহ্মণ-কুমার।
কৃষ্ণ-বিনা কোন বীর না পারিব আর ॥
তবে ত' অর্জ্জুন বলে, শুন দ্বিজবর।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি সভার ভিতর ॥
তোমার কুমার যদি রাখিতে না পারি।
অস্ত্র এড়ি মরিব তবে যজ্ঞ-কুণ্ড করি ॥
তবে কত দিনে ব্রাহ্মণী গর্ব্ভ ধরিল।
নানা অস্ত্র লয়ে তবে অর্জ্জুন চলিল ॥
দশমাস পূর্ণ হইল প্রসব-সময়ে।
দ্বিজ আসি বৈল, রাখ অর্জ্জুন মহাশয়ে ॥
অস্ত্র লয়ে যায় অর্জ্জুন দ্বিজের মন্দিরে।
শরজালে গৃহ করি রাখিল ভিতরে ॥
হেনকালে পুত্র প্রসব কৈল দ্বিজনারী।
অর্জ্জুনের বিদ্যমানে লৈয়া যায় হরি ॥
আর পুত্র মৈল যদি, ব্রাহ্মণ কুমারে।
প্রাণ তবে গেল তার, আছয়ে শরীরে ॥
শরীর লইয়া যায় দেখিল অর্জ্জুন।
ধনুক যুড়িয়া করে বাণ-বরিষণ ॥
না দেখিল কেবা নিল, হরিল আসিয়া।
চারিদিকে চাহে বীর, সন্ধান করিয়া ॥
কেবা নিল, কোথা গেল, কিছু না জানিল ॥
হাথে অস্ত্র অর্জ্জুন যমপুরী চলিল ॥
দেখিল নাস্তিক তথা বিপ্রের কুমার।
বরুণের পুরী তবে করিল বিচার ॥
কুবেরের পুরী গেলা, ব্রহ্মার সদন।
ইন্দ্রপুরে না দেখিল বিপ্রের নন্দন ॥
চন্দ্র-সূর্য্যের গতি যতদূরে ছিল।
ততদূর খুঁজিল, কোথাহ না পাইল ॥
পুনরপি দ্বারকা আসি ব্রাহ্মণ-দুয়ারে।
সাজাইয়া অনল-কুণ্ড প্রবেশ তথি করে ॥
শুনিয়া গোবিন্দ তবে ঈষৎ হাসিয়া।
আমি ত' উদ্দেশে তোর দেখাইব গিয়া।
এত বলি আশ্বাসিয়া তার হাতে ধরি ॥
রথে চড়ি দুই জনে নড়িলা শ্রীহরি ॥
উত্তর মুখ করিয়া নড়িলা গদাধর।
সপ্তদ্বীপ এড়ি যায় সপ্তসাগর ॥

লোকালোক এড়ি যায় কাঞ্চননগরে।
প্রবেশিল দুইজন কাঞ্চননগরে॥
নাহিক রথের গতি নিবিড় অন্ধকারে।
রথ এড়ি চক্র লৈয়া এড়িল গদাধরে॥
চক্রে কাটে অন্ধকার যাইল দুজনে।
ব্রহ্মাণ্ডনগরে দেখি উত্তম ভুবনে॥
তবে অভ্যন্তরে গেলা শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে।
দেখিল পুরুষ এক কমলনয়নে॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কস্তূরী-ভূষণে।
সহস্র-শিরে মকুট রতন-বিভুষণে॥
দোঁহারে দেখিতে সেই নরের আকার।
সম্ভ্রম উঠিয়া স্তুতি করিল অপার॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তিঁহো পূজি নারায়ণে।
কোলে করি কৃষ্ণ লৈয়া বসাইল নিজাসনে॥
বসিয়া ত' দুইজনে চারিদিক চাই।
ব্রাহ্মণের নব পুত্র দেখিল তথাই॥
বলিল শ্রীহরি তারে করিয়া বিনয়।
কি লাগি বিপ্রের পুত্র আনিল মহাশয়॥
তবে সে পুরুষ বলে যোড়হাত করি।
যে-কারণে আনি তাহা শুনহ শ্রীহরি॥
সপ্তদ্বীপের অন্তে সে আমার বসতি।
কি-মতে আমার দেশ পাইব মুকতি॥
এত মনে গুণি আনি ব্রাহ্মণ-কুমার।
যে মতে দেখিব পাদপদ্ম সে তোমার॥
ভারাবতারণে আইলা দেব-নারায়ণে।
দেখিতে তোমার রূপ কৌতুক হৈল মনে॥
আর কোন্ কার্য্যে হেথা আসিব শ্রীহরি।
তে-কারণে বিপ্র পুত্র আমি চুরি করি॥
সবান্ধবে দেখিব সে তোমার চরণ।
তার লাগি চুরি করি শুন নারায়ণ॥
সফল হইলা আজি আমার জীবন।
আপনারে ধন্য মানি দেখিনু চরণ॥
বিপ্র-পুত্র লৈয়া গোসাঞী করহ গমন।
বিপ্র-পুত্র পাইয়া হরষিত নারায়ণ॥
বিপ্র-পুত্র লৈয়া কৃষ্ণ করিল গমন।
রথে চড়ি চলি যায় দেব-নারায়ণ॥
দ্বারকা নিকটে আসি শঙ্খধ্বনি কৈল।
গোবিন্দ আইলা বলি কোলাহল হৈল॥
ব্রাহ্মণেরে বৈল তবে দেব-গদাধর।
নয় পুত্র লৈয়া যাহ আপনার ঘর॥
কৃষ্ণের মহত্ত্ব যত দেখিল অর্জ্জুনে।
উগ্রসেন-আদি করি কহিল সর্ব্বজনে॥
রাত্রিদিনে এইকথা প্রতি ঘরে ঘরে।
মইল ব্রাহ্মণ-পুত্র, আনিল গদাধরে॥
হরির চরিত্র শুন অদ্ভুত সংসারে।
গুণরাজ খাঁন ভণে কৃষ্ণ-অবতারে॥

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক দেবকীর কংসহত ছয়পুত্র আনয়ন

(সিন্ধুড়া-রাগ)

একদিন দ্বারকায় দেব শ্রীহরি।
দৈবকী নিকটে গিয়া নানা ক্রীড়া করি॥
মায়ে-পোয়ে নানা-কথা কৌতুকে বসিয়া।
মধুর বচন কহে হাসিয়া হাসিয়া॥
দৈবকীর চিত্তে কৃষ্ণ যেন ছাওয়াল।
শিশু হৈয়া বড় কর্ম্ম করয়ে গোপাল॥
বসিয়া কৃষ্ণের কাছে দৈবকী-সুন্দরী।
কান্দিতে কান্দিতে বলে শুনহ শ্রীহরি॥
দেখিল শুনিল বড় মহিমা তোমার।
ছাওয়াল বুদ্ধি তোমাকে ঘুচিল আমার॥
মৈল ব্রাহ্মণ-পুত্র আনি দিলে তুমি।
আন বড়মানুষ তুমি, জানিলাম আমি॥
মা হইয়া আমি তোমার হাতে ধরি।
মোর ছয় পুত্র আনি দেহ ত' শ্রীহরি॥
দুষ্ট কংসাসুর মোর ছয় পুত্র মারিল।
হিয়ার ভিতর মোর শোকে ত' দহিল॥
তোমা দেখিয়া হয় শোক-বিমোচন।
আনি দেহ ছয় পুত্র কমললোচন॥
মায়ের বচনে হরি ঈষৎ হাসিয়া।
চলিলা আনিতে ভাই মায়ে প্রণমিয়া॥
রথে চড়ি গেলা হরি পাতাল ভুবনে।
যথা আছে ষট্ ভাই বলির সদনে॥
চলিয়া ত' গেলা কৃষ্ণ রসাতলপুরী।
যথা আছে বলিরাজা তথা গেলা হরি॥
দেখিয়া ত' বলিরাজা দেব-নারায়ণ।
সম্ভ্রমে আসিয়া কৈল চরণ-বন্দন॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে বসাইল আসনে।
দণ্ডবৎ করি বলে স্তুতি সে বচনে॥
ভারাবতারণে কৈলে পৃথিবী গমন।
বড়ভাগ্যে পরশিনু তোমার চরণ॥
সবংশে পবিত্র আজি কৈলে মোর পুরী।
কি আজ্ঞা আমারে কর দেব শ্রীহরি॥
হাসিয়া ত' বলে তারে দেব গদাধর।
মায়ের ষট্ পুত্র দেহ নৃপবর॥
মহামায়া আনি তাঁর গর্ব্ভে জন্মাইল।
কংস মাইলে পুনরপি হেথাকে আইল॥
পুত্র দেখিতে মায়ের ইচ্ছা বড় হৈল।
দেখাইতে পুত্র, মাতা মোরে আজ্ঞা দিল॥
তথির কারণে আইলাম শুন নৃপবর।
আনি দেহ ছয় ভাই, নড়িব সত্বর॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা বলি-মহাশয়।
কত মায়া জান তুমি মায়ার নিলয়॥
লহ ছয় ভাই এই, আনিয়া ত' দিল।
ছয় ভাই লৈয়া কৃষ্ণ দ্বারকা চলিল॥
যেমতে মাইল কংস তারে শিশুকালে।
তেন মতে আনি দিল দৈবকীর কোলে॥
দেখিয়া দৈবকী দেবী হরষিত মনে।
দুই স্তনে দুগ্ধ ঝরে দেখি পুত্রগণে॥
সেই স্তন পান তবে ছয় জনে করি।
পিতৃবংশ উদ্ধারিল দেব-শ্রীহরি॥
বসুদেব-আদি যত মুখ্য মুখ্য জন।
শুনিয়া দেখিতে সবে করিল গমন॥
গোবিন্দ মহত্ত্ব তবে সবাই দেখিল।
অদ্ভুত কথা শুনি সংসার ঘুষিল॥
হেনকালে আকাশেতে দুন্দুভি বাজিল।
ছয় খান রথ আসি উপনীত হইল॥
তবে সেই ছয় জন গোবিন্দ পাশে গিয়া।
গোবিন্দেরে স্তুতি কৈল দিব্য-দেহ হৈয়া॥

সকল সংসার তুমি, বলিতে নাহি জানি।
তোমার পরশে মুক্তি পাইলুঁ চক্রপাণি॥
তোমার প্রসাদে হৈল শাপ-বিমোচন।
আজ্ঞা কর, নিজ স্থানে করিব গমন॥
মায়াপাতি বলে তারে দেব-নারায়ণ।
কে তোমরা কোথারে করিবে গমন॥
তবে ছয় জন বলে যোড়হাত করি।
তোমার চরণে কহি শুনহ শ্রীহরি॥
মরীচির পুত্র মোরা, উর্ণার তনয়।
মুনি সবাকারে আমি না করিল ভয়॥
এক দিন অঙ্গিরা-মুনি দেখিল আমারে।
না করিনু নমস্কার, ক্রোধ কৈল মোরে॥
মুনি-পুত্র হৈয়া মোরে না কৈলে আদর।
দৈত্য-যোনি জন্ম গিয়া ছয় সহোদর॥
ত্রাস পাইয়া আমি-সব স্তুতি বড় কৈল।
তবে ত' তাঁহার মনে দয়া উপজিল॥
ভারাবতরণে হরি করিব অবতার।
তাঁহার পরশে হব তো-সবার উদ্ধার॥
হিরণ্যকশিপুর বীর্য্যে জনম লভিয়া।
বলি-সঙ্গে গোঙাইল পাতালপুরী গিয়া॥
তবে মহামায়া দেবী তোমার আদেশে।
দৈবকী-উদরে লৈয়া কৈল পরবেশে॥
কংসেতে মারিলে, গেলাঙ পাতাল-ভুবনে।
বলি-সঙ্গে পুনরপি ছিলাঙ ছয়জনে॥
আপনি ত' গিয়া তথা আনিলে শ্রীহরি।
তোমার পরশ হৈতে যাই নিজ-পুরী॥
এত বলি প্রণাম করিল ছয়-জন।
কৃষ্ণ প্রণমিয়া কৈল রথ-আরোহণ॥
দেখিয়া অদ্ভুত হৈল সবাকার মনে।
এই কথা ঘরে ঘরে ঘোষে সর্ব্বজনে॥
হইল অদ্ভুত কথা কৃষ্ণ-অবতারে।
শুনিলে নিস্তার হয় বলি বারে-বারে॥
এক মনে শুনে যেই শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
গুণরাজ খাঁন বলে যমের নাহি ভয়॥

অর্জ্জুনের সুভদ্রা-হরণ

(গুর্জ্জরী-রাগ)

সুভদ্রা-হরণ কথা শুন একমনে।
দ্বারকা আসিয়া তারে হরিল অর্জ্জুনে॥
পূর্ব্বে ত' নারদ-মুনি হস্তিনা-নগরে।
পঞ্চভাই-সমেতে আজ্ঞা কৈল যুধিষ্ঠিরে॥
এক নারী দ্রৌপদী, স্বামী পঞ্চজন।
আমার নিয়ম বাক্য করিহ পালন॥
একদিন একজন করি পরিমিত।
কেহ ত' দেবর হব, কেহ ত' গর্ব্বিত॥
দিবসেক পরিমিত হব যার নারী।
তার মধ্যে আর জন নহিব অধিকারী॥
কদাচিৎ কেহ যদি সে ঘর যাইব।
বৎসরেক বনবাস সে জন করিব॥
নিবন্ধ করিয়া গেলা নারদ মুনিবর।
এইভাবে রঙ্গে রহি পঞ্চ-সহোদর॥
এক দিন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী লইয়া।
হাস্য-পরিহাস করে পালঙ্কে বসিয়া॥
নিশাকালে আচম্বিতে ব্রাহ্মণ-মন্দিরে।
সর্ব্বস্ব হরিয়া লয়ে যায় পাপ চোরে॥
বাহির হৈয়া ব্রাহ্মণ ডাকে উচ্চরায়।
রক্ষ রক্ষ, অর্জ্জুন, হইয়া সহায়॥
আপনার নাম শুনি অর্জ্জুন মহাবীরে।
নিদ্রা হইতে উঠিয়া চলিল সত্বরে।
অস্ত্রগৃহে প্রবেশ হইল অস্ত্র নিতে।
দেখিলা ত' রাজা তথা দ্রৌপদী-সহিতে॥

যুধিষ্ঠির তবে বৈল, কেন আইলে অর্জ্জুন।
এত রাত্রে অস্ত্র লয়ে কোথাকে গমন॥
উত্তর না দিল তাঁরে হাতে অস্ত্র লৈয়া।
ব্রাহ্মণ-আশ্রমে চোর ধরিল ত' গিয়া॥
চোর মারি ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব রাখিল।
প্রভাতে রাজা ঠাঁই গমন করিল॥
প্রণাম করিয়া বৈল রাজার চরণে।
এক বৎসরের বনবাস করিব গমনে॥
প্রতিজ্ঞা লজ্ঘিলে হয় ক্ষত্রিয়-বিনাশ।
করিনু মেলানি, আমি যাই বনবাস॥
তবে উঠি যুধিষ্ঠির তার হাতে ধরি।
কেনহ অর্জ্জুন তুমি হেন কর্ম্ম করি॥
দৈবে আজি তথা তুমি করিলে গমন।
না কর বনবাস, আমার বচন॥
পুনরপি চরণে পড়ি করে পরিহার।
ক্ষত্রী হয়ে লজ্ঘি সত্য, নহে ব্যবহার॥
এত বলি অর্জ্জুনবীর অরণ্য-ভিতরে।
বৎসরেক ছিল পার্থ গহন-গম্ভীরে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দ্বারকা-নগর।
দেখিল তথায় গিয়া রাম-দামোদর॥
অর্জ্জুন দেখিয়া হরি হরিষ হইল।
নানারঙ্গে কুতূহলে কত কাল গেল॥
একদিন অভ্যন্তরে ভ্রমি দুইজন।
পরম-সুন্দরী কন্যা দেখিল অর্জ্জুন॥
দেখিয়া পুছিলা কৃষ্ণে, কার এই নারী।
ত্রৈলোক্য-সুন্দরী কন্যা, রূপে বিদ্যাধরী॥
সকল লক্ষণযুক্তা, নূতন যৌবন।
বিভা নাহি হয় যেন, লয় মোর মন॥
অর্জ্জুন-বচন শুনি হাসে চক্রপাণি।
সুভদ্রা উহার নাম, আমার ভগিনী॥
না পাইয়া যোগ্য বর আছে মোর ঘরে।
ভাল বরে বিভা দিব, পাইলে তাহারে॥
এত শুনি অর্জ্জুন বিষ্ণুর বিদ্যমানে।
পুনরপি তার মুখ করে নিরীক্ষণে॥
দেখিতে দেখিতে মনে কৌতুক বাড়িল।
বুঝিয়া ত' শ্রীহরি অর্জ্জুনে বলিল॥
সুভদ্রার রূপে তুমি হইলে মোহিত।
স্বরূপে বলহ তুমি, করিব মনোহিত॥
কত পুণ্য-তপে পাই কন্যা সুলক্ষণে।
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা বলিল অর্জ্জুনে॥
অর্জ্জুনের কথা শুনি হাসে গদাধরে।
সুভদ্রা ভগিনী দিব বিভা যে তোমারে॥
কিন্তু এক বোল বলি, শুন মহাশয়।
বলভদ্র-মত, বিভা না দিবে তোমায়॥
তাঁর অগোচরে নাহি কাহার সাহস।
উপায় বলিব, শুন হইবেক যশ॥
দারুকে আনিয়া কৈল, শুন মহাজন।
সাজিয়া ত' রথ দ্বারে থাকিহ সর্ব্বক্ষণ॥
তবে ত' সুভদ্রা তুমি পাইবে একেশ্বরে।
কোলে করি রথে তুলি যাইবে সত্বরে॥
এই ত' উপায় আমি বলিনু তোমারে।
সত্বরে থাকিও তুমি কন্যা হরিবারে॥
এতেক আশ্বাস তারে বৈল গদাধরে।
কামে হত হয়ে বীর আপনা পাসরে॥
দিবা-রাত্রি-জ্ঞান তার নাহি পড়ে মনে।
সুভদ্রা-হরণ-কথা চিন্তে সর্ব্বক্ষণে॥
দৈবযোগে এক দিন সুভদ্রা-সুন্দরী।
স্নান করিবারে আইসে হয়ে একেশ্বরী॥
তখন অর্জ্জুন-বীর লইয়া তাহারে।
কোলে করি রথে তুলি যায় নিজ-পুরে॥
ধেয়ে গিয়া বলদেবে বৈল পুরজনে।
সুভদ্রা হরিয়া লয়ে যায় ত' অর্জ্জুনে॥
শুনিয়া ত' বলদেব ক্রোধ বড় মনে।
হেন কর্ম্ম করে বীর নাহি ত্রিভুবনে॥

ইন্দ্র-আদি যত দেব বৈসে সুরপুরে।
কাহার শকতি নাহি পুরী লঙ্ঘিবারে॥
শিশু হয়ে হেন কর্ম্ম করে ত' অর্জ্জুন।
আজি ত' মুষলে লব যমের ভবন॥
এত বলি মুষল লয়ে ধাইল সত্বরে।
পশ্চাৎ চলিলা যত যদুগণ বীরে॥
তার পিছে অস্ত্র লয়ে যান বনমালী।
ত্বরায় চলিলা তবে মনে কুতূহলী॥
ধরি ধরি মনে করি ধায়েন বলাই।
গোবিন্দের রথখান দেখেন তথাই॥
দারুক সারথি, রথ চালায় সত্বরে।
উলটিয়া দেখেন বীর আইসে গদাধরে॥
দেখিয়া রহিলা তবে দেব-সঙ্কর্ষণে।
গোবিন্দের মতে করে সুভদ্রা-হরণে॥
নিকটে গোবিন্দে দেখি বলে ক্রোধ-মনে।
রথ দিয়া করাহ তুমি সুভদ্রা-হরণে॥
করপুটে বলে হরি বলাই-বচনে।
আমি নাহি জানি, কোপ না কর আপনে॥
ভাল হৈল, যোগ্য বর সুভদ্রা পাইল।
তে-কারণে ধেয়ে গিয়া রথ না লইল॥
সম্পূর্ণ যৌবন তার সর্ব্বভাবে হইল।
এতদিন তার যোগ্য বর না পাইল॥
অর্জ্জুন-সম বীর নাহি এ তিন ভুবনে।
কুলে, শীলে, রূপে, গুণে মান্য সর্ব্বজনে॥
পিতামহ মোর বড় পাণ্ডুরে অর্চ্চিয়া।
দিলেন কুন্তীরে বিভা মহিমা করিয়া॥
চন্দ্রবংশ-প্রদীপ অর্জ্জুন মহাবীর।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, স্বধর্ম্ম শরীর॥
সুভদ্রা হরি' অর্জ্জুন যায় পলাইয়া।
চিত্তে দুঃখ না পাইল আমি ত' শুনিয়া॥
যোগ্যবর-কারণে চিত্তে দুঃখ না ভাবিল।
আপন মনের কথা তোমারে কহিল॥
নহে বাত ভাল মতে আপনি যান গিয়া।
ক্ষত্রিয়-বিধানে কৈল কার্য্য সে বুঝিয়া॥
এতেক বচন যদি শ্রীকৃষ্ণ বলিল।
ক্রোধ ছাড়ি বলদেব হাসিতে লাগিল॥
রথ দিয়া কৈলে তুমি সুভদ্রা-হরণ।
কপট করিয়া মোরে ভাণ্ডিলা নারায়ণ॥
এত বলি উঠে বীর লৈয়া সর্ব্বজনে।
অস্ত্র ছাড়ি সবে ঘর করিল গমনে॥
হেথায় অর্জ্জুন গিয়া হস্তিনা-নগরে।
কহিলা সকলকথা রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
শুনিয়া অদ্ভুত কথা হরিষ হইল।
সুভদ্রা হরিয়া গৃহে অর্জ্জুন আইল॥
নানাবাদ্য নৃত্য গীত মহোৎসব করি।
হেনবেলা রথ লয়ে আইলা শ্রীহরি॥
নানারত্নে ভূষিতা করি সুভদ্রা-ভগিনী।
অর্জ্জুনেরে বিভা দিল দেব-চক্রপাণি॥
হেনই অদ্ভুত কথা সুভদ্রা-হরণ।
গুণরাজ খাঁন বলে বন্দি নারায়ণ॥

শ্রীঅজামিল উপাখ্যান

(গুর্জ্জরী-রাগ)

যোড়হাতে বলি, নর, শুন এক চিত্তে।
নারায়ণ-নাম-ফল হইল যেমতে ॥
কান্যকুব্জ-দেশে বিপ্র নামে অজামিল।
ব্রহ্মচারি-ব্রতে পিতা-মাতারে সেবিল ॥
প্রতিদিন গ্রামে যায় বাহির উদ্যানে।
পুষ্প আনিবারে দ্বিজ করয়ে গমনে ॥
আনিয়া বাপেরে দিয়া করয়ে ভকতি।
পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি বিনে অন্তে নাহি মতি ॥
ভুঞ্জয় সংসার সুখ হইয়া তপস্বী।
কতদিনে বিভা কৈল পরমা-রূপসী ॥
দৈবেতে এক দিন সেই ত' উদ্যানে।
পুষ্প আনিবারে দ্বিজ করিল গমনে ॥
পুষ্প তুলি দ্বিজবর ভ্রমে ধীরে ধীরে।
দেখিল কুলটা নারী গহন-ভিতরে ॥
সঙ্গম করিয়া এক পুরুষ নড়িল।
সেই ত' কুলটা নারী তথায় রহিল ॥
দেখিয়া ত' দ্বিজবর কামে অচেতন।
তাহাতে মজিল মন না যায় ধারণ ॥
এড়িয়া বাপের সেবা তার হাতে ধরি।
আমারে ভজিয়া প্রাণ রাখহ সুন্দরী ॥
তবে সে কুলটা বলে করি পরিহার।
আমি দুষ্ট পাপমতি, তুমি ব্রাহ্মণ-কুমার ॥
কেন হেন কহ দ্বিজ, ত্রাস পাই মনে।
আমা এড়ি ঘর তুমি করহ গমনে ॥
আছয়ে তোমার ঘরে পরমা-সুন্দরী।
তাহা লয়ে ক্রীড়া কর, ছাড় পাপ-নারী ॥
চল চল দ্বিজ! বলি তোমার চরণে।
না শুনিল দ্বিজ বোল, হত কামবাণে ॥
ভুঞ্জিল শৃঙ্গার দ্বিজ লয়ে সেই নারী।
পিতৃ-মাতৃ, স্ত্রী, ঘর সকল পাসরি ॥
গ্রামান্তে গেল দ্বিজ লয়ে সেই জনে।
ঘর করি রৈল হয়ে ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণে ॥
তাহাতে মজিল চিত্ত রহিল চিরকাল।
অতি বড় শক্ত লেঠা বাড়িল বিশাল ॥
সাত পুত্র হৈল তার ঔরসে জনম।
অধর্ম্মে টুটিল আয়ু, নিকট মরণ ॥
দেখিয়া ত' কাতর অজামিল হইল।
মরণ সময়ে সব পুত্রকে ডাকিল ॥
আইলা ত' ছয় পুত্র দেখি একে একে।
ছোট পুত্রে দেখিবারে বাড়িল কৌতুকে ॥
কোথা গেল পুত্র মোর নাম নারায়ণ।
তাহা দেখি প্রাণ মোর করিব গমন ॥
হেনকালে যমদূত বড় ঘোরতরে।
লৌহপাশ লয়ে আইল তারে বান্ধিবারে ॥
তখন ত' দ্বিজবর মরণ সময়ে।
পুত্র নারায়ণ বলি ডাকে উর্দ্ধরায়ে ॥
সেই রায়ে প্রাণ তার করিল গমন।
চারি বিষ্ণুদূত তথা করিল গমন ॥
চতুর্ভুজ, গদা-পদ্ম-শঙ্খ-চক্রধর।
যমদূত সঙ্গে যুদ্ধ করিল বিস্তর ॥
মারিয়া ত' যমদূতে দ্বিজ কাড়ি নিল।
বন্ধন ঘুচায়ে তারে তিরস্কার কৈল ॥
মরণ সময়ে দ্বিজ প্রভু সঙরিল।
খণ্ডিল বন্ধন কোটীজন্মে যত ছিল ॥
চতুর্ভুজ হয়ে রথে করিল গমন।
কাঁদিয়া ত' দূত কহে যমে নিবেদন ॥
শুন শুন, যমরাজা অদ্ভুত একথা।
কোথাহ না পাই আমি এমন অবস্থা ॥

জন্ম গোঙাইল দ্বিজ কুলটা লইয়া।
আনিবারে গেলাম তোমার আজ্ঞা পাইয়া॥
দৈবের লিখন তার অধর্ম্ম বিশাল।
আনিয়া নরক ভুঞ্জাইতাম চিরকাল॥
লোহপাশ দিয়া আমি বান্ধিলাম তারে।
কাড়িয়া নৈল বিষ্ণুদূত মারিয়া আমারে॥
মারণের ঘা দেখ শরীরে আমার।
জানিনু তোমার কিছু নহে অধিকার॥
এত বলি দূত তবে করিল ক্রন্দন।
ক্রোধে উঠি যম তারে বলিল বচন॥
কহ কহ, ওরে দূত স্বরূপ-উত্তর।
বিষ্ণুদূতে কেন নৈল হেন পাপ-নর॥
শুন শুন, বলি রাজা, তোমার চরণে।
বিষ্ণুদূতে যত আজ কৈল অপমানে॥
অনেক অধর্ম্ম দ্বিজ কৈল মহীতলে।
নারায়ণ-নাম সেই কৈল মৃত্যুকালে॥
চতুর্ভুজ চারি দূত আসিয়া তখন।
মারিয়া আমাকে কাড়ি লইল ব্রাহ্মণ॥
বুঝিল তোমার কিছু নাহি অধিকার।
পার যদি কর তুমি ইহার বিচার॥
শুনিয়া দূতের বোল যম বৈল তারে।
সেই সব নরে নাহি আমার অধিকারে॥
না কর আক্ষেপ দূত স্থির কর মন।
হেনজনে আনিতে কভু না কর গমন॥
শুনিয়া যমের বোল সম্ভ্রমে উঠিয়া।
পুনরপি বলে দূত প্রণাম করিয়া॥
কোন্ কোন্ মূর্ত্তি তার, কোন্ অধিকার।
যার নাম নৈলে হয় নরকে উদ্ধার॥
কহ কহ মহারাজ শুনি সাবধানে।
আর-বার যেন তথা না করি গমনে॥
তবে যমরাজ বলে, শুনহ বচনে।
তাহা জানিবার শক্তি নাহি ত্রিভুবনে॥
নাহি রূপ, নাহি মূর্ত্তি, সংসার-ঈশ্বর।
সর্ব্বত্রে আছয়ে সেই, নহে গোচর॥
আমি বার-জনে জানি কিছু তাঁহার প্রসাদে।
তাঁহার নাম শুনি দুঃখ খণ্ডে অবসাদে॥
ব্রহ্মা, মহেশ্বর, বলি, নারদ-মুনিবর।
প্রহ্লাদ, জনক, মনু, ভীষ্ম নৃপবর॥
সনৎকুমার, আর কপিল মুনিবরে।
শুক জানয়ে, আমি জানি কহিনু তোমারে॥
আর কেহ নাহি জানি সংসার-ভিতরে।
তুমি কোন্ মতে দূত, জানিবে তাঁহারে॥
ক্রন্দন না কর দূত, হরিষ কর মন।
হেন জন আনিবারে তুমি না কর গমন॥
যমের বচন শুনি দূত ক্রন্দন ছাড়িয়া।
নড়িলা সত্বরে দূত হরিষ হইয়া॥
হেথা বিষ্ণুদূত তবে ব্রাহ্মণে লইয়া।
গেলা ত' বৈকুণ্ঠপুরী রথেতে চড়িয়া॥
চতুর্ভুজ হয়ে দ্বিজ তথায় রহিল।
নাম-ফল, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি কহিল॥
বুঝিয়া সংসার সব চিন্তহ নারায়ণ।
অনুক্ষণ চিন্ত সবে নিবেশিয়া মন॥
হরিনাম গাও চিত্তে শ্রম নাহি মনে।
গুণরাজ খাঁন বলে হরির চরণে॥

উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

(তুড়ী-রাগ)

দ্বারকায় ব্রহ্মার আগমন

হেনমতে নানারঙ্গে শ্রীমধুসূদন।
পৃথিবীর ভার হরি মারিয়া দুষ্টগণ॥
সৃষ্টির পালন করি ধর্ম্ম স্থাপিল মহীতলে।
স্ত্রী-পুত্র লইয়া ক্রীড়া করে কুতুহলে॥
নানাদান, নানা-যজ্ঞ করিল শ্রীহরি।
দেবের বিধানে পিতৃ-মাতৃ-সেবা করি॥
দ্বারকায়ে স্বর্গভূমি করিয়া মুরারি।
একশত পঞ্চবিংশতি বৎসর সেবা করি॥
হেথা স্বর্গে ব্রহ্মা তবে মনেতে চিন্তিল।
ভারাবতারণে হরি পৃথিবীকে গেল॥
মারিয়া দুষ্ট দৈত্য দেবকার্য্য করি।
আপনি পাসরি আছেন দেব শ্রীহরি॥
অনুমান করি ব্রহ্মা সব দেব লয়ে।
চলিলা দ্বারকাপুরী হরষিত হয়ে॥
দেখিল ত' গিয়া ব্রহ্মা দেব শ্রীহরি।
পুত্র-পৌত্র লয়ে সুখে আছেন মুরারি॥
করযোড় করি ব্রহ্মা বলিল বচন।
মোর বোল অবগতি কর নারায়ণ॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি নারায়ণ।
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, যত দেবগণ॥
পৃথিবী, আকাশ, তেজ, বায়ু, জলময়।
তুমি সর্ব্ব আধার, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়॥
নির্লেপ হও প্রভু, তুমি নারায়ণ।
মায়াপাতি কর সব, না জানে কোন জন॥
সুখ-দুঃখ দাতা তুমি, দেব শ্রীহরি।
কর্ম্মলক্ষ্য করি ভুঞ্জাহ, দেখিতে না পারি॥
পৃথিবীর বোলে সবে ক্ষীরোদেতে গিয়া।
দুঃখ নিবেদন কৈনু একচিত্ত হৈয়া॥
তথির কারণে তুমি মায়া ত' পাতিয়া।
হরিলে পৃথিবী ভার অসুর মারিয়া॥
অধর্ম্ম খণ্ডাইয়া কৈলে ধর্ম্মের উৎপত্তি।
তুমি পৃথিবীতে আছ, না বুঝয়ে মতি॥
বৈকুণ্ঠবাসী জনে অনাথ করিয়া।
মায়াপাতি আছ হেথা মানুষ ত' হৈয়া॥
না বুঝিয়া মনে কিছু আমি শঙ্কা করি।
না ভাণ্ডহ প্রভু মোরে বলহ শ্রীহরি॥
হাসিয়া সম্ভাষা করি বৈল নারায়ণ।
বসিতে আসন দিলা বৈস দেবগণ॥
যত বোল বৈলে, সব করিয়াছি মনে।
অচিরাতে বৈকুণ্ঠপুরী করিব গমনে॥
দর্পবান্ দৈত্য মারি যত কিছু কৈল।
সে-সব হৈতে কিছু অধিক ভার হৈল॥
আমার বংশেতে যত উপজিল বীর।
তেঞী কম্পবান্ ভূমি, কেমনে হব স্থির॥
ব্রহ্ম-শাপ লক্ষ্যকরি করিব নিধন।
অচিরাৎ করিব তবে বৈকুণ্ঠপুরী গমন॥
নিজবাসে নানা-সুখে চল প্রজাপতি।
নিজ-নিজ স্থানে গিয়া করহ বসতি॥
এতশুনি প্রজাপতি হরিষ হইয়া।
দেবগণ সঙ্গে নড়ে হর্ষচিত্ত হৈয়া॥
পাঠাইয়া দেবগণ চিন্তে নারায়ণ।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি করিব নিধন॥

মুনিগণের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থ দ্বারকা গমন

হেনকালে মুনিগণ আইল সেইখানে।
দ্বারকা আইল সবে কৃষ্ণ দরশনে॥
শুনিয়া ত' নারায়ণ অভ্যন্তরে গেলা।
সব মুনিগণ আসি দ্বারেতে বসিলা॥

হেনকালে প্রদ্যুম্ন-আদি যত যদুগণ।
ক্রীড়া করি সবে ঘর করিলা গমন॥
দ্বারে বসি ছিলা সব মহাতপোধন।
জিজ্ঞাসিল, কেন সবে করিলে গমন॥
বসিতে আসন দিল বিনয় করিয়া।
তুষ্ট হৈল মুনিগণ যাদব দেখিয়া॥
বৈল কৃষ্ণ দরশনে করিলাম আগমন।
জানাহ গিয়া যথা আছেন নারায়ণ॥

সাম্বকর্ত্তৃক মুষল প্রসব

অভ্যন্তরে গেলা, তথা না দেখিলা গোবিন্দাই।
মায়া এক স্ত্রী লইয়া আইলা তথাই॥
সাম্ব-নামেতে কুমার স্ত্রীবেশ করি।
লৌহপাত্র উদরে দিয়া গর্ভিণী-রূপ ধরি॥
অতি দুঃখে বলে নারী লজ্জা পরিহরি।
কোন্ জন্তু প্রসবিব, বল দৃঢ় করি॥
কুমারের বচন শুনি মনে চিন্তা কৈল।
জানি সব, দুর্ব্বাসা-মুনি ক্রোধ বড় হৈল॥
জানিল সকল-তত্ত্ব, শুন যদুগণ।
গর্ভ প্রসব হইবে মুষল এইক্ষণ॥
তাহাতে তোমার বংশ সব নাশ হব।
হেন অদ্ভুত বস্তু সকলে দেখিব॥
বলিতে পড়িল গর্ভ হইয়া মুষল।
দেখিয়া কম্পিত হৈলা কুমার-সকল॥
ক্রোধ করি মুনিগণ রহিলা তথাই।
মুষল লইয়া গেলা যথা গোবিন্দাই॥
জানিয়া সকল তত্ত্ব, শ্রীমধুসূদন।
মুনি সম্ভাষিতে রথে করিল গমন॥
দেখিলা তথায় গিয়া নাহি মুনিগণ।
ব্রহ্মশাপে হতচিত্ত দেখি যদুগণ॥
কাঁদিয়া ত' বৈল সবে গোবিন্দ-চরণে।
অল্প দোষে শাপ মুনি বৈল ক্রোধ-মনে॥

কি করিব, কি করিব, শ্রীমধুসূদন।
ব্রহ্মশাপে ব্যাকুল হইল যদুগণ॥
কপট করিয়া হরি বলিল তাহারে।
ব্রাহ্মণের শাপ আমি নারি খণ্ডিবারে॥
কেন হেন মন্দ কর্ম্ম কৈলে পুত্রগণ।
বলিতে বলিতে চিন্তা কৈল নারায়ণ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া হরি বৈল পুত্রগণে।
মুষল লৈয়া প্রভাসে করহ গমনে॥
ঘষিয়া ক্ষয় কর গিয়া পাষাণ-উপরে।
ক্ষয় হইলে ভয় নাহিক তাহারে॥

যদুকুল নিধনার্থ শ্রীকৃষ্ণের মায়া বিস্তার

কৃষ্ণের বচন শুনি সব যদুগণ।
মুষল লইয়া প্রভাসে করিল গমন॥
ঘষিয়ে ক্ষয় কৈল তাহা কৃষ্ণের বচনে।
ঈষৎ শেষে সমুদ্রেরে ফেলি করিল গমনে॥
গোসাঞীর বচন যত খণ্ডন না যায়।
লৌহকাথা এরকাবন জন্মিল তথায়॥
অবশেষ জলের মৎস সমুদ্রে গিলিল।
ধরিয়া ত' মৎস্য-জীবি তাহারে তুলিল॥
কাটিতে লৌহ তার উদরে দেখিল।
পাইয়া ত' জরা তাহা কিনিয়া লইল॥
ফলা করি দিল তাহা কাণ্ডের উপরে।
ঘরে আইল থুইল তাহা মৃগ মারিবারে॥
হেনমতে মায়া পাতি আছে গোবিন্দাই।
হেনকালে উদ্ধব সে দেখিল তথাই॥
ত্রিদশের নাথ গোসাঞী সংসারের সার।
ভারাবতারণে হরি পৃথিবীর ভার॥
ব্রহ্মশাপ মনে চিন্তি মায়া ত' পাতিয়া।
ছাড়িব পৃথিবী হেন লয় মোর হিয়া॥
নিজদাস বলি মোরে বল সর্ব্বক্ষণ।
কপট করিয়াছ মোরে দেব-নারায়ণ॥

এতবলি উদ্ধব কৃষ্ণের পার্শ্বে গিয়া।
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে চরণে ধরিয়া॥
উদ্ধবের করুণা দেখি শ্রীমধুসূদন।
হাসিতে হাসিতে বলে মধুর বচন॥

উদ্ধব সমীপে শ্রীকৃষ্ণের নিজ অভিলাষ কথন

ভারাবতারণে মোর পৃথিবী গমন।
করিনু দেবের কার্য্য মারি দুষ্টজন॥
কত দিন থাকিতে চিন্তিনু মুঞি মনে।
যাইতে বৈকুণ্ঠপুরী বৈনু দেবগণে॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া আমি চিন্তিনু মনে মনে।
কি করিনু আসি আমি ভারত-ভুবনে॥
যতেক মারিনু ক্ষত্রী পৃথিবী ভিতরে।
তা' হতে অধিক হৈল দ্বারকা-নগরে॥
মোর বংশে উপজিল যত যত বীর।
এসব থাকিলে ভূমি কেমনে হব স্থির॥
ব্রহ্ম শাপ উপলক্ষে ক্ষয় করিব সকল।
বুঝিয়া চিন্তহ তুমি আপন কুশল॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বোল করয়ে ক্রন্দন।
কেমনে উদ্ধার মোর হব নারায়ণ॥
তবে ত' সদয় হরি নিভৃতে বসিয়া।
কহিল পরম-তত্ত্ব উদ্ধবে আনিয়া॥
শুন শুন প্রিয় উদ্ধব ধরহ বচন।
ত্যজিয়া সকল মোহ তত্ত্বে দেহ মন॥
যত দেখ উদ্ধব সকল অকারণ।
ধন, জন, পুত্র, পৌত্র, যত বন্ধুজন॥
সংসারের নাহি মোহ, চিন্ত নারায়ণ।
সেই সে সংসারের সার, সেই নিরঞ্জন॥
সবায় আছয়ে, কারে না করে পরশে।
হর্ত্তা কর্ত্তা ভর্ত্তা হয় জগতে প্রকাশে॥
তাহা ত' চিন্তিলে হয় সেই-নিরঞ্জন।
বিস্ময় ঘুচাহ চিত্ত, স্থির কর মন॥

শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উদ্ধবের প্রশ্ন

এত শুনি পুনরপি যুড়ি দুই হাত।
কেমনে পরম-তত্ত্ব জানি জগন্নাথ॥
কোন্ কালে, কোন্ গুরু, কোন্ দেশে রই।
কেমনে চিন্তিব তোমা শুন গোবিন্দাই॥
তোমা তরে আমার চিত্ত স্থিররূপ নয়ে।
উদ্ধার করহ হরি মায়া কর ক্ষয়ে॥
তোমার সেবন ছাড়ি মুঞি না জানিনু আন।
কহিয়া পরম-তত্ত্ব, দেহ জ্ঞান দান॥
এতেক বলিল উদ্ধব কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে।
দয়া করি কহ, জ্ঞান হয় যেন মতে॥

নিমি-যোগেন্দ্র-প্রসঙ্গ

উদ্ধবের বোল শুনি ত্রিদশ-ঈশ্বর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক কহিল উত্তর॥
পূর্বে মিথিলার রাজা নিমি মহাশয়।
নির্ব্বিকার হৈয়া রাজা যজ্ঞ সে করয়॥
আচম্বিতে তথি নবসিদ্ধ-আদি করি।
কৌতুকে ভ্রমিতে আইলা মিথিলা-নগরী॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা মুনিগণ-সঙ্গে।
পূজিল উঠিয়া তারে বড়ই ত' রঙ্গে॥
প্রণতি-বিনতি করি যুড়ি দুই কর।
কি কারণে আগমন হৈল মুনিবর॥
মহাভাগবত সবে জানিল কারণে।
কেমনে সেবিব বল, দেব-নারায়ণে॥
শুনিয়া রাজার বোল হাসিতে লাগিল।
আনন্দে পূরিয়া মন রোমাঞ্চিত হইল॥
তোমার বচনে রাজা হরিষ পাইনু মনে।
প্রভুর বচন যত কহিব যতনে॥

ত্রিবিধ ভাগবত-লক্ষণ

বড় ভাগ্যবান্ তুমি, শুন নরপতি।
প্রভু পাই যেন মতে, করহ আরতি॥

উত্তম, অধম, মধ্যম গুণি ত্রিবিধ প্রকারে।
যেই যেনমতে সেবে, সেইরূপ ধরে॥
সর্ব্বভূতে সম ভাব, আত্মসম দয়া।
পুরীষে চন্দনে সম একত্র করিয়া॥
অপমানে দুঃখ নাই, সম্মানে সুখ নয়।
'উত্তম ভাগবত' সেই, শুন মহাশয়॥
সদাই শ্রীহরি চিন্তে, বৈষ্ণব-সনে মেলা।
ভাল-মতে নাহি ছাড়ে পৃথিবীর খেলা॥
সংসার অসার জানে, সব হরিময়।
কাম্য ভোগ না করিয়া হরি-সেবা পায়॥
সুখ-দুঃখ মনে যত, সম্মান, ভোজন।
ভুঞ্জিয়া বিষম সব, ভজে নারায়ণ॥
হেনমতে হরি চিন্তে, হরিতে প্রণতি।
'মধ্যম তাগবত' হয়, শুন মহামতি॥
হরিগত চিত্ত, আন দেব নাহি পূজে।
সংসার অসার জানে, সেই মোহে নাহি পূজে॥
আপন শরীরে হরি জানিয়া না জানে।
প্রতিমা স্থাপন করি করয়ে সেবনে॥
স্থূল-সূক্ষ্ম-ব্যাপিত, বিভাগ নাহি করে।
বৈষ্ণবজন পাইলে নয় হরিষ-অন্তরে॥
হরি গায়, হরি চিন্তে, নিস্পৃহ সে নয়।
'অধম ভাগবত' রাজা এই জন হয়॥
নানা-রঙ্গ ক্রীড়া করে উন্মত্তের বেশে।
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ না করে পরশে॥
জিতবুদ্ধি হইয়া সব ভ্রময়ে নগরে।
হরিময় জীব দেখি সকল সংসারে॥
উত্তম-উত্তম বলি, জানিহ, এই জনে।
এত বলি নবসিদ্ধ করিলা গমনে॥
এই কথা নারদ-মুনি দ্বারকা আসিয়া।
মোর বাপ বসুদেবে কহিল হাসিয়া॥
কেবা গুরু হব, উদ্ধব বলহ বচন।
তার কথা কহি শুন, স্থির কর মন॥

অবধূতের চতুর্ব্বিংশতি গুরুকরণ-প্রসঙ্গ

পূর্ব্বে ছিল যদুরাজা, মুনি মহাশয়।
অবধূতবেশে তবে আইলা তথায়॥
মহাযোগী দেখি রাজা সম্ভ্রমে দেখিয়া।
বসাইল আসনে তারে ষড়ঙ্গে পূজিয়া॥
মিষ্ট-অন্ন-পান দিয়া করাইল ভোজন।
জিজ্ঞাসিল গোসাঞি কেনে আগমন॥
রাজার বচন শুনি অবধূত হাসে।
আপন ইচ্ছায় আমি ভ্রমি দেশে দেশে॥
যতেক দেখহ সব আমার ভুবন।
দেখিয়া বেড়াই আমি হরি-প্রিয়জন॥
অবধূত-বোলে রাজা হরিষ অন্তরে।
গুরু হইয়া উদ্ধার মোরে এ-ভব-সংসারে॥
শুনিয়া রাজার বোল হাসিতে হাসিতে।
কেহ কার গুরু নহে, শোন এক চিত্তে॥
ব্রহ্মচারি-রূপে বুলি সকল-নগরে।
কোন্ গুরু সেবিলে খণ্ডে ভব-মহাঘোরে॥
হেনমতে নারায়ণ-চরণ সেবিতে।
চতুর্ব্বিংশতি গুরু কৈল নিজবুদ্ধি হৈতে॥
প্রথমে পৃথিবী মোর একগুরু হৈল।
সর্ব্বংসহা হৈয়া কিছু দুঃখ না গণিল॥
দেখিয়া তাহার মন ক্রোধ সে জিনিল।
মান-অপমান আমি সমভাবে কৈল॥
দ্বিতীয়ে পবন মোর আর গুরু হৈল।
সর্ব্বত্র সঞ্চরে তবু লিপ্ত না হইল॥
তেঞি সে ভ্রমিয়া বুলি সকল সংসারে।
সবগুণে রূপ ধরি হৈয়া নির্ব্বিকারে॥
তৃতীয়ে করিল গুরু দেখিয়া আকাশে।
সর্ব্বত্র আছয়ে কোথা না পরশে॥
হরি-চিন্তি আছি মুক্তি সেই গুরু করি।
ভ্রমিয়া সংসার বুলি, কাহে পরশ না করি॥

চতুর্থে ত' আর গুরু জল দেখি কৈল।
স্বচ্ছন্দ-হৃদয় সর্ব্বজনপ্রিয় হৈল॥
তার গুণ দেখিয়া মোর হৃদয় নির্ম্মল।
হরি চিন্তি কৈল মুঞি জনম সফল॥
পঞ্চমে ত' আর গুরু কৈল হুতাশন।
ভাল-মন্দ পুড়ি করে আপন-সমান॥
তারগুণ দেখি আমি ভেদ নাহি করি।
পুরীষ-চন্দন দুই সম করি ধরি॥
ষষ্ঠে ত' আর গুরু চন্দ্র মহাশয়।
আপনি না মরে, পুনি কলা করে ক্ষয়॥
তাহা হইতে হইল মোর গেয়ান নিশ্চয়।
শরীরের মৃত্যু আছে, আত্মা সে অক্ষয়॥
সপ্তমে ত' সূর্য্য গুরু হইল সংসারে।
জলে স্থলে দর্পণেতে দেখিয়ে তাহারে॥
তেঞি সে জানিল আমি—এক নিরঞ্জন।
নানা-ভোগ সংসারেতে তাহার কারণ॥
অষ্টমে কপোত মোর গুরু যেন মতে।
কহিব সকল কথা, শুন একচিত্তে॥
দম্পতি-সহিত সুখে বসয়ে কাননে।
ধরিল কোপতী গর্ভ স্বামি-বিদ্যমানে॥
চারি গোটা ডিম্ব পাড়ি চারি ছাও কৈল।
দম্পতি-পোষণে সেই শিশু বড় হইল॥
আহার আনিতে দোঁহে করিল গমন।
হেন কালে আক্ষটী এক গেলা সেই ত' কানন॥
উহুকুলা (তণ্ডুলের কণা) দিয়া তথি জাল পাতিল
মায়া-মোহ দিয়া চারি শিশু বন্দী কৈল॥
দম্পতী আইল তবে আহার লইয়া।
না দেখিয়া পুত্রে বুলে কানন চাহিয়া॥
দেখিল ত' জালে বন্দী আক্ষটীর স্থানে।
মূর্চ্ছিতা কপোতী হৈল হরিয়ে চেতনে॥
শোকেতে ব্যাকুল হৈলা না জানে আপন পর।
পুত্র, পুত্র,— বলি কপোতী জালের উপর॥
ধরিয়া আক্ষটী তারে বান্ধিল যতনে।
গাছে থাকি কপোত সন্তাপে মনে-মনে॥
হা হা প্রিয়ে, প্রাণসমা, বান্ধয়ে তোমারে।
হের চারি পুত্র প্রাণ বঞ্চয়ে আমারে॥
তোমা বিনা শূন্য মোর সকল সংসার।
ধর্ম্মচারিণী প্রিয়ে না দেখিব আর॥
সুস্বর-বচনে পুত্র সম্বোধিলে মোরে।
হের চারি পুত্র প্রাণ ছাড়য়ে শরীরে॥
প্রাণেশ্বরী প্রিয়া মোর, পাঁজর বিদরে।
পুত্রশোকে প্রাণ কেন আছয়ে শরীরে॥
ভাবিতে ভাবিতে শোকে হৈলা অচেতন।
আক্ষটীর পাশে তবে করিলা গমন॥
নিকট হইল মৃত্যু, তাহা নাহি দেখে।
শোকেতে ব্যাকুল হয়ে কাহে না অপেক্ষে॥
শোকেতে মরয়ে লোক সংসার ভিতরে।
পুত্র পুত্রী বলি পড়ে জালের উপরে॥
ছয় পক্ষী পেয়ে ব্যাধ হরিষ পাইল মনে।
কৃতার্থ হইয়া ঘরে করিল গমনে॥
শোকেতে মরয়ে লোক, সকল জানিল।
তাহার উপদেশে আমি শোক পাসরিল॥
নবমেতে আর গুরু (অজগর) দেখিনু কাননে।
সুখে শুতি মুখ মেলি থাকে সর্ব্বক্ষণে॥
দৈবেতে আনিয়া তারে আহার মিলায়।
মুখ-অভ্যন্তরে গেলে ধরিয়া যে খায়॥
তার গুণ দেখি আমি হরিষ মন কৈল।
আহারের চেষ্টা আমি সকল ছাড়িল॥
যেই সৃজিলেক, সেই দিবেক আহার।
তা' দেখি ছাড়িল অর্থ চেষ্টা আপনার॥
দশমে সমুদ্র মোর বড় গুরু হইল।
কূলে বসি দেখি টুটি-বৃদ্ধি না হইল॥
বর্ষাকালে নদ-নদী পূরয়ে তাহারে।
তাহাতে অঙ্গুলি মাত্র বৃদ্ধি নাহি ধরে॥

গ্রীষ্মকালে নিতি জল পায় ক্ষয়।
তথাপি সমুদ্রে জল সমানেতে রয়॥
তার গুণ দেখি মনে হরিষ হইল।
সুখে দুঃখে হর্ষ-ক্ষোভ কিছু না লইল॥
একাদশে গুরু মোর পতঙ্গ হইল।
আহার বন্ধনে অগ্নিতে পুড়িয়া মরিল॥
তেঞি ত' জানিনু মুঞি সংসার ভিতরে।
যেই তথি আসক্ত হয়, সেই অবশ্যই মরে॥
দ্বাদশে গুরু মোর মধুকর হইল।
সার মধু লয়ে পুষ্পে সত্বরে উড়িল॥
দেখিয়া ত' জানিনু আমি, সংসার অসার।
সবে-মাত্র নারায়ণ-প্রভু কর সার॥
ত্রয়োদশে মধুমাছি আর গুরু হইল।
নানা পুষ্পের মধু আনি সঞ্চয় করিল॥
না খাইয়া না দিয়া সঞ্চয় করয়ে।
প্রাণে মারি মধুয়া সকল মধু লয়ে॥
তাহা দেখি জানিনু সঞ্চয় বড় কাল।
সঞ্চয়েতে নষ্ট হয় পৌরুষ-বুদ্ধি-বল॥
চতুর্দ্দশে করিবর আর গুরু হইল।
মায়া-হস্তী-লোভে সেই কাননে বন্দী হইল॥
শিকারি-হস্তিনী রহে দুর্গম করিয়ে।
কামে মত্ত হয়ে হস্তী তথিতে পড়য়ে॥
তেঞি সে জানিনু, নারী বড় মায়া হয়।
নিকটে থাকিলে মুনির মন মোহয়॥
তাহা দেখি জ্ঞান মোর হইল উপার্জ্জন।
এড়িনু ত' স্ত্রী মুঞি জানয়ে কারণ॥
পঞ্চদশে হরিণী মোর আর গুরু হইল।
গীতে মোহিত হইয়া পরাণ হারাল॥
গ্রাম্য-স্ত্রী গীত গায়ে, মোহে ত' সংসার।
নারায়ণ-কথা ভিন্ন না শুনিনু আর॥
ষোড়শে মৎস্য মোর আর গুরু হইল।
বড়িশী-আহার-লোভে পরাণ হারাল॥
তাহা দেখি লোভ মুঞি ছাড়িনু সংসারে।
ফল-মূল-জল মাত্র ভরিল উদরে॥
সপ্তদশে গুরু হৈল পিঙ্গলা নামে নারী।
তার কথা শুন রাজা, মন স্থির করি॥
দারী হৈয়া নগরে আছে সর্ব্বকাল।
সেই বৃত্ত্যে ধন জন বাড়িল বিশাল॥
চিরকাল সেই রসে অধিক বাড়ই।
একদিন সদাগর আইলা তার ঠাঞি॥
না বলিহ আন জনে, না করিহ রঙ্গে।
বহু ধন দিব আমি, থাকিবে মোর সঙ্গে॥
সেই লোভে পরিহরি আর সব জনে।
এক ভাবে করিয়াছে হইয়া মোহনে॥
দৈবে ত' সাধুর তথা নহিল গমন।
আসিব আসিব বলি চাহে ঘনে ঘন॥
দ্বার, বাহির, ঘর আসা যাওয়া করে।
প্রহরেক রাত্রি গেলা দ্বিতীয় প্রহরে॥
তবু না আইল সাধু চিন্তয়ে হতাশ।
বসিয়া থাকিল সেই হইয়া নিরাশ॥
তৃতীয় প্রহর গেল নহিল গমন।
ধরণী বসিয়া তবে চিন্তে মনে মন॥
কেনে পাপ আশা আমি বাড়াইনু চিত্তে।
আপনি মরিলে মোর কি করিবে বিত্তে॥
এতেক করিনু মুঞি এজন্ম ভিতরে।
আপন বলিয়া কেহ না বলিল মোরে॥
মিথ্যা ধন জন সব যৌতুক শৃঙ্গার।
মরিলে নরকে মোর নাহিক নিস্তার॥
এড়িয়া সকল আশা—মিথ্যার কারণে।
প্রভাতে করিব কালি তীর্থেতে গমনে॥
নৈরাশ হইয়া বেশ্যা শুতিলা নানা সুখে।
সব ত্যজি হরি চিত্তে খণ্ডাইয়া দুঃখ॥
তাহার কারণে আশা ছাড়িনু সংসারে।
'নৈরাশ পরম সুখ' কহিলাম তোমারে॥

অষ্টাদশে কুরর পক্ষ আর গুরু হইল।
যেই মাংস খণ্ডে সেই মরণ এড়াল॥
তার তুণ্ডে মাংস দেখি আর পক্ষগণ।
মাংস লোভে মারিতে তারে করিল গমন॥
চতুর হইয়া সেই মাংস এড়িল।
কেহ নাহি মারে, সেই মরণ এড়াইল॥
নির্ধন পুরুষে ভয় নাহিক সংসারে।
সেই গুণ সঙর মুঞি, শুন নৃপবরে॥
উনবিংশে শিশু-সব মোর গুরু হইল।
শরীরেতে ভয় চিন্তা কিছু না হইল॥
বাল্যভাবে সুখ বিনা কিছু নাহি জানে।
বালক হৈয়া আমি চিন্তি নারায়ণে॥
বিংশতিতে গুরু মোর কুমারী হইল।
তাহার প্রসাদে মোর সঙ্গ ঘুচিল॥
দম্পতী ঘর করে লঞা কন্যা-খানি।
বিভা দিব বলি তারে ঘরে পাত্র আনি॥
অতিথি করিতে দ্বিজ গেল ভিক্ষা-তরে।
জল আনিবারে ব্রাহ্মণী গেলা ত' সত্বরে॥
ছিয়া লৈয়া কন্যা ধান্য কুটে শূন্য ঘরে।
দুই হাতে শঙ্খ বাজে বড় লজ্জা করে॥
দুই গাছি রাখি আর দুগাছি বাহির করিল।
তথাপি হাতের শঙ্খ বাজিতে লাগিল॥
এক গাছি রাখি অন্য গাছি বাহির করিল।
না বাজয় শঙ্খ সে হরিষ-মন হৈল॥
তা' দেখি সংহতি মোর আছিল যে জন।
তাহা দূর করি মুঞি করিনু গমন॥
দ্বৈধ-মন, সন্দ-মন—দ্বিতীয় সঙ্গতি।
সব সঙ্গ ছাড়ি কৈল নিরঞ্জনে মতি॥
একবিংশে লৌহকার আর গুরু হৈল।
একদৃষ্ট্যে তীর-কাণ্ড, আর দৃষ্টি না হইল॥
সর্ব্ব-সৈন্যে যায় রাজা তার পাশ দিয়া।
না দেখে তাহা-সবাকে কাণ্ডে চিন্তিয়া॥
এক দৃষ্ট্যে মনে যবে ধরিয়ে ধ্যায়ান।
অবশ্য ঘটয়ে সেই. নাঞি হয় আন॥
সেই উপদেশে আমি এক ধ্যান করি।
কায়মনোবাক্যে আমি চিন্তি যে শ্রীহরি॥
দ্বাবিংশে সর্প মোর আর গুরু হৈল।
পর ঘর, সুখে বঞ্চে, ঘর না করিল॥
ঘর-দ্বার বান্ধি দুঃখ পাব কি কারণে।
যথা-তথা বৃক্ষ-ছায়া বঞ্চি একমনে॥
ত্রয়োবিংশে কর্কটী (ঊর্ণনাভ) গুরু হইল।
অল্প উদরেতে অনেক সূত্র কেমতে হইল॥
মরিয়া রহিল পেটে সূত্র কিছু নাই।
এমত মায়াতে সৃষ্টি করেন গোঁসাই॥
দেখিল সকল সৃষ্টি, কার কেহ নয়।
ভাবিয়া নিরঞ্জন পদ থাকি নিরালয়॥
চতুর্বিংশে কুমীরকে আর গুরু মোর যে হইল।
তাহা হইতে স্বরূপ-তত্ত্বে জ্ঞান উপজিল॥
একগোটা পতঙ্গ যখন মাত্র ধরে।
তাথে চিত্ত মজাইয়া সেই জীব মরে॥
তাহারে চিন্তিতে সেহি ছাড়য়ে জীবন।
মৃত্তিকা আচ্ছাদি তারে করে অপেক্ষণ॥
মৃত্যুকালে তারে দেখি সেইরূপ হৈল।
কুমীরকে হৈয়া পতঙ্গ-সংহতি চলিল॥
তা' দেখিয়া চিন্তি মুঞি শ্রীমধুসূদন।
ভাবিতে ভাবিতে যেন পাই নিরঞ্জন॥
এতেক চিন্তিয়া তবে অবধূত নড়ে।
শুনিয়া পরমতত্ত্ব মোহপাশ এড়ে॥
শুনহ উদ্ধব, গুরু কার কেহ নয়।
আপনা আপনি গুরু, জানিহ নিশ্চয়॥
শুনহ সংসার-লোক হরি-তে দেহ মতি।
গুণরাজ খাঁন বলে হরি পদে গতি॥

সাংখ্যযোগ-কথন

(পঠমঞ্জরী-রাগ)

পুনরপি উদ্ধব বলে যুড়ি দুই কর।
বিষম তোমার মায়া, শুন গদাধর॥
যেমতে খণ্ডয়ে মোর মোহপাশ-বন্ধন।
পুনরপি গর্ভবাসে না করি গমন॥
উদ্ধব বচন শুনি, হাসে নারায়ণ।
পুনরপি কহে তারে গর্ভের কারণ॥
উৎপত্তি-সময় হইলে জননী-উদরে।
প্রবেশিয়া বীর্য্যরূপে থাকে অভ্যন্তরে॥
পুষ্প-কাননে তবে দৈবের ঘটনে।
রজঃ-বীর্য্য যোগ হয় বুদবুদ-লক্ষণে॥
উদ্ধব এ তত্ত্ব শুন, চিন্ত নারায়ণ।
জননী-জঠরে দুঃখ না যায় খণ্ডন॥
এক মাসে বীর্য্য-রজঃ একত্র হইয়া।
দুই মাসে বিম্ববৎ সঞ্চয় হইয়া॥
তৃতীয়-চতুর্থ মাসে অবয়ব ধরে।
পাঁচ মাসে জীব ব্যক্ত হয় ত' শরীরে॥
ষষ্ঠ সপ্তমে অধোমুখে থাকে যোগাসনে।
মাতৃ-যানিমুখ সদাই করে নিরীক্ষণে॥
মল-মূত্র ব্যাপ্ত হয় চন্দন-শরীরে।
জননী আহারে, তাই করয়ে আহারে॥
পূর্ব্বার্জিত পাপ-পুণ্য, যত সব কৈল।
সকল আসিয়া মনে সঙরণ হৈল॥
ভুঞ্জিল নরক যত সেই যমলোকে।
তাহা গুণিতে উদ্ধব, অধিক মন কাঁপে॥
যম-যাতনা-দুঃখ অল্প করি মানি।
যোগ নিদ্রায় গর্ভবাস জন্ময়ে যখনি॥
তখন অধিক দুঃখ সহন না যায়।
নিত্য মনে হয়, যেন পুনঃ গর্ভ-বাস নয়॥
হেনই নরক হয় জঠর-জননী।
দশমাস দশযুগ-অধিক হেন মানি॥
যেন নাহি যাই আর জননী জঠরে।
চিন্ত নারায়ণ, বলে বসু মালাধরে॥

(ভৈরবী-রাগ)

গর্ভ-যাতনা-দুঃখ গুণি মনে মনে।
গর্ভ ত্যজি হরি-চিন্তা করিব ধেয়ানে॥
ভূমিষ্ঠে পাসরে সব তাহার মায়ায়।
ক্রন্দন করিয়া স্তনপান মাগে মায়॥
পাসরিল যত সব চিন্তিল উদরে।
হরির মায়া সব, হরি করতারে॥
কত দিনে বাপ-মায়ে পালন করিতে।
ধরিল অদ্ভুত দেহ, দেখিতে অদ্ভুতে॥
যৌবন-প্রবেশ হইলে আন নাহি মানে।
কেমনে বিষয় ভুঞ্জিব, চিন্তে সর্ব্বক্ষণে॥
সেই যোনিতে জন্মিয়া উদ্ধব বড় পাইলা দুঃখ।
তাহাতে ভুঞ্জিতে অধিক বাড়ে সুখ॥
পাসরিলে নারায়ণ, করি অহঙ্কার।
মল-মূত্রে, মাংস-রক্তে ভুঞ্জয়ে শৃঙ্গার॥
হেনমতে যৌবন গেল, জরা পরবেশে।
তবু ত' নাহিক মনে হরিনাম-লেশে॥
পুত্র-পৌত্র-কলত্র-মধুরবাক্য শুনি।
হরিষ বাড়য়ে, মৃত্যু নিকট না জানি॥
এতেক জানিয়া উদ্ধব না করিহ হেলা।
ভবসাগর তরিতে হরি বিনা নাহি ভেলা।
নারায়ণ-পাদপদ্ম চিন্ত অনুক্ষণ।
বলে মালাধর বসু তারণ-কারণ॥

কর্ম্মযোগ-কথন

(কামোদ-রাগ)

পুনরপি উদ্ধব বলে করিয়া বিনয়।
জানিনু উপদেশ আমি, তোমার মায়ায় ॥
সাংখ্য-যোগে চিত্ত মোর স্থির নহে মতি।
কর্ম্মযোগ মোরে বল, করিয়ে প্রণতি ॥
শুনিয়া উদ্ধব-বোল হাসি নারায়ণ।
কর্ম্মযোগ তবে তারে কহিল কথন ॥
"মিথ্যা বিষয় হইতে স্বরূপে দেহ মন।
মন-হেন সারথি আছে বিচক্ষণ ॥
তাহে অনুগত হৈয়া চিন্ত নারায়ণ।
তবে ত' খণ্ডিবে সব সংসার-বন্ধন ॥
সুষুম্না-নামেতে মাঝে চিত্রা নামে প্রিয়া।
অভিমানে অধোমুখে আছেন শুতিয়া ॥
ইড়া, পিঙ্গলা দুই সখী বসাইয়া।
তার মধ্যে চিন্ত হরি কমল তুলিয়া ॥
প্রথমে ত' অধোমুখে পদ্ম চারি দলে।
ষট্ দলে পদ্ম বসয় লিঙ্গমূলে ॥
নাভি সরো-মধ্যে পদ্ম আর দশ দলে।
তবে ত' পাইবে উদ্ধব হৃদয়-কমলে ॥
দ্বাদশ দল সেহ ব্রহ্মার নিলয়।
মধ্যেতে আসিয়া তপ্ত হেমেতে মিশায় ॥
চিত্রা-নারী বশ কর বিষয় তেজিয়া।
তার মধ্যে চিন্ত হরি কমল তুলিয়া ॥
মোহ বশে বসি' কমল না যায় বন্দন।
তবে ত' দৃঢ় নিগূঢ় আছে হরির সাধন ॥
হেলা না করহ তারে, আছে বড় সন্ধি।
ভজিলে ত' নারায়ণ মন হয় বন্দী ॥
শূন্যে চিন্তিলে লয় অনেক যতনে।
স্থূলরূপে চিন্ত হরি কমল-লোচনে ॥

পুনরপি উদ্ধবে বলেন নারায়ণে।
কহিব পরমতত্ত্ব, শুন মহাজনে ॥
আপনি আপন গুরু, আপনিই শিষ্য।
একভাব করিয়া দেখ সকল মনুষ্য ॥
আপনে আপন মিত্র, আপনে সে বৈরী।
আপনার ভাল-মন্দ, আপনি সে করি।
কর্ম্মপাশে বদ্ধ আত্মা করয়ে ভ্রমণ।
পরবশ হৈয়া সুখ-দুঃখের ভাজন ॥
গৃহ-পুত্র-পরিবারে সংসার-বিলাস।
কেহ কার নহে, পুনঃ করয়ে বড় আশ ॥
নবদ্বারে ঘর আত্মা বন্ধিয়া মায়ায়।
মন-সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণে সংসার ভুঞ্জয় ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের লোভে।
'আত্মার বিনাশ' এ-কথা নাহি ভাবে ॥
এতেক ভাবিয়া তুমি দৃঢ় কর মতি।
ইন্দ্রেয়ের পথ ত্যজি' আত্মাতে কর মতি ॥
অজ্ঞান-আজ্ঞায় জীব ইন্দ্রিয়-সঙ্গ পাইয়া।
পর আত্মা দেখিয়া সে, বুলয়ে ধাইয়া ॥
যতেক জীবের চেষ্টা, আত্মা সব দেখে।
পরমাত্মার কিছু নাঞি সুখ-দুঃখে ॥
আমাকে জানিবে যবে সংসারের সার।
তবে সে হইবে ভবসাগর-উদ্ধার ।"
উদ্ধব পুছিল তবে করিয়া ভকতি।
কেমতে জানিব তোমা হে দেব! শ্রীপতি ॥

ভগবদ্‌বিভূতি-বর্ণন

গোসাই বলন্তি,—শুন, উদ্ধব! সুমতি।
সবার জীবন দেখ আমার বিভূতি ॥

সবার অন্তরে থাকি, কা'রে নহি লীন।
সর্ব্বত্র সঞ্চারি মায়া, সবা হইতে ভিন্ন॥
সংক্ষেপে বলিনু কিছু বিভূতি-বিস্তার।
যে যে জাতি, অঙ্গ, প্রধান অংশ আমার॥
প্রধান-পুরুষ আমি সংসার-কারণ।
ভূতগণে অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়েতে মন॥
আদিত্যে ত' বিষ্ণু আমি, দেবে পুরন্দর।
পশুগণে সিংহ আমি, রুদ্রেতে শঙ্কর॥
দেবর্ষি নারদ আমি, প্রহ্লাদ দৈত্যগণে।
মুনিগণে ব্যাস আমি, কন্দর্প প্রতিজনে॥
যাদঃগণে বরুণ আমি, কপিল ঋষি-মাঝে।
সিদ্ধ-ঋষিগণে ভৃগু, সুমেরু গিরিরাজে॥
বেদমধ্যে সামবেদ, শব্দেতে ওঙ্কার।
তেজস্বীতে তেজ আমি, অক্ষরে অ-কার॥
জ্যোতিকুলে সূর্য্য আমি, মরুতে পবন।
পিতৃগণে অর্য্যমা আমি, বিদ্যাতে সে জ্ঞান॥
যক্ষ-রক্ষগণে আমি কুবের ধনেশ্বর।
কল্পবৃক্ষ হই আমি, বৃক্ষ হৈতে বড়॥
সরোবরে সাগর আমি, গন্ধর্ব্বে চিত্ররথ।
স্থাবরে হিমালয় আমি, তরুতে অশ্বত্থ॥
অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা আমি, গজে ঐরাবত।
পক্ষীতে গরুড় আমি, নাগেতে অনন্ত॥
নদী মধ্যে গঙ্গা আমি, মৎস্যেতে মকর।
নরে নরেশ্বর আমি বাণ-অস্ত্রধর॥
তারাগণে চন্দ্র আমি, বাসুকি সর্পেতে।
উৎপত্তি, প্রলয় আমি, আদি, মধ্য, অন্তে॥
আমা বিনু কিছু নাই, আমা হৈতে সব।
অনন্ত বিভূতি মোর, শুন হে উদ্ধব॥
সর্ব্ববর্ণ-মধ্যে আমি হই বিপ্র জাতি।
বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি আমি ক্ষমা, দয়া, ধৃতি॥
যশ, কীর্ত্তি, বাণী আমি, লক্ষ্মী নারী-মাঝে।
সেই-সে সকল জানে, আমাকে যে যজে॥
আমাতে সংসার হয় উৎপত্তি-প্রলয়।
সমুদ্রের ঢেউ যেন সমুদ্রে মিলয়॥
'আমি বিনু কিছুই নাই',—বৈল তত্ত্ববাণী।
আমাকে জানিলে, সকল সংসার জানি॥
একই আকাশ নানা স্থানে হয় ভিন্ন।
তেন-মতে সংসারেতে হয় মোর চিহ্ন॥
জলেতে দেখয়ে লোক নানাবিধ ছায়া।
প্রকৃতি আশ্রিয়া তেন-মত মোর মায়া॥

শ্রীউদ্ধবকে বিশ্বরূপ দর্শন

এত শুনি উদ্ধবের বিস্ময় ঘুচিল।
ভক্তি করিয়া পুনঃ গোঁসায়ে পুছিল॥
দয়া করি যত কিছু বৈলে গদাধর।
এতেকে তারিব সংসার দুস্তর॥
সেবকেরে দয়া যদি থাকে নারায়ণ।
দেখাহ আপন মূর্ত্তি সংসার-কারণ॥
ভকত-বৎসল তবে দেব-নারায়ণ।
উদ্ধবেরে বিশ্বমূর্ত্তি দেখান তখন॥
কোটী কোটী সূর্য্য প্রকাশে তেজোময়।
স্বর্গলোক মস্তকে, পৃথিবী মধ্যকায়॥
স্বর্গলোক ভেদিয়া কিরীটী-মুকুটা।
সত্যলোক, তপলোক ভেদিলেক গোটা॥
চন্দ্র, সূর্য্য—দুই চক্ষু, শ্রবণ—আকাশ।
স্বর্গ-নদী জিহ্বা তার, পবন নিশ্বাস॥
সমুদ্র উদর বড়, নদ-নদী নাভি।
সুমেরু-সম ভূষা দণ্ড, অগুরু সুরভি॥
লোম-কূপ জলাশয়, লোম তরুজাতি।
নাভিপদ্মে চতুর্ম্মুখে করে নানা স্তুতি॥
চারিবেদ-সহিতে বদনে সরস্বতী।
হৃদে বিষ্ণু, কণ্ঠে রুদ্র, মধ্যে প্রজাপতি॥
কটি-তট, জানু, জঙ্ঘা, গুল্ফ, পদ তলে।
অধোভাগে ব্যাপিল সপ্ত-পাতালে॥

অসংখ্যাত পাণি-পাদ, শত-শত শির।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত দেখে গোঁসাই-শরীর॥
অসুর, রাক্ষস, নাগ থাকি অধোদেশে।
থাকিল সকল লোক কেহ নাহি দেখে॥
কেহ জীয়ে কেহ সরে, কেহ কেহ মরে।
কর্ম্ম-সূত্র-বন্ধনে তথা গতাগতি করে॥
দেখিয়া অদ্ভুত-রূপ উদ্ধব সম্ভ্রমে।
ধরণী লোটায়ে কৈল দণ্ড-পরণামে॥
দেখিনু তোমার রূপ সংসার-কারণ।
তোমা হৈতে ভিন্ন কিছু না দেখি এখন॥
সবার অন্তরে থাক পাতিয়া মহাজাল।
বান্ধিয়া পুত্তলি যেন কর্ম্ম সূত্রে চাল॥
তুমি সর্ব্বভূত হয়ে অব্যক্ত শরীর।
তোমার মায়ায় কোন্ জন হবে স্থির॥
সম্মুখে যে হেরিলাম এরূপ তোমার।
ইহা ত' দেখিয়া চক্ষের পাপ পলায় আমার॥
প্রসাদ করিয়া হরি মূরতি সংহারি।
সৌম-মূর্ত্তি দেখাহ কিরীটী-কুণ্ডল-ধারী॥
তবে বিশ্বমূর্ত্তি এড়ি দেব-নারায়ণ।
বাসুদেব-মূর্ত্তি ধরি সংসার-ভূষণ॥
ঈষতে হাসিয়া তবে উদ্ধবে বলিল।
হেন বিশ্বমূর্ত্তি মোর কেহ না দেখিল॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ অভিলাষ কৈল।
তবু মোর এই রূপ দেখিতে না পাইল॥
দানে, যজ্ঞে, তপে আমা না পাইল দেখিতে।
কেবল পাইলা আমা দৃঢ়-ভক্তি হৈতে॥
তুমি মোর ভকত জানিয়ে সর্ব্বকাল।
তেঞি সে তোমারে দেখাইল শরীর আপনার॥
আমাতে ভকতি কর, যোগে দেহ মন।
গৃহ-পুত্র সকল ত্যজি করহ ভাবন॥
জলের বিম্বুক হেন, কেহ কভু স্থির নয়ে।
পথিকে পথিকে যেন পথ পরিচয়ে॥
বিষম-ভাবনা এড়ি, কর নিজ কর্ম্ম।
ফল আকাঙ্খিয়া কিছু না করিহ কর্ম্ম॥
সর্ব্বভূতে-হিত কর, ছাড় সর্ব্বসঙ্গ।
সঙ্গ হৈতে বন্ধ, সংসার-আতঙ্ক॥
সঙ্গ ছাড়িবারে যদি উদ্ধব না পার।
সাধুজন সঙ্গ করি মন স্থির কর॥
মন হৈতে সংসার নষ্টকর, মন দুর্ন্নিবার।
মন বশ হৈলে, বশ সকল-সংসার॥
যথা লোভ, তথা বৈসে, তাহা নাহি গুণে।
বিষয়ের লোভে মন ভ্রমে স্থানে স্থানে॥
বিষয়ে বিনাশ,—সব কিছু না গুণিল।
ইন্দ্রিয়-বশ হয়ে ব্রহ্ম পাসরিল॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় তবে সংসারের সুখ।
আনন্দ-সাগর হৈতে হইয়া বিমুখ॥
কহিয়ে পরম-তত্ত্ব শুন এক মনে।
মনের প্রবোধ কর অনেক যতনে॥
মোর কর্ম্মে রত হৈয়া সর্ব্বভূতে দয়া।
আমার ভকত হয়ে জিন মোর মায়া॥
সর্ব্বভূত-হেন আমি, দেখানু তোমারে।
ভূত হিংসয়ে যেই, হিংসয়ে আমারে॥
আমাতে চিত্ত নিবেশিয়া সবাতে আমা দেখ।
আমাতে পাইবে তবে ব্রহ্ম পরতেক॥
গোসাঞির বচনে উদ্ধব হৈল বশ।
গুণরাজ খাঁন বলে যোগীর মন হরিষ॥

শ্রীউদ্ধবগীতা

(হিল্লোল-রাগ)

আশ্রম চতুষ্টয়ের আচার-বিবরণ

পুনরপি উদ্ধব তবে বিনয় করিল।
তোমার বচনে মোর অজ্ঞান ঘুচিল॥
যত যত বুঝাহ তুমি তত বাড়ে সুখ।
অমৃত পানেতে কোন্ জন সে বিমুখ॥
হেনই বচন গোঁসাই আমাকে বল তবে।
কোন্ কর্ম্মে কেমনে তোমায় পাবে॥
বিস্তার করিয়া গোঁসাই বলহ আমারে।
তুষ্ট হয়ে হাসি তবে বৈল গদাধরে॥
আমাকে নিবেশিয়া মন, আমাকে ভকতি।
করিহ সকল কর্ম্ম, কামে সে বিরক্তি॥
যার যেন কর্ম্ম তাহা বিধাতা সৃজিত।
তাহা হইতে আন পথে না করহ চিত॥
যার যাহে আচার, তাহে চিত্ত মজাইয়া।
পাইবে আমার পদ সংসার তাজিয়া॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি জাতি।
মুখ-বাহু-উরু-পদে ক্রমে উৎপত্তি॥
যজন, যাজন, বেদ-পাঠ, অধ্যাপন।
দান, প্রতিগ্রহ ষট্‌কার্য্য ব্রাহ্মণ॥
সাধুজন-যজন, রাজদান না লব।
অল্পে তুষ্ট হয়ে দ্বিজ ভিক্ষা ত' করিব॥
যজন, পঠন দান এই তিন কর্ম্ম।
প্রজা রাখি, বৃত্তি করি ক্ষত্রীর সে ধর্ম্ম॥
যুদ্ধে ভঙ্গ নাহি দিব, তরাস ত্যজিব।
প্রজারে পালিব, আর যজ্ঞ রাখিব॥
যজন, পঠন, দান, তিন কর্ম্মে বৈশ্য।
কৃষি আর বাণিজ্যেতে পুষিব মনুষ্য॥
শূদ্র-আদি, তিন জাতি ব্রাহ্মণ-সেবন।
তাহা সবা ভুষিয়া রাখিব জীবন॥

সংক্ষেপে কহিনু চারি জাতির আচার।
ইথে থাকে যেই, ভক্ত সেই ত' আমার॥
ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস আশ্রম।
কর্ম্মে ব্রাহ্মণকে বলাব উত্তম॥
উপনয়ন-দিনে দ্বিজ যাব গুরু-স্থানে।
সংযত হইয়া বেদ পড়িবে একমনে॥
গুরু-গুরুপত্নী সেবা করিব এক মনে।
গুরু যে বলিবে তাহা করিব তৎক্ষণে॥
তিনসন্ধ্যা স্নান করি সন্ধ্যা ত' পালিব।
গুরু-আজ্ঞা লয়ে ভিক্ষা করিয়া ভুঞ্জিব॥
হেনমতে বেদপাঠ করিব ব্রহ্মচারী।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তন করি॥
তথা হইতে আসি গৃহে কুলের কুমারী।
সুশীলা নির্দ্দোষা গুণবতী বিভা করি॥
গৃহস্থ আশ্রমে নর করিবে আচার।
পঞ্চ-যজ্ঞ করি পঞ্চ-ঋণে হব পার॥
যথাকালে তর্পণ যথাকাল ধরি।
করিবা মনুষ্য-কার্য্য, পিতৃ-কার্য্য আচরি॥
নানা-যজ্ঞ, দেবতা-ব্রাহ্মণে-আরাধনে।
দেব-ঋষি প্রিয় হব নর সাবধানে॥
অতিথি পাইলে তারে ভক্ষ্য-ভোজন-পানে।
সন্তোষ করি পার হইব সে ঋণে॥
যার ঘরে অতিথি করয়ে উপবাস।
লক্ষ লক্ষ কাল তার নরকে নিবাস॥
অতিথি যাহার যায় বিমুখ হয়ে।
তার ধর্ম্ম নষ্ট হয়, তার পাপ লয়ে॥
ইহা জানি অতিথি পূজ, শুন নরপতি।
অতিথির সুখে আমার বড়ই পিরীতি॥

শালগ্রাম, তুলসী, রাখিব নিজপুরে।
বড় পুণ্য হয় তার, পাপ যায় দূরে॥
শালগ্রাম-চরণামৃত লয় যেবা নরে।
তুলসী-তলাতে প্রদীপ দেয় সন্ধ্যাকালে॥
গো-গৃহ পরিষ্কার, ব্রাহ্মণ-সেবন।
তার শ্রদ্ধা বড়, আমি কহিল কথন॥
দেব-আচরণ করিব ভালমতে।
সুখে পার হইব নর ব্রহ্ম-ঋণ হৈতে॥
ঋতুকালে নিজ পত্নী উপগত হৈয়া।
প্রজাপতি-ঋণে পার হবে পুত্র জন্মাইয়া॥
আর তিন আশ্রম যার, যেই হয় মনে।
সর্ব্বধর্ম্ম পায় সেই গৃহস্থ-আশ্রমে॥
সবার বড় হয় গৃহস্থ-আশ্রম।
যথা-তথা কৈলে হয়, সবার সেবন॥
শ্রদ্ধাশীল, সত্যবাদী, সর্ব্বজনে হিত।
মুক্তিপদ পায়, করি গৃহস্থ-চরিত॥
তবে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম করি আচরণে।
স্ত্রী-পুত্র এড়িয়া বনে করিব গমনে॥
সংহতি বা পত্নী লয়ে তপস্যা করিব।
ফল-মূল আহারে দিবস গোঙাইব॥
গাছের বাকল পরি, নদী জল-পানে।
হেনমতে বানপ্রস্থ-আশ্রম-বিধানে॥
ক্ষিতিতে পাড়িয়া শয্যা, কুড়াইয়া খাব।
দেবত্রি-পিতৃ-কার্য্য করি সে কার্য্য করিব॥
তবে সে সন্ন্যাসী হয়ে লোভ-মোহ ত্যজে।
দণ্ড-কমণ্ডলু লয়ে ভিক্ষা করি ভুঞ্জে॥
এক ঠাঞি না থাকিব ভ্রমিব দেশে দেশে।
সতত সন্তোষ চিত্ত ব্রহ্ম-উপদেশে॥
মনে না করিব পুত্র-কলত্র-বাসনা।
একলা ভ্রমিব, সদা ব্রহ্মের ভাবনা॥
সংক্ষেপে কহিনু উদ্ধব এই চারি ধর্ম্ম।
আচার রাখিলে পাবে পরম-তত্ত্ব ব্রহ্ম॥
আচার রাখিলে আয়ু রহে চিরকাল।
আচার রাখিলে সুখ-সম্পদ বিশাল॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এ চারি জিনিব।
যথা যথা হরিকথা, তথা চিত্ত দিব॥
সম্পদ ক্ষণেক মাত্র, বিপদ বিস্তর।
ধন-উপার্জ্জন হেতু দুঃখ নিরন্তর॥
ধনবান্-জন-চিত্ত কভু স্থির নয়।
অগ্নি, পানি, চোর, দস্যু, গুণে রাজভয়॥
যথা-তথা থাকে মন ধনকে চিন্তিয়ে।
ধন-শোক পাইলে লোক আপনে নষ্ট হয়ে॥
ধন ত্যজি যেই থাকে, সেই মহাবীর।
নাহি শোক, নাহি চিন্তা, নির্ভয় শরীর॥
বরাটিকা-হেতু চিন্তা ঘন ঘন বাড়ে।
কোটী ব্রহ্মাণ্ডের নাথ, তাঁর চিন্তা ছাড়ে॥
কেবা কিবা না বাঞ্ছয়ে, কার কিছু নয়।
যার সেই কর্ম্ম থাকে, সেই তার হয়॥
এত বুঝি লোভ ত্যজ, ব্রহ্মে দেহ মন।
অবশ্য করিবে গোঁসাই উদর-ভরণ॥
মোহ জিনিবার উদ্ধব, সহজ উপায়।
সংসার অসার, কেহ দেখিতে না পায়॥
পুত্র পেয়ে পিতা-মাতা কত স্নেহ কৈল।
পিতৃ-মাতৃ মৈলে কেহ সঙ্গে নাহি গেল॥
যত যত মোহ করি, তত শো বাড়ে।
পুত্র-শোকে, ধন-শোকে লোকে দেহ ছাড়ে॥
মোহ হৈতে হয় আপন বুদ্ধি-বল-ক্ষয়।
আপনার হতে কেহ কার মিত্র নয়॥
গৃহ-পুত্র-কলত্র বিষম মোহজাল।
ইহাতে মজিলে শোক বাড়য়ে বিশাল॥
মনে মনে গুণি ত্যজ মায়া-মোহবন্ধ।
পাইবে পরমব্রহ্ম অকূল-আনন্দ॥
কাম জিনিবারে শুন উপায় আমার।
বিবেক করিয়া বস্তু আছয়ে সবার॥

মহাদেব কৈল ভস্ম, কাম আছে কায়।
চিত্তের বিকার করি আপনা বাড়ায়॥
মাংস, রক্ত, পুঁজ, মেদ একত্র করিয়া।
চামে ঢাকাইল গোঁসাই স্ত্রী-মায়া সৃজিয়া॥
অমেধ্য সদৃশ বস্তু তাহা নাহি গুণি।
স্ত্রী-বশে কাম-তত্ত্বে ভুলে মহামুনি॥
কোপ হৈতে হয় যত তপের বিনাশ।
ক্ষমা করি বস্তু আছে, তাহা কর প্রকাশ॥
কোপ হৈতে কোপ বাড়ে শুন সর্ব্বজন।
ব্রহ্মবধ, স্ত্রীবধ, গোবধ-ঘটন॥
গুরু-গর্ব্বিতে মন্দ বলে অব্যবহার।
কোপ হৈতে সর্ব্ব-লোক হয় ছার-খার॥
সর্ব্বলোকে এক ভাবি ভিন্ন না ভাবিহ।
পরমাত্মায় নিজ-আত্মা দুঃখ না দিহ॥
আত্মার পীড়ায়ে হয় নরকে গমন।
ইহা জানি করয়ে ক্রোধ সম্বরণ॥
ক্ষমাকে ধরিয়া চিত্তে ক্রোধ ঘুচাইয়া।
সুখেতে থাকিবে উদ্ধব, সংসার জিনিয়া॥
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন গুণেতে সংসার।
তিন গুণে মায়াবদ্ধ প্রকৃতি সবার॥
সবাকে ভ্রমাই আমি যেন কাষ্ঠ-যন্ত্র।
নির্লেপ, নির্গুণ আমি, কহি মূল-মন্ত্র॥
এক আত্মা সবাকার কেহ ভিন্ন নহে।
নিজ নিজ কর্ম্ম-বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেহে॥

অষ্টাঙ্গযোগ-কথন

উদ্ধবেরে গোঁসাই বুঝাইল যোগবাণী।
শুনহ উদ্ধব বলি যোগের কাহিনী॥
অষ্টাঙ্গ-যোগের যোগী যত সিদ্ধ জনে।
তাহাতে কহি যে তোরে, শুন এক মনে॥
যম নিয়ম, আসন আর প্রাণায়াম।
প্রত্যাহার, ধ্যান, ন্যাস, সমাধি—অষ্ট নাম॥
প্রথমে বলিব যম-নিয়ম-ব্যবস্থা।
তথি মন দিয়া ছাড় ভব-ভয় বৃথা॥
সন্তোষ, তিতিক্ষা, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, দান।
সন্তোষে করুণা করহ বুদ্ধিমান॥
সর্ব্বভূতে সমভাব, ধৈর্য্য, সত্যবাণী।
আমাতে সুদৃঢ়-ভক্তি রাখিহ আপনি॥
মদ, অহঙ্কার ত্যজি কর সহ্য।
পরদার, পরনিন্দা, পরধন তেজ্য॥
অসূয়া, পৈশুন্য, মন্দ, কঠোর বচন।
বৃথাবাক্য, পরনিন্দা, পর-কথন॥
প্রতারণা না করিহ, ত্যজিও অন্যায়।
ভাল-মন্দ না করিহ, সবার বিনয়॥
সাধুজন-সঙ্গ করি মন করিহ স্থির।
নানা-তীর্থ ভ্রমিয়া শুদ্ধ করিবে শরীর॥
ষট্‌কাল, ত্রিকাল, চান্দ্রায়ণ-বিধি।
উপবাস, জলাহার, ফলাহার-আদি॥
নানাবিধ তপস্যায় মন কর বশ।
আমার ভাবনায় তুমি গোঙাও দিবস॥
অত্যাহার না করিহ, না করিহ অনাহার।
পদ্মাসন, স্বস্তিক আসন করিহ ব্যবহার॥
সুদৃঢ় করিয়া শুন, মন কর শুদ্ধি।
আকাশ-গমন হয় অষ্ট-মহাসিদ্ধি॥
চির-পরমায়ু হয়, সর্ব্বপাপ হরে।
জরা-মৃত্যু হরে, যেই প্রাণায়াম করে॥
শরীরেতে আছে শত সংখ্যা নাড়ী।
যেন ঘর বান্ধিবারে দৃঢ় করি ধরি॥
তথির প্রধান নাড়ী সুষুম্না বসয়।
ইড়া বামে, পিঙ্গলা দক্ষিণে আছয়॥
সুষুম্না-ভিতরে আছে নাড়ী চিত্রা-নামে।
অতি সূক্ষ্মরূপ সেই লূতাতন্তু-সমে॥
ত্রিবেণী হইতে সেই ব্রহ্মরন্ধ্র পায়।
সুদৃঢ় হইয়া চক্র তাহাতে রহায়॥

দ্বাদশ-অঙ্গুলি পথ পবন-প্রচার।
দেহেতে মিশায় তার অভ্যাস অপার॥
পূরক, কুম্ভক আর রেচক প্রকার।
স্থিরমতে অভ্যাস করিব বারবার॥
পূরকে পূরিব বায়ু নাসিকার পথে।
কুম্ভকে রুন্ধিব বায়ু ধরিয়া তাহাতে॥
অল্পে অল্পে তেনমতে বায়ু নিশ্বাসিব।
হেনমতে প্রাণায়াম নিত্য অভ্যাসিব॥
অভ্যাসের যোগে বশ করিয়া পবন।
ষট্‌চক্র ভেদিবারে করিবে যতন॥
সুষুম্না দ্বারে আছে যুড়িয়া ত্রিবেণী।
পবন-আহারে নিদ্রা যায় কুণ্ডলিনী॥
দ্বার বন্ধিয়া দেহ কুণ্ডল-আকার।
মুখ বাহির করি পবন আহার॥
দুই নাক, দুই চক্ষু, শ্রবণযুগল।
বদন, উপস্থ, গুহ্য—নবদ্বার ঘর॥
রুধিব উপস্থ, গুহ্য আসন-প্রবন্ধে।
দুই হাতে যোগে ঊর্দ্ধ সাতদ্বার বান্ধে॥
সব দ্বার বিরোধিয়া অভ্যাসের যোগে।
আকুঞ্চনে পূরে বায়ূ ত্রিবেণীর ভাগে॥
সর্পবাণ-মন্ত্রে বায়ু ওঙ্কারে জিনিব।
তবে সে সাপিনী-মুখ বিমুখ করিব॥
ক্রমে ক্রমে সাপিনী ব্রহ্মদেশ নিব।
তথা হৈতে অমৃতে সব শরীর সিঞ্চিব॥
হেনমতে অভ্যাস পবন করি বশে।
ষট্‌চক্রে ভেদ কর ব্রহ্ম-পরকাশে॥
প্রথমে মূলাধার-নামে চক্র চারিদল।
অধিষ্ঠান নাম, বর্ণ মানিক পাটল॥
তাহাকে ভেদিলে সব দুর্গতি বিনাশে।
দশদল চক্র তার নাভি ঊর্দ্ধে বৈসে॥
অরুণ-আদিত্য বর্ণ, নামে মণিপুরে।
তাহাকে ভেদিলে জানি সকল সংসারে॥
তাহার উপর দলে দ্বাদশ চক্র বৈসে।
অনাহত নাম, বর্ণ করিয়া প্রকাশে॥
তাহার প্রসাদে ব্রহ্মজ্ঞান সমাধিব।
তার ঊর্দ্ধে কণ্ঠ-দেশে চক্র প্রকাশিব॥
ষোল-দল মধ্যে বিদ্যুত শুক্রপতি।
তাহারে ভেদিলে হয় ব্রহ্মেতে মুকতি॥
তার ঊর্দ্ধে ভ্রূর মধ্যে চক্র দুই দল।
আজ্ঞা নাম, বর্ণ তার মৌক্তিক-নিকর॥
তাহাকে ভেদিলে হয় ব্রহ্মময় নর।
ব্রহ্মদেশে পায় তবে সহস্রেক দল॥
অধোমুখে শুনে ঊর্দ্ধ মুখ করি।
তাহার প্রসাদে সুধাময় ব্রহ্ম ধরি॥
তবে ত' আনন্দময় সাগরে মজিব।
জরা-মৃত্যু, রোগ-শোক কিছু না থাকিব॥
হেনমতে প্রাণায়ামে শরীর শুধিয়া।
চিরকাল থাকে যোগী মরণ জিনিয়া॥
দিব্যজ্ঞান দিব্য-দৃষ্টি ধরে দিব্যগতি।
প্রাণায়ামে বায়ূ বশে ধরে দিব্যমূর্ত্তি॥
প্রাণায়ামে মন বশ উদ্ধব করিয়া।
প্রত্যাহারে মন, দেহ, ইন্দ্রিয় জিনিয়া॥
অতএব খণ্ডাইব বিষয়ের গতি।
নিশ্চয় করিব মন ইন্দ্রিয় মুকতি॥
শুনিতে না শুনে কাণে, দেখিয়া না দেখে।
নাসিকায় না লয় গন্ধ, জিহ্বায়ে নাই ভক্ষে॥
পরশ না লয় চর্ম্ম, তপস্যার যোগে।
প্রত্যাহার বিষয়ের মনের বিয়োগে॥
নাসিকার রন্ধ্রে তবে দৃষ্টি নিবেশিয়া।
নানাপ্রকারেতে মন সুস্থির করিয়া॥
একভাবে মন যবে নিশ্চল হইব।
হৃদয়-পদ্মে তবে আনন্দ হইব॥
অধোমুখে মুদ্রিত হৃদয়ে পদ্ম থাকে।
প্রাণায়ামে তাহাকে করিব ঊর্দ্ধমুখে॥

ওঙ্কারের তেজে পদ্ম-প্রকাশ হইব।
তার মধ্যে কর্ণিকায় আপনি ধিয়াব॥
চারিদিকে অগ্নি মধ্যে রত্ন-সিংহাসন।
তথিতে চিন্তিব রূপ কমললোচন॥
বিশ্বরূপ পরব্রহ্ম ধেয়াইতে নারি।
চতুর্ভুজ-রূপে আমা চিন্তহ শ্রীহরি॥
নির্গুণ নির্লেপ আমি, আনন্দ-স্বরূপ।
কৃপা-দৃষ্ট্যে ভক্ত-জনে ধরি আমি রূপ॥

চতুর্ভুজ-রূপ বর্ণন

সূর্য্য-কোটী-প্রকাশ, বিমল শ্যামকান্তি।
বদন-কমলচন্দ্র মণ্ডল বিধয়ন্তি॥
নানারত্নে ভূষিত কিরীটী শোভে শিরে।
মকর-কুণ্ডল দুই কর্ণে শোভা করে॥
চন্দ্রের কিরণ যেন বদন-প্রকাশে।
ক্ষীরোদের ফণা যেন মন্দ মন্দ হাসে॥
চারিভুজ-মৃণাল, কমল-করতল।
অঙ্গদ, বলয়-আদি অতি মনোহর॥
মুকতার হার, পীত-বসন-ভূষিত।
মেঘে বক-পাতি যেন উজ্জ্বল তড়িত॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম চারিভুজে শোভে।
ব্রহ্মার উৎপত্তি-স্থান মনোহর নাভে॥
কটি-সূত্র-মেখলা ললিত কটিদেশে।
পীতবাস-পরিধান, মনোহর বেশে॥
চরণ-কমলোদ্ভব নখ-মণিগণ।
ব্রহ্মাদি দেবগণের মস্তক-ভূষণ॥
কনক-চম্পক-কান্তি বামে লক্ষ্মীদেবী।
দুর্ব্বাদল-শ্যামকান্তি দক্ষিণে পৃথিবী॥
ধ্যানাকৃষ্ট মুনিগণ সনকাদি পৃষ্ঠে।
সম্মুখে গরুড় স্তুতি করে করপুটে॥
চতুর্ভুজ সব যত পারিষদগণ।
অতি শোভা করে গোসাঞীপদ-নিরীক্ষণ॥

হেনরূপ আমা যদি ধ্যান করি লয়।
সর্ব্বাঙ্গ দেখিবে মোর অনন্ত-হৃদয়॥
অন্যেরে না যাবে, মোর রহিব দৃষ্টিপাতে।
ভাবনা করি যে মন নিশ্চয় তাহাতে॥
সঙরিয়া সকল অঙ্গ দেখে একে একে।
যা দেখে, তা দেখে, মন অন্য নাহি দেখে॥
পদতল হইতে মন সব-অঙ্গ খুঁজি।
গোঁসাঞির হাস্যচন্দ্রে মন গিয়া মজি॥
ক্ষীরোদ মথিয়া যেন অমৃত তুলিল।
হাস্যানন্দ হৈতে মহাজ্ঞান উপজিল॥
আনন্দসাগরে যোগী করে যোগ-খেলা।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে ব্রহ্মাসনে মেলা॥
ভাবিতে ভাবিতে হব রোমাঞ্চ শরীর।
ক্ষণেকে বাহিয়ে পড়ে নয়নের নীর॥
ঢাল ঢোল মহাশব্দ বাজয়ে তার কাণে।
ব্রহ্মেতে মজায়ে মন কিছু নাহি শুনে॥
স্বর্গ-বেশ্যা আসি আলিঙ্গন দেয় তারে।
তথাপি টলাইতে নারে, তার দেহ অবিকারে॥
নানা-বাদ্য কৌতুক করাই সম্মুখে।
এক দৃষ্ট্যে ব্রহ্মতত্ত্বে কিছু নাহি দেখে॥
নানা-রস ভক্ষ্য তবে গিয়া মুখে পূরে।
না বুঝি ভেদ কভু, তিক্ত কি মধুরে॥
পারিজাত সৌগন্ধি ঘষ তার মুখে।
ভাল মন্দ জ্ঞান নাহি একভাবে থাকে॥
হেনমতে ইন্দ্রিয়-সকল করি বশ।
পরমসমাধি থাকে পেয়ে ব্রহ্মরস॥
উন্মত্ত, বধির কিবা বৃক্ষবৎ হইয়া।
নানা স্থানে থাকে যোগী ব্রহ্মে মন দিয়া॥
উদ্ধব কহিনু তোরে এই যোগ-কথা।
এই পথে মন দেহ, ছাড় ভব-কথা॥
এ-সব পরমতত্ত্ব ধরিহ দৃঢ়মতে।
কহিও সুজনবরে, ভক্ত অনুগতে॥

না কহিও পাষণ্ডীরে, যে দেব হিংসা করে।
অভক্ত, দুর্জ্জন যেই আমা-পরিহরে॥
বলিও সতত যে আসিবে ভকতে।
কহিও, শুনাও তারে আমার চরিতে॥
তবে মোর পদ পাবে, না কর বিস্ময়।
উদ্ধব চলহ তুমি আপন-নিলয়॥

উদ্ধবের বৈরাগ্য উদয়

এত-বলি দিয়া বিদায় উদ্ধবেরে।
চলিল গোসাঞী তবে নিজ অভ্যন্তরে॥
এতেক গোসাঞীর বাক্য শুনিয়া উদ্ধব।
ত্যজিল পরিবার সব, এড়িল বৈভব॥
থাকিব, যাবৎ গোসাই পুরী-দ্বারকাতে।
হেন চিন্তি উদ্ধব রহিলা তথাতে॥
একমনে শুন লোক শ্রীমুখের বাণী।
গুণরাজ খাঁন ভণে বন্দি' চক্রপাণি॥

শ্রীদ্বারকা-মাহাত্ম্য

(বেলাবলী- রাগ)

নানাসুখে বাড়য়ে লোক যে বৈসয়ে তথা।
স্বর্গ হইতে পারিজাত পুষ্প আরোপিলা যথা॥
দেবগণের যত যত রত্ন আছিল।
দ্বারকা আসিয়া সব একত্র হইল॥
না হইল মরণ কার চিন্তা ভয় শোক।
কাহা হৈতে পরাভব না হইল লোক॥
দ্বারকার মহিমা বলিব কোন্ জন।
অবতার যথা করিলা নারায়ণ॥
গোসাঞীর পুত্র, পৌত্র যতেক কুমারে।
কোনজন গণনা করিতে না পারে॥
কুমার পড়াইতে আইল যত দ্বিজগণ।
তিনকোটী, আশীলক্ষ তাহার গণন॥
নিত্য নিত্য তথা সুখে বাড়য়ে কুমার।
আছে দয়া-গুণবন্ত, বিক্রমে বিশাল॥
অক্ষয় অব্যয় হইল দ্বারকার লোক।
না জানিল জরা মৃত্যু, না জানিল শোক॥
হেনমতে গোসাঞী বঞ্চিল সেই পুরে।
পঞ্চবিংশতি অধিক শতেক বৎসরে॥
শুন শুন লোক যত কৃষ্ণ-অবতার।
হেলাতে তরিবে সবে এ ভব সাগর॥
ভক্ত-জনে অনুকূল হয় নারায়ণ।
ধরিল মনুষ্য-তনু ব্রহ্ম সনাতন॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া লোক নির্গুণ নিরাকার।
লোক শিখাইতে প্রভু হইল অবতার॥
হেনমতে তবে প্রভু দ্বারকায় থাকে।
অক্ষয়, অব্যয় যদুকুল তথা দেখে।

ব্রহ্মশাপচ্ছলে যদুবংশ নাশ

পৃথিবীর ভার হরিবারে কৈল জন্ম।
মারিয়া সকল দৈত্য যতেক কৈল কর্ম্ম॥
যত কিছু হরিলেন পৃথিবীর ভার।
এই যদুবংশ হৈতে ভার হইল অপার॥
দেবগণ আসিয়া ত' কৈল নিবেদন।
তা সবায় সকল কহিলা নারায়ণ॥
আমার প্রভাবে কেহ না পারে মারিতে।
অনিবার বাড়ে যদুবংশ নিতি-নিতে॥
এত বলি ব্রহ্মশাপ উপলক্ষ কৈল।
যদুবংশ হরিবারে গোসাঞী ভাবিল॥
ব্রহ্মশাপ ঘুচাবারে প্রভু যদি পারে।
তবু না ঘুচাল, লোক বুঝাবার তরে॥

শরীর সুস্থির নহে, অবশ্য বিনাশ।
ব্রহ্মশাপ না ঘুচাইল, করিলা প্রকাশ॥
হেনবেলা মহা-উৎপাত দেখে সর্ব্বলোকে।
হৃদয়ে বাড়িল চিন্তা বড় দুঃখ শোকে॥
আকাশে গ্রাসিল রাহু—চন্দ্র-দিবাকরে।
ভূমিকম্প হৈল, ধ্বজ ভাঙ্গে ঘরে ঘরে॥
উল্কাপাত সতত আকাশে পড়িল।
নির্ঘাত শব্দেতে কাণে তালা ত' লাগিল॥
ধূমকেতু উদয় হৈল, গ্রহে গ্রহে রণ।
সর্ব্বক্ষণ ঘুমাইল দ্বারকার জন॥
কাষ্ঠ-শিলা-নিৰ্ম্মিত প্রতিমা বিদরে।
কোন কোন প্রতিমা অট্টহাস্য করে॥
বিনি বায়ে ভাঙ্গি পড়ে দেবতা-মন্দিরে।
কপোত, পেচক পড়ে, প্রতি ঘরে ঘরে॥
কুক্কুর কাঁদয়, শিবা ঊর্দ্ধ্ব মুখে ধায়।
চতুষ্পথে দেবগণ কান্দে উভরায়॥
সঘনে লোচনে হয় জলপাতে।
বিকৃত-ভূষণা নারী বুলে পথে পথে॥
এতেক উৎপাত তথা যবে হইল।
দ্বারকা-নগরী জলে টলমল কৈল॥
তা দেখিয়া উদ্ধব স্মঙরে নারায়ণে।
গৃহ, পুত্র এড়িয়া নড়িলা তপোবনে॥
যত আর ছিল সব গোসাঞীর ভকত।
গোসাঞী চিন্তিয়া সবে গেলা সেই পথ॥

যদুবংশের প্রভাস গমন

একদিন গোসাঞী কপটে বলিল।
বড়ই অনিষ্ট হেতু উৎপাত হৈল॥
যাই চল সবে মোরা প্রভাস-তীর্থ তীরে।
স্নান দান করিয়া করিব প্রতিকারে॥
বৃদ্ধ বাপ মায়ে আর উগ্রসেন রাজা।
দ্বারকায় থাকুক, রাখহ সব প্রজা॥
অনিরুদ্ধ-পুত্র বজ্র—প্রপৌত্র আমার।
তিন বৃদ্ধ সঙ্গে হেথা থাকুক কুমার॥
স্ত্রী-মাতৃ এড়িয়া সকল যদুগণে।
সত্বরে করহ সবে প্রভাস-গমনে॥
এত আজ্ঞা সবাকারে কৈলা নারায়ণ।
গেল তবে বসুদেব-দৈবকী-ভবন॥
দোঁহারে প্রবোধ কৈল কহি তত্ত্ববাণী।
নারদ কহিল মোরে, এই কথা শুনি॥
সে-সব বচন দোঁহে মনেতে করিয়া।
ছাড়হ সংসার সুখ ব্রহ্মে মন দিয়া॥
আমি নহি পুত্র, তুমি নহ মোর পিতা।
যার যেই কর্ম্মফল, হবে তার তথা॥
কার কেহ নহে, সব সংসার অস্থির।
ব্রহ্মমাত্র আছে, এক অক্ষয় শরীর॥
দেখাইতে শুনাইতে তারে নারে কোন জনা।
আপনি প্রকাশ হয় করিতে ভাবনা॥
যাবৎ কুমতি হয়ে, ব্রহ্মে নাহি ভজে।
তাহা পাইলে আন ঠাঞি মন নাহি মজে॥
আমরা প্রভাস যাব কর সন্নিধানে।
সময়ে থাকিহ সবে ব্রহ্মসাধনে॥
বাপ-মায়ে প্রণাম করিয়া দামোদর।
দারুকে বলিল রথ আনহ সত্বর॥
উগ্রসেন রাজাকে ত' রাজ্য সমর্পিল।
রথে চড়ি প্রভাসেতে গোসাঞী চলিল॥

শ্রীরাম-কৃষ্ণের নিভৃতে আলাপ

ভাই বলভদ্র-স্থানে গিয়া করি অনুমানে।
ভার খণ্ডাইতে জন্ম কৈল দু'জনে॥
পৃথিবীর ভার হরিলাম, দুষ্ট জনে মারিল।
যদুবংশে ততোধিক পৃথিবী ভার হৈল॥
আমা দোঁহার প্রভাবে অবধ্য যদুগণ।
দিনে দিনে বাড়িল ভার, হইল দ্বিগুণ॥

জন্ম পেয়ে পৃথিবীর নাহি কৈল কাজ।
উপায় করহ, মরুক যদুবংশ-সমাজ॥
দুই ভাই নিভৃতে করিল অনুমান।
রথে চড়ি প্রভাসেতে করিল পয়ান॥
তার পিছে নড়িল সকল যদুগণ।
দ্বারকায় রহিলা কেবল নারীগণ॥
সত্বরে পাইল গিয়া প্রভাস-তীর্থ-বরে।
যার যেই বিধান, সেই স্নান দান করে॥

প্রভাসে যদুবংশের ধ্বংস-লীলা

মধুপান করিয়া তবে সবে তথা রহি।
যেনমতে গোঁসাই মায়া তেনমতে মোহি॥
অন্যোহন্য সকল-বিষয় ভেদ উপজিল।
মধুপানে মত্ত হয়ে বচ-বাচ্য কৈল॥
কেহ কারে নাহি সহে, সবে বলে মন্দ।
ঠেলাঠেলি মারামারি যুদ্ধ অনুবন্ধ॥
কুমারে কুমারে যুদ্ধ হৈল অতিশয়।
মারিতে মারিতে সবার অস্ত্র হৈল ক্ষয়॥
ব্রহ্মশাপে মুষল ঘষিল যেই ঠাঞি।
উষিতৃণে এরকা হইল তথাই॥
সেই পরশে যদুবংশ ক্ষয় হইল।
প্রদ্যুম্ন, কুমার-আদি কত সে রহিল॥
প্রদ্যুম্ন, কুমার, গদ, অনিরুদ্ধ-বীর।
কৃতবর্ম্মা-আদি সবে হইলা অস্থির॥
তবে তারা জন-কত কুবুদ্ধি ভাবিয়া।
গোসাঞী মারিতে তবে চলিল ধাইয়া॥
গোসাঞীর মায়াতে কোন্ জন হয় স্থির।
নানা-অস্ত্র মারিল তবে প্রভুর শরীর॥
তা সবারে মারিতে তবে গোসাঞী কৈল মন।
এক অস্ত্রে নিল তবে সবার জীবন॥
সবে যদি মৈল, দেখি কেহ তথা নাই।
দারুক-সহিত তথা ভ্রময়ে গোঁসাই॥

শ্রীবলভদ্রের নির্য্যাণ-লীলা

দেখিল সমুদ্র-কূলে এক বৃক্ষ আড়ে।
যোগে বসি বলদেব নিজ তনু ছাড়ে॥
তার দেহ হৈতে এক নাগ বাহিরিল।
মহাকায় শুক্লবর্ণ তাহাকে দেখিল॥
সহস্র মস্তকে নাগ অনন্তের কায়।
নানা-সিদ্ধগণ গুণস্তুতি করন্তি তথায়॥
বাসুকি প্রভৃতি সর্পগণেতে বেড়িল।
দিব্য যত বস্ত্র সব শরীর ভূষিল॥
সূর্য্য-কোটী-প্রকাশ করিয়া মহীতলে।
দেখিতে দেখিতে গেলা সমুদ্রের জলে॥
সে সব দেখিয়া গোসাঞী দারুক-সারথি।
ভ্রমিয়া ত' এক তরু-তলে কৈল স্থিতি॥
হেনকালে চারি অশ্ব লৈয়া সেই রথে।
বৈকুণ্ঠপুরীতে যায় লয়ে সেই পথে॥

দারুকের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ

তবে ত' দারুকে গোসাঞী বলিল উত্তর।
সত্বরে চলহ তুমি দ্বারকা-নগর॥
হের যত দেখ যদুকুলের বিনাশ।
বলভদ্র-যোগ গিয়া করিহ প্রকাশ॥
আমি ত' ছাড়িয়া প্রাণ যাব নিজপুরে।
কহিও সকল বসুদেব-দৈবকীরে॥
আর আর যত জন দ্বারকাতে আছেন।
বন্ধুজন সকলে প্রবোধিয়া করাইও চেতন॥
বসুদেব-দৈবকীরে বিশেষ বলিহ।
সংসারের এই দশা, কিছু না ভাবিহ॥
উৎপত্তি হৈলে লোক অবশ্য মরয়।
নাহি বুঝে লোক সব আমার মায়ায়॥
নারদের বচন দোঁহে মনেতে ভাবিয়া।
ত্যজিহ সংসার-সুখ ব্রহ্মে মন দিয়া॥

এসব উত্তর তা সবারে বুঝাইহ।
সত্বরে অর্জ্জুন স্থানে আপনি যাইহ॥
পৃথিবী ছাড়িব আমি, সপ্তম-বাসরে।
প্রলয় হইবে পরে দ্বারকা-নগরে॥
পারিজাত-পুষ্প তবে যাইবে স্বর্গপুরে।
কলিকাল প্রবেশ করিব মহীতলে॥
হেথাকে সত্বরে তুমি আনিহ অর্জ্জুনে।
যার যেই বিধিমতে করাইও তখনে॥
মথুরায় রাজ্য করাইও বজ্র মহাবীরে।
স্ত্রীগণ লৈয়া যাইহ হস্তিনা-নগরে॥
এত করি তুমি তবে আমাকে ভাবিয়া।
ছাড়িহ শরীর তবে ব্রহ্মে মন দিয়া॥

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ-লীলা

এত বলি দ্বারকায় দারুক পাঠাল।
শরীর ছাড়িতে তরু শাখায় বসিল॥
এক শাখায় মাথা দিয়া আর শাখায় বৈসে।
এক পা বাহির, আর পাও উরুদেশে॥
হেনকালে আইল তথা ব্যাধ জরা নামে।
মুষলের লৌহ আছয়ে তার স্থানে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখে আচম্বিতে।
হরিণের কর্ণ যেন চরণ লোহিতে॥
হরিণীর কর্ণ বুঝি বাণ এড়িল।
ব্রহ্মশাপে লৌহ গিয়া চরণ বিন্ধিল॥
হরিণীর লোভে ব্যাধ সত্বরে ধাইল।
মৃগ নহে, চতুর্ভুজ শরীর দেখিল॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখি নীল কলেবরে।
শত সূর্য্য সম তেজ, পীতবস্ত্র ধরে॥
কিরীটী, কেয়ূর শোভে, কৌস্তুভ-ভূষণ।
শ্রীবৎসাদি বক্ষে শোভে, কমললোচন॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চারিহাতে।
বনমালা ভূষিত দেখিলা জগন্নাথে॥

দেখিয়া সম্ভ্রমে ব্যাধ প্রণাম করিল।
যোড়হাতে নিজ অপরাধ মানি নিল॥
অনেক অধর্ম্মে আমি হরিণীর আশে।
তোমাকে না জানি আমি কৈনু বড় দোষে॥
সংসারের নাথ তুমি, সকল বিদিত।
জানিয়ে করহ, যেই হয় ত' উচিত॥
এত আর বচন শুনিয়া কৃপাময়।
সুস্থ হয়ে থাক, তুমি না করিহ ভয়॥

ব্যাধের পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত-কথন

শোন শোন, ব্যাধ তুমি আমার বচন।
পূরব জন্মের কথা হইল স্মরণ॥
রাম-অবতারে তুমি বালির কুমার।
রাক্ষস মারিয়া কৈলে সীতার উদ্ধার॥
বালি-সুগ্রীব ছিল দুই সহোদর।
দুই ভাই যুদ্ধ বাজিল বিস্তর॥
সুগ্রীব জিনিয়া বালি নিল নারীধন।
রাজ্য ছাড়ি সুগ্রীব আসিলেক বন॥
পঞ্চ-বানর লৈয়া ঋষ্যমূকে রইল।
সীতা হারাইয়া আমি তথাই গেল॥
সমদুঃখে দুইজনে মিতালি করিল।
দুইজনে তাহাতে প্রতিজ্ঞা করিল॥
বালি মারিয়া আমি তাকে রাজ্য দিব।
রাবণ জিনিয়া সীতা উদ্ধারিব॥
এইমত দুই এর কথা হইল।
বালি মারি রাজ্য আমি তাহাকে দিল॥
বিনে অপরাধে আমি বালিকে মারিল।
তাহার ফল আসি' এখনে হইল॥
বিনে অপরাধে নষ্ট করে যেহি জন।
তার ফল পায় সেহি, হইবেক কারণ॥
বালির তনয় তুমি, অঙ্গদ ছিল নাম।
সীতা উদ্ধারিতে তুমি কৈলা বহু কাম॥

সন্তোষ হইয়া আমি বলিল তোমাতে।
বরমাগ, অঙ্গদ তুমি, মনের বাঞ্ছিতে॥
বর মাগিলে মোর মায়ার কারণে।
পিতৃ-বৈর শোধিবার বলিল বচনে॥
তুষ্ট হইয়া বর দিল—বধিবে আর জন্মে।
কৃষ্ণরূপ আমি হইব, তুমি ব্যাধ কর্ম্মে॥
ব্যাধরূপ হইয়া তুমি সাজিলা এখন।
তে-কারণে তব হাতে আমার মরণ॥
মোর হেন-মূর্ত্তি তুমি দেখিলে নয়নে।
নাহিক তোমার দোষ পাবে ভাল-স্থানে॥
হেনকালে পুষ্প বৃষ্টি ব্যাধের উপরে।
রথ আনি তারে লয়ে গেলা স্বর্গপুরে॥
গোসাঞী ত' নিজ দেহ ছাড়িয়া তখনে।
প্রবেশ করাইল লয়ে জ্যোতির্ম্ময় স্থানে॥
বুঝহ সংসারেয় লোক গতির অস্থির।
নারীর মোহ ছাড়ে যেই, সেই মহাধীর॥
শুনহ সংসার লোক, বুঝ মন দিয়া।
হরি বিনে কিছু নহে এ ভবে রহিয়া॥
এত বলি সব-লোক যোগে দেহ মন।
গুণরাজ খাঁন বলে বন্দি নারায়ণ॥

দারুকের দ্বারকা-গমন

(বেলাবলী-রাগ)

দারুক দেখিল তথা যদুকুল-ক্ষয়।
বিষাদিত হয়ে তবে মনেতে ভাবয়॥
যাঁহার কটাক্ষে সংসার উদ্ধার হয়।
ব্রহ্মশাপে কৈল তিঁহো যদুকুল-ক্ষয়॥
যাঁর নামে হরে ব্রহ্মহত্যা-আদি পাপ।
তাঁর কুল বিনাশ করিল ব্রহ্মশাপ॥
এতেক বুঝিয়া তবে গোসাঞীর লীলা।
সংসার অসার, যেন জলবিম্ব খেলা॥
যত যত সংসারে, এতেক মোহজাল।
সকল অজ্ঞান-হেতু, বিষাদ বিশাল॥
এতচিন্তি গোসাঞীর আদেশ মনে করি।
দারুক সত্বরে গেলা দ্বারকা-নগরী॥
গোসাঞীর পদতলে আমি ছাড়িব দেহে।
তাঁর আজ্ঞা প্রকাশিতে প্রাণ-মাত্র রহে॥
দ্বারকা দেখিল শোভা নাই, অতি বিপরীত।
পূর্ব্বরূপ চিহ্ন নাই, অলক্ষ্মী-চরিত॥
কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া উগ্রসেন স্থানে।
কহিল সকল যদুকুলের নিধনে॥
বুঝাইল বসুদেব-দৈবকী-রোহিণী।
কহিল গোসাঞীর যত উপদেশ-বাণী॥
বজ্র পড়ে হেন, শুনি দারুক-বচন।
চিত্রপুত্তলী সম হইল সর্ব্বজন॥
সবার জীবন কৃষ্ণ, ছাড়িয়া চলিল।
ভূমেতে পড়িয়া সব চেতন হরিল॥
আঁখি বুঁজি কেহ কেহ হাহাকার ছাড়ে।
দারুকের স্থানে গিয়া আছাড়িয়া পড়ে॥
কেহ গা আছাড়ে, কেহ কেহ মাথা খুড়ে।
কেহ বা আছাড় খেয়ে ভূমিতলে পড়ে॥
হরিল চেতন সবে গড়াগড়ি যায়।
শ্বাসমাত্র-প্রাণ শরীরে আছয়॥
সত্বরে দারুক চিন্তে গোবিন্দ-চরণ।
হস্তিনাতে গিয়া তবে আনিল অর্জ্জুন॥
গোসাঞীর আদেশ শুনি অর্জ্জুন-সুধীর।
বড় ধৈর্য্য কৈলা তিঁহো আপন শরীর॥
যেই যেই আদেশ কৈল দেব-নারায়ণ।
তাহা ত' করিতে বীর সুস্থ কৈল মন॥

একে একে সবাকারে তুলি বসাইল।
শাস্ত্রদৃষ্ট মত সবারে বুঝাইল ॥

অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক যথাবিধি সৎকার

সবাকে লৈয়া তবে প্রভাস-তীর্থ স্থানে।
সবাকারে কৈল দাহ শাস্ত্রের বিধানে ॥
বলদেব সঙ্গে রেবতী-সুন্দরী।
অগ্নি প্রবেশিয়া গেলা বৈকুণ্ঠ নগরী ॥
রুক্মিণী-আদি করি অষ্ট রমণী।
গোসাঞীর তত্ত্ব শুনি প্রবেশিলা অগ্নি ॥
হেনমতে সবাকার যে যাঁহার নারী।
সবে অগ্নি প্রবেশিলা স্বামী অনুসারি ॥
বসুদেব-দৈবকী-রোহিণী তিন জন।
অগ্নি প্রবেশিয়া তাঁরা ছাড়িল জীবন ॥
সবাকারে সৎকার করিয়া অর্জ্জুনে।
নিত্য-ক্রিয়া, শ্রাদ্ধ, দান করাইল তখনে ॥
এত-সব সবাকার কর্ম্ম সমাপিয়া।
বজ্রবীরে করিল রাজা মথুরায় গিয়া ॥
গোসাঞীর আদেশ তবে দারুক শুনিয়া।
তপস্যায় নড়িলা উত্তর-মুখ হৈয়া ॥
গোসাঞীর আছিল যত আর নারীগণ।
দ্বারকা হৈতে তাহা লৈয়া নড়িল অর্জ্জুন ॥
গোসাঞীর আদেশে তবে পরিবার নড়িল।
সমুদ্রের জল উঠি দ্বারকা পূরিল ॥
গোসাঞীর মন্দির মাত্র জলে না ডুবিল।
সকল ব্যাপিয়া সব সমুদ্র রহিল ॥
কৃত্তিকা-নক্ষত্রে কার্ত্তিক-পৌর্ণমাসী।
তিথিতে গোসাঞীর ঘর সমুদ্রে প্রকাশি ॥
তা দেখিয়া নর পায় গোসাঞীর স্থান।
লক্ষ্মী-সঙ্গে গোসাঞীর সদা অধিষ্ঠান ॥
আগে আগে নড়িলা গোসাঞীর নারীগণ।
হাতে ধনুক লয়ে নড়িলা অর্জ্জুন ॥

দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাভব

হেনকালে সেই পথে গোয়ালা দৈত্যগণ।
তাহা দেখি মিলিলা তবে করি অনুমান ॥
কাহার যুবতীগণ, যায় কোন্ দেশে।
একক পুরুষ হৈয়া কেমন সাহসে ॥
এত অনুমানি সব গোয়ালা দৈত্যগণে।
উভু নড়ি করি সব বেড়িল অর্জ্জুনে ॥
নারীগণ মধ্যে গিয়া দৈত্যগণ লড়ে।
কার হাতে, কার গায়, কার ত' কাপড়ে ॥
পাঁচ সাত নারী ধরিল এক এক জনে।
নারীগণ ধরিল অর্জ্জুন-বিদ্যমানে ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর কোপ বড় কৈল।
দস্যুগণ মারিবারে মন দৃঢ় কৈল ॥
গাণ্ডীব ধনুক নিল করিবারে রণ।
ধনুকেতে চড়া দিতে করিল যতন ॥
হেলায় বিন্ধিত যাতে কোটি কোটি বাণ।
তাহা মিথ্যা গেল, দেখি হাসে দৈত্যগণ ॥
নানা শক্তি করি তবে দিল তথি গুণ।
গুণ ধনুকেতে দিয়া দিল বড় টান ॥
আকর্ণ পূরিতে নারে, পাইল অপমান।
শক্তি করি বাণ যুড়ি এড়িল অর্জ্জুন ॥
বজ্রসম অস্ত্র সব অর্জ্জুন এড়িল।
দস্যুগণের পায়ে ঠেকি ভূমেতে পড়িল ॥
যত যত বাণ এড়ে অর্জ্জুন মহাবীর।
অর্জ্জুনের বাণে দৈত্য করায় অস্থির ॥
যত বাণ কোপে ছাড়ে, গায়ে নাহি ঠেকে।
তা দেখিয়া অর্জ্জুনের অহঙ্কার টুটে ॥
মহাদেব তুষিলা যে বাণে মহাশয়।
লবণান্তক বজ্র মারি কৈল ইন্দ্রের বিজয় ॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য-আদি কুরুসেনা।
যে বাণে জিনিয়া থুইল জগতে ঘোষণা ॥

দেবাসুর, যক্ষাসুর, গন্ধর্ব্ব সকল।
যত বাণ এড়িল, সেই হৈল বিফল॥
অব্যয় তূণ, যাহা আছিল অর্জ্জুনে।
শূন্য হৈল সব তূণ, দস্যুগণের রণে॥
দিব্য অস্ত্র পড়িল যতেক স্থানে স্থানে।
তাহার প্রতাপে বশ করে এ-তিন ভুবনে॥
তা দেখি অর্জ্জুন তবে হইলা বিস্ময়।
সে সব শক্তি আমার নিল মহাশয়॥
চিন্তিতে গুণিতে তাহা পাইল কোন্ জনে।
ধনুকের বাড়ি মারি সব দৈত্যগণে॥
দৈত্যগণে পরশে যত গোসাঞীর নারী।
পাষাণ-শরীর হয়ে তনু ত্যাগ করি॥

অর্জ্জুনের বিস্ময়

দস্যুগণ হৈতে ভঙ্গ পাইল অর্জ্জুনে।
বিস্ময় হইয়া বীর মনে মনে গুণে॥
সব রাজ-চক্র জিনি দ্রৌপদী আনিল।
ইন্দ্র জিনি খাণ্ডবে হুতাশন তুষিল॥
যার যুদ্ধে মহাদেব সন্তোষ পাইল।
দেবগণে নিরন্তর চরণে মাইল॥
একাকী জিনিল সব গন্ধর্ব্ব সমাজে।
বিমুক্ত করিল দুর্য্যোধন কুরুরাজে॥
ভীষ্ম-আদি কুরু-সেনা সকল জিনিয়া।
বিরাটের গরু আনি দিল একা হৈয়া॥
কুরুগণ-আদি সব সৈন্য-সাগরে।
করিয়া বিবিধ কর্ম্ম তথি মাইনু রাজারে॥
কোথাহ না পাইনু আমি হেন পরাভবে।
হেন বুঝি সকল সেই গোসাঞী-প্রভাবে॥
সেই সব অস্ত্র আমার পবন-সমান।
সেই ধনু, সেই আমি, সেই আমার বাণ॥
যত যত আমার হইল পরাক্রম।
সকল হরিয়া নিল, প্রভুর এ-কর্ম্ম॥

কৃষ্ণ বিনে সব মোর হইল বিফল।
অব্রাহ্মণে দিলে, যেন নাহি পায় ফল॥
তেঞি সে আমার আজি তেজ হীন হৈল।
তাঁহা বিনে হীন-লোকে করয় বিফল॥
সে সকল বল-বুদ্ধি হরিল গদাধর।
এখন কি করিব, উপায় নাহি আর॥
এতেক গুণিয়া মনে নড়িল অর্জ্জুন।
ব্যাসের আশ্রমে বীর গেলেন তখন॥
আগে গিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে দেখিয়া।
দণ্ডবৎ-প্রণাম কৈল বিনয় করিয়া॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া ব্যাস অর্জ্জুনে তুলিল।
বিমনা, কুরূপ, হীন, তেজ না দেখিল॥
বিস্ময় পাইয়া তবে জিজ্ঞাসা করিল।
কুশল পুছিয়া তারে আসনে বসাইল॥

শ্রীব্যাস-অর্জ্জুন-সংলাপ

"কেন আজি তোমার যে দেখি বিপরীত?।
বিস্ময়, বিমনা, চিন্তা-শোকেতে বিস্মৃত!॥
আজি কি কৈলে কোন বিপ্রে হনন?।
দুর্জ্জন-সেবন কিম্বা সুজন-নিন্দন?॥
শরণাগতের কিবা না করিলে রক্ষা?।
অতিথিরে আজি কিবা নাহি দিলে ভিক্ষা?॥
নিভৃতে করিলে কিবা পরদার-সেবা?।
প্রতিশ্রুতি হয়ে দ্বিজে নাহি দিলা কিবা?॥
গুরু-সেবা না করিলে করি অপকর্ম্ম?।
পরনিন্দা কৈলে কিবা প্রশংসি নিজ-ধর্ম্ম?॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া কিবা মারিতে নারিলে?।
পরধনলোভে কিবা মিথ্যা-সাক্ষ্য দিলে?॥
পাষণ্ড-আলাপে কিবা গোসাঞী পাসরিলে?।
অথবা কি পাপ আজি অর্জ্জুন করিলে?॥
হীন লোক হৈতে কিবা পাইলা পরাভব?।
বিমনা, বিস্মৃত তোমা দেখিয়ে পাণ্ডব!!"

এ-সব উত্তর যবে ব্যাসদেব কৈল।
কাঁদিতে কাঁদিতে তবে অৰ্জ্জুন কহিল ॥
"যত কিছু বৈলে মুনি, সব সমঝিল।
ত্রৈলোক্যের নাথ হরি পৃথিবী ছাড়িল ॥
তাঁর অনুগ্রহে সব ত্রৈলোক্যের লোক।
নারিল আমাকে রণে করিতে বিমুখ ॥
দেব, দৈত্য, গন্ধৰ্ব্ব, মনুষ্য যত বীর।
যাঁর অনুগ্রহে মোরে কেহ নহে স্থির ॥
পাত্র-মিত্র-বান্ধব অমর করি রাখি।
যেই যুদ্ধে আমারে, আপনি কৃষ্ণ দেখি ॥
সেই জন আমারে এড়ি গেলা নিজ-স্থান।
হরি! হরি! দৈব কেন ধরয়ে পরাণ ॥
লীলায়ে ত' গাণ্ডীব তাঁহার আজ্ঞায় টানি।
যাঁহার সন্ধানে বাণে ত্রিভুবন জিনি ॥
তাহা-ত' টানিতে হৈল আমার বড় ব্যথা।
হীন-লোক সংগ্রামে আমাকে জিনে হেথা ॥
আমার বল-পরাক্রম তোমাকে গোচর।
এক-রথে জিনিলাম সকল সংসার ॥
হেনলোক আমি, তাঁহার অনুগ্রহ বিনে।
সেই রথ, ধনুক, তবু জিনে হীন-জনে ॥
আমারে জিনিয়া ক্ষুদ্র দস্যু নরগণে।
হরিয়ে লইল মুনি, কৃষ্ণ-নারীগণে ॥
ইহার কারণ মুনি, না পারি বুঝিতে।
গোসাঞীর স্ত্রী হরে দস্যুগণেতে ॥
সংসারে আমারে বিঘ্ন কে করিল।
কেবা মোর ঘুচিল বুদ্ধি-বিক্রম-বল ॥"

শ্রীব্যাসদেবের উপদেশ

অর্জ্জুনের বচন শুনি, ব্যাস মুনিবর।
না কর বিষাদ বীর, মন কর স্থির ॥
সৰ্ব্বভূতময় হরি, সৰ্ব্বধৰ্ম্মময়।
সবাকার আত্মা হরি, উৎপত্তি-প্রলয় ॥
তিঁহো তেজ, তিঁহো বল, পরাক্রম রণ।
সবাকার প্রাণ তিঁহো দেব-নারায়ণ ॥
নির্গুণ নির্লেপ হরি, অব্যয় অনন্ত।
সুদর্শন-রূপ তিঁহো, আদি-অন্ত ॥
সংসার-কারণ তিঁহো, তাঁহাতে সংসার।
তাঁহা হইতে জন্ম হয়, তাঁহাতে সংহার ॥
কালচক্র-রূপে গোসাঞী সংসার ভ্রমায়।
কাহে জীয়ায়, কাহে মারে, কাহাকে বাড়ায় ॥
কেহ কেহ জীয়ে, কেহ কেহ মরে।
কাল-রূপে হরি সবাকার ভাল-মন্দ করে ॥
তাঁহার মায়ায় বদ্ধ সকল সংসার।
তাঁহা ত্যজি কৰ্ম্ম করে দুরাচার নর ॥
পৃথিবীর ভার হরি ব্রহ্মার বচনে।
কৃষ্ণ-অবতার কৈল দেব-নারায়ণে ॥
তুমি তাঁর এক-অংশ, তিঁহো নানা-রূপ।
তোমার সাচিব্য করি মারিল দুষ্ট ভূপ ॥
পৃথিবীর ভার হরি কৈল দেব-কাজ।
আপনার স্থানে তিঁহো গেলা দেবরাজ ॥
ত্রৈলোকের শক্তি তিঁহো তেজ, বুদ্ধি, বল।
সকল লইয়া হরি গেলা নিজ-স্থল ॥
কাহে না জিনিলে তুমি কাহে না মারিলে।
যেমতে নাচাইলে, তেমত নাচিলে ॥
না কর বিষাদ, শোক-লাজ পরিহর।
তাঁহাতে মিশায়ে চিত্ত আপনা উদ্ধার ॥

শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাগণের হরণ-কারণ

ঠেকিল গোসাঞীর স্ত্রী দৈত্যগণ হাতে।
পড়িল যেনমতে তাহা শুন একচিত্তে ॥
পূর্ব্বে যত স্বর্গে অপ্সরা বিদ্যাধরী।
পৃথিবী যাইতে ব্রহ্মা সবাকারে আজ্ঞা করি ॥
দেবকাজ-কারণে গোসাঞী-অবতার।
সধে লয়ে জন্ম গিয়া, কহিয়ে সবায় ॥

ব্রহ্মার বচনে তবে সব নারীগণ।
পৃথিবীতে তবে সবে করিল গমন॥
হেনকালে আসি তথা অষ্টবক্র-ঋষি।
স্নান করিবারে স্বর্গ-গঙ্গা জলেতে প্রবেশি॥
তাহা দেখি নারীগণ করিলা ভকতি।
নানা-প্রকারে তাঁরে করাইল প্রীতি॥
তুষ্ট হয়ে মুনিবর বর দিল তারে।
পৃথিবীতে জন্মি স্বামী পাইবে গদাধরে॥
বর পেয়ে তুষ্ট হয়ে যায় নারীগণ।
সেই স্থান হৈতে তবে উঠিলা তপোধন॥
তথা দেখিল তারে বিপরীত বেশ।
অষ্ট স্থানে বাঁকা—কটি, জানু, জঙ্ঘাদেশ॥
পৃষ্ঠে, কান্ধে, চরণে, মস্তকে, পাদ-মূলে।
সর্ব্বাঙ্গ বাঁকা দেখি বাড়িল কুতূহলে॥
স্ত্রীজাতি সহজে চপলা নারীগণ।
হাস্য করি উপহাস করিল তখন॥
তাহা দেখি মুনিবর কৈল বড় কোপ।
নারীগণে তবে দিল নিদারুণ শাপ॥
পৃথিবীতে জন্মিয়া হবে গোসাঞীর নারী।
এই পাপে লৈবে সব দৈত্যগণে হরি'॥
এত শাপ-বাণী তবে মুনির শুনিয়া।
নারীগণ বলে তবে প্রণতি করিয়া॥
স্বভাবে চপলা আমরা, হই স্ত্রীজাতি।
ভাল-মন্দ বিচার না করিলে মোর প্রতি॥
এ শাপ দারুণ আমা-সবা অনুচিত।
ক্ষমাকর মুনি, তোমার চরণে উপস্থিত॥
এতেক কাকুতি তবে স্ত্রীগণের শুনি।
সদয়-হৃদয় তবে বলে মহামুনি॥
আমার বাক্য ব্যর্থ নহে, শুনহ স্ত্রীগণ।
অবশ্য হরিবে তোমা সবে দৈত্যগণ॥
পরশে পাষাণ তবে হবে ততক্ষণে।
পুনরপি আসিবে সবে নিজ নিজ স্থানে॥
তাহা সবারে প্রসাদ করিয়া মুনিবরে।
নিজ-কৃত্য নির্ব্বাহ করয়ে গঙ্গাতীরে॥
মুনি প্রদক্ষিণ করি সব নারীগণে।
পৃথিবীতে জন্মিলা রাজার ভবনে॥
তা'রা সব হৈল এথা গোসাঞীর নারী।
দস্যু পরশে সব শিলারূপ ধরি॥
এ-সব বৃত্তান্ত না জানহ অর্জ্জুন।
না ভাবিহ ব্যথা মনে, সুস্থ হইয়া শুন॥

কলিযুগের ভাবি-দুরবস্থা-বর্ণন

কলিকাল প্রভাশূন্য প্রবেশ করয়।
বল, বুদ্ধি, তেজ, আয়ু, সবাকার ক্ষয়॥
অল্প শস্য হব, লোক অল্প-বুদ্ধি-বল।
এক পোয়া ধর্ম্ম হব, অধর্ম্ম প্রবল॥
সত্য, শৌচ, তপঃ, দান—চারি পোয়া ধর্ম্ম।
সকল ছাড়িয়া লোক করিব কুকর্ম্ম॥
ব্রাহ্মণ ছাড়িবে বেদ, শূদ্র-ধর্ম্মাচার।
অমর্য্যাদা হব লোকে করি অব্যবহার॥
পৃথিবী হরিব শস্য, মেঘ হরিব নীর।
ঘৃতে গন্ধ না থাকিব, গাভী হরিবে ক্ষীর॥
অস্ত্র-তেজ না থাকিব, মন্ত্র না থাকিব।
সর্ব্বলোক ক্রোধী হব, তামসিক ভাব॥
বাপ-মা নিন্দিবে পুত্র, নিন্দিবে জ্যেষ্ঠ ভাই।
ব্রাহ্মণ না পূজিবে ব্রহ্ম, করিবে বড়াই॥
ভার্য্যা না মানিবে স্বামী, করিবে দুরাচার।
পর-পুরুষ লইয়া করিবে ঘর-দ্বার॥
পৃথিবী সঙ্কোচ হব, অধর্ম্ম-আচার।
নীচ-জন-ঘরে হব লক্ষ্মী-অবতার॥
সাধুজন দুঃখ পাবে, নীচ পাবে সুখ।
দুঃখ ভাবি লোক হব ধর্ম্মেতে বিমুখ॥
তপঃ না করিব দ্বিজ, সত্য না পালিব।
যজ্ঞ না করিব সদা মাগিয়া বুলিব॥

পঞ্চাবিংশতি বৎসর লোক-পরমায়ু।
দ্বাদশ বৎসরে লোক যৌবন গোয়াউ॥
সপ্ত-অষ্ট বৎসরে গর্ভ ধরিবেক নারী।
এক গর্ভে অপত্য হইবে তিন-চারি॥
শ্বশুর-শাশুড়ীকে কেহ না মানিব।
যৌবনের ভারে নারী চলিতে নারিব॥
কুরূপা হইব নারী-জাতি কুলক্ষণ।
কেশমাত্র হইবে নারীর আভরণ॥
গুরু-গর্ব্বিত কোন-নারী না মানিব।
শাশুড়ী লজ্ঘিয়ে বধূ গৃহিণী হইব॥
এক ঘট কপর্দ্দকে লোক বলাইব ধনী।
এক বট দান দিলে সভাতে বাখানি॥
ক্রয়-বিক্রয় লোক করিব নানা-ছলে।
কপট ব্যবসা লোক করিবে নির্ম্মলে॥
ম্লেচ্ছ-জাতি রাজা হব, প্রজা না পালিব।
যার যত ধন থাকে, সকলি হরিব॥
ধন দেখিয়া রাজা প্রজার দণ্ড নিব।
প্রজাকে হিংসিয়া রাজা ধনলোভী হব॥
দস্যুরূপ হয়ে কেহ দিনে ডাকা-চুরি।
রাজধর্ম্ম না পালিব অধর্ম্ম আচরি॥
সবজাতি কলিযুগে হৈবে একাকার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান না থাকিবে কাহার॥
পাত্র, মিত্র, অমাত্য বলবন্ত হব যেই।
রাজাকে মারিয়া দণ্ড ধরিবেক সেই॥
এমন কুৎসিত হব, সবে দুরাচারী।
সবজাতি একাকার হব ঘর-দ্বার ছাড়ি॥

শ্রীহরিনামাশ্রয় ও গঙ্গাস্নানই কলিযুগের পরমধর্ম্ম

সত্য-যুগে সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যায়।
কলিকালে একদিনে তত পুণ্য হয়॥
অল্পধর্ম্ম করিব, তারে প্রশংসয়।
অল্পশ্রমে, অল্প তপে, সব সিদ্ধি হয়॥
সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চয়।
সর্ব্বধর্ম্ম কলিকালে হরিনামে পায়॥
কলিকালে অনেক দোষ শাস্ত্রেতে লিখিল।
এক দিনের ধর্ম্মে লোক, কলি নিস্তারিল॥
হরিনাম, গঙ্গাস্নান কলিতে বড় ধর্ম্ম।
কলিকালে তারিবে, ঝাট পাই পরব্রহ্ম॥
বল-বুদ্ধি-হীন লোক, নহিব মনঃশুদ্ধি।
আচার ছাড়িব লোক, হইবে কুবুদ্ধি॥
কলিকালে অল্প সত্য, অল্প আয়োজন।
তপ-যজ্ঞে মন নহিব, কলির কারণ॥
ধর্ম্মের সঙ্কোচ হব, লোকের অপকার।
কৃপাকরি হব প্রভু কল্কি-অবতার॥
প্রচারিব বেদধর্ম্ম-পথ, সদাচার।
লোক-সব মানিবেক কল্কি-অবতার॥
চন্দ্র, সূর্য্য দুই বংশ নৃপতি দু'জনে।
কলাপ-নগরে যোগ করিব সাধনে॥
সেই দুই জনে তবে করাইব রাজা।
ধর্ম্ম স্থাপিয়া সবারে পালিবেক প্রজা॥
হেনমতে গোসাঞী সবাকে রক্ষা করি।
দান-যজ্ঞ-আদি নানা-ধর্ম্ম অবতরি॥
সত্য সত্য বলি আমি, শুনহ অর্জ্জুনে।
খণ্ডাহ সকল পাপ, ভজ নারায়ণে॥
তপ, যজ্ঞ, দান ত্যজ সব আশ।
হরি ভাবি কর পরব্রহ্ম পরকাশ॥
হরি হৈতে হরিনাম কলিতে ব্রহ্মজ্ঞান।
যাঁহাকে সেবিলে হয় সকল পাপ-নির্ব্বাণ॥
শুনিয়া কলির তত্ত্ব প্রচার ভুবনে।
কল্কি-অবতারে করে ম্লেচ্ছ-নিধনে॥
দিব্য অঙ্গে দিব্য অস্ত্র ধরিয়া গোসাঞী।
ম্লেচ্ছ-নিধন প্রভু করিবে সেই ঠাঞি॥

শ্রীব্যাসাদেশে অর্জ্জুনের হস্তিনাপুরী গমন

গোসাঞীর আজ্ঞা হৈল যত যত কথা।
যুধিষ্ঠির-নৃপতিরে কহ গিয়া তথা॥
পরীক্ষিতে রাজ্য দিয়া ছাড়হ সমস্তে।
যোগে মন দিয়া সবে যাহ উত্তরেতে॥
এতেক বিধানে ব্যাস কহিল অর্জ্জুনে।
প্রণাম করিয়া গেলা বিষাদিত মনে॥
হস্তিনানগরে গেলা যুধিষ্ঠির স্থানে।
প্রণাম করিয়া কহে করুণ-নয়নে॥
দ্বারকা-বসতি কথা কহিল রাজারে।
পৃথিবী ছাড়িয়া কৃষ্ণ গেল নিজপুরে॥
শুনিয়া এসব কথা সবে বিষাদিত।
শরীরের মোহ ছাড়ি নিবারিল চিত॥
হেনকালে উদ্ধব (বিদুর) সকল তীর্থ করি।
ধৃতরাষ্ট্র সম্ভাষিতে গেলা হস্তিনানগরী॥
পুত্রবধূর শোক রাজা উদ্ধবে (বিদুরে) কহিয়া।
উদ্ধবের (বিদুরের) আগে রাজা কাঁদে লোটাইয়া॥

ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির স্বর্গারোহন

ধৃতরাষ্ট্র রাজা দেখি উদ্ধবের (বিদুরের) দয়া হৈল।
জ্ঞান-তত্ত্ব কথা কহি বিবেক জন্মাইল॥
বুঝাইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের গোচরে।
ধৃতরাষ্ট্র লয়ে গেলা অরণ্য-ভিতরে॥
তার পাছে চলিলা গান্ধারী, কুন্তী-দেবী।
প্রভুর বচন তাঁরা এক মনে সেবি॥
অরণ্যে থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্র-নৃপবরে।
যোগ-অগ্নি জ্বালিয়া দাহিলা কলেবরে॥
গান্ধারী-কুন্তী সেই অগ্নি প্রবেশিল।
দিব্যমূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্গেতে চলিল॥
তথা যুধিষ্ঠির রাজা শোকাকুল হৈয়া।
বৃদ্ধ রাজা, গান্ধারী, কুন্তীকে না দেখিয়া॥
বিষাদে বিহ্বল রাজা বন্ধুজন লঞা।
অন্ন-পানি না খাইয়া থাকিল বসিয়া॥
হেনকালে ব্যাস (নারদ)-মুনি আইল তথাই।
কহিলেন তত্ত্ব যত বলিলা গোসাঞী॥
বিষম সংসার হৈল পাপ-ব্যবহার।
সবে স্বর্গপুরী চল ছাড়িয়া সংসার॥
এতেক বলিয়া ব্যাস (নারদ) গেল নিজস্থানে।
পরীক্ষিতে অভিষেক করিলা তখনে॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী-সংহতি।
উত্তরাভিমুখে সবে করিলেন গতি॥
হেনমতে যুগের শেষ-ধর্ম্ম রাখিবারে।
অবতার কৈল হরি পৃথিবী-ভিতরে॥

গ্রন্থকারের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তনোপদেশ

যাঁহার আজ্ঞায় ইন্দ্র সৃষ্টি পালন করি।
যাঁর আজ্ঞায় চন্দ্র-সূর্য্য প্রকাশ সঞ্চারী॥
দিবা, রাত্রি, মাস, পক্ষ, সম্বৎসর-কাল।
সংসার পালিতে আজ্ঞা-সকল তাঁহার॥
সব ঘটে থাকি সেহ সকল করায়।
কেহ তাঁরে নাহি দেখে তাঁহার মায়ায়॥
সূক্ষ্ম-রূপ ব্রহ্মপদ ভাবিতে না পারি।
সকল হৃদয়ে গোসাঞী রণ তনু ধরি॥
গোসাঞীর তনু চিন্তি, পাই ব্রহ্মজ্ঞানে।
একান্ত হইয়া প্রভুকে ভাব এক-মনে॥
সবাতে আছয়ে হরি, এমন ভাবিহ।
আপনা হইতে ভিন্ন কাহো না দেখিহ॥
নিজ-আত্মা, পর-আত্মা যেই তাঁরে জানে।
তার চিত্তে কভু নাহি ছাড়ে নারায়ণে॥
কর্ণধার বিনে যেন নৌকা নাহি যায়।
তেমতি প্রভুর মায়া সংসারে ভ্রমায়॥
ইহা বুঝি পণ্ডিত ভাই, স্থির কর মন।
একভাবে চিন্ত প্রভু কমললোচন॥

যত বুদ্ধি, যত শক্তি, যত মোর চিত।
ভাবমত রচিল কিছু কৃষ্ণের চরিত॥
যত কর্ম্ম কৈল প্রভু নর-রূপ ধরি।
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা-আদি বলিতে না পারি॥
ভক্ত অনুকম্পায় প্রভু ধরি নর-কায়।
সে তনু চিন্তিয়া ভক্ত ব্রহ্মপদ পায়॥
অল্প বুদ্ধি, অল্প মতি, অল্প মোর জ্ঞান।
প্রভুর চরিত্র কিবা করিব বাখান॥
অনেক আছয় শাস্ত্র, বেদ-পুরাণ।
বিস্তর কহিল তায় প্রভুর বাখান॥
সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে না পারে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কৈল প্রভু-অবতারে॥

শ্রুতিফল ও গ্রন্থকারের শপথ

বিষম বিষয়-রসে সবার বন্ধন।
ইহার আলাপে হয় সকল ভঞ্জন॥
এ কথা শুনিতে যাহার হয় মতি।
ইহা হৈতে তার হয় বৈকুণ্ঠে বসতি॥
অহর্নিশি লোক-সব আছে মিছা-কাজে।
অবশ্য শুনিবে ইহা দিবসের মাঝে॥
শুনিতে শুনিতে হব মন যে নির্ম্মল।
ঘরে বসি পাবে নর সর্ব্বতীর্থ-ফল॥
পুরাণ পড়িতে নাহি শূদ্রের অধিকার।
পাঁচালী পড়িয়া তরে এ ভব-সংসার॥
তার আগে পড়হ, যাহার শুদ্ধমতি।
শুনিতে শুনিতে তার কৃষ্ণে হবে মতি॥
পাষণ্ড, নিন্দুক জনে কভু না শুনাইহ।
যোড়হাতে বলি আমি, বচন পালিহ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শরণম্॥
শ্রীশ্রীভগবতে বাসুদেবায় নমঃ॥

স্ত্রী-পুরুষ, শিশুগণে শুন এক মনে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় কথা অতি সাবধানে॥
বন্ধ্যা-স্ত্রী শুনিলে হয় পুত্রবতী।
দারিদ্র খণ্ডিবে, যদি শুনে একমতি॥
রোগ-শোক নাশ হয় সর্ব্ব-দুঃখ হরে।
বন্ধন-মুক্ত হয় যদি থাকে কারাগারে॥

গ্রন্থ-রচনার কাল

তেরশ পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥

দৈন্যমুখে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় দান

গুণ নাহি, অধম মুঞি, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম—'গুণরাজ খাঁন'॥
সত্যরাজ খাঁন হয় হৃদয়-নন্দন।
তারে আশীর্ব্বাদ কর যত সাধুজন॥
দন্তে তৃণ ধরি বলি সকলের ঠাঁঞি।
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে, ক্ষমাভিক্ষা চাই॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম, কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে 'হরি' বল সর্ব্বজন॥
ধর্ম্ম-মোক্ষ—দুই হবে ইহাকে শুনিলে।
ইহা বৈ ধন আর নাহি কলিকালে॥
তপ, জপ, যজ্ঞ, দান—যত ফল পাও।
তাহা হৈতে অধিক সুখ, ঘরে বসি পাও॥
স্ত্রী, পুরুষ, শিশু—সব শুন সাবধানে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় গুণরাজ খাঁন ভণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দায় নমঃ॥
শ্রীশ্রীবেদব্যাসায় নমঃ॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীমুখে শ্রীগুণরাজ খাঁন-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-গ্রন্থমহিমা-বর্ণন এবং তদ্‌বংশে আত্মবিক্রয়

গুণরাজ খাঁন কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।
তাহাঁ একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥

"নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ"।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥

তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৯৯—১০১

কুলীনগ্রামবাসী বসু-বংশের মাহাত্ম্য-বর্ণন—

কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ॥

বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।
সবেই চৈতন্য-ভৃত্য,—চৈতন্য-প্রাণধন॥

কুলীনগ্রামবাসীর ভাগ্যের প্রশংসা—

প্রভু কহে, কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥

কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায়॥

—চৈঃ চঃ আদি ১০।৮০—৮৩